This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google books

https://books.google.com

KAIS.KÖN.HOF-BIBLIOTHEK
16.499-A
ALT-

Ja. 18. G. 79.

Digitized by Google

18e 79

16499-B

Digitized by Google

Digitized by Google

A BRIEF HISTORY OF THE CHURCH OF CHRIST.

খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর সংক্ষেপ বিবরণ।

খ্রীষ্টীয়ান বুক্ সোসাইটিদ্বারা মুদ্রিত হইল।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS, FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY, AND SOLD AT ITS DEPOSITORY, 99, DHARAMTALA.

1840.

Digitized by Google

K.K. HOFBIBLIOTHEK
WIEN

Digitized by Google

খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর সংক্ষেপ বিবরণ।

প্রথম ভাগঃ।

নিস্তার পর্ব্বকালে শিষ্যেরদের প্রতি পবিত্রাত্মার আবির্ভাব সময়াবধি রাজা কনষ্টাণ্টীনের সময় পর্য্যন্ত, কি না ৩৩ শালাবধি ৩২৪ শাল ঘটিত ঘটনা।

প্রথম খণ্ড। প্রেরিতেরদের ক্রিয়ার বিষয়।

হে যুবকেরা, ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত প্রেরিতেরদের ক্রিয়ার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া জ্ঞান হওয়াতে তোমরা আহ্লাদিত হইয়া থাকিবা, কিন্তু সেই পুস্তকে পাউলের রুমনগর গমন পর্য্যন্ত মণ্ডলীর বৃত্তান্ত পাওয়া যায়; এ কারণ তাহার পরে যাহা২ ঘটিয়াছিল তাহা শুনিতে তোমাদের ইচ্ছা আছে ইহা বোধ করিয়া আমি সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখি। কিন্তু আমার এই পুস্তকের মধ্যে পূর্ব্বাপর তাবদ্বৃত্তান্ত যেন অবিকল রূপে থাকে এ নিমিত্তে প্রথমাবধি সমুদায় বৃত্তান্ত কহি। এ সকল বিবরণ নূতন না হইলেও তোমাদের অজ্ঞাত থাকাতে শুনিলে জ্ঞান ও আহ্লাদ জন্মিবে।

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট শিষ্যদিগকে এই কথা কহিয়াছিলেন, যথা, "আমি তোমাদিগকে মনুষ্যধারী করিব।" পরে তাহারা কি রূপে ও কি কারণে মনুষ্য ধরিবে ইহা তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত কথা দ্বারা তিনি বুঝাইয়া দিলেন। সে কি না মৎস্য যেমন নষ্ট হইবার জন্যে জালেতে ধৃত

Digitized by Google

হয় মনুষ্যেরা সুসমাচার রূপ জালেতে তদ্রূপ ধৃত হইবে না, কিন্তু দুরন্ত কুম্ভীর রূপ শয়তানের মুখহইতে রক্ষা পাইয়া যেন অনন্ত জীবন পায় এ নিমিত্তে ধৃত হইবে। আর মৎস্য যেমন লোক কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া বড়শী দ্বারা কণ্ঠ দেশে বিদ্ধ ও ক্ষত হইয়া ধরা পড়ে সে রূপ না হইয়া কি বড় কি ছোট কি ভাল কি মন্দ সকলে রক্ষা পাইবার জন্যে সুসমাচার রূপ জালেতে বদ্ধ হইয়া যেন একত্র হয় এই নিমিত্তে ধৃত হইবে।

যীশু খ্রীষ্টের মুখ নিঃসৃত ঐ বাক্য অতি শীঘ্র পূর্ণ হইল, যে হেতুক তাহার স্বর্গারোহণানন্তর দশম দিনেতে সেই জাল নিক্ষেপ করিবা মাত্র একেবারে তিন সহস্র লোক ধৃত হইল, অর্থাৎ খ্রীষ্টাশ্রিত হইল। তোমরা যদি তিন সহস্র লোকের সভা কখন দেখিয়া থাক তবে সে কেমন সমারোহ তাহা বুঝিতে পারিবা। খ্রীষ্টের মণ্ডলীর তাবৎ বিবরণ পুস্তক পাঠ করিলেও এত লোক একেবারে ধৃত হইয়াছে ইহা প্রায় কোন স্থানে দেখিতে পাইবা না। কিন্তু তাহার পর ক্রমে২ যে লক্ষ২ লোক সেই মণ্ডলীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহাদের সহিত তুলনা দিতে গেলে সেই মহা লোকারণ্য ক্ষুদ্রের মধ্যে গণিত হইতে পারে বটে; তথাপি সেই প্রথম মণ্ডলী তাহা হইতে সামান্য হইলেও তাহাকে প্রধান করিয়া বলিতে হইবে, কেননা সেই মণ্ডলীস্থ লোকদ্বারাই ক্রমে তাহারা বাড়িল, ও সে এমন বৃদ্ধি পাইল যে প্রায় তাবদ্দেশীয় লোক আসিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইল। ইহাতে প্রভু আপনি কহিয়াছেন যথা। " যে

Digitized by Google

শর্ষপ বীজ কোন ব্যক্তি আপন ক্ষেত্রে বপন করিল আমার রাজ্য তাহার সদৃশ, যে হেতুক সে অঙ্কুরিত হইয়া এমত বাড়িয়া উঠে যে তাহার শাখাতে শূন্যের পক্ষিগণ বাসা করিতে পারে।” কিছু দিনের পরে আর দুই সহস্র লোক এই ধর্ম্মাক্রান্ত হইলে তাহারা পঞ্চ সহস্র হইল। দেখ তাহাদের বৃদ্ধির বিষয় কেমন আশ্চর্য্য। কেননা নিস্তার পর্ব্ব দিবসে যখন শিষ্যদের উপর পবিত্রাত্মার আবির্ভাব হইল তৎকালের লোকেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত যীশুর কথা শুনিলেও এক শত কুড়ি জন মাত্র যীশুর শিষ্য ছিল। অপর যিরূশালম নগরেতে স্থাপিত হইয়াছিল যে এই সকলের সভা তাহারাই খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর মূল। পরে ক্রমে২ তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিল, এবং তাহারাই যীশু খ্রীষ্টের সত্য ও পবিত্র মণ্ডলী। আর তাহারা যে সুসমাচারেতে বিশ্বাস করিয়া নূতন মন পাইয়াছিল ইহা উহাদের ব্যবহার ও কথা দ্বারা এমত আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশিত হইল যে তাহাদের স্বজাতীয় অবিশ্বাসি যিহূদি লোকেরা ও এক প্রকার ভয় করিয়া কিছু কাল পর্য্যন্ত উহাদিগকে দুঃখ দিতে সাহসিক হইল না। পরন্তু তাহাদের পরস্পরেতে এমনি মেল ও প্রেম ছিল যে প্রত্যেক জন আপন২ সংস্থানানুসারে অন্যের দুঃখ দূর করিতে প্রস্তুত ছিল; এবং তৎকালীন মণ্ডলীর ধনি লোকেরা দুঃখী দরিদ্র ভ্রাতাদের প্রতিপালনার্থে আপন২ ভূমি ও গৃহাদি বিক্রয় করিয়া তৎপ্রাপ্ত ধন সাধারণ ব্যয়ের নিমিত্তে কোন এক স্থানে সঞ্চিত করিয়াছিল। সেই ধন উপযুক্ত রূপে ব্যয় করিতে

Digitized by Google

কিছু কাল পর্য্যন্ত প্রেরিতেরদিগকে ভার দেওয়া গেল, পরে তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে ডিকন নামে খ্যাত পরিচারক লোকেরা নিযুক্ত হইল। অপর খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা সকলে আপনাদের ধর্ম্ম বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রতিদিন যিরূশালমে একত্র হইয়া সভা করে, এবং পরস্পরের ঐক্যতা স্থির রাখিতে কখন২ একত্র হইয়া খাইত, আর যীশু খ্রীষ্টের স্মরণার্থে নিরূপিত যে প্রভুর ভোজন তাহাও ব্যবহার করিত। তাহাদের মধ্যে কেহ যদি মণ্ডলীর ব্যবহৃত ব্যবস্থানুসারে না চলে কিম্বা কোন অপরাধ করে তবে তাহারা তাহাকে প্রেম ভাবে মিষ্টবাক্য দ্বারা অনুযোগ করিয়া বুঝায়; তাহাতেও যদি তাহার সুমতি না হয় তবে মণ্ডলী হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করে। আর কোন ব্যক্তি যীশুর মণ্ডলীতে প্রবেশেচ্ছুক হইয়া বাপ্টাইজিত হইতে চাহিলে তাহারা তাহাকে এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিত, যে যে মসী ত্রাণকর্ত্তাকে পাঠাইতে পরমেশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তিনিই এই যীশু বটেন, তুমি ইহা স্বীকার কর কি না? তাহা স্বীকার করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকেবাপ্টাইজিত করিত। তাহাদের এইরূপ করাতে লোকদিগকে ইহা জানান হইত, যে এ ধর্ম্ম নূতন কিম্বা উহাদের কল্পিত নহে, কিন্তু মূসা ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের বাক্যানুসারে যাঁহার আসিবার অপেক্ষা যিহুদি লোকেরা করিতেছিল তিনিই আসিয়াছেন বটে। দেখ, ঐ সময়ে যাহারা যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদিগকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইল, তথাপি তাহারা সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে এই বোধ হয় যে সেই

Digitized by Google

ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের সত্যরূপে প্রতীতি ছিল, নতুবা কদাচ তাহা গ্রহণ করিত না। আর দেখ চোর ডাকাইত ইত্যাদি অতি জঘন্য মনুষ্যের ন্যায় ক্রুশের উপরে টাঙ্গান গেলেন যে নাসরতির যীশু তাঁহাকেও প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া মান্য করা সেটা যিহুদি লোকদের এমনি বাধার বিষয়, যে তাহাদের প্রতি সদাত্মার আবির্ভাব ব্যতিরেকে সুসমাচার ঈশ্বরের শক্তি ও জ্ঞানস্বরূপ বটেন তাহাদের এমত বোধ কখন হইত না। অপর কিছুকাল পরে উহাদের যে শান্তি ছিল তাহা ক্রমে২ দূর হইয়া অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র বৃক্ষ স্বরূপ সেই মণ্ডলী, যখন শাখা পল্লব বিশিষ্ট হইয়া সশক্ত হইয়াছিল তখন জগৎপতি তাহাকে ঝড় বাতাস হেলায়মান হইতে দিলেন, কিন্তু তাহা দ্বারা সেই বৃক্ষের মূল আরো দৃঢ় বদ্ধ হইল, ও তাহার সৌরভ প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাপিল।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম হেতুক প্রথমতঃ যিহুদি লোক কর্তৃক স্তীফান হত হইলে খ্রীষ্টীয়ানদের উপর এই২ রূপ নানা উপদ্রব ঘটিতে লাগিল। সেই কি না কেহবা কারাগারে বদ্ধ, কাহার২ প্রাণ দণ্ড হইল। যাহারা কোন ক্রমে লোকদের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া যিহুদিয়া ও গালীল ও সামিরোন্ ও ফেনিকিয়া ও সিরিয়া দেশ ও সাইপ্রুস দ্বীপ পর্য্যন্ত গেল তাহারা সেই২ স্থানে জীবনদায়ক ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করিল। এই সকল হওয়াতে মার্ক রচিত পুস্তকের ১৬।২০ পদে যাহা লিখিত ছিল তাহা পূর্ণ হইল। যীশু খ্রীষ্টের বর্ত্তমান কালে যে২ প্রেরিত লোকেরা সুসমাচার প্রচার করিতে উদ্যোগ ও নিপুণতা প্রকাশ করিয়া-

Digitized by Google

ছিল তাহাদের মধ্যে অল্প লোক যিরূশালমে থাকিল, অন্যেরা আপন২ কর্ম্ম করিতে নানা দেশে প্রস্থান করিল। তদ্ভিন্ন খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে যাহারা উত্তম তাহারা শিক্ষা ও তত্ত্বাবধারণ দ্বারা মণ্ডলীর নানা উপকার করিতে লাগিল, এবং যিরূশালমে ও আর২ স্থানে অলৌকিক ক্রিয়া করাতে তাহাদের বাক্য প্রমাণীভূত হইল। সেই সময়ে স্বদেশে গমনকারি ইথিযপিয়া রাণির কোষাধ্যক্ষ আপনি যে সকল ধনের উপর অধ্যক্ষতা করিতেন তাহাহইতেও বহু মূল্য ধন অর্থাৎ মুক্তিদায়ক সুসমাচার রূপ ধন পাইয়া আহ্লাদিতান্তঃকরণে স্বদেশে গমন করিলেন। আরো বোধ হয় তিনি তথায় গিয়া আপন লোকদিগকেও তাহা জানাইয়া থাকিবেন।

খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর প্রতি যখন প্রথমতঃ তাড়না উপস্থিত হইল তৎকালাবধি পাউল প্রেরিতের বৃত্তান্ত আমরা জ্ঞাত আছি। তিনি প্রেরিতেরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ বিদেশি লোকদের ঘোষণাকারি। কাইসরীয় নগরেতে রুমি কর্ণেলিয়ের তাবৎ পরিবার পিতর দ্বারা খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে আনীত হইয়াছিল, একথা সত্য বটে, কিন্তু পাউল যেমন বিশেষরূপে দেবপুজকদের শিক্ষক ছিলেন তেমনি পরে ঐ পিতর ও যিহুদি লোকদেরই শিক্ষক। পাউলের প্রতি ঈশ্বরের দয়ার বিষয় অতি আশ্চর্য্য। দেখ কোন ব্যক্তি রাজাজ্ঞার বিপরীতে প্রজাদের উপর নানা দৌরাত্ম্য করিলেও সেই রাজা যদি তাহার শাস্তি না করিয়া বরং স্বয়ং তাহার নিকট গিয়া অনুযোগ বাক্য দ্বারা তাহার সুমতি জন্মান, এবং

Digitized by Google

আপন রাজ্যেতে উচ্চপদ দেন। তাহাতে কি এমত বোধ হয় না যে রাজা ইহার প্রতি উচিত ব্যবহার না করিয়া অতিশয় প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন? তেমনি পাউ-লের বৃত্তান্ত পড়িলেও জানা যায় যে তাহার প্রতি এই রূপ ঈশ্বরের দয়া হইয়াছিল। দেখ পরমেশ্বর তাহার মন ফিরাইবার জন্যে আপনার সাধারণ পথ ত্যাগ করিয়া, কি না সুসমাচার রূপ জালেতে তাহাকে না ধরিয়া আপন হস্তে ধরিলেন। তৎপরে সেই ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টের নিমিত্তে নানা স্থানে বহুতর ক্লেশ ভোগ করাতে বিখ্যাত হইল।

সেই সকল বৃত্তান্ত কিছু শুন। তিনি যিহুদি লোকদের ব্যবস্থানুসারে তিন বার প্রহারিত ও এক বার প্রস্তর দ্বারা আঘাতিত হইলেন, এবং জাহাজ ডুবিতে চারিবার বাঁচিলেন, এবং দিবারাত্রি সমুদ্রজলে ভাসি-লেন। সুসমাচার প্রচার করণার্থে নানা দেশ ভ্রমণ কালে বহুবিধ দুঃখ ভোগ করিলেন, ও যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম অস্বীকার না করাতে শেষে প্রাণ হারাইলেন। অধিক কি বলিব? ত্রাণকর্ত্তার রাজ্য বৃদ্ধি করিতে তিনি যে পর্য্যন্ত যত্ন করিলেন তাহা তাঁহার উপাখ্যান পুস্তক পাঠ করিলেই সকলে জ্ঞাত হইতে পারেন। দেখ পূর্ব্বে যে পাউল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অত্যন্ত দ্বেষী হইয়া খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে অতিশয় তাড়না করিতেন তিনি দমিসিক নগরে বাপ্টাইজিত হইবা মাত্র যিহুদী লোকদের ভজনালয়ে ঘোষণা করিয়া যীশু যে মসী অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা, ইহার প্রমাণ দিলেন। পরে তিনি

Digitized by Google

যখন বার্ণাবাসের সহিত সাইপ্রুস দ্বীপের সর্ব্বত্র এবং আশিয়া মাইনর প্রদেশের সকল স্থানেতে ঘোষণা করিয়া ভ্রমণ করিলেন, তখন য়িহুদি লোকেরা তাঁহার কর্ম্মের প্রতি অতিশয় প্রতিবন্ধক হইলে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা জীবনদায়ক সুসমাচার অগ্রাহ্য করিতেছ, অতএব এক্ষণে আমি বিদেশি লোকদিগের নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে তাহা জানাই। ইহা কহিয়া তিনি বিদেশী লোকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহারা য়িহুদি লোকদের অপেক্ষা তাঁহার কথাতে অধিক মনোযোগ করাতে অনেকের মন ফিরিল। অতএব তিনি প্রায় সেই সকল নগরে এক২ মণ্ডলী স্থাপন করিলেন। সেই সময়ে অনেক দেশীয় লোকেরা প্রতিমা পূজা করা নিষ্ফল ইহা বুঝিয়া তাহাতে বিরত হইয়া বক্ষ্যমাণ কারণেতে নূতন ও নির্দোষধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইল। দেখ, তৎকালে পণ্ডিত ও বুদ্ধিমন্ত ব্যক্তিদের নিকটে ঈশ্বর দত্ত শাস্ত্র না থাকাতে তাহারা কেবল আপন২ বুদ্ধির কৌশল দ্বারা নির্ম্মল সত্যধর্ম্ম বিষয়ে উহাদিগকে দিতে পারিত না, একারণ তাহাদের কথাতে কেহ দৃঢ় বিশ্বাস করিত না। এবং সেই সময়ে দেব পূজকদের মধ্যে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত হইয়াছিল তাহা দ্বারা লোকদের এই রূপ ভরসা ছিল, যে জগতের মধ্যে যে ত্রাণকর্ত্তা আসিয়া নূতন ধর্ম্ম প্রকাশ করিবেন ও পুনর্ব্বার সুখদায়ক সত্যযুগ উপস্থিত করাইবেন তাঁহার আসিবার সময় প্রায় হইয়াছে। কিন্তু ক্রুশের উপর তাঁহার লজ্জাকর ও ঘৃণিত মৃত্যু দ্বারা জগতের পরিত্রাণ হওয়া

Digitized by Google

এটা যেমন যিহুদি লোকদের মনে বাধার বিষয় তেমনি অন্য দেশীয়দের ও সেটা তুচ্ছ তাচ্ছল্যের বিষয় ছিল, একারণ সকলে তাঁহাতে বিশ্বাস করিত না; যাহাদের মুক্তি পাইতে একান্ত ইচ্ছা ছিল তাহারাই কেবল যীশু খ্রীষ্টের নামই যে মুক্তির কারণ বিবেচনা দ্বারা ইহা স্থির করিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিল। অপর পাউল্ দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আশিয়া মাইনর ও গ্রীক দেশে যাত্রা করাতে তত্তদ্দেশীয় অনেক লোকদিগকে যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য করাইয়া পুর্ব্বের ন্যায় কৃতকার্য্য হইলেন। পরে তিনি ফিলিপায়, থিসলোনিকী, বেরিয়া, আথীনী, করিন্থ, এফিষ, ট্রোয়া, সিতুলীনী এই সকল নগরে খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী স্থাপন করিলেন। যিরূশালমে যখন তাহার শেষাগমন হইল; তখন তিনি তত্রস্থ লোকদের কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কাইসরীয়া নগরে দুই বৎসর কারাগারে বদ্ধ হইলেন। পরে রাজদূত দ্বারা সে স্থান হইতে চালিত হইয়া ক্রীটী ও মালতা দ্বীপের নিকট দিয়া জল পথে রুম নগরে আনীত হইলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণের পর বিংশতি তমবৎসরে তাহার প্রতি এটা ঘটিল।

তৎকালে রুম নগর প্রায় তাবৎ জগতের রাজধানী ছিল, এ প্রযুক্ত তাহাকে এক প্রকার জগতের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ বলা যায়, যে হেতুক ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম আশিয়ার উত্তম২ ও বহু ধনাঢ্য যে সকল দেশ সে সকলি তত্রস্থ রাজার হস্তগত ছিল; এবং সপ্ত পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত এই মহা নগর এমত প্রশস্ত যে তাহাতে কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক ত্রিশ লক্ষ মনুষ্য

Digitized by Google

অনায়াসে বাস করিতে পারিত। তাহাতে রাজাদির বাসযোগ্য ও অত্যুচ্চ ও প্রশস্ত ১৭৮০ অট্টালিকা ছিল, তাহার মধ্যে নীরো রাজার অট্টালিকা অনুপম জানিবা। আর সেই নগরে চারিশত হইতেও অধিক যে সকল দেবালয় ছিল তাহার মধ্যে কাপিতলিন পর্ব্বতের উপরে কাপিতল নামে যে যুপিতর দেবের মন্দির সে সকলহইতে উচ্চতর ও সুদৃশ্য ও প্রশস্ত; তাহাতে বহু লোকারণ্য বিরলরূপে থাকিতে পারিত। সেই গৃহের কেবল শোভা করণার্থে প্রায় এক কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। সেই নগরে যাইতে পাউলের বহুকালাবধি ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সহজে তাহা না হইয়া বদ্ধরূপে যাইতে হইল। তথায় গিয়া পাউলের মনেতে যে ভাব উদয় হইয়াছিল কে তাহা অনুমান করিতে পারে। কি জানি তোমরা কর্ত্তেযের বৃত্তান্ত পুস্তক পাঠ করিয়া থাকিবে; সে যেমন কএকজন স্পানিষ সেনা সঙ্গে লইয়া অতি বৃহৎ ও শক্তিমন্ত মেক্‌সিক নগর জয় করিয়া আপন বশে রাখিতে গিয়াছিল তেমনি পাউল সেই কর্ত্তেষ হইতে অতি গরিব ও দুর্ব্বল হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা অতি বড় রুম নগরকে বশীভূত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। ইহার ভাব এই রুম নগরস্থ তাবল্লোকের মন ফিরাইয়া আপন কর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লওয়াইবেন ইহা মানস করিয়াছিলেন; এবং তিনি ইহাও মনে স্থির করিলেন, শীঘ্রই বা হউক বিলম্বেই বা হউক আমার মনস্কামনা অবশ্য পূর্ণ হইবে। কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের নাম দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে এই জগতে ব্যাপিবে, এবং যাহার

নাম প্রকাশেতে রুমি লোকদের দেবতা সকল ভূমিসাৎ হইয়া লুপ্ত হইবে, পাউল এমন ব্যক্তির দূত প্রধান২ রুমী লোকেরা ইহা না জানিয়া তাহাকে তাম্বুব্যবসায়ী ও দুঃখী দেখিয়া তুচ্ছ বোধ করিত। যে পর্য্যন্ত রাজ সংমুখে তাহার দোষাদোষের বিচার না হইল তাবৎ কাল তাহাকে কারাগারে বদ্ধ না রাখিয়া ঐ নগরের মধ্যে এক গৃহে ভাড়া দিয়া থাকিতে দিল; সে স্থানে তিনি এক পদাতিকের সহিত নিগড় দ্বারা বদ্ধ থাকিলেও আপন কর্ম্মেতে ক্ষান্ত না হইয়া পত্র দ্বারা ও মঙ্গল সমাচার প্রচার দ্বারা লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। প্রত্যহ এইরূপ কর্ম্ম করাতে লোক পরম্পরা তাহার উপদেশ মহারাজার বাটী পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল, তাহাতে রাজ পরিষদের মধ্যে কএক জন ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিয়া রুম নগরস্থ মণ্ডলীতে প্রবিষ্ট হইল। তিনি যদি এক স্থানে বদ্ধ না থাকিয়া স্বাধীনতা পূর্ব্বক সর্ব্বত্র সুসমাচার প্রচার করিতে পাইতেন তবে নগরস্থ লোকেরা তাহার সাহসিক বাক্যেতে ক্রুদ্ধ হইয়া এবং আপনাদের ধর্ম্ম হানি বুঝিয়া হঠাৎ তাহাকে নীরব করাইতেন। কিন্তু এই সামান্য ও অপরিচিত ও বদ্ধ ব্যক্তির কথাতে বিশ্বাস করিয়া কি লোকেরা মন ফিরাইবে ইহা ভাবিয়া তাহারা ভয় করিল না।

অনন্তর তিনি দুই বৎসরের পর রাজা কাইসরের সাক্ষাতে বিচারিত হইলে উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারা নির্দোষী হইয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। কেহ২ বলে, তাহার পর তিনি সে দেশহইতে স্পানিয়া দেশে গমন করিয়া-

Digitized by Google

ছিলেন। রুম ১৫।১৪ পদ পড়িয়া আমরাও জানিতেছি সেই দেশে যাইতে বহুকালাবধি তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। এবং পিতরের শিষ্য ক্লীম্নী নামক এক ব্যক্তি ও সেই মত বলেন। এবং তাহার তদ্দেশে গমনের একশত বৎসরের পর তদ্দেশীয় অনেক লোক খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিল। তিনি স্পানিয়া দেশ হইতে ক্রীটী দ্বীপে আসিয়া সেই দেশে স্থাপিত যে সকল মণ্ডলী তত্রস্থ লোকদিগকে সুধারা মতে চালাইতে, আর প্রত্যেক নগরের মনুষ্যদিগকে শিক্ষা দিতে লোক নিযুক্ত করিতে তীতকে রাখিলেন। (তীত ১।৫) তাহার পর তিনি পূর্ব্বে যে খানে সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন ইল্লুরিয়ার প্রান্তভাগে সেই নিকপলি নগরে পুনর্ব্বার আইলেন। পরে সে স্থান হইতে রুম নগরে পুনরাগমন করিয়া আপন শিষ্য তিমথীয়ের নিকটে দ্বিতীয় পত্র প্রেরণ করিলেন, অনুমান হয় সাত ষষ্টি শালে ঐ স্থানে বদ্ধ হইয়া কাইসরীয় নীরো রাজা কর্ত্তৃক শিরশ্ছেদিত হইলেন। তিনি যে২ স্থানে যাইতে পারিতেন না কিম্বা পুনর্ব্বার যাইতে পারিলেন না সেই স্থানের লোকদিগকে শিক্ষা দিতে যাহারা তাঁহার সহিত বহু আলাপেতে সুশিক্ষিত ছিল তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহা কর্ত্তৃক নিযুক্ত বর্ণবা ও শিলা ও মার্ক ও লূক ও তিমথী ও তীত প্রভৃতি সকলে সেই কর্ম্ম করাতে প্রসিদ্ধ মনুষ্য হইয়াছিল। তিনি আণ্টিয়োখে ও এফিষেসে ও করিন্থিতে ও রুমেতে এবং সেই২ নগরের নিকটবর্ত্তি গ্রামে বিশ্বাস পূর্ব্বক অনবরত যে সকল গুরুতর

Digitized by Google

পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহাতে সহজে এমত কথা বলিলে বলিতে পারেন, আমি অন্যান্য প্রেরিতেরদের হইতে অতি বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি। কিন্তু তাহারা সকলে তাহার মত না হইলেও তথাচ প্রেমপুর্ব্বক সেই কর্ম্মেতে যত্নবান্ ছিল। উহাদের বৃত্তান্ত পাউলের ন্যায় বিস্তারিত রূপে যদ্যপি ও না থাকুক তথাপি আমরা যে কিছু জ্ঞাত আছি তাহা সংগ্রহ করিয়া লেখা উপযুক্ত।

পিতর যিহুদী লোকদের এবং ভিন্ন দেশীয় লোকদের মন ফিরাইতে যীশু খ্রীষ্টকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া প্রথমতঃ মঙ্গল সমাচার প্রচার করিতে লাগিলেন, এবং যে কাল পর্য্যন্ত প্রেরিত গণ যিরূশালমে ছিল তৎকালে তিনি সুসমাচার প্রচার করিতে প্রায় প্রতিদিন সকলের অগ্র-বক্তা ছিলেন। তাহার পর যে সকল যিহুদী লোকেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সুরিয়া ও আশীয়া মাইনর দেশে গিয়াছিল, তাহাদের নিকটে গিয়া মঙ্গল সমাচার প্রচার করিলেন। পরে পুরাতন ও প্রসিদ্ধ বাবিল নগরে কিছু কাল থাকিয়া সেই স্থানে এক খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী স্থাপন করিলেন। কথিত আছে অবশেষে তিনি রূম নগরে আইলে সে স্থানে যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মের সাক্ষী স্বরূপ হইয়া ক্রুশোপরি হত হইলেন। সবিদির পুত্র যাকুবের বিষয়ে প্রেরিতদের ক্রিয়াপুস্তক দ্বারা আ-মরা এই অবগত আছি, তিনি হেরোদের আজ্ঞাতে তাহার দূত কর্ত্তৃক খড়্গাঘাতে যিরূশালম নগরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। আরো কথিত আছে প্রেরিতের-দের মধ্যে গণিত ছোটো যাকুব স্পানিয়া দেশে

Digitized by Google

বাস করিয়া সুসমাচার প্রচার করিলেন; কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলা যায় না, কেননা যিরূশালমের অধ্যক্ষ ছিলেন যে প্রভুর ভ্রাতা যাকুব, যিনি দ্বাদশ প্রেরিতের মধ্যে গণিত ছিলেন না, উভয়ের এক নাম প্রযুক্ত ভ্রান্তি ক্রমে তাহাকেও ঐ ব্যক্তি করিয়া কেহ২ বলিত। সাধু পাউল করিন্থ ১৫।৭ পদে ও গালাতীয় ২।৯ পদে উহার বিষয় লিখিয়াছে, আর প্রেরিতেরদের ক্রিয়াপুস্তকেও তাহার বিষয়ে অনেক কথা লিখিত আছে। ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে যাকুবের যে সাধারণ পত্র তাহাও তাহা কর্ত্তৃক লিখিত। যিহূদা নামক যে পত্র তাহা এই যাকুবের ভ্রাতা যিহূদা কর্ত্তৃক লিখিত। সেই যাকুব প্রভুর কুটুম্ব প্রযুক্ত খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীতে অতিমান্য এবং মণ্ডলীর এক প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, আর উত্তম ব্যবহার প্রযুক্ত তিনি ন্যায়কারী এই উপাধি পাইলেন। তিনি যিরূশালমের খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর উপর তেত্রিশ বৎসর কর্ত্তৃত্ব করিয়া শেষে খ্রীষ্টের নামার্থে ঐ স্থানেই প্রাণত্যাগ করিলেন। আন্দ্রিয় নামে প্রেরিতের বিষয়ে এই মাত্র শ্রুত আছে; তিনি কালো সমুদ্রের নিকটস্থ দেশে সুসমাচার প্রচার করিতেন, এবং আখাইয়া প্রদেশের পাত্রাশ নগরে ক্রুশোপরি ঘাতিত হইলেন। ফিলিপ নামক প্রেরিত স্কুথিয়া ও ফ্রূগিয়া দেশে ঘোষণা করত বৃদ্ধাবস্থাতে হিরাপলিশ নগরে গিয়া তথাতেই মরিলেন। বার্থলমী ও থোমার বিষয়ে লিখিত আছে, ইহারা হিন্দুস্থানে গিয়া যীশু খ্রীষ্টের কথা প্রচার করিল; এক্ষণে হিন্দুস্থানের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে যে সকল খ্রীষ্টীয়ান আছে

Digitized by Google

তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা থোমা দ্বারা শিক্ষিত প্রযুক্ত তাহারা থোমা খ্রীষ্টীয়ান নামে খ্যাত আছে। মথী ও কানানীয় শীমোন ও যিহুদা থদ্দীয় এবং মথী ইহাদের বিষয়ে যে সকল লিখিত আছে তাহাতে আমাদের নিতান্ত বিশ্বাস হয় না। এই মাত্র বোধ হয় তোমরা সকল দেশে গিয়া মঙ্গল সমাচার প্রচার কর, যীশু খ্রীষ্ট উঁহাদের প্রতি এই আদেশ করিলে তাহারা তদনুসারে কর্ম্ম করিয়াছিল।

প্রেরিতেরদের সহকারী মার্ক ও লূক ইহারা খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও আচরণের বিষয় বিস্তার করিয়া লিখিয়াছে। পূর্ব্বে মথী নামক প্রেরিত এবং বহুকালানন্তর যোহন নামা প্রেরিত তাঁহার উপাখ্যান লিখিয়াছে। কারণ ইহারা যীশু খ্রীষ্ট এবং তাহার কর্ম্ম সার বোধ করিয়া যে২ স্থানে যাইত সেই স্থানের লোকদিগকে তাঁহার বিষয়ে বিশেষ রূপে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিত। এবং যে সকল যিহুদী ও ভিন্ন দেশীয় লোকেরা যিহুদা দেশে বাস করিত না তাহারা যীশু খ্রীষ্টের বিষয় অজ্ঞাত থাকাতে তিনি কে, ও কোন স্থানে, ও কোন সময়ে ছিলেন, ও কি২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন এই সকল উত্তমরূপে জ্ঞাত হইতে বাঞ্ছা করিবে; বিশেষতঃ যাহারা যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিয়াছে তাহারা আপনাদের উপকারের নিমিত্তে এবং অন্য লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার ভাবদৃত্তান্ত ধারামতে জানিতে ইচ্ছুক হইবে; একারণ মথী ও যোহন যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে যাহা২ দেখিয়াছিল ও শুনিয়াছিল

Digitized by Google

তাহারা পবিত্র আত্মার আবেশেতে তদনুসারেই লিখিল, এবং মার্ক ও লূক ইহারা প্রেরিত লোক প্রমুখাত্ যাহা যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছিল তাহা তম্মতই লিখিল। বোধ হয় মার্ক রুম নগর নিবাসী খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগের নিমিত্তে ও লূক তিয়ফিল নামে এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নিমিত্তে মঙ্গল সমাচার রচনা করিল। বাস্তবিক তাহারা কেবল তাহাদের নিমিত্তে যীশুর উপাখ্যান স্পষ্ট ও যথার্থরূপে লিখিতে তাঁহাকর্ত্তৃক নিযুক্ত ছিল এমত নহে; তাবদ্দেশে ও তাবৎ সময়ে যত লোক আছে ও হইবে সকলেরি নিমিত্তে।

যে সকল খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী প্রেরিত লোক কর্ত্তৃক বিশেষতঃ সাধু পাউল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও স্থাপিত হইয়াছিল তাহারা যদি সেই সকল মণ্ডলীর সঙ্গে থাকিতে পারিত তবে উহাদের আরো অধিক উন্নতি অবশ্য হইত; কিন্তু প্রেরিত লোকাপেক্ষা মণ্ডলীর সংখ্যা অধিক হওয়াতে তাহারা তাহাদের সহিত থাকিতে পারিল না। সেই সকল প্রেরিত লোকেরা বিশেষতঃ পাউল যীশুর ধর্ম্ম সকল স্থানে প্রচার করিতে এমনি ইচ্ছুক ছিলেন, যে কোন স্থানে এক মণ্ডলী স্থাপিত হইবামাত্র আরবার অন্য স্থানে যাইতেন। তিনি করিন্থ নগরে যে প্রসিদ্ধ মণ্ডলী স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহার রক্ষণার্থে আপল্ল নামে এক বিদ্বান্ ব্যক্তিকে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু সকল নূতন মণ্ডলীতে উপযুক্ত গুরু না থাকিলেও উহাকে সেই২ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইতে হইল। আর এই সকল নূতন খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা স্বধর্ম্মে স্থির

Digitized by Google

থাকিবে কি না, ও উহাদের সংখ্যা বাড়িবে কি না, এ বিষয়ে অনেক ভয় ও ভাবনা প্রযুক্ত আপনারা দূরে থাকিয়াও এ সকল মণ্ডলী যেন স্থির থাকিয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এনিমিত্তে তাহাদিগকে এবং অন্য কএক লোককে অনেক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি আপনার বুদ্ধির কৌশলেতে রচিত সেই সকল পত্রদ্বারা তাহাদিগকে অনেক নূতন ও পুরাতন বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এবং উপদেশেতে তাহাদের যে ভুল ও ব্যবহারেতে যে দোষ হইত তদ্বিষয়েও তাহাদিগকে চেতনা দিতেন, এবং উহাদের দৃঢবিশ্বাস যাহাতে হয় ও উহারা সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক স্থির থাকে এমত আশ্বাসজনক শিক্ষাও দিতেন। রুম ও করিন্থ ও গালাতীয় ও ইফিসীয় ও ফিলিপীয় ও কলসীয় ও থিসলনীয় এইসকল নগরস্থ মণ্ডলীর লোকদের প্রতি, এবং তিমথী ও তীত ও ফিলীমনের প্রতি পাউল যে২ পত্র লিখিয়াছিলেন তোমরা সেই সকল পত্রার্থ জ্ঞাত থাকিবা, এবং যিহুদী খ্রীষ্টীয়ানদের নিমিত্তে এব্রী নামক যে এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন তাহা কেবল উহাদের শিক্ষার্থে বিশেষরূপে রচিত হইলেও তথাপি তাহা দ্বারা আমরা জ্ঞান পাইতে পারি। পাউল তৎকালে আমাদের নিমিত্তে এসকল পত্র লেখেন নাই একথা সত্য বটে; কিন্তু তাহাতে বর্ত্তমান ছিলেন যে যীশুর আত্মা তিনি উহাকে এমনি লেখাইলেন যে তাহা দ্বারা তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা যথার্থ জ্ঞান পাইতে পারে। যিহুদী ও ভিন্ন দেশীয়দের মধ্যে যাহারা যীশুর মতাবলম্বী হইয়াছিল তাহাদের বিশেষরূপে শিক্ষার্থে

Digitized by Google

পিতর ও যোহন ও যাকুব ও যিহুদা ইহারা কএকখান পত্র লিখিয়াছিল। অবশেষে যোহন প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য নামে যে এক পত্র লিখিলেন সে ধর্ম্ম পুস্তকের শেষাংশ। এই জগতীস্থ লোকদের বিষয়ে পরমেশ্বর যাহা ২ নিরূপণ করিয়াছেন তাহা যেন তাহারা, বিশেষতঃ যাহারা শেষপর্য্যন্ত থাকিবে তাহারাও যেন জ্ঞাত হইতে পারে এনিমিত্তে সেই পুস্তক রচিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ ধর্ম্ম পুস্তক এইমতে অংশাংশে রচিত ছিল। অতএব প্রেরিত লোকেরা যখন যিহুদী লোকদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্তে তাহাদের ধর্ম্মশালাতে যাইত তখন তাবৎ ধর্ম্মপুস্তকের অভাব প্রযুক্ত আপন ২ মুখেতেই তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিত, এবং তত্কালে মুদ্রাযন্ত্র অর্থাৎ ছাপাখানা না থাকাতে এক ২ ভাগেতে স্থাপিত ছিল যে ধর্ম্ম পুস্তক তাহা হস্তদ্বারা লিখিয়া খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে দেওয়া যাইত। এ কারণ পত্র অনেক না থাকাতে কলসীয় লোকদিগের নিকটে যে পত্র প্রেরিত হইয়াছিল তাহাই আরবার লায়দিকিয়ার লোকদিগের নিকটে পাঠান গিয়াছিল। কিন্তু প্রেরিত লোকদের মরণানন্তর বহুদিনের পরে নানা অংশেতে স্থাপিত সুসমাচার এক স্থানেতে সংগৃহীত হইয়া এক পুস্তক হইল।

প্রেরিতেরদের জীবিত কালে তাহাদের কথাতে বিশ্বাস থাকাতে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষা পাইবার নিমিত্তে তাহাদিগকে অবলম্বন করিত, এবং কোন বিষয়ে উঁহাদের পরস্পর বিবাদ কিম্বা সন্দেহ

Digitized by Google

উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করিতে উহাদিগকে জানাইত। দেখ ভিন্নদেশীয় লোকেরা যিহূদী লোকদের মত ত্বক্‌ছেদী হইবে কি না, এবং মুসাকর্ত্তৃক নিরূপিত রীতি সকল মানিবে কি না, এই সন্দেহ হইলে তাহা ভঞ্জনার্থে লোকেরা যিরূশালম নিবাসি প্রেরিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল। তাহাতে উহারা বলিল মুসা যিহূদী লোকদিগকে মানিতে যে সকল ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা তোমাদের মান্য করিবার আবশ্যক নাই। সেই সময়ে মণ্ডলীর কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে প্রেরিত ভিন্ন পরিচারক ও পরিচারিকা নামে যে পুরুষ ও স্ত্রী লোকেরা ছিল তাহারা অসুস্থ লোকদিগের তত্ত্বাবধারণ এবং মণ্ডলীস্থ দুঃখি লোকদিগের নিমিত্তে যে সকল টাকা সঞ্চিত ছিল তাহা বিতরণ করিত। যাহারা সুসমাচার প্রচারক বলিয়া উপাধি পাইয়াছিল তাহারা নূতন মণ্ডলী সংগ্রহ ও বার২ উহাদের কর্ম্ম সন্দর্শন করিতে গিয়া যীশু খ্রীষ্টের কথা প্রচার করিত। কিন্তু মণ্ডলীর ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং উপদেশকেরা নানা স্থানে না গিয়া আপন২ স্থানেই শিক্ষা দিত। এসকল বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে যথা এফ ৪। ১১—১২—১৩। "ঈশ্বরের পুত্রের বিষয়ক জ্ঞানেতে ও বিশ্বাসের ঐক্যেতে আমরা সকলে যতদিন পর্য্যন্ত খ্রীষ্টের পরিমাণানুসারে সম্পূর্ণ পরিমাণ প্রাপ্ত না হই ততদিন পবিত্র লোকের সিদ্ধি করণার্থে ও সেবা কর্ম্ম সাধনের নিমিত্তে ও খ্রীষ্টের শরীরের অর্থাৎ মণ্ডলীর ধর্ম্মবৃদ্ধি করিবার জন্যে কএক জন প্রেরিত ও কএক জন ভবিষ্যদ্বক্তা ও

Digitized by Google

কএক জন সুসমাচার প্রচারক ও কএক জন পালক ও কএক জন উপদেশক নিযুক্ত করিয়াছেন।” এক্ষণে যেমন মণ্ডলীর বিশেষ২ কর্ম্মেতে পৃথক২ লোক নিযুক্ত হয়, এবং যাহারা শিক্ষা দেয় তাহারা অন্য কর্ম্ম করে না, সে সময়ে তেমন ছিল না; সকলেই আপন২ শক্ত্যনুসারে মণ্ডলীর সংখ্যা ও ধর্ম্মবৃদ্ধি যাহাতে হয় এমত চেষ্টা করিত। পূর্ব্বে যখন যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইল তখন এইধর্ম্ম ঈশ্বরদত্ত মনুষ্য কল্পিত নহে ইহা সকলকে জানাইতে ঈশ্বর পবিত্র আত্মার দ্বারা মণ্ডলীর লোকদিগকে অনেক অলৌকিক গুণ প্রদান করিলেন। বিশেষতঃ পবিত্র আত্মার আবেশেতে ঈশ্বরের বিষয়ে ও ভবিষ্যদ্বিষয়ে যথার্থ বলিতে যাহারা শক্তি পাইয়াছিল তাহারা ভবিষ্যদ্বক্তা নামে খ্যাত হইল। এতদ্ভিন্ন নিগূঢ় বিষয় জানাইতে এবং নূতন ভাষা কহিতে ও রোগি লোকদিগকে সুস্থ করিতে আর অন্য২ অলৌকিক কর্ম্ম করিতে তাহারা যে শক্তি পাইয়াছিল তাহা খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীতে বিশেষতঃ করিন্থ মণ্ডলীতে অনেক বার প্রকাশিত হওয়াতে যিহূদী ও অন্যদেশীয় লোকদের মধ্যে অনেক জন তাহাদের শিক্ষা শ্রবণেতে মনোযোগ করিয়া সুতরাং খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিল।

কিন্তু তাহার পর এমত দুঃসময় উপস্থিত হইল যে সেকালে তাহারা নির্ভয় হইয়া কদাচ ঈশ্বরের সেবা করিতে পারিল না। দেখ খ্রীষ্টের জন্মের ৬৫ বৎসরাবধি ৩২৪ বৎসর পর্যন্ত দেব পূজকেরা প্রায় সর্ব্বদা উহাদিগকে অতিশয় তাড়না করিত। ইহার মধ্যে কদা-

Digitized by Google

চিৎ উহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে দিত। খ্রীষ্টীয়ানদিগকে দশ বার যে সকল আত্যন্তিক যাতনা ভোগ করাইল তাহার বিবরণ সংক্ষেপে লিখি। দেবপূজকদের প্রধান স্থান রুম নগরেতে যখন উহারা তাড়িত হইল তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পাউল স্পানিয়া দেশ যাইবার নিমিত্তে ঐ নগর ত্যাগ করাতে আরো দুই বৎসর রক্ষা পাইলেন; তাহাতে দুঃখি মণ্ডলীর যথেষ্ট উপকার হইল। সেই সময়ে সর্ব্বদা কুকর্ম্ম করাতে অতি দুরাত্মারূপে খ্যাত যে নীরো সে রাজা আপন উপদেশককে ও বালক কালে রক্ষণাবেক্ষণ কারককে ও আপন মাতাকে বধ করিয়াছিল। সে ব্যক্তি যখন প্রথমতঃ রাজ্যেতে কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল তখন খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে কিছুই দুঃখ দেন নাই; কিন্তু কিঞ্চিৎ কালের পর উহাদের উপর আপন দুষ্টতা প্রকাশ করিতে পারে এমন এক সুযোগ পাইল। আত্মশ্লাঘী ও যশোর্থী সেই নীরো আপন কীর্ত্তি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিবার জন্যে গুপ্তরূপে তাবৎ রুম নগর দগ্ধ করাইয়া গৃহ ও বৃক্ষাদি শূন্য সেই স্থানের উপর অতি মনোহর এক নগর প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই নগর এমনি বৃহৎ যে তাহার নানাস্থানে একেবারে অগ্নি লাগাইলেও সেই অগ্নি সাত দিন পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত ছিল; তাহাতে নগরের মধ্যে বাটী ঘর সকলের তিন ভাগ পুড়িয়া ভস্ম হইল। পরে সেই রাজা আমার আজ্ঞাতে এই নিষ্ঠুর ব্যবহার হইয়াছে লোকেরা ইহা জানিলে রাগান্বিত হইয়া আমাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইবে ইহা মনে২ স্থির করিলেন, এবং এই দোষ খ্রীষ্টী-

Digitized by Google

য়ানদের উপর আরোপ করা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় দেখি না ইহা ভাবিয়া পূর্ব্বকর্ম্মাপেক্ষাও অতি নিন্দনীয় সেই উপায় আশ্রয় করিয়া তাহাই সর্ব্বত্র ঘোষণা করিলেন। প্রজা লোকেরা খ্রীষ্টীয়ানদের দ্বারা এই কর্ম্ম করিয়াছে ইহা বোধ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধ পূর্ব্বক তাহাদের উপর এই২ প্রকারে দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। সেই কি না শণপূর্ণ থলিয়ার ভিতর উহাদিগকে বদ্ধ করিয়া তাহার উপরে ধুনার লেপ দিত, পরে রাত্রিকালে রুমী লোকেরা যে রূপ করিয়া মসাল জ্বালিয়া থাকে তদ্রূপ শ্রেণীবদ্ধ রূপে পোথিত কাষ্ঠেতে উহাদিগকে মসাল রূপে বদ্ধ করিয়া মস্তকের উপর অগ্নি প্রদান করিয়া তামাসা দেখিতে লাগিল। বন্যপশুর চর্ম্মদ্বারা কাহার২ সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কুক্কুর দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করাইত। এবং নীরো রাজার বাগানে অনেক ক্রূশ যন্ত্র পুতিয়া তাহার উপরে কাহাকে২ টাঙ্গাইয়া দিত। এইরূপে অতিক্লেশ দায়ক ও লজ্জাকর শাস্তি দ্বারা অনেককে নষ্ট করিল। বোধ হয় সেই সময়ে পাউল খ্রীষ্টীয়ান লোকদের অত্যন্ত দুর্দশার বার্ত্তা পাইয়া অবশিষ্ট খ্রীষ্টীয়ানদের মনঃ স্থির করিতে ও তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে রুম নগরে প্রত্যাগমন করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সাক্ষী স্বরূপ হইয়া তাহাদের মত আপনি ও হত হইলেন।

আইসলান্দ দ্বীপস্থ পর্ব্বত হইতে যখন অকস্মাৎ অগ্নিরাশি উত্থিত হয় তৎকালে ইটালিয়া ও সিসিলি দেশস্থ অগ্নিপর্ব্বত হইতেও অগ্নি উঠিয়া থাকে, এ

বিষয় নিশ্চয় জানিয়া পণ্ডিতেরা যেমন অনুভব করেন যে মৃত্তিকার নীচস্থ সুড়ঙ্গ পথ দ্বারা উভয়ের সংযোগ আছে খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর বিবরণ পুস্তক পড়িলেও জানা যায় খ্রীষ্টীয়ানদের ও তেমনি অনেকবার ঘটিয়াছিল। দেখ রুম নগরে তাহাদের প্রতি যখন উপদ্রব হইল যিরুশালমের খ্রীষ্টদ্বেষিরাও সেই সময়ে ঐ স্থানের মণ্ডলীর অধ্যক্ষ যীশুর ভ্রাতা যাকুবের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহাকে আপনাদের সভাতে আনিল, এবং যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের দক্ষিণ ভাগে বসিয়া আছেন এবং তিনি মেঘারূঢ় হইয়া জগতের বিচার করিতে আসিবেন এই কথা স্বীকারকরাতে উচ্চস্থানহইতে তাহাকে পাতিত করিয়া তাহার উপর প্রস্তরাঘাত করিল। কিন্তু তাহারা উহার উপরে তাহা করিলেও তিনি উহাদের নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন, হে পিতঃ, ইহাদের দোষ ক্ষমা কর। ইহারা কি করিতেছে জানে না। এই কথা কহিবা মাত্র এক জন গদার একাঘাতে তাহার প্রাণ বিয়োগ করাইল।

তাহার পর যিহূদীয়েরা খ্রীষ্টীয়ানদের উপরে আর দৌরাত্ম্য করিতে সাহসিক হইল না। কেননা উহাদের বিষয়ে যীশু খ্রীষ্ট যে অতি ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা কহিয়াছিলেন তাহার সময় প্রায় উপস্থিত হইয়াছিল। যিহূদীয়েরা রুমী লোকদের কর্ত্তৃত্বেতে সর্ব্বদা বিরক্ত ছিল এপ্রযুক্ত অবশেষে আপনাদের দেশাধ্যক্ষ গেসীয়স ফ্লরসের ব্যবহারেতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রুমী লোকদের প্রতি ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় ছিল যে উহাদের ঈর্ষা তাহা সর্ব্বত্র হঠাৎ প্রজ্বলিত

Digitized by Google

হইয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। এই প্রকার রাজদ্রোহ করাতে আপনাদের সর্ব্বনাশ হইবে ইহা তাহারা নানা অমঙ্গল চিহ্ন দ্বারা জানিতে পারিলেও অজ্ঞানতার বশীভূত হইয়া বুঝিতে পারিল না। কিন্তু যিরূশালম নিবাসী খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা যীশুর ভবিষ্যদ্বাক্য স্মরণ করিয়া শীঘ্র সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। তৎকালে আগ্রিপা নামে এক রাজা উহা-দিগকে বাস করণার্থে যর্দ্দন নদীর পারে পেল্লা নামে এক-ক্ষুদ্র নগর দিলেন, কিন্তু তাহাদের লোক বাহুল্য প্রযুক্ত সেই নগরে সকলের সমাবেশ না হওয়াতে অনেককে স্থানান্তরে যাইতে হইল। রূমী লোকদের সেনাধ্যক্ষ বেস্পাসীয়ান প্রথমতঃ যিরূশালম বেষ্টন মাত্র করিয়াছিল; পরে স্বয়ং রাজত্ব পদ পাইয়া ঐ নগর আক্রমণ করিতে আপন পুত্র তীতকে নিযুক্ত করিলেন। সেই নগর বৃহৎ পরিখা ও উচ্চ প্রাচীরেতে বেষ্টিত হওয়াতে স্বভাবতঃ অনাক্রম্য ও দুর্গম এবং তাহাতে এতরক্ষক সৈন্য ছিল যে কেহ কখন ইহা আক্রমণ করিতে পারিবে না সকলের এমত বোধ হইত। তীত কর্ত্তৃক আক্রমণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নিস্তার পর্ব্বোপলক্ষেতে সেই দেশের সকল স্থানহইতে বহু লোকারণ্য সেখানে আসিয়াছিল। এই বিষয়ে যিহুদী লোকদের বৃত্তান্ত লেখক যুসিফস নামে এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ লোক বলেন, তৎকালে প্রায় পোনেরো লক্ষ লোক যিরূশালমে ছিল।

সেই নগর এই প্রকারে রক্ষিত হইলেও তৎকালে তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। সেই প্রসিদ্ধ

Digitized by Google

নগরের পুর্ব্ব বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ লিখি। যে মরাইয়া পর্ব্বতের উপরে যিরুশালমের অতিপ্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হইযাছিল সে যত কালে ইব্রাহিম তাহাতে আপন পুত্র ইসহাককে বলিদান দিতে গিয়াছিল তৎকালে বনময় ছিল। পরে ইস্রায়েল লোকেরা মিসর দেশ ত্যাগ করিয়া কিনান দেশে আইলে তাহাদের কর্ত্তৃক সেই স্থানে এক নগর স্থাপিত হইল। তৎপরে তাহারা যখন দ্বাদশ গোষ্ঠীতে এই দেশ বিভাগ করিয়া লইল তখন সেই স্থান যিহুদা ও বিন্যামীনের অংশেতে পড়িল। সেই নগর কোন ক্রমে দগ্ধ হইলে পর জেবুসীতেরা তাহা এমন দৃঢ়রূপে গাঁথিল যে দাউদ রাজা যখন তাহা আক্রমণ করিতে আইল তখন উহারা বলিল, তুমি এই নগর আক্রমণ করিতে কদাচ পারিবে না; কিন্তু তিনি বলেতে তাহা আক্রমণ করিয়া সেই নগরে আপন রাজধানী করিলেন। তাহার ও তৎপুত্রের রাজত্ব কালে সেই নগর এমত শোভিত ও ধনাঢ্য ছিল যে তন্নগরীয় লোকেরা রৌপ্যময় পাত্রকে কাচাদির ন্যায় সামান্য জ্ঞান করিত, এবং সেই নগরে শলমন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত অপূর্ব্ব মন্দির দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইত। কিন্তু বহুকালানন্তর নেবুকাদনেজার নামে বাবীলের রাজা সেই নগর আক্রমণ করণ পূর্ব্বক যিহুদী লোকদিগকে আপন দেশে লইয়া গিয়া নগর ও মন্দির নষ্ট করিল। পরে যিহুদী লোকেরা বাবীল হইতে আপন দেশে আসিয়া পুনর্ব্বার সেই স্থানে নগর ও মন্দির নির্ম্মাণ করিল বটে, কিন্তু পুর্ব্বের ন্যায় সুন্দর হইল না। সেই সময়ে হাগ্গায় নামে এক ভবিষ্যদ্বক্তা

Digitized by Google

যিহূদীয়দের দুঃখ দেখিয়া তাহাদের সান্ত্বনার্থে বলিলেন, এই মন্দিরের প্রতিভা পূর্ব্বাপেক্ষায়ও অধিক হইবে, কেননা বহুদেশীয় লোক কর্তৃক অপেক্ষিত পুরুষ অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্ট এইস্থানে আবির্ভূত হইবেন। পরে মাকাবী লোকদের রাজত্বকালে কোন বিপক্ষদ্বারা সেই নগর আরবার নষ্ট প্রায় হইল, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে যিহূদী লোকেরা শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করাতে সর্ব্বতো-ভাবে নষ্ট হইল না। অনন্তর হেরোদ বংশের মধ্যে প্রসিদ্ধ হেরোদ রাজা অপরিমিত ধন ব্যয় করিয়া সেই মন্দিরের সংস্কার অর্থাৎ মেরামত করাইলেন। ঐ কর্ম্ম যীশু খ্রীষ্টের আগমনের পূর্ব্বে ৪৬ ছচল্লিশ বৎ-সরে আরব্ধ হইয়া রুমীয় লোকেরা যখন সেই নগর বিনষ্ট করিল তৎ কালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সমাপ্ত হইল। সকল মন্দিরাপেক্ষা সে অতি উৎকৃষ্ট থাকাতে তাহার প্রশংসা সর্ব্বত্র হইত, একারণ তাহা রক্ষা করিতে তীত রাজার অত্যন্ত বাসনা ছিল। সেই নগরের পরিখা অতি গভীর ও প্রাচীর অতি উচ্চ হইলেও যীশু খ্রীষ্টের বাক্যের অলঙ্ঘনীয়ত্ব ও অব্যর্থতা প্রযুক্ত তাহার মধ্যে অতি নিবিড় রূপে বাস করিয়া যে সকল লোক বদ্ধ ছিল তাহাদের মধ্যে প্রায় কেহ রক্ষা পাইল না, কেননা যে সকল প্রস্তরদ্বারা সে নগর নির্ম্মিত ছিল তাহা খাইয়া তো মনুষ্যের প্রাণরক্ষা হইতে পারে না; অতএব খাদ্য দ্রব্যাভাবে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হওয়াতে উহাদের এমন দুর্দশা ঘটিল যে প্রাণ রক্ষণার্থে শুষ্ক চর্ম্ম ও অতি ঘৃণার্হ জন্তু উন্দুরু ও ছুচা প্রভৃতি তাহারা

Digitized by Google

খাইতে লাগিল। পরে তাহাও না পাওয়াতে মনুষ্যের মাংস ভোজন করিল। কথিত আছে কোন২ বিশিষ্ট লোকের স্ত্রীরা আপন সন্তানকে নষ্ট করিয়া তাহার মাংস খাইল। উহাদের দুর্ভাগ্যের ও দুঃখের কথা কি বলিব? শত্রু কর্ত্তৃক নগর বেষ্টনের কালেও উহাদের পরস্পরের ঐক্য না থাকাতে হিংসা ও দ্বেষ ভাবে উহাদের ভিন্ন২ দল হইয়া নগরের মধ্যে এমত সাংঘাতিক যুদ্ধ উপস্থিত হইল যে তাহাদের রক্তেতে পথ প্লাবিত হইল। এই সকল কুব্যবহারেতে জানা গেল তাহারা ঈশ্বরের ক্রোধের উপযুক্ত পাত্র। ফলতঃ উহাদের যেমন আত্যন্তিক পাপ ছিল তেমনি উপযুক্ত শাস্তি হইল। অবশেষে রুমীয় লোকেরা নগরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাদের পথ রোধক যে২ লোককে পাইল তাহাদিগকে প্রাণে নষ্ট করিয়া ঐ নগরকে ভূমিসাৎ করিল। সেই প্রসিদ্ধ মন্দির রক্ষা করিতে তীতের পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও সৈন্যেরা রাগান্ধ হইয়া তাহার চতুর্দ্দিগে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মন্দির উচ্ছিন্ন প্রচ্ছিন্ন করিল, তাহাতে তাহার এক প্রস্তরের উপর অন্য প্রস্তর থাকিল না। সেই দুর্ঘটনার কালে এগার লক্ষ যিহূদী লোক মরিল, শেষে যে সাতানব্বই সহস্র লোক বাঁচিয়াছিল তাহারা দেশান্তরে প্রেরিত হইয়া বিক্রীত হইল।

এইরূপে সেই প্রসিদ্ধ নগরের বিনাশ হইলে যিহূদীয়দের পূর্ব্বাপর প্রচলিত রাজনীতি ও ধর্ম্মব্যবস্থা লুপ্ত হইয়া গেল, কিন্তু কালক্রমে সেই নগর পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হইল। সেই নগর এই প্রকার দুর্দশাগ্রস্ত হইলেও আরবী লোকেরা

Digitized by Google

তাহাকে পুণ্য নগর বলিয়া অদ্যাবধি মান্য করে। যিহূদীয়-দের পাপ প্রযুক্ত সেই নগর নষ্ট হওয়াতে খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর অনেক উপকার হইল। দেখ যিহূদী লোকদের ধর্ম্ম হইতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম উৎপন্ন এই কথা বলিয়া উভয়কে এক করিয়া জানিত। এক্ষণে সে যে তাহা হইতে পৃথক ধর্ম্ম ইহা সকলে জানিল, এবং খ্রীষ্টীয়ানেরা যিহূদী লোকদের মধ্যে গণিত হওয়াতে সেই কাল পর্য্যন্ত বার২ যে সকল অপমান ও তাড়না ভোগ করিয়াছিল তাহাও এক্ষণে গেল। আরো শুন সেই সময় পর্য্যন্ত যাহারা খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকে যীশু খ্রীষ্টই ত্রাণ-কর্ত্তা ইহা নিশ্চয় জানিয়াও যিহূদী লোকদের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ত্যাগ না করিয়া মুসার বিধ্যনুসারে অনেক ব্যব-হার করাতে উহাদের ধর্ম্মহানি হইত। কিন্তু সেই মন্দির নষ্ট হইলে পর বুঝিল এক্ষণে আমাদের এ সকল ব্যবস্থা আর মান্য করা উচিত নহে। এবং আত্মা দিয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে গেলে যিরূশালম কি রূম নগর কি অন্য কোন স্থানের আবশ্যকতা নাই সর্ব্বত্রই সমান ইহাও তাহাদের বোধ হইল।

যোহন ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রেরিতেরা যিরূশা-লমের সর্ব্বনাশ কাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিল কি না ইহা বলা যায় না। বোধ হয় সেই ঘটনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যোহন ইফিস নগরে গিয়াছিলেন, কেননা ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে থাকিয়া খ্রীষ্টের মণ্ডলী যখন পুনর্ব্বার দমিস্রিয়ানের রাজত্বকালে তাড়িত হইল, তৎকালে তিনি তাহার সাক্ষাতে আনীত হইয়াছিলেন।

Digitized by Google

তের্ত্তুলিয়ান নামে এক ব্যক্তি লেখে সেই রাজার আজ্ঞা-
তে তাঁহাকে তপ্ত তৈল পূর্ণ কটাহেতে নিক্ষেপ করিলে তিনি
অক্ষত শরীরে তাহা হইতে বাহির হইলেন। তাহার
পর এজেয়ান সমুদ্র মধ্যস্থ পাতম দ্বীপে তাহাকে পাঠা-
ইলে তিনি সেই স্থানে থাকিয়া প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য
নামে এক পুস্তক রচনা করিলেন।

অপর দাঊদ রাজার বংশেতে মসিহ নামে এক
ব্যক্তি জন্মিয়া তাবৎ রাজ্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন
দমিসিয়ান রাজা ইহা শুনিয়া আপন রাজ্যের বিষয়ে
ভাবিত হইয়া, সেই বংশের তাবৎ লোককে বধ
করিতে ইচ্ছুক হইলেন। পরে দাঊদ বংশীয় লোক
কোন স্থানে আছে ইহা অনুসন্ধান করিতে সক-
লকে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা তাহা করিয়া প্রভুর
ভ্রাতা যাকুবের দুই পৌত্রকে তাহার নিকটে ধরিয়া
আনিল। কিন্তু সর্ব্বদা কাষ্ঠাদির কর্ম্ম করাতে কড়াযুক্ত
তাহাদের হস্ত দেখিয়া এই দুঃখি লোকদের দ্বারা
আমার কিছু মন্দ হইতে পারে না ইহা বুঝিয়া তুচ্ছ-
জ্ঞানে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। কিঞ্চিৎ কালানন্তর
ঐ রাজা শত্রু কর্ত্তৃক হত হইলে যাহারা খ্রীষ্টীয়ান
লোকদিগকে বিশেষতঃ আশিয়া মাইনর দেশস্থ খ্রীষ্টী-
য়ানদিগকে তাড়না ও বধ করিতেছিল তাহারা ক্ষান্ত
হইল। তাহাতে যোহন তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া
ইফিস নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে অনেক
প্রতারক লোকেরা গুরু হইয়া কুশিক্ষাদ্বারা খ্রীষ্টীয়ান
মণ্ডলীর ধর্ম্ম নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল তিনি

Digitized by Google

ইহা শুনিয়া তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে স্থির রাখিবার জন্যে তিন পত্র লিখিলেন, এবং মঙ্গল সমাচারও রচনা করি-লেন। পরে একশত শালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অতিবৃদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎকালে তিনি সর্ব্বদা এই উপদেশ দিতেন, হে আমার সন্তানেরা, তোমরা পরস্পর প্রেম কর। এই অতিস্পষ্টার্থ শিক্ষা খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা আঠার শত বৎসর পর্য্যন্ত শিখিলেও যথোপযুক্ত রূপে তাহা মান্য করে না।

দ্বিতীয় খণ্ড।

তাড়না কালে মণ্ডলী বৃদ্ধির বৃত্তান্ত।

প্রেরিতেরদের মরণের পর খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর উন্নতি হইলেও তাহাদের পারমার্থিক আচরণ ও তদ্বিষয়ক যত্নের অতিহ্রাস হইল। একারণ প্রেরিতেরদের বর্ত্তমান কালে তাহাদের উত্তম সরলতা ও ধর্ম্ম ও উৎসাহ ও ধৈর্য্য ও পরস্পর প্রেম ও দৃঢ় বিশ্বাস ও পবিত্র উপদেশদান ইত্যাদিদ্বারা যে রূপ সুখ্যাতি ছিল সে রূপ আর থাকিল না। আর বোধ হয় এই সকল বিষয়ের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় আদর ও মান্যতা না থাকাতেই তাবৎ প্রেরিতেরদের মৃত্যুর পর তাহাদের স্বধর্ম্মেরও অনেক ন্যূনতা হইয়া থাকিবে। খ্রীষ্টের জন্মা-বধি চারিশত বৎসরের পর খ্রীষ্টীয়ানদের যে রূপ ধর্ম্মের হ্রাস হইয়াছিল পূর্ব্বকালীন খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি যদি কখন২ ঘোরতর তাড়না উপস্থিত না হইত তবে বোধ হয় উহাদেরও সেই রূপ ধর্ম্মের ন্যূনতা হইত। যে হেতুক তাহা হওয়াতে ধর্ম্মের প্রতি উহাদের পূর্ব্বে যে অনুরাগ

Digitized by Google

ছিল তাহা না কমিয়া বরং অগ্নি দ্বারা দগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় তাড়না দ্বারা উহাদের পাপরূপ মল দূরীকৃত হইয়া উহারা শুদ্ধ রূপে থাকিল। এবং তাহাদ্বারা তৎকালের লোকেরা স্থানে ২ পলায়ন করাতে অধিক স্থানে মঙ্গল সমাচার ব্যাপ্ত হইল, আর তাহা সহ্য করাতে উহাদের বিশ্বাস ও প্রেম ও পরলোক বিষয়ে ভরসাও অধিক প্রকাশিত হইল। কিন্তু তৎকালে মনের অস্থিরতা প্রযুক্ত তাহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির বৃদ্ধি হইতে পারিত না। দেখ ঝড় বৃষ্ট্যাদিদ্বারা মৃত্তিকা সরস হইলে বৃক্ষাদির অনেক উপকার দর্শে বটে, কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপ ব্যতিরেকে ফল পরিপক্ক হইতে পারে না। এক্ষণে আমরা তাহাদের ন্যায় দুঃখভোগ না করিলে তদ্রূপ ধর্ম্ম প্রকাশ করিতেও পারি না।

প্রেরিতেরদের চরম কালে যিরূশালম ভস্মময় হইলেও প্রভু সেই স্থানে যে ধর্ম্ম রূপ আলো জ্বালিয়া গিয়াছিলেন সে তাড়না রূপ মহাবায়ুদ্বারা নির্ব্বাণ না হইয়া বরং প্রজ্বলিত হইয়া নানাদেশে ব্যাপিল। দেখ প্রেরিতেরদের মৃত্যুর পর যাহারা উহাদের কর্ম্মেতে নিযুক্ত হইল তাহারা যে ২ স্থানে উহারা গিয়া মঙ্গল সমাচার প্রচার করিয়াছিল সেই ২ স্থানে কেবল যীশুর ধর্ম্ম প্রচার করিল তাহা নয় অন্য ২ অনেক দেশেতেও তাহারা ধর্ম্মের বীজ বপন করিল। অতএব "প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুসমাচার শুনাও" প্রভু যে আপন শিষ্যদিগকে এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন উহারা তাহা স্মরণ করিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করিল। তাহা করাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শত শালের মধ্যে মণ্ডলীর অতিশয় বৃদ্ধি হইল। কিন্তু এক্ষণে

Digitized by Google

আমরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বৃদ্ধি বিষয়ে যেমন বিশেষ করিয়া বলিতে পারি উহাদের ধর্ম্মের বিষয়ে তেমন পারি না। কেননা সেই সময়ের লোকেরা অধিক শ্রম করিয়া বিস্তর কর্ম্ম করিলেও তাবদ্বৃত্তান্ত লিখিত না অত্যল্পমাত্র লিখিত। যিহূদী দেশে বহু দিন পর্য্যন্ত সাংঘাতিক যুদ্ধ হইলেও খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীরা তদ্দেশ ত্যাগ না করিয়া তথাতেই থাকিল। অপর মন্দিরের বিনাশ হইলে আমাদের ভরসা মিথ্যা ইহা বুঝিয়া অনেক যিহূদী লোকেরা এবং সোরঃ ও সীদোন ও দমিসিক নগরের বিস্তর লোক খ্রীষ্টীয়ান হইল। আর প্রেরিতেরদের বর্ত্তমান সময়ে আণ্টিয়োখ নগরে যেমন অতি প্রসিদ্ধ মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছিল সেই সময়েও তেমনি হইল। তৎকালে মিষনরী সোষাইটী অর্থাৎ স্থানেং পাদরী লোক প্রেরণের বিশেষ সমাজ না থাকিলেও এবং তাহাদের শিক্ষার্থে পাঠশালা না থাকিলেও নিকট ও দূরবর্ত্তী নানা দেশে যীশুর ধর্ম্ম ক্রমেং ব্যাপিয়াছিল। কারণ তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাকে এক প্রকার গুরু করিয়া মানিয়া সাধ্য পর্য্যন্ত আপনাদের ধর্ম্ম অন্য লোককে জানাইত। আর সেই সময়ে চাঁদা করিয়া ধন সঞ্চয় করিবার আবশ্যকতা ছিল না, কেননা যীশুর ধর্ম্ম প্রচার করা আমাদের সকলের আবশ্যক কর্ম্ম তাহারা ইহা বুঝিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা করিতে ধন ব্যয় করিত। এবং সেই সময়ে দেব পূজকদের মন ফিরাণ সকল কর্ম্ম হইতে আমাদের অতি উৎকৃষ্ট কর্ম্ম ইহা বুঝিয়া অনেকেই প্রাণ পণে তাহা সাধন করিতে দেশেং যাত্রা করিত, ও যাহাতে সুসমাচার সর্ব্বত্র জয়ী হয় এমত

Digitized by Google

চেষ্টাও পাইত। অনেক যিহূদী লোকদের বাসস্থান মিসর দেশেতে বিশেষতঃ সিকন্দরিয়া নগরেতে সুসমাচার প্রচার করাতে অল্পকালের মধ্যে বিস্তর ফল জন্মিল। পরে লাল সমুদ্রের পারস্থ আরব দেশের যে স্থানে পাউল পূর্ব্বে অনেক বার শিক্ষা দিয়াছিলেন সেই স্থানে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ব্যাপিল, পশ্চাৎ সে স্থানহইতে হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত প্রচারিত হইল। ফার্সী দেশে তাঁহার ধর্ম্ম কি রূপে প্রকাশিত হইল তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। কিন্তু তিন শত শালে ঐ স্থানে অনেক খ্রীষ্টীয়ান ছিল ইহা আমরা নিশ্চয় জানি। রুশিয়া দেশের দক্ষিণস্থ জর্জীয়া দেশের আইবিরিয়া লোকেরা যে রূপে খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিল তাহা খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর ইতিহাস পুস্তকেই লিখিত আছে। কথিত আছে এক জন খ্রীষ্টীয়ানী দাসী আপনার মনিবের পীড়িত সন্তানের নিমিত্তে যীশু খ্রীষ্টের নিকটে প্রার্থনা করিলে সে বালক সুস্থ হইল, এবং সেই দেশের রাণীর অতিশয় পীড়া হইলে ঐ দাসীর প্রার্থনাতে সেও নির্ব্যাধি হইল। ও এই রাণীর স্বামী কোন এক দিন শীকার করিতে গিয়া অতি বিপদ্গ্রস্ত হইলে খ্রীষ্টীয়ান লোকদের ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকটে আত্মনিবেদন জানাইল, তাহাতে তাহার কামনা সিদ্ধি হইলে তিনি যীশুর ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিলেন। অধিকন্তু যে পর্য্যন্ত রুম নগর হইতে কোন উপদেশক না আইল তৎকাল পর্য্যন্ত তিনি আপনি আপন স্ত্রীকেও প্রজাগণকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। ৩২০ তিনশত বিংশতি শালাবধি তিনশত ত্রিশ শালের মধ্যে এই সকল ঘটনা হইয়াছিল। তাহাতে জানা যায় যে পীড়া

Digitized by Google

দ্বারা ও আমাদের মঙ্গল হইতে পারে ও বন্দি লোক দ্বারাও আমাদের মুক্তি হইতে পারে। আশিয়া দেশে বিশেষতঃ তাহার অন্তঃপাতি ইয়োনিয়া ও ফ্রুজিয়া দেশে যীশুর রাজ্য দৃঢ় রূপে স্থাপিত হইয়াছিল। যোহনের মৃত্যুর কয়েক বৎসরানন্তর আশিয়ার অন্তঃপাতি দেশের মধ্যে বিথিনিয়া নামে এক দেশের অধ্যক্ষ ত্রাজান নামে রুমি লোকের রাজাকে এইরূপ লিখিলেন, এই প্রদেশের লোকদের কর্ত্তৃক দেবতাদের তাবৎ মন্দির ও বেদী ত্যক্ত হইয়াছে, ও যাজক লোকদিগকে অতি অল্প মনুষ্য দানাদি দিতেছে।

৩২৫ তিনশত পঞ্চবিংশতি শালে বিথিনিয়া দেশস্থ নিস নগরে খ্রীষ্টীয়ান লোকের এক মহাসভা হইলে তাহাতে তিনশত আঠার জন উপদেশক উপস্থিত হইল, ও তাহারা প্রায় সকলেই আশিয়া মাইনর দেশ হইতে আসিয়াছিল। যীশুর ধর্ম্ম প্রথমতঃ মাকেদোনিয়া ও গ্রীক দেশে স্থাপিত হইয়া পশ্চাৎ তাহার চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হইল। পাউলের বর্ত্তমান কালে দালমেতিয়া ও ইল্লরিক দেশে সুসমাচার প্রচারিত হইয়া দানুব নদীর তীর পর্য্যন্তের লোকেরা তাহা জ্ঞাত হইয়াছিল, যে হেতুক অগস্তস কাইসর যুদ্ধ করিয়া সেই স্থান পর্য্যন্ত স্বাধীন করাতে মঙ্গল সমাচার প্রচারের নিমিত্তে পথ মুক্ত করিয়াছিল। সেই সকল দেশ আপন বশে রাখিবার জন্যে তিনি দানুব নদীর তীরেতে বাস করিতে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র লোক পাঠাইয়াছিলেন, পরে অন্য ২ বহুতর লোকও তথায় বাস করাতে তাহাদের আরো সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে

Digitized by Google

তাহারা উপর রেতিয়া দেশের সীমাপর্য্যন্ত ব্যাপিয়া বসতি করিল। এক্ষণে লর্খ ও সাল্‌স্‌বর্গ ও অগস্‌বর্গ ও রাতিস্‌বন ও ব্রুঁজ ও ত্রেন্ত ও বোজর ও চর প্রভৃতি যে সকল অতি প্রসিদ্ধ নগর আছে তাহা পূর্ব্বে তাহাদের কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সকল রুমী লোকেরা আপনাদের পৈতৃক দেশে পুনঃ২ যাতায়াত করিয়া স্বদেশীয় লোকদের সহিত আলাপ করাতে তাহাদের অনেক উপকার জন্মিল, বিশেষতঃ তাহাতে তাহাদের নিকটে সুসমাচার প্রেরিত হইল। তাহারা অন্য২ স্থানের লোক হইতে তাহা পাইলেও প্রথমতঃ আপনাদের দেশস্থ লোকদ্বারা পাইয়াছিল। ইহাতে বোধ হয় অগ্রে যে সকল সৈন্যেরা তথায় গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টীয়ান লোক ছিল। খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর ইতিহাস পুস্তকেও এই রূপ লিখিত আছে যে রুমী সৈন্যদের মধ্যে বজ্রধর নামক এক দলেতে অনেক খ্রীষ্টীয়ান লোক ছিল। অপর ওরীলিয়ান রাজা যখন দানুব নদীর তীরে আপন রাজ্যের প্রতি আক্রমণকারি মার্কোমান্নী ও ক্বাদাই লোকদের পথ প্রতিরোধ করিতে গিয়াছিলেন তখন উঁহার উপর বড় একটা সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল; সেই কি না যে কালে বিপক্ষ লোকেরা উঁহাদের প্রতি চড়াউ করিতে উদ্যত হইল সেই সময়ে তাহাদের সৈন্যেরা সূর্য্যের মহা উত্তাপেতে ও পিপাসাতে আক্লান্ত হইবাছিল, কিন্তু তৎকালে বজ্রধর নামক দলের খ্রীষ্টীয়ানেরা হাটু গাড়িয়া খ্রীষ্টের নিকটে প্রার্থনা করিলে অকস্মাৎ ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে তৎক্ষণাৎ উঁহাদের

Digitized by Google

পিপাসা নিবৃত্তি হইল। পরে হঠাৎ অতিমুখাগত প্রচণ্ড বায়ু দেখিয়া উহাদের বিপক্ষ গণ ত্রাসযুক্ত হওয়াতে রুমীদের কর্ত্তৃক অনায়াসে পরাজিত হইল। তাহাতে ঐ রাজা আপন অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যীশুদ্বারা আমার এই উপকার হইয়াছে ইহা বোধ না করিয়া আমাদের প্রধান দেবতা যুপিতরের অনুগ্রহেতেই কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে ইহা মানিয়া রুম নগরে যুপিতরে এক অত্যুত্তম প্রতিমা স্থাপিত করাইল। তের্ত্তুলিয়ান নামে এক ব্যক্তি ইহা কহেন, এক শত চোয়ত্তর শালে যে কালে এই ঘটনা হইল সে সময়ে গড় ও ছাউনির মধ্যে অনেক খ্রীষ্টীয়ান লোক ছিল।

যীশু খ্রীষ্টের জন্মান্তর ৬০ ষাইট শালে হেলবেতিয়া অর্থাৎ স্বীতসর্লান্দ দেশ রুমী লোকদের রাজ্যের অন্তঃপাতি থাকাতে তাহার নানা স্থানে উহাদের কর্ত্তৃক দুর্গ ও নগর নির্ম্মিত হইল। তাহার মধ্যে উইফ্লিস্‌বর্গ ও উইন্দিস নামে দুই নগর অধিক খ্যাত ছিল। উত্তর সমুদ্র ও মেদিতেরেয়ান সমুদ্র গামী নদী যেমন সেই দেশের উনুই হইতে উৎপন্ন হইয়া তদ্দেশের ভূমির উত্তমতা জন্মায় তেমনি সেই সকল নগর হইতে উৎপন্ন যে জীবনদায়ক সুসমাচার বাক্য সে ক্রমে২ পর্ব্বতময় দেশ ব্যাপিয়া তাহার মঙ্গল জন্মাইল। কিন্তু সেই সময়ে এই দেশে খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী স্থাপন বিষয়ে যে সকল লিখিত আছে বোধ হয় তাহার অনেক গল্প। অতএব এই মাত্র নিশ্চয় বলিতে পারি কনস্তান্তীন রাজার কালে তদ্দেশের প্রায় তাবৎ স্থানে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ব্যাপিয়াছিল।

পূর্ব্বে জের্মানী দেশ নিবিড় ও অগম্য বনেতে ব্যাপ্ত

Digitized by Google

ছিল একারণ তাহাতে কোন সভ্য লোকের বসতি ছিল না, কেবল কতকগুলা অসভ্য ও ব্যাধের বাস সেই স্থানে ছিল। তদ্দেশীয় লোকদের মধ্যে যাহারা নদীতীরে বাস করিত প্রথমতঃ কেবল তাহারা অন্য লোককর্তৃক শিক্ষিত হইয়া শিষ্টাচার ও যীশুর ধর্ম্ম জ্ঞাত হইতে পারিত, কিন্তু তিন শত শালের মধ্যে সেই দেশের নদীতীরে অনেক রুমী লোকের বসতি হইল, এবং ক্রমে ২ খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর বৃদ্ধিও হইল। উক্ত আছে দানুব ও রাইন নদীর তীরস্থ যে ২ স্থানেতে রুমী লোকেরা প্রথমতঃ বাস করিল সেই ২ স্থানেই খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী স্থাপিত হইল। অগ্রে এইরূপ হইয়া পশ্চাৎ ক্রমে ২ তাবদ্দেশেই যীশু-ধর্ম্ম ব্যাপিল। তৎকালে রাইন নদীর পশ্চিম তীরে রোরক ও বাসল ও ব্রাইসাক ও স্ত্রাস্‌বর্গ ও ওয়ার্ম্‌স ও স্পেয়র ও মেন্স ও কলঞ ও তাহার নিকটবর্ত্তি ত্রেবস ইত্যাদি যে সকল প্রসিদ্ধ নগর অল্প কালের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা অদ্যাবধি আছে। সেই দেশের মধ্যে প্রথমতঃ ত্রেবস নগরের জের্মানী লোকেরা যীশুর ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিল। কিন্তু রাইন নদীর তীরস্থ তাবন্নগরে কি রূপে কিম্বা কোন লোকদ্বারা আমাদের ধর্ম্ম ব্যাপিয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের দেশীয় বালকেরা যেমন অগ্রে নানা পাঠশালাতে রুমী ও উনানী দেব পূজক কর্তৃক রচিত পুরাণ প্রসিদ্ধ পুস্তক সকল পড়িয়া পশ্চাৎ প্রেরিত ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ লিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া থাকে অনুমান হয় উহাদের মধ্যেও সেই রূপ হইল। দেখ, রুমী লোকেরা জের্মানী দেশে বাস করিয়া

Digitized by Google

তদ্দেশীয় লোকদিগকে প্রথমতঃ আপনাদের বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষাইল। তাহাতে উহাদের অনেক উপকার হইল, কেননা রুমী লোকদের ধর্ম্ম জের্মানীদের ধর্ম্ম হইতে যদ্যপিও কিঞ্চিন্মাত্র ভাল হউক তথাপি সেই অসভ্য জের্মানী লোকেরা একবার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সহসা প্রস্তুত হইল। এই রূপ হইল কি না তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না; সে যাহা হউক ইরিনেয় নামে লাইয়ন নগরের মণ্ডলীর অধ্যক্ষ দ্বারা আমরা এই মাত্র জ্ঞাত আছি, এক শত শালের পর রাইন নদীর তীরের ঊর্দ্ধস্থ ও নীচস্থ প্রদেশে যে সকল খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছিল তাহাদের বিশ্বাস ও নীতি পুর্ব্বদিক্‌স্থ খ্রীষ্টীয়ানদের তুল্যই ছিল। ইহার পঞ্চবিংশতি শালের পর তের্ত্তুলিযানও এইরূপ বলেন।

অতিসুরম্য ইটালিয়া দেশহইতে যে সকল রুমী লোকেরা জের্মানী দেশে গিয়াছিল তাহারা সেই দেশের বনসমূহ দেখিয়া হঠাৎ ভীত হইল। এই স্থানের লোকেরা অতি কুৎসিত কুটীরেতে বাস করিয়া অতি দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। তাহারা কেবল লুট ও পশু শিকার দ্বারা প্রাণ ধারণ করিত। উহাদের দেশের পর্ব্বতের উচ্চ ভাগ ছয় মাসাপেক্ষা অধিক কাল হিমানীতে আচ্ছন্ন থাকিত, ও তাহার মধ্যে যে সকল সমভূমি ছিল তাহা প্রশস্ত ও নিবিড় বনেতে আচ্ছাদিত হইয়া অন্ধকারময় ছিল সেই স্থানের মধ্যেই উহারা প্রতিমা পূজা করিত। সেই দেশের বোদন ঝীল অর্থাৎ কনস্তান্‌স নামে উপরিস্থ ঝীল চারি শত শালপর্য্যন্ত এমনি অগম্য ও নিবিড় বনেতে বেষ্টিত ছিল, যে রুমী সৈন্যেরা কুঠার দ্বারা বন কাটিয়া

Digitized by Google

তাহার মধ্যেং পথ না করিলে কোন জাতীয় লোক তাহার নিকটে যাইতে পারিত না। এবং সেই দেশের দুরন্ত শীত বহুকাল থাকিত, আর বন্যপশু ও সর্পেতে দেশ পরিপূর্ণ ছিল।

এক্ষণে ফ্রান্স নামে বিখ্যাত যে দেশ গাল নামে লোকেরা সেই সময়ে তাহাতে বাস করিত। রুমী লোকদের অধিকারের পূর্ব্বে সেই দেশও জলেতে ও নিবিড় বনেতে ব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু তাহাদের বশীভূত হইলে তাহারা সেই স্থানে অনেক নগর স্থাপন করিয়া দ্রাক্ষা প্রভৃতি অনেক উত্তম ফলজনক বৃক্ষ তাহাতে রোপণ করিল। দ্রুইদ নামে উপদেশকেরা স্বেচ্ছানুসারে সেই দেশের লোকদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিত। আর উহাদের শাস্ত্রের মতে যদ্যপিও অন্য দেবপূজকদের ন্যায় নানা মিথ্যা ও অজ্ঞানের কথা ছিল না তথাপি উহারা আপনাদের পূজাতে অতি নিষ্ঠুরের কর্ম্ম যে বলিদানাদি তাহা দ্বারা রক্ত পাতাদি করিত; এবং অনেক স্থানে নল ও বিচালি ইত্যাদি দ্বারা উপরিভাগে আচ্ছাদিত, কিন্তু তাহার উদরে বৃহৎ গহ্বর এমত অতিবড় প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া মনুষ্যদ্বারা সে শূন্যোদর পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিত। দেবপূজাতে তাহাদের এইং রূপ নিষ্ঠুর ও কুৎসিত ব্যবহার দেখিয়া দেবপূজক রুমী লোকদেরও ঘৃণা জন্মিত, এই নিমিত্তে উহাদের নিষ্ঠুর ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে যীশুর সত্য ধর্ম্ম গ্রহণের অনেক পূর্ব্বে তাহাদের প্রতিমা সকল এবং তাহাদের পূজার স্থান যে বন ছিল রুমী লোকেরা উভয়কে দগ্ধ ও ছেদন করিয়াছিল।

Digitized by Google

এক শত পঞ্চাশৎ শালের পুর্ব্বে যে সেই দেশেতে যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল এমন কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না; তথাপি কিঞ্চিৎ কালানন্তর লাইন ও বিএন ও আর্ল প্রভৃতি নগরেতে অনেক মণ্ডলী স্থাপিত হওযাতে সেই স্থানে দেবপূজকেরা বুঝিল, যে এই সময়ে যদি ইঁহাদিগকে তাড়না না করি তবে ইহাদের সংখ্যা আরো বাড়িবে। ইহাতেই অনুমান হয় পুর্ব্বেও সে দেশের অনেক লোক খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিল, কিন্তু সেই ধর্ম্ম প্রথমতঃ সেই দেশে কিরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বিবরণ পুস্তকাভাবে তাহা আমরা কিছুই বলিতে পারি না। অনুমান হয় আশিয়া মাইনর দেশহইতে রুমী লোকদের সৈন্যেরা যে সকল খ্রীষ্টীয়ান হইয়া সেই গাল দেশে আসিয়াছিল, কিম্বা যে অন্য লোকেরা উহাদের মন যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আকর্ষণ করিতে গিয়াছিল তাহাদের দ্বারা সেই ধর্ম্মরূপ বীজ যীশু খ্রীষ্টের সুন্দর উদ্যানে রোপিত হইল। যেহেতুক এই দেশের মণ্ডলীর অধ্যক্ষ যে নীকেতিয় ও পথিনিয় ও ইবিনেয় ইহারা সকলেই আশিয়া মাইনর দেশীয় লোক ছিল। তাহাতে যীশুর জন্মের তিন শত বৎসর পুর্ব্বে যে২ গালী লোকেরা আপনাদের দেশ ত্যাগ করিয়া আশিয়া মাইনর দেশে বাস করিয়াছিল, এবং আপনাদের নামানুরূপ সেই স্থানের নাম রাখিয়াছিল, তাহারাই প্রথমতঃ সেই স্থান হইতে স্বদেশীয় লোকদের নিকটে মঙ্গল সমাচার পাঠাইল। সেই বনময় গাল দেশ কি প্রকারে ধর্ম্মরূপ ফলদায়ক ক্ষেত্র হইল, কি প্রকারেই বা যীশুর কৃষকেরা

Digitized by Google

তাহাতে বীজ বপন করিল, এবং সেই কর্ম্ম করাতে উহাদের কিং দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, ও তাহাদের সেই কর্ম্ম সিদ্ধি হইবার সুযোগ কি প্রকারে ঘটিয়াছিল, এই সকল বৃত্তান্ত আমরা কিছুই বলিতে পারি না; যেহেতুক যীশুর মণ্ডলীর ইতিহাস পুস্তকে ইহার বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না, কেবল পরলোকে গেলেই আমরা এ সকল বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিব।

গাল দেশেতে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা যে সময়ে তাড়িত হইল তৎ কালের বৃত্তান্ত কিঞ্চিন্মাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু তাড়নাদ্বারা তাহাদের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইল, এবং তাহাতে যীশুর ধর্ম্মের গুণও প্রকাশিত হইল,ইহা পরে লিখিতব্য কথাদ্বারা জানা যায়। কথিত আছে, দুই শত পঞ্চাশ শালে সাত জন প্রেরিত লোক ইটালিয়া দেশহইতে গাল দেশে আসিয়া তাহার নানা স্থানে বাস করিয়া অনেক খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী স্থাপন করিল, এবিষয়ে এইমাত্র জ্ঞাত আছি। আরো বোধ হয় কনষ্টাণ্টীন রাজার সময়ে সেই দেশের সর্ব্বত্র যীশুর ধর্ম্ম ব্যাপিয়াছিল।

স্পেন দেশীয় মণ্ডলীস্থ লোকেরা কহে, পাউল প্রেরিত-কর্ত্তৃক এই দেশেতে সেই ধর্ম্ম প্রথমতঃ প্রকাশিত হইয়া উহাদের মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছিল, এবং পাউলের শিষ্য ক্লেমেন নামে প্রসিদ্ধ এক ব্যক্তিও তাহাই বলেন। স্পেন দেশের বিষয়েও আমরা এই মাত্র জ্ঞাত আছি, দুই শত শালের পর তিন শত শালের মধ্যে তদ্দেশের অনেক লোক খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিল।

যে ব্রিস্তেন দেশেতে কিনা বিলাতেতে দ্রুইদ লোকদের

Digitized by Google

নির্দয় ধর্ম্ম পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল কথিত আছে পাউল সে দেশে গিয়া প্রথমতঃ সুসমাচার প্রকাশ করিলেন। এ কথা সত্য কি মিথ্যা নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু মণ্ডলীর অধ্যক্ষ অনেক প্রধান লোকদের কথা দ্বারা এই মাত্র জানা যায়, দুই শত শালে বিলাতেতে মঙ্গলসমাচার প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে পুরাতন গ্রন্থকর্ত্তারা কহেন, সেই দেশের অধ্যক্ষ এক ব্যক্তি নয় বৎসর পর্য্যন্ত রুমি লোকদের সহিত স্বদেশে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাহাদের কর্ত্তৃক সপরিবারে ধৃত হইলে তাহারা উহাদিগকে নিগড়দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক রুম নগরে প্রেরণ করিল। পরে তত্রস্থ খ্রীষ্টীয়ানদের সহিত তাহাদের আলাপ ও পরিচয় হইল। দ্বিষষ্টি শালে সেই লোকেরা আরবার স্বদেশে গিয়া তত্রস্থ লোকদিগকে সেই নূতন ধর্ম্ম জানাইল। লিখিত আছে যে সকল রুমীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা তাহার সহিত গিয়াছিল তাহারাও তাহার সেই কর্ম্মেতে অনেক সাহায্য করিল, কি জানি পাউল ও উহাদের সহিত গিয়া থাকিবেন।

তৎ কালে গাল দেশেতে দ্রুইদদের ধর্ম্ম যেমন চলিত ছিল সে দেশেতেও সেই রূপ ছিল। সে দেশের পুর্ব্ব ধর্ম্ম স্মরণার্থে যে সকল প্রতিমা রক্ষিত হইয়াছিল তাহা দেখিয়া এক জন পুরাতন গ্রন্থকর্ত্তা কহেন, পূর্ব্বে মিসর দেশেতে যেমন কদর্য্য ও কদাকার প্রতিমা সকল ছিল আমাদের দেশে ও পূর্ব্বে তেমনি ছিল। একষষ্টি শালে রুমী লোকদের রাজা ক্লেদিয় যেং দ্রুইদ যাজককে ধরিতে পারিল তাহাদিগকেই বধ করিল, এবং যে বনেতে গুপ্ত-

Digitized by Google

রূপে তাহাদের প্রতিমা থাকিত সেই বনও পোড়াইল। এই দেশে সর্ব্বদা যুদ্ধ থাকাতে হঠাৎ কোন স্থানে সুসমাচার ব্যাপ্ত হইতে পারে না, কেবল কনষ্টাণ্টীন রাজার সময়ে যুদ্ধের বিরতি হইলে অনেক স্থানে তাহা প্রকাশিত হইল।

দেখ হিমানীদ্বারা আবৃত অথচ অজ্ঞাত দেশের সমুদ্র-তীরের নিকটে কোন নাবিক হঠাৎ উপস্থিত হইলে সে যেমন কুজ্ঝটিকা নষ্ট হইবামাত্র তীরের নিকটস্থ তাবৎ নগর ও গ্রাম ও উদ্যানাদি দেখিতে পায় তেমনি দুই শত শালের শেষে অজ্ঞাততারূপ কোয়াসাতে আচ্ছন্ন ছিল যে উত্তর আফ্রিকা দেশের বৃত্তান্ত লোক-দের সেই অজ্ঞাততা দূর হইলে সেই দেশের উত্তর অঞ্চলে স্থাপিত ছিল যে সকল উদ্যান স্বরূপ খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী তাহা হঠাৎ তাহাদের দৃষ্টি গোচর হইল। কিন্তু দেবপূজকদের দেশে সেই অনন্ত জীবনদায়ক বীজ কে বপন করিল কে বা তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত করাইতে সেচন করিল তাহা বলা যায় না। অনুমান হয় সেই প্রেমের কর্ম্ম রূম নগরস্থ লোক কর্তৃক নিষ্পত্তি হইয়া-ছিল, কেননা এই দেশের উত্তর অঞ্চলের মধ্যস্থানস্থ যে কার্ত্তাজ নগর তাহাতে ও রূমী নগরেতে পরস্পর লোকের সর্ব্বদা যাতায়াত ছিল। মণ্ডলীর অধ্যক্ষদের মধ্যে অতি মান্য তের্ত্তুলিয়ান নামে ঐ নগরের এক অধ্যক্ষদ্বারা এই দেশেতে যে রূপ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ব্যাপি-য়াছিল তাহা আমরা জ্ঞাত আছি। সেই কালে আফ্রি-কা দেশে এত খ্রীষ্টীয়ান লোক ছিল যে তাহারা সেই

Digitized by Google

দেশের রুমী অধ্যক্ষকে এই রূপ পত্র লিখিল। "তুমি যদি আফ্রিকা দেশস্থ খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে তাড়না করিতে ক্ষান্ত না হও তবে যে সকল সহস্র২ স্ত্রী পুরুষ বৃদ্ধ বালক স্বেচ্ছাতে তোমার সাক্ষাতে যীশুর নাম স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে তুমি তাহাদিগকে কি করিবে? শুন দেখি যাহাতে উহাদের মস্তক ছেদন করা যায়, ও যাহাতে উহাদিগকে দগ্ধ করা যায়, এত অপরিমিত খড়্গ ও কাষ্ঠ কোথায় পাইবে? কার্ত্তাজ নগরের দশমাংশ নষ্ট করিতে হইবে, এবং উহাদের মধ্যে তোমার জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু ও প্রধান২ লোকও অনেক আছে। যদ্যপি আমাদের প্রতি তোমার দয়া না থাকে তথাপি আপনার ও কার্ত্তাজের ও তোমার বশীভূত তাবদ্দেশের মঙ্গলের নিমিত্তে দয়ালু হও।" অন্য কোন সময়ে তিনি আপনিও বলেন, "আমাদের শত্রুর মুখেতে আমরা এই কথা শুনিতেছি, আমাদের তাবৎ নগর ও গ্রাম ও দ্বীপ ও দুর্গ খ্রীষ্টীয়ান লোকেতে ব্যাপ্ত হইয়াছে।" ফলতঃ দুই শত পঞ্চাশ শালে কার্ত্তাজ প্রদেশে সত্তরি জনের ন্যূন মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ছিল না; তাহার এক শত বৎসরের পর চারি শত ছচল্লিশ জন হইয়াছিল।

মিসর দেশের উপরিস্থ সকল স্থানে সুখজনক যীশু খ্রীষ্টের কথা সিকন্দরিয়া নগরহইতে প্রেরিত হইয়াছিল, ও দুই শত শালের মধ্যে জীবনদায়ি সেই কথা অনেকের জীবনরূপ গন্ধ হওয়াতে সেই সময়ে উপস্থিত হইল যে ঘোরতর তাড়না তাহা তাহারা নির্ভয়ে সহিতে পারিল। তিন শত শালে যুবক লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ

Digitized by Google

দিবার নিমিত্তে সিকন্দরিয়া নগরে এক পাঠশালা, অর্থাৎ সুসমাচার প্রচারক মিসনরী লোক প্রস্তুত করিতে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, তাহাতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রকাশ করণের অতি সুযোগ হইল। পান্তেনস ও ক্লমেন ও অরিজেন এই তিন জন সেই পাঠশালার প্রধান শিক্ষক ছিল। মিসর দেশে চলিত কপ্তিক নামক এক ভাষাতে ধর্ম্ম পুস্তকের শেষ ভাগ প্রথমতঃ তর্জ্জমা হইয়াছিল; এপ্রযুক্ত সেই দেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শীঘ্র ব্যাপিল, কেননা তাহাতে সে দেশের সাধারণ লোকেরা ও যীশুর কথা পড়িতে পারিত। ইউসিবিয়স নামে এক গ্রন্থকর্ত্তা বলেন, "তিন শত তিন শালে যখন দিয়োক্লেশীয়ান কর্তৃক উহারা তাড়িত হইল তখন যীশুর নামার্থে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক শিরশ্ছেদিত হইল, আর সাত লক্ষ লোক কেহ২ অতি ক্লেশজনক দাসের কর্ম্ম করাতে কেহ২ বা অতি দূর দেশে প্রেরণ করাতে নষ্ট হইল।"

রুমী লোকদের রাজ্যের চতুর্দ্দিকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম কি রূপে ব্যাপিল তাহা সংক্ষেপে কহিলাম। সম্প্রতি সেই রাজ্যের রাজধানী রুমী নগরেতে যে রূপে ব্যাপিয়াছিল তাহা বলি শুন। যীরূশালম নগর নষ্ট হইলে পর সকল স্থানাপেক্ষা রুমী নগরেতে অধিক খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছিল। যদ্যপিও সেই মহারাজধানীতে লোকদের ব্যবহার বৎসর২ অধিক মন্দ হইত, এবং তাহাতে সর্ব্বদা বিবাদাদি উপস্থিত হইত, ও খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা নিত্য২ তাড়িত হইত, তথাপি তাহাদের সংখ্যার ন্যূনতা না হইয়া বরং অতি বৃদ্ধি হইল। এবং মহারাজার গোচরে

Digitized by Google

উহাদের এমত লোক বৃদ্ধি ও শক্তি বৃদ্ধি হইল যে তিনি উহাদিগকে কোন প্রকারে নষ্ট করিতে পারিতেন না। দুই শত পঞ্চাশৎ শালে রূমী নগরের মণ্ডলীর অধ্যক্ষ এক জন প্রধান লোক ও ছচল্লিশ জন সুসমাচার প্রচারক ও মণ্ডলীতে দানাদিকারক ডিকন নামধারী সাত জন লোক, আর উহাদের অনুগামী সবডিকন নামে অনেক লোক, ও ধর্ম্ম পুস্তক পাঠক পঞ্চাশৎ জন ছিল। সেই মণ্ডলীতে প্রতিদিন এক হাজার পঞ্চাশ জন দরিদ্র লোক প্রতিপালিত হইত। ফলতঃ দুই শত বৎসরের মধ্যেই তের্ত্তুলীয়ান নামে এক ব্যক্তি সাহসিক হইয়া রাজার ও মহাসভাস্থ লোকদের সাক্ষাতে এইরূপ কহিল, "আমাদের এই ধর্ম্ম অল্প দিন প্রকাশিত হইয়াছে বটে, তথাপি দেখ তোমাদের ভূমি ও নগর ও দ্বীপ ও দুর্গ ও সৈন্যদল ও অট্টালিকা ও মহাসভা ও বিচারস্থান খ্রীষ্টীয়ান লোকেতে পরিপূর্ণ, দেবপূজকদের হস্তে কেবল দেবালয় আছে। আমরা যে সকল দুঃখভোগ করিতেছি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে তাহার প্রতিফল দিতে আমাদের শক্তি আছে জানিও। বুঝ দেখি আমরা রূম দেশ ত্যাগ করিলে তোমাদের কত ক্ষতি হয়, তাহা করিলে এই দেশের এত স্থান নির্ম্মনুষ্য হইবে যে তাহা দেখিয়া জগতিস্থ লোকেরা আশ্চর্য্য বোধ করিবে, এবং তোমাদের রাজধানী প্রায় মনুষ্যশূন্য ও উচ্ছিন্ন হইবে।"

Digitized by Google

তৃতীয় খণ্ড।

দেবপূজক রাজাদের কর্তৃক খ্রীষ্টীয়ানদের তাড়না।

কনষ্টাণ্টীন রাজার কর্তৃত্বের পূর্ব্বে নীরো, ও দমিসিয়ান, ও ত্রাজান ও আদ্রিয়ান, ও লুসীয়স বেরস, ও সেপ্তিমস সেবেরস, ও মাক্‌সিমিয়ান, ও দেশিয়স, ও বালেরিয়ান, ও ওরেলিয়ান, ও দিয়োক্লেশিয়ান এইসকল রাজা কর্তৃক খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা অতিনিষ্ঠুর রূপে দশ বার তাড়িত হইল। ইহার প্রধান কারণ এই, দেবপূজকেরা উহাদিগকে প্রতিমার নিকটে বলিদান দিতে, এবং শ্রদ্ধা পুর্ব্বক রাজার প্রতিমূর্ত্তির সাক্ষাতে ধূপাদি প্রদান করিতে ও অন্যং দেবের পুজা করিতে আজ্ঞা দিলে উহার সেই সকল কর্ম্ম করাতে আপনাদের স্বধর্ম্মের হানি বুঝিয়া তাহা করিতে অস্বীকার করিত। তাহাতে ইহারা আমাদের ধর্ম্ম ও রাজাকে অমান্য করে ইহা বুঝিয়া লোকেরা তাহাদিগকে সেই কর্ম্ম করাইতে অনেক যত্ন করিল, ও যাহারা তাহা করিতে অস্বীকৃত হইল তাহাদিগকে দুষ্ট ও দুরাচার বলিয়া বধ যোগ্য রূপে অবধারিত করিল। এবং খ্রীষ্টীয়ানদের অতিশয় বাহুল্য দেখিয়া রাজাদের এমত ভাবনাও উপস্থিত হইল, যে কি জানি যাহারা প্রজা হইয়া রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনকারি তাহারা আমাদিগকে নষ্ট করিতেও চেষ্টা পাইবে। এই মিথ্যা ভয় দূর করণার্থে স্থির করিলেন, যে ইহাদিগকে বধ করা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় নাই, অতএব কোন প্রকারে তাহাই করা উচিত। খ্রীষ্টীয়ান লোকদের প্রতি রুম দেশীয় অধ্যক্ষদের অতিশয় শত্রুতা ছিল, এপ্রযুক্ত দেবপুজকেরা রাজাজ্ঞা ব্যতি-

Digitized by Google

রেকেও কখনং তাহাদিগকে তাড়না করিত। মাক্সিমিয়ান ও দেসিয়স রাজার পূর্ব্বে যে দুই রাজা ছিল তাহারা খ্রীষ্টীয়ান লোকদের সপক্ষ হইয়া তাহাদের ধর্ম্মানুসারে চলিতে দিত, অতএব সেই দুই রাজা পূর্ব্ব রাজাদের প্রতি দ্বেষভাব থাকাতে খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে অতিশয় তাড়না করিত। খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা নির্ব্বিরোধি হইলেও কলহ-কারি যিহুদী লোকদের সহিত গণিত হওয়াতে অকারণে অনেকবার বিস্তর দুঃখ ভোগ করিল। দেখ আদ্রিয়ানের রাজত্বের সময়ে বার্ক্কাব নামে এক প্রতারক যিহুদী পালেস্তাইন দেশেতে রুমী লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতে অনেককে লওয়াইল, কিন্তু সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ানদিগের বিপক্ষ হইলেও রুমী লোকেরা তাহাদিগকে ঐ লোকের সপক্ষ বুঝিয়া উহার সহিত অনেককে বধ করিল।

এই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যে দেশে যখন গ্রাহ্য হইয়াছে তখনি সে স্থানে তাড়না উপস্থিত হইয়াছে। দেখ খ্রীষ্টীয়ান লোকদের গৃহ ও সম্পত্তি সকল লুটিত হইয়া উহাদিগকে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল, তাহারা যে দুঃখ ভোগ করে নাই এমন দুঃখ প্রায় নাই। শত্রুরা মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ও ধর্ম্মোপদেশকদের সহিত উহাদিগকে দূরস্থ দুর্গম বনে পাঠাইলে উহারা ক্ষুধাতে ও পিপাসাতে ও শীতেতে ও পীড়াতে, এবং বন্যপশু ও আরণ্যক নীচ লোক দ্বারা অনেকে নষ্ট হইল। কেহং বা তাড়না-কারিদের হস্তে পতিত হইয়া প্রাণভয়েতে যীশুর ধর্ম্ম ত্যাগ করিল। কেহ বা আপনার ধর্ম্ম অস্বীকার করাতে যে যন্ত্রণা দ্বারা শীঘ্র মৃত্যু না হয় বহুকাল পর্য্যন্ত সেই

Digitized by Google

যন্ত্রণা পাইয়া ও অম্লান মুখে তাহা সহিয়া শেষে প্রাণত্যাগ করিল। লাক্‌টান্সীয়স বলেন, "তৎকালীন রাজাদের কুমন্ত্রণাতে তিন শত শালেতে খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি যে সকল দুঃখ ঘটিয়াছিল আমার যদি এক শত মুখ হইত তথাপি তাহা বলিতে পারিতাম না।" দেখ যীশু খ্রীষ্টের নামার্থে স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ ধনী দরিদ্র অনেকে মরিল, কেহ বা আত্যন্তিক প্রহার ও অগ্নিদ্বারা নষ্ট হইয়া যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মের সাক্ষী স্বরূপ হইল, কেহ বা অস্ত্রাঘাতেতে হঠাৎ ছেদিত হইল। অন্যেরা অত্যন্ত দুঃখদায়ক রাক নামে যন্ত্রে যন্ত্রিত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইল। সেই কালীন লোকেরা রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকেও আপন২ ইচ্ছানুসারে খ্রীষ্টীয়ানদিগকে দুঃখ দিতে পারিত। এজন্যে গদা ও বেত্র ও চাবুক ইত্যাদি দ্বারা খ্রীষ্টীয়ানদিগকে সর্ব্বদা আঘাত করিত। কাহার২ শরীর কাষ্ঠময় যন্ত্রবিশেষে বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ দ্বারা খণ্ড২ করিত, কোন২ যন্ত্রণাদায়কেরা লৌহময় বর্শাদ্বারা উহাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিত; কাহার২ এক হস্ত বদ্ধ করিয়া উচ্চ স্থানে টাঙ্গাইয়া দিত, তাহাতে উহাদের শরীরের গ্রন্থি সকল বিশ্লিষ্ট হইত। কাহাকেও এমন শৃঙ্খলেতে বদ্ধ করিয়া টাঙ্গাইত, যে শরীরের ভারেতে অত্যন্ত দুঃখভোগ করত সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত হইয়া উহাদিগকে প্রায় তাবৎ দিন এই প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত; এবং মরিলে পর উহাদের শরীর রাজমার্গ দিয়া টানিয়া লইয়া বহির্দ্দেশে ফেলিত। এক জন রুমী অধ্যক্ষ বলিলেন, "খ্রীষ্টীয়ানদের দুঃখের নিমিত্তে ভাবনা করিবার

Digitized by Google

আবশ্যকতা নাই, কেননা অন্যের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য উঁহারা তাহার অযোগ্য। কোন২ ব্যক্তিকে উত্তপ্ত লৌহময় তক্তাতে ও র‍্যাক নামক যন্ত্রেতে বহু দুঃখ ভোগ করাইয়া শেষে মক্ষিকা ও বোলতা ইত্যাদি দংশক জন্তুর দংশনেতে যেন ইহার প্রাণত্যাগ হয় এই অভিপ্রায়ে বিচারকর্ত্তা তাহার হস্তদ্বয় পশ্চাদ্ভাগে বদ্ধ করাইয়া, এবং মধু দ্বারা তাহার শরীর লিপ্ত করাইয়া, সূর্য্যের আতপের মধ্যে রাখিতে আজ্ঞা দিতেন। এই২ রূপ যন্ত্রণাতে কখন এক দিনের মধ্যে দশ ত্রিশ ষাইট জন, কখন বা স্ত্রী পুরুষ বালক সর্ব্ব শুদ্ধা এক শত লোক একেবারে নষ্ট হইল। মিসর দেশে ইউসিবিয়স কোন এক দিন এত লোক নষ্ট করিতে দেখিলেন, যে উহা-দিগকে আঘাত করিতে২ ঘাতকদের অস্ত্রের ধার মোটা হইয়া গেল। এই রূপ হইলেও অনেক খ্রীষ্টীয়ান লোক স্থির হইয়া সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক এই সকল যন্ত্রণা ভোগ করিল, এবং মৃত্যুকালে আহ্লাদ পুর্ব্বক ঈশ্বরকে স্তব স্তুতি করিল।

পুর্ব্বকালীন খ্রীষ্টীয়ানদের তাবৎ দুঃখের বিষয় বিস্তার করিয়া লিখিতে গেলে আমার এই পুস্তক অতি বৃহৎ হয় এজন্যে সমুদায় না লিখিয়া কেবল কিঞ্চিৎ লিখি।

যিরূশালমের মণ্ডলীর অধ্যক্ষ সিমেয়ন এক শত বিংশতি বৎসর বয়স্ক হইলে রুমী শাসনকর্ত্তার নিকটে আনীত হইল। তিনি কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত তথাতে কোড়া দ্বারা প্রহারিত হইয়া তাহা এমনি স্থির হইয়া সহিলেন, যে তাঁহার তাড়নাকারিরা তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান

করিল। তাহাতে ও তিনি যীশু খ্রীষ্টের নাম অস্বীকার না করাতে অবশেষে এক শত ছয় শালে তাহাকে ক্রূশের উপর টাঙ্গাইয়া বধ করিল। তাহার তিন বৎসর পরে কিনা এক শত নয় শালে যিনি আমাদের পাপের নিমিত্তে ক্রূশের উপর হত হইলেন আণ্টিয়োখের মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ইগ্নেসিয়স নামে এক ব্যক্তি তাঁহাতে বিশ্বাস করাতে ত্রাজান রাজার আজ্ঞাতে রুম নগরে আনীত হইয়া ঘাতিত হইলেন। তিনি রুম নগরের মণ্ডলীর প্রতি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে এই কথা বলেন, "আমি ব্যাঘ্র স্বরূপ দশ জন সৈন্যেতে আবৃত ও বদ্ধ হইয়া সুরিয়া দেশহইতে রুম নগরে যাইতে২ প্রতি দিন তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকি, ও তাহাদের যত উপকার করিতে চেষ্টা পাই তাহাতে আমার প্রতি তাহাদের রাগ নিবৃত্তি না হইয়া আরো বাড়ে। কিন্তু তাহারা আমাকে অগ্নিতে কিম্বা সিংহের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, কিম্বা ক্রূশের উপরে টাঙ্গাইলে, কিম্বা অস্ত্রদ্বারা আমার শরীর খণ্ড২ করিলে ও আমি যদি যীশু খ্রীষ্টেতে আনন্দ করিতে পারি তবে আমার কি ভাবনা।" তাহারা তাহাকে রুম নগরে লইয়া যাইবামাত্র লোকদিগকে তামাসা দেখাইবার জন্যে এক কৌতুক গৃহে বন্য পশুর সহিত রাখিলে তিনি সিংহের নাদ শুনিয়া বলিলেন, "আমি তূষরহিত শস্য স্বরূপ খ্রীষ্টের রুটী হওনার্থে বন্য পশুর দন্তেতে আমাকে চূর্ণ হইতে হয়।" পরে তিনি সিংহ কর্তৃক বিদীর্ণ ও ভক্ষিত হইলে লোকেরা তাহার অবশিষ্ট অস্থি লইয়া আণ্টিয়োখ নগরে কবর দিল।

Digitized by Google

এক শত সাতষষ্টি শালে যোহন প্রেরিতের শিষ্য স্মীর্ন্না নগরের মণ্ডলীর অধ্যক্ষ পোলীকার্প নামে অতি মান্য এক ব্যক্তিকে তাহারা দগ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলে লোকেরা আপন প্রাণ রক্ষার্থে তাহাকে যখন লওয়াইতে লাগিল তখন তিনি বলিলেন, "আমি পচাসি বৎসরাবধি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সেবা করিতেছি, তিনি কখন আমার মন্দ করেন নাই, অতএব যিনি আমাকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করিয়াছেন এখন কি আমি তাঁহাতে অবিশ্বাসী হইব।" এই কথার পর তিনি তাহাদের কর্ত্তৃক এক স্তম্ভেতে দৃঢরূপে বদ্ধ হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহারা তাঁহার উপর অগ্নি প্রদান করিল। সেই অগ্নি যখন প্রজ্বলিত হইয়া তাহার শিখা গগণ স্পর্শ করিল তখন লোকেরা সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে আঘাত করিতে ভয় করিল, অবশেষে তাহার শরীর তীরদ্বারা বিদ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইল।

অনেক নির্ব্বিরোধি খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা অধার্ম্মিক লোকদের কর্ত্তৃক অজ্ঞাত হইয়া অস্থায়ি মৃৎপাত্রেতে অমূল্য ধন বহন করত কালক্ষেপ করে। তাহারা যতকাল এই সংসারে থাকে ততকাল উহাদের গুণের বিষয় প্রায় কেহ চিন্তা করে না, কিন্তু মৃত্যুকালে কিম্বা তাহার পর উহাদের গুণ স্মরণ করে। লাইন ও বিএন নগরেতে যে সকল উত্তম খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা ছিল তাহারা যদি সহিষ্ণুতা পুর্ব্বক অত্যন্ত যন্ত্রণাভোগ করিয়া আপনাদের দৃঢ বিশ্বাস প্রকাশ না করিত তবে উহাদের নাম পর্য্যন্ত প্রায় কোন পুস্তকে পাওয়া যাইত না। এক শত ঊনসত্তরি শালে যখন সকল স্থানে খ্রীষ্টীয়ানদের

Digitized by Google

উপর দুঃখরূপ ঝড় পতিত হইল তখন তাহার পূর্ব্বে তাহারা নানা কুলক্ষণ দ্বারা তাহা জানিতে পারিল। উহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান তাহারা ধৃত হইয়া কারাগারে বদ্ধ হইল। নব্বই বৎসর বয়স্ক পথীনস নামে অতি মান্য এক জন মণ্ডলীর অধ্যক্ষকে তাহারা এমত অত্যন্ত তাড়না করিল যে দুই দিনের মধ্যে কারাগারেতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। আর ইহারা যেন যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ত্যাগ করে শত্রুরা এই মনস্থ করিয়া অনেক খ্রীষ্টীয়ান লোককে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক দুঃখ দিয়াছিল।

ব্লান্দিনা নাম্নী এক অতি কোমলাঙ্গী এক দাসীর বিষয়ে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা এই ভাবিল, যে এ স্ত্রী অতিশয় তাড়িতা হইলে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবে, কিন্তু প্রাতঃকালাবধি রাত্রি পর্য্যন্ত সে এত দুঃখ সহিল যে শেষে তাহার প্রহারকেরা ক্লান্ত হইল। সেই অত্যন্ত প্রহারে তাহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইলেও সে কি প্রকারে বাঁচিল ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। অপর পরমেশ্বর উহাকে এমন দৃঢ় সাহস্ দিলেন, যে আমি খ্রীষ্টীয়ানী ২ এই কথা নির্ভয়ে কহিতে লাগিল, ও খ্রীষ্টীয়ান লোকদের প্রতি তোমরা যে সকল দোষারোপ করিতেছ তাবৎ মিথ্যা ইহাও বলিল। সাঁক্তস নামে এক ডিকন যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা সেই রূপ শক্তি পাওয়াতে তাহাকে যত বার প্রহার করিল সে ততবারই আমি খ্রীষ্টের দাস ২ এই কথা বলিল; তাহাতে প্রহারকেরা রাগান্বিত হইয়া উহার শরীরের তাবৎ মর্ম্ম স্থানে অতি তপ্ত লৌহময়

Digitized by Google

তক্তা বসাইল। কিন্তু তাহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত ও মাংস পিণ্ডের ন্যায় সঙ্কুচিত হইলেও সে নিঃসন্দেহে ও অকাতরে যীশুর ধর্ম্ম স্বীকার করিল। কিঞ্চিৎ কালের পর সেই সকল ঘা এমত বর্দ্ধিত ও স্ফীত হইয়া উঠিল, যে কেহ তাহা স্পর্শ করিবামাত্র তাহার অতি ক্লেশ বোধ হইত; তথাপি তাহার উপর পুনর্ব্বার তাড়না করিলে তিনি স্থির হইয়া সহিলেন। তাহার প্রাণদণ্ড করিতে যে দিন নিরূপিত হইল লোকদের সন্তোষের নিমিত্তে সেই দিবসে একটা মহোৎসব হইল। তাহার কিঞ্চিৎ দিনের পর বাপ্টাইজিত হইয়াছিল যে মাতুরস এবং সাঁক্তস ইহারা কোড়া দ্বারা প্রহারিত আর অগ্নিদ্বারা রক্তীকৃত লৌহময় চৌকীতে স্থাপিত হইয়াও না মরাতে শেষে হিংসুক বন্য পশুর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল, তথাপি তাহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অস্বীকার করিল না। কিন্তু সেই পশুদ্বারা তাহাদের শরীর বিদীর্ণ হইলেও মৃত্যু না হওয়াতে খড়্গ-দ্বারা আঘাতিত হইয়া মরিল। বন্য পশুদ্বারা ব্লান্দিনারও শরীর ক্ষত বিক্ষত করাইবার জন্যে বিস্তারীকৃত তাহার হস্তদ্বয় কাষ্ঠময় স্তম্ভেতে বদ্ধ করিয়া পশুর মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করিল, কিন্তু তাহারা মনুষ্যাপেক্ষাও অধিক দয়া প্রকাশ করিয়া উহাকে হিংসা করিল না। তাহারা তাহা দেখিয়া সে স্থানহইতে তাহাকে বাহিরে আনিয়া অন্য কোন দিন পুনর্ব্বার যন্ত্রণা দিবার নিমিত্তে বদ্ধ করিয়া রাখিল। পরে যে কালে আত্তালস ও আলেক-সান্দর এই দুই জন মান্য খ্রীষ্টীয়ান অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত লৌহময় চৌকীতে দগ্ধ প্রায় হইয়া বন পশু কর্তৃক খাদিত

Digitized by Google

হইয়াছিল সেই সময়ে ঐ ব্লান্দীনাকে পুনর্ব্বার যন্ত্রণাভোগ করাইতে আনাইল। কিন্তু মনুষ্য যেমন আপন প্রিয় বন্ধুর বিবাহ কালে আহ্লাদিত হয় তেমনি সে নিকটবর্ত্তি মৃত্যু দেখিয়া আনন্দিতা হইল। পরে তাহারা তাহাকে জালেতে বদ্ধ করিয়া এক মত্ত বৃষের সম্মুখে ফেলিলে যাবৎ তাহার প্রাণ বহির্গত না হইল তাবৎ সেই বৃষ শৃঙ্গদ্বারা পুনঃ২ তাহাকে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিল। পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক পন্তিকস নামে এক যুবা পুরুষও অতুল্য সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া তাহার সহিত মরিল। এইরূপে অনেক খ্রীষ্টীয়ান মরিল। কেহ২ কারাগারেতে অতিশয় দুঃখ ভোগ করিয়া শেষে প্রাণত্যাগ করিল। সেবেরস রাজার কর্তৃত্ব কালে পুনর্ব্বার তাড়না উপস্থিত হইলে যাহারা পথীনস ও ইরিনেয়ের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারা যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মের সাক্ষী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

এই সময়ে যে সকল খ্রীষ্টীয়ান লোক কার্থাজ নগরে শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ ছিল তাহাদের মধ্যে দ্বাবিংশতি বৎসর বয়স্কা পের্পেতুয়া নামে এক স্ত্রীলোকের ক্রোড়হইতে তাহার শিশু বালককে কাড়িয়া লইয়া ফেলিসিতাস নামে এক দাসীর সহিত তাহাকে বধ করিল। কিন্তু মৃত্যুর পুর্ব্বে দেবপূজক তাহার পিতা উহার মন ফিরাইতে সাধ্য পর্য্যন্ত চেষ্টা পাইল। সে কারাগারে গিয়া বলিল, "হে কন্যে, এই বৃদ্ধ দশাতে আমার মনোদুঃখ দিও না, আমার প্রতি দয়া কর, যদি আমাকে পিতা বলিয়া মান তবে আমার প্রতি কৃপা কর, এবং তোমার এই শিশু বালকের নিমিত্তে চিন্তা কর। তুমি মরিলে পর এই

Digitized by Google

কদাচ বাঁচিবে না। আমি তোমাকে কাকুতি করিয়া বলি, তুমি মন ফিরাইয়া ক্ষান্তা হও। তুমি যদি সাধারণ লোকের মত প্রাণ ত্যাগ কর তবে আমার কুলের মান একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে।" পরে তাহার হস্তে চুম্বন করিয়া ও পায়ে ধরিয়া রোদন করিতে২ বলিল, "আমি এক্ষণে তোমাকে কন্যা বলিয়া বলি না, তুমি আমার সৌভাগ্যের কর্ত্রী।" পিতা মাতা হইতে ও আপন সন্তানেতে অধিক স্নেহ যদ্যপিও ইহা সত্য বটে, তথাপি তিনি তাহা না করিয়া খ্রীষ্টের নামার্থে অন্তঃকরণ বিদারক সেই সকল কাকুক্তি অগ্রাহ্য করিলেন। দেখ তাহা করিতে কেমন শক্তি অপেক্ষা করে। পরে পের্পেতুয়া ও কেলিসিতাস ক্রীড়াগৃহে মত্ত বৃষের সংমুখে নিক্ষিপ্ত হইলে এক জন মল্ল আঘাত দ্বারা তাহাদিগকে বধ করিল।

দুই শত সাচ্চল্লিশ শালে সিকন্দরিয়া নগরে তাড়নার সময়ে লোকেরা মিত্রাস নামে এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়া যীশুকে নিন্দা করিতে বলিলে সে তাহা অস্বীকার করাতে মুদ্গার দ্বারা তাহাকে প্রহার করিয়া কণ্টকাঘাতে উহার মুখ বিদীর্ণ করিল। পরে নগর হইতে উহাকে বাহিরে টানিয়া লইয়া প্রস্তর দ্বারা নষ্ট করিল। তাহার পর কুইন্তা নামে এক ধার্ম্মিক স্ত্রীকে দেবালয়ে আনিয়া দেবপূজা করিতে লওয়াইতে লাগিল। সে অবজ্ঞা প্রযুক্ত তাহা করিতে অস্বীকার করিলে তাড়না কারিরা তাহার দুই পদ বদ্ধ করিয়া নগরের মধ্যে উচ্চ নীচ প্রস্তরময় পথ দিয়া আকর্ষণ পুর্ব্বক পাতরের উপর

Digitized by Google

নিক্ষেপ করিয়া কোড়া দ্বারা তাহাকে প্রহার করিল; আর যে স্থানহইতে তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল পুনর্ব্বার সেই স্থানে আনিয়া বধ করিল। পরে উহারা খ্রীষ্টীয়ান লোকদের গৃহ লুট করিতে মন্ত্রণা করিয়া দ্রুত গমনে তাহাদের বাটীতে গিয়া তথাতে যে সকল উত্তম ২ সামগ্রী ছিল তাহা লইয়া অবশিষ্ট সামান্য দ্রব্য সকল পথেতে দগ্ধ করিল; তাহাতে সেই স্থান শত্রু কর্ত্তৃক লুটিত নগরের ন্যায় হইল। আপলনিয়া এক বৃদ্ধা ও অবিবাহিতা স্ত্রীকে অনেক খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যহইতে ধরিয়া আনিয়া তাহার দন্ত সকল উৎপাটন করিল; এবং নগরের বাহ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার নিকটে তাহাকে নিয়া গিয়া বলিল, "যদি তুমি যীশুর নামের নিন্দা না কর তবে এই অগ্নিতে তোমাকে পোড়াইব।" সে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব কর এই কথা বলিয়া লম্ফদ্বারা হঠাৎ অগ্নিতে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। সেরাপিয়োন নামে এক ব্যক্তিকে তাহার গৃহে ধরিয়া ও তাহার হস্ত পাদ ভাঙ্গিয়া অট্টালিকার উপরিভাগ হইতে পথি মধ্যে ফেলিয়া দিল। সেই সময়ে তাহাদের ভয়ে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা দিবা রাত্রির মধ্যে কখন বাহিরে যাইতে পারিত না, সকল স্থানের নীচলোকেরাও এই কথা কহিত, "যাহারা যীশুর ধর্ম্ম ত্যাগ না করে তাহাদিগকে দগ্ধ করা উচিত।" রাজার নিকটস্থায়ী অথচ রাজকর্ম্মকারি এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার সাক্ষাতেই কোড়া দ্বারা এমন প্রহার করিল যে তাহার শরীরের মাংস ছিড়িয়া অস্থি দেখা যাইতে

Digitized by Google

লাগিল, তথাপি সে দেবপূজা করিতে অস্বীকার করিলে তাহার ক্ষতের উপরে লবন ও শির্কা দিয়া মলিল। তাহাতেও স্বীকার না করাতে মন্দ২ জ্বলিত অগ্নিদ্বারা তাহাকে দগ্ধ করিয়া বধ করিল। তিন শত দুই শালে এই ঘটনা উপস্থিত হইল।

দুই শত ষাইট শালে লিক্ষ্টস নামে এক জন রূম নগরের মণ্ডলীর অধ্যক্ষ যীশুর ধর্ম্মের নিমিত্তে নষ্ট হইলে সেই মণ্ডলীতে অনেক ধন আছে নগরের প্রধান শাসনকর্ত্তা ইহা শুনিয়া লরেঁতিয়স নামা প্রধান ডিকনকে আপনার নিকটে আনাইয়া আজ্ঞা করিলেন, "তোমার মণ্ডলীতে যত ধন আছে সে সকল আমাকে আনিয়া দেও।" সে কহিল, "কিছু দিন বিলম্ব কর, যেখানে যাহা আছে সকল একত্র করিয়া আনিয়া দিব।" শাসনকর্ত্তা তাহা করিতে তিন দিন অপেক্ষা করিলেন। তৃতীয় দিবসে লরেঁতিয়স রূম নগরস্থ মণ্ডলীর ধন দ্বারা প্রতিপালিত দুঃখি খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া শাসনকর্ত্তার নিকটে গিয়া বলিল, "আইস, আমাদের ঈশ্বরের এই সকল ধন; দেখ, তোমার উঠান স্বর্ণপাত্রেতে পরিপূর্ণ আছে।" শাসনকর্ত্তা ইহা শুনিয়া বাহিরে গেলেন, কিন্তু সেই স্থানে গরিব লোক মাত্র দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাহাতে সে বলিল, "মহাশয় কেন ক্রোধ করিয়া অসন্তুষ্ট হয়েন? তোমার আকাঙ্ক্ষা যে স্বর্ণের প্রতি সেতো পৃথিবীর সামান্য ধাতুমাত্র ও পাপেতে প্রবৃত্তিজনক। যিনি স্বর্গের আলোক স্বরূপ তিনিই প্রকৃত স্বর্ণ, এই সকল গরিব লোক তাঁহার

শিষ্য, আমি এই ধন তোমাকে দিতে স্বীকার করিয়াছিলাম; ইহার মধ্যে অনেক অমূল্য রত্নও আছে, কেননা এই অনূঢ়া ও বিধবা মণ্ডলীর মুকুট স্বরূপ।" শাসনকর্ত্তা ইহা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি কি আমাকে বিদ্রূপ কর। আমি বিলক্ষণ জানি তোমরা মৃত্যুকে ভয় না করিয়া বরং তাহা শ্লাঘ্য করিয়া মান, শীঘ্র তাহাই হইবে।" পরে তিনি ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "ইহাকে বস্ত্র রহিত করিয়া লৌহময় ঝাঁঝরীতে শয়ন করাইয়া মন্দ২ জ্বলিত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ কর।" তাহারা তাহা করিলে লরেঁতিয়স তাহার উপর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া শাসনকর্ত্তাকে কহিল, "আমার এই পার্শ্ব প্রচুররূপে দগ্ধ হইয়াছে, আমাকে অন্য পার্শ্বে ফিরাও।" তাহা করিলে তিনি স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রূমনিবাসি লোকদের হিতের নিমিত্তে প্রার্থনা করত প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

দুই শত পঞ্চাশৎ শালে আশিয়া মাইনর দেশের মাক্‌সিমস নামে এক বাণিজ্যকারী যন্ত্রণা ভোগ করিতে২ বলিনেন, "যীশু খ্রীষ্টের নামার্থে এই সকল দুঃখ ভোগ করা কেবল উৎকৃষ্ট পদ পাওনের অভিষেক মাত্র।" ইহা শুনিয়া তাহারা প্রস্তরাঘাত দ্বারা তাহার প্রাণ বিয়োগ করাইল।

সেই সময়ে যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মার্থে যে সকল অতি যুবকেরা সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক দুঃখভোগ করিয়াছিল তাহাদের বিবরণ ইতিহাস পুস্তকেই লিখিত আছে। কাইসরীয়া নগরে সিরিল নামে এক বালক যীশু খ্রীষ্টের উদ্দেশে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিত। তাহাতে লোকেরা যদি উহাকে

Digitized by Google

ধমকাইত কিম্বা মারিত তথাপি সে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আপন বিশ্বাস প্রকাশরূপে সকলকে জানাইত। কাহারো বারণ শুনিত না। এজন্যে তাহার সমবয়স্ক কএক জন বালকেরাও তাহাকে তাড়না করিল, এবং তাহার পিতা তাহাকে দূর করিয়া দিল। পরে সে রুমী শাসন-কর্ত্তার সমীপে আনীত হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন, "হে বালক, আমি তোমার দোষ মার্জ্জনা করিতে এবং তোমাকে গৃহে পাঠাইতে প্রস্তুত আছি। তুমি যদি ইহা বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম কর তবে তোমার পিতার মরণের পর তাহার ধনে অধিকারী হইতে পারিবা।" বালক বলিল, "আমি দুঃখভোগ করিতে প্রস্তুত আছি, পরমেশ্বর আমার প্রতি মনোযোগ করিবেন। পিতৃ গৃহহইতে দূরীকৃত হওয়াতে আমি কাতর নহি, আমি তাহা-হইতেও উত্তম স্থান পাইব; এবং মৃত্যুতেও আমার ভয় নাই, কেননা তাহা হইলে আমার উৎকৃষ্ট পদ হইবে।" সে এইরূপে আপনার স্থির বিশ্বাস প্রকাশ করিলে শাসনকর্ত্তা বন্ধন পূর্ব্বক তাহাকে শ্মশানে লইয়া যাইতে অনুচরদিগকে আজ্ঞা দিলেন; কিন্তু সে স্থানে প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিয়া বালক ভয়েতে আপন ধর্ম্ম অবশ্য ত্যাগ করিবে ইহা বুঝিয়া পুনর্ব্বার আপন নিকটে তাহাকে আনিতে গোপনে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন। তাহাকে সেই স্থানে লইয়া গেলে সে প্রাণনাশক প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত না হইয়া আপন ধর্ম্মেতে অটল হইয়া থাকিল। পরে শাসনকর্ত্তার নিকটে পুনর্ব্বার আনিলে তিনি তাহাকে নানা প্রকার বুঝাইতে লাগিলেন।

Digitized by Google

তাহাতে সেই বালক উত্তর করিল, "তোমার অগ্নি ও খড়্গ আমার কি হিংসা করিবে? তুমি আমাকে বধ করিলে আমি এই জগৎহইতে অত্যুত্তম স্থান পাইব; আমাকে অবিলম্বে বধ কর।" চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা তাহার কথা শুনিয়া কান্দিতে লাগিল। সে বলিল, "তোমরা রোদন করিও না, আহ্লাদ কর, আমি যে স্থানে যাইব তাহা যদি তোমরা জানিতা তবে রোদন না করিয়া অবশ্যই আহ্লাদিত হইতা।" এই কথা কহিয়া অগ্নিতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাহার অসম্ভব ব্যবহার দেখিয়া তাবৎ লোক চমৎকৃত হইল। ২৬০ দুই শত ষাইট শালে এই ঘটনা হইল।

অপর শাসনকর্ত্তা ভয় প্রদর্শক বাক্য দ্বারা আফ্রিকা দেশস্থ এক ক্ষুদ্র বালকের মন ফিরাইতে চেষ্টা পাইলে সে স্থিরচিত্ত হইয়া বলিল, "তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর, কিন্তু আমি খ্রীষ্টীয়ান, খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম কদাচ ত্যাগ করিব না।"

আণ্টিয়োখ নগরে রোমানস নামে এক ব্যক্তি যখন কোড়া দ্বারা প্রহারিত হয় তখন এক সৈন্য বিদ্রূপ করিয়া তাহাকে বলিল, "তোমার প্রভু খ্রীষ্ট আধুনিক, আমাদের দেবতা বহু কালীন।" ইহা শুনিয়া রোমানস এক বালককে ডাকিয়া তাহার কথার উত্তর দিতে বলিলে সে বালক নির্ভয়ে কহিল, "অনেক ঈশ্বর আছেন, এ কথাতে আমাদেরও কদাচ বিশ্বাস হয় না। আমরা জানি এক ঈশ্বর আছেন, তিনি আমাদের অন্তঃকরণে বাস করেন।" এই কথা কহাতে ঐ বালক উহাদের কর্ত্তৃক বেত্রদ্বারা দৃঢ়তর রূপে আঘাতিত হইল। সেই কালে উহার মাতা

Digitized by Google

নিকটে ছিল। সে নির্ভয়ে বলিল, "হে পুত্র, ভয় করিও না, স্থির হও, এক তেজস্কর মুকুট শীঘ্রই তোমার মস্তকের শোভা করিবে।" পরে বেত্রাঘাত দ্বারা বালকের প্রাণ বিয়োগ কালে তাহার মাতা কান্দিয়া বলিল, "হে আমার প্রিয় বালক, তোমার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না, কিন্তু ধার্ম্মিক লোকের মৃত্যু ঈশ্বরের গোচরে বহুমূল্য।" পরমেশ্বর এই করুন যে২ যুবকেরা এই পুস্তক পড়িবে তাহারা যেন এই বালকের ন্যায় বিশ্বাসী ও স্থিরচিত্ত হয়।

দেবপূজকেরা অনেকবার এইরূপ দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল। মণ্ডলীর ইতিহাস বিষয়ে প্রসিদ্ধ রচক ইউসিবিয়স নামে এক ব্যক্তি বলেন, "পালেস্তাইন ও ফেনিকিয়া দেশে আমার পরিচিত কএক ব্যক্তি প্রহারিত ও হিংসুক বন্য পশুর নিকটে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেরূপ অতুল্য সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিল তাহা শুনিয়া আমার আশ্চর্য্যজ্ঞান হইল। প্রায় বিংশতি বৎসর বয়স্ক এক যুবা প্রার্থনাকারির ন্যায় ভল্লূক ও ব্যাঘ্রের সংমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলে সেই পশুরা তাহাকে আঘাত করিল না। পরে তপ্ত লৌহময় শূলাঘাত দ্বারা উহার প্রতি এক বৃষকে চালাইলে সেই বৃষ ফিরিয়া আরবার গুতাইতে গেলে তাহারা অনেক যত্নেতে অন্য২ পশুদ্বারা উহাকে নষ্ট করাইল।

দুই শত শালের পর তিন শত শালের শেষ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা অত্যন্ত তাড়িত হইয়া যেমন বিস্তর দুঃখভোগ করিল সেই সময়ে অন্য২ দেশীয় লোকেরাও

Digitized by Google

সেইরূপ দুঃখভোগ করিল। কারণ সেই এক শত বৎসরের মধ্যে পঞ্চাশ জন হইতেও বরং অধিক লোক সৈন্যগণ দ্বারা রুম দেশেতে রাজত্ব পদ পাইয়া তাহাদেরই কর্ত্তৃক আরবার নষ্ট হইল। এই প্রকার বিপদ সমূহ উপস্থিত প্রযুক্ত দেশের বিস্তর লোক মরাতে রুমীরাজ্যে প্রজার অনেক হ্রাসতা হইল। তাহাতে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা অনুমান করিল, অকারণে আমাদিগকে অত্যন্ত দুঃখ দেওয়াতে পরমেশ্বর উহাদিগকে শাস্তি দিলেন; কিন্তু সেইরূপ দুঃখভোগ করাতেও খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি দেবপূজকদের ঈর্ষার ন্যূনতা না হইয়া আরো অধিক বাড়িল। এক শত অশীতি শালে কম্মদস রাজার কর্ত্তৃত্ব সময়ে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা যখন তাড়িত হইল তখন ইটালিয়া ও গ্রীক দেশে ও রাজ্যের অন্য২ স্থানে এমন মহামারী উপস্থিত হইল যে রুম রাজ্যেতে বহুকাল পর্য্যন্ত প্রতি দিন বিংশতি সহস্র লোক মরিতে লাগিল। দুই শত ছাপ্পান্ন শালে ইথিয়োপিয়া দেশেও ঘোরতর মারী ভয় হওয়াতে এত অসংখ্য মনুষ্য মরিল যে তাহার গণনা করা লোকদের অসাধ্য হইল। তিন শত একত্রিংশত্ শালে মাক্সিমিয়ান রাজা যখন খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে তাড়না করিতে লাগিল তৎকালেও পূর্ব্বের ন্যায় মরক উপস্থিত হওয়াতে তাহার সৈন্যগণের মধ্যে প্রতি দিন প্রায় পাঁচ হাজার লোক মরিল। যেং রাজারা খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে যন্ত্রণা দিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেককেই ঈশ্বর বিশেষরূপে প্রতিফল দিলেন। দেখ ফার্সি দেশের নৃপতি সাপর কর্ত্তৃক বালিরিয়ান রাজা যুদ্ধেতে পরাজিত ও

Digitized by Google

বদ্ধ হইলে সেই সাপর রাজা অশ্বারোহণের কালে তাহাকে হাঁটু গাড়াইয়া পাদপীঠ স্বরূপ করিল। অবশেষে দুই শত পঞ্চাশৎ শালে তাহার আজ্ঞাতে ভৃত্য সকল জীবদ্দশাতেই উহাদের শরীরের তাবৎ চর্ম্ম উঠাইয়া মাংস সকল লবণাক্ত করিল। তিন শত দশ শালে গালেরিয়স রাজার এমন অসাধ্য একটা ব্যাধি জন্মিল যে চিকিৎসকের ঔষধ দ্বারা ও দেবতার আরাধনাতে তাহার কিছুই প্রতিকার না হওয়াতে নাভির অধোদেশের তাবৎ মাংস পচিয়া গেল, এবং সেই ঘায়ের দুর্গন্ধেতে অট্টালিকা পরিপূর্ণ হইল, ও তাহাতে কৃমি জন্মিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত তাহা কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইল। এই প্রকার যন্ত্রণাভোগ করাতে তাহার মন কোমল হইয়া তিন শত এগার শালে খ্রীষ্টীয়ানদিগকে তাড়না করিতে নিষেধ করিল, আর পুনর্ব্বার ভজনালয় নির্ম্মাণ করিতেও উহাদিগকে আদেশ করিল। কিঞ্চিৎ কালানন্তর কনষ্টান্টীন রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিন শত বৎসরাবধি খ্রীষ্টীয়ানদের যে তাড়না হইতেছিল তাহা নিবারণ করিয়া উহাদিগকে রক্ষা করিলেন।

এইক্ষণে আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই সকল দুঃখের বিবরণ লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম। ইহার পর যদি আমাকে আর লিখিতে না হইত তবে আরও আহ্লাদিত হইতাম।

Digitized by Google

চতুর্থ খণ্ডঃ।

পূর্ব্বকালে স্থাপিত মণ্ডলীর দশা ও তত্রস্থ লোকদের ব্যবহারের বিবরণ।

এক শত শালের পর চারি শত শাল পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয়ান লোকদের প্রতি বার ২ দৌরাত্ম্য উপস্থিত হইলেও তৎকালের মধ্যে তাহারা যখন তাড়িত না হইত তখন অবকাশ পাইয়া ধর্ম্ম বৃদ্ধি বিষয়ে ও মণ্ডলীর কর্ম্ম বিষয়ে চেষ্টা পাইত। প্রেরিতেরদের বর্ত্তমান কালে যে সকল ব্যবস্থা স্থাপনের আবশ্যকতা ছিল তাহাদের মৃত্যুর পর মণ্ডলীর অতিশয় সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে নানা নূতন ব্যবস্থা স্থাপন করিতে হইল। সেই সকল নূতন ব্যবস্থা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মানুসারে না হওয়াতে কিছু কেবল খ্রীষ্টীয়ানদের দোষ ছিল তাহা নয়, কালের মন্দতা প্রযুক্তও তাহা হইল। দেখ, প্রেরিতেরদের কালে খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীতে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা স্থাপিত ছিল না, কেবল যে২ মণ্ডলীতে অনেক লোক ছিল তাহাদের শিক্ষা ও তত্ত্বাবধারণের নিমিত্তে প্রাচীন ও অধ্যক্ষরূপে খ্যাত কএক জন নিযুক্ত থাকিত, এবং তাহাদের সাহায্যের নিমিত্তে ডিকন নামা কএক ব্যক্তিরাও থাকিত; কিন্তু প্রেরিত লোকেরা তাহাদের উপরও কর্তৃত্ব করিত। এবং যে কাল পর্য্যন্ত প্রেরিতেরা জীবিত ছিল তৎকালে ধর্ম্ম বিষয়ে কিম্বা ব্যবহার বিষয়ে কোন আপত্তি উপস্থিত হইলে তাহাদের নিকটে তাহা আনীত হইয়া নিষ্পত্তি হইত। শিক্ষা করাইবার নিমিত্তে মণ্ডলীতে যে সকল লোক নিযুক্ত থাকিত কালক্রমে তাহাদের মধ্যে এক জন মাত্র অধ্যক্ষ

Digitized by Google

নাম প্রাপ্ত হইত। কোন বিবাদ বিষয়ে বিচার করিতে যখন ঐ প্রাচীন লোকদের সভা হইলে উভয় পক্ষের মতের অনৈক্যতা হইত তখন ঐ অধ্যক্ষ সভাপতি হইয়া যাহা করিতেন তাহাই স্থির হইত।

খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি দেশাধ্যক্ষদের ঈর্ষাভাব ছিল এপ্রযুক্ত তাহাদের কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহারা দেবপূজক শাসনকর্ত্তাদের নিকটে না গিয়া প্রেরিতের-দের আজ্ঞানুসারে আপনাদের এক ব্যক্তিকে মধ্যস্থ করিত। কিছু দিন পর্য্যন্ত এই প্রকার হইতে২ ক্রমে তাহারা যে কোন বিবাদ নিষ্পত্তির নিমিত্তে সকলেই মণ্ডলীর অধ্যক্ষের নিকটে যাইত; তাহাতে সে ব্যক্তির অতিশয় গৌরব ও মান্যতা ও শক্তি বাড়িল। সেই অধ্যক্ষেরা তাদৃশ শক্তি ও মান্যতা পাওয়াতে তাহাদের সু কিম্বা কু স্বভাবানুসারে লোকদের ভাল মন্দ হইতে পারিত। তথাপি সেই সময়ে যাহারা অধ্যক্ষ পদ পাইত তাহা-দিগকে অন্য লোকাপেক্ষা অধিক দুঃখভোগ করিতে হইত, এই কারণ বোধ হয় কেবল ধার্ম্মিক লোকরাই তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিত।

কার্থাজ নগরের মণ্ডলীর অধ্যক্ষ সিপ্রিয়ান বলেন, "মণ্ডলীস্থ তাবৎ লোকদের অনুমতি ব্যতিরেকে আমি কোন কর্ম্ম করি না।" ইহাতে বোধ হয় দুই শত পঞ্চাশৎ শাল পর্য্যন্ত অধ্যক্ষেরা স্বেচ্ছানুসারে কর্তৃত্ব করিতে পারিত না, কিন্তু এই সময়ে রুম ও কার্থাজ ও সেকন্দ-রিয়া ও আণ্টিয়োখ এই চারি প্রধান নগরের মণ্ডলীর অধ্যক্ষেরা অন্য২ মণ্ডলীর অধ্যক্ষ হইতে অধিক কর্তৃত্ব

Digitized by Google

ও মান্যতা পাওয়াতে মণ্ডলীর ভাল হইল না, বরং আরো অধিক মন্দ হইবার সম্ভাবনা হইল। যে হেতুক পূর্ব্বে সেই সকল অধ্যক্ষেরা অন্য২ অধ্যক্ষের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিত না, কিন্তু কালক্রমে তাহারা বিশেষতঃ রুমী মণ্ডলীর অধ্যক্ষেরা অন্য অধ্যক্ষ লোকাপেক্ষা অধিক কর্ত্তৃত্ব ও মান্যতা পাইয়া তাবৎ অধ্যক্ষদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে মানস করিল। রুমী মণ্ডলীর অধ্যক্ষেরা ক্রমে২ এমত বিশেষ কর্ত্তৃত্ব ও মান পাইল যে কএক শত বৎসরের পর তাহারা সকলের উপরে সুশীলতা প্রকাশ না করিয়া আপন২ ইচ্ছানুসারে অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহাতে এই সময়ে এমত কুধারা জন্মিল যে ক্রমে২ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে সমুদায় মণ্ডলীর প্রায় সর্ব্বনাশ ঘটিল, ও তাহাতে সুতরাং মণ্ডলীর ধর্ম্ম হানিও হইল। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় শত শালে প্রথম বিক্তর ও প্রথম স্তীফান নামে মণ্ডলীর অধ্যক্ষেরা যখন অন্য২ মণ্ডলীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে চেষ্টা পাইল তখন তাহারা তাহা স্বীকার করিল না। পরে চারি শত শালে রাজাদের উপরোধানুরোধে স্বীকার করাতে উহাদের চেষ্টা সফলা হইল।

সেই সময়ে অধ্যক্ষদের নীচ পদে সবডিকন ও শাস্ত্রপাঠক ও পরিচারক ও ভূতদূরীকারক ও মণ্ডলীর দৌবারিক নামে অনেক লোক স্থাপিত হইল। তাহারা নূতন পদ পাওয়াতে মণ্ডলীর অন্য২ লোক হইতে যদ্যপিও বিভিন্ন হইল তথাপি যে পর্য্যন্ত মণ্ডলীতে ধর্ম্মাত্মাকর্ত্তৃক অলৌকিক ক্রিয়া করিবার শক্তি দত্ত না হইল

Digitized by Google

সে পর্য্যন্ত অন্য লোক হইতে উহাদের অধিক প্রভেদ হইতে পারিল না; কারণ তৎকালে সেই দান সামান্য খ্রীষ্টীয়ান লোকেরাও পাইত। প্রামাণিক লোকদের কথা দ্বারা বোধ হয় প্রেরিত লোকদের মরণানন্তরও মণ্ডলীস্থ লোকদের মধ্যে কাহার ২ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিবার শক্তি ছিল। দেখ দুই শত শালের মধ্যকালীন জষ্টিন মার্ত্তর রুম নগরের রাজাকে এই রূপ পত্র লিখিল, “এই রাজ্যের অনেক স্থানে এবং রুম নগরে বিস্তর মনুষ্য ভূতগ্রস্ত ছিল, তাহারা তোমাদের ভৌতিকবৈদ্য দ্বারা ভূতহইতে মুক্তি না পাইয়া পন্তিয়স পিলাতের কর্ত্তৃত্বসময়ে ক্রুশের উপরে লুণ্ঠিত ছিলেন যে যীশু তাঁহার নামেতে খ্রীষ্টীয়ান লোকদ্বারা মুক্তি পাইয়াছে এবং এক্ষণেও পাইতেছে।” সেই শালের শেষে ইরিনেয় নামে লাইন নগরের মণ্ডলীর অধ্যক্ষও এইরূপ লেখে, “আমি নিশ্চয় জানি এখনও কেহ২ যীশুর নামে ভূত ছাড়াইতেছে, তাহাতে অনেকেই ভূত হইতে রক্ষা পাইয়া যীশুতে বিশ্বাস পূর্ব্বক মণ্ডলীতে প্রবিষ্ট হইতেছে। কেহবা স্বপ্নেতে কেহবা অন্য প্রকার ঈশ্বর কর্ত্তৃক ভবিষ্যদ্বিষয় জ্ঞাত হইয়া লোকদিগকে তাহা জানাইতেছে। অন্যেরা হস্তদ্বারা স্পর্শ করিবামাত্রই লোকদের পীড়া উপশম করিতেছে, এবং কাহার দ্বারা মৃত মনুষ্য জীবিত হইয়া বহু কাল পর্য্যন্ত বাঁচিতেছে। পরমেশ্বর জগতীস্থ লোকদের মঙ্গলার্থে সকল স্থানের মণ্ডলীস্থ লোকদিগকে যে অসংখ্য বিশেষ শক্তি দিয়াছেন, এবং তাহা দ্বারা লোকদের যে উপকার করিতেছে তাহা কে গণনা করিতে

Digitized by Google

পারে?" সেই সময়ে তের্ত্তুলীয়ান রুম রাজ্যের তাবৎ প্রদেশের অধ্যক্ষদিগকে পত্রদ্বারা এই জানাইলেন, "তোমরা ভূতগ্রস্ত লোকদিগকে আপনাদের সম্মুখে আনাইয়া স্বচক্ষুতে দেখ, যে সকল ভূতেরা অহঙ্কার পূর্ব্বক আপনাদিগকে দেবতা করিয়া বলিতেছিল তাহারা খ্রীষ্টীয়ানদের ধমকানেতে 'আমরা দেবতা নহি কেবল ভূত, ইহা স্বীকার করিবে।" ফলতঃ সার্দ্ধ তিন শত শাল পর্য্যন্ত সেই কি না ইউসিবিয়সের জীবন কাল পর্য্যন্ত যে২ গ্রন্থরচক খ্রীষ্টীয়ানেরা বর্ত্তমান ছিল তাহারা প্রায় সকলেই লেখে, যে "খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা যীশু খ্রীষ্টের নামেতে বার২ ভূত ছাড়াইতেছে ইহা আমরা চক্ষুতে দেখিয়া ও কর্ণেতে শুনিয়া তাহার সাক্ষী আছি। এবং আমাদের মধ্যে কেহ২ পরে যে সকল ঘটনা হইবে তাহা দৈবদর্শনেতে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশেতে পূর্ব্বেই বলিতে পারিতেছে, আর তাহাদের মধ্যে অনেকে গাত্রে হস্তার্পণ করিবামাত্রেই মহৎ পীড়ার উপশম করিতেছে।"

খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে এই সকল অদ্ভুত ক্রিয়া হওয়াতে ধর্ম্মের প্রতি অনেকের মন আকর্ষিত হইল, এবং অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যাহারা অবিশ্বাসী ছিল তাহাদের চেতনা জন্মিল। কিন্তু কিঞ্চিৎ কালানন্তর মিথ্যা উপদেশকেরা কোন প্রকারে উহাদের মণ্ডলীতে প্রবিষ্ট হইয়া কু উপদেশ দ্বারা উহাদের বিশ্বাস ও ধর্ম্ম বিষয়ের হানি জন্মানেতে তত্তদ্বিষয়ে উহাদের দৃঢ়রূপে স্থিরতা থাকিল না। তাহাতে সত্য শিক্ষকেরা বহু যত্ন করিয়াও আপন লোকদিগকে প্রতারকেরদের সেই কু শিক্ষা হইতে প্রায়

Digitized by Google

ক্কার করিতে পারিল না। তিনি তাহাদের নিকটে স্পষ্ট রূপে এমত কথা কহিলেন। যথা "পূর্ব্বে আমরা কামাদি যে সকল রিপুর বশীভূত হইয়া সাংসারিক সুখেতে আসক্ত ছিলাম, এক্ষণে খ্রীষ্টীয়ান হইয়া তাহাদিগকে প্রায় বশীভূত করিয়া ধর্ম্ম পথ আলোচনা করত ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে চলিতেছি। আর যে তুচ্ছনীয় ধনকে পূর্ব্বে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম করিয়া মানিতাম এক্ষণে তদ্রূপে না মানিয়া সেই ধন দরিদ্র লোকদিগকে অক্লেশে বিতরণ করিতেছি। আর অগ্রে আমরা যাহাদিগকে বধ পর্য্যন্ত করিতে চেষ্টা পাইতাম, ও আমাদের ধারার বহির্ভূত বলিয়া যে বিদেশি লোকদিগকে অতিথি করিতাম না, এক্ষণে ঈর্ষা ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। এবং যাহারা অকারণে আমাদিগকে হিংসা করে সেই শত্রুরদেরও মন্দ চেষ্টা না করিয়া তাহাদের ভালর নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়া থাকি; আর তাহারা যেন আমাদের সহিত ঈশ্বরের অনুগ্রাহ্য পাত্র হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক মুক্তি পাইবার ভরসা করে এই নিমিত্তে যীশুর কথানুসারে চলিতে উহাদিগকে লওয়াইতেছি।" যে খ্রীষ্টীয়ানদের পরস্পরেতে কখন সাক্ষাৎ হয় নাই তাহারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র অত্যন্ত প্রেম করাতে দেবপূজকেরা তাহাদের ভাব বুঝিতে না পারিয়া অনেক বার এই কথা কহিত, "দেখ খ্রীষ্টীয়ান লোকদের পরস্পর প্রেমের কি সুধারা।" এক্ষণকার খ্রীষ্টীয়ানদেরও যদি সেই রূপ ব্যবহার হইত তবে জগতীস্থ লোকদের এমত দুর্দশা হইত না।

Digitized by Google

দ্বিতীয় ভাগ।

রাজা কন্‌ষ্টাণ্টীনের সময় অবধি সপ্তম গ্রেগরী নামে রূমীয় প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের সময় পর্য্যন্ত, অর্থাৎ তিন শত পচিশ শাল অবধি এক সহস্র তেহাত্তর শাল পর্য্যন্ত যে ২ ঘটিয়াছিল তাহার বিবরণ।

প্রথম খণ্ড।

মণ্ডলীর দশা।

যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মরূপ যে ছোট নদী নিস্তার পর্ব্বের পঞ্চাশ দিনের দিন অবধি যিরূশালম নগর হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল সেই নদী কালক্রমে আরও চৌড়া ও গম্ভীর হইয়া অনেক নালাতে পৃথক ২ হইয়া আপন জীবনদায়ক জল চতুর্দ্দিগে বহাইল। এবং সেই কয়েক নালা এমন বৃদ্ধি পাইল যে তাহারাও বড় ২ নদী হইল। তাহাতে ঐ নদীর নিকটবর্ত্তি নিবাসিরা পাছে দেশ সকল জলপ্লাবিত হয় ইহা ভাবিয়া যাহাতে তাহাদের বৃদ্ধি না হয় এমত কঠিন উপায় দ্বারা তাহা নিবারণ করিতে যথা শক্তি চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহারা সেই সকল নদীকে শুষ্ক করিতে পারিল না, কারণ সেই সকল নদী দ্বারা রূমীয় লোক-দের তাবৎ রাজ্য ব্যাপ্ত করণার্থে যিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত ছিলেন তিনি উপস্থিত হইবা মাত্র সেই নদীর স্রোত আট্‌কাইতে যে সকল বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছিল সে সকল একেবারে ভাঙ্গা গেল। কিন্তু তীরের নিকট-

Digitized by Google

বর্ত্তি চড়ার মৃত্তিকা নদীর বেগগামি জলের দ্বারা ধৌত হওয়াতে নদীর জল মলিন হইয়া গেল। এবং বাঁধ সকল ভাঙ্গিলে পরে তাবৎ দেশ প্লাবিত হওয়াতে সেই নদীর জল আরও মলিন হইল। আর গম্ভীর স্থলে জল স্থির থাকাতে মন্দ বাতাস জন্মিতে লাগিল। যদ্যপি এমত হইল তথাপি নদীর জীবনদায়ক জলদ্বারা পিপাসা নিবৃত্তি করিতে যাহারা বাঞ্ছা করিত তাহারা নির্ম্মল নালা ও নদী এবং সে সকলের মূল স্থান কোথায় ইহা জ্ঞাত হইয়া অনায়াসে পাইতে পারিত।

যিনি বাঁধ সকল ভাঙ্গিয়া তাবৎ স্থানে সেই নদীর জল চালাইলেন তিনি রাজা কন্‌ষ্টাণ্টীন্। তিনি আপন পিতা কন্‌ষ্টাণ্টীয়সের বাটীতে প্রথমতঃ যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম যখন শুনিয়াছিলেন তখন তাহাতে বড় মনোযোগ করেন নাই; কিন্তু পরে তিনি অতি আশ্চর্য্য ঘটনা দ্বারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বিষয়ে ইউসিবিয়স্ এই প্রকার লিখেন, যে সেই রুম রাজ্যের উপর প্রতিবাদী মাক্‌সেণ্টীয়সের সহিত যুদ্ধের সময়ে রাজা কন্‌ষ্টাণ্টীন্ আপন রাজ্যচ্যুতির ভয়ে ভীত হইয়া যখন অজ্ঞাত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন সেই দুই প্রহরের কালে আকাশে অতি তেজস্কর দীপ্তির মধ্যে "ইহাতে জয়ী হও" এই লিপিযুক্ত এক ক্রূশ প্রকাশিত হইল। তাহা দেখিয়া তিনি ও তাঁহার সৈন্যেরা আশ্চর্য্যজ্ঞান করিল। আরও এই লিখিয়াছেন, যে সেই রাত্রিতে ঐ রাজা এই স্বপ্ন দেখিলেন যে যীশু খ্রীষ্ট এক ক্রূশ হস্তে করিয়া তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, "তুমি এই

Digitized by Google

ক্রূশ চিহ্নিত পতাকা কর।" কন্‌ষ্টাণ্টীন্‌ তাহা মান্য করিয়া সেই সময়াবধি আপন সৈন্যেরদের পতাকাকে ক্রূশ চিহ্নিত করিলেন। কতক দিন পরে ঘোরতর সমরে মাক্‌সেণ্টীয়স্‌ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। এই ঘটনা ৩১২ তিনশত বারো শালে হইল। এই বিবরণ সত্য কি মিথ্যা যাহা হউক, কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলা যায় যে সেই সময়াবধি কন্‌ষ্টাণ্টীন খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীকে রক্ষা করিতে যত্নবান্‌ হইলেন। আর খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা যেন নির্ভয়ে আপন ধর্ম্মানুসারে চলিতে পারে, এবং তাহাদের উপর কেহ দৌরাত্ম্য না করে, এমন আজ্ঞা তিনি এক বৎসরের পর প্রচার করিলেন। তিন শত পচিশ শালে আপন শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া তাবৎ রাজ্যের একাধিপতি হইলেন। তদবধি খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মাপেক্ষা প্রবল হইতে লাগিল। খ্রীষ্টীয়ান লোকদের যে সকল বিষয় লুটিত হইয়াছিল তাহা কন্‌ষ্টাণ্টীন ফিরাইয়া দিলেন। অপর স্থানে২ ঈশ্বরের সেবার্থে অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, রবিবারকে পুণ্যরূপে মান্য করিতে আজ্ঞা দিলেন, আর যথাশক্তি মণ্ডলীর উপকার করিলেন। তিনি ধর্ম্মপুস্তক মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িতেন; এবং স্বনির্ম্মিত কন্‌ষ্টাণ্টীনোপল্‌ নগরের মধ্যে তাঁহার যে অট্টালিকা ছিল তাহাতে আপন পরিবারের সহিত প্রার্থনা করিতেন, এবং আপন সৈন্যদিগকে প্রার্থনা করিতে বলিতেন। ৩৩৭ শালে তিনি মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাপ্টাইজিত হইয়াছিলেন। বাপ্টাইজিত হইলে পর রাজকীয় বস্ত্র আর না পরিয়া বাপ্টাইজিত হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের

Digitized by Google

পরিধেয় যে শুভ্র বস্ত্র তাহাই পরিলেন। খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর সান্ত্বনা ও রক্ষা প্রথমতঃ তিনিই করিয়াছিলেন, এই জন্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইল।

তাহার সন্তান দ্বিতীয় কন্‌ষ্টাণ্টীন্ তাবদ্দেবালয় রুদ্ধ করিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, যে যাহারা দেবপূজা করিবে তাহাদের প্রাণ দণ্ড করা যাইবে। পরে তাহার উত্তরাধিকারী জুলিয়ন বিপরীত বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রতিমাপূজা পুনঃস্থাপন করিবার মানসে এই আজ্ঞা দিলেন, যে দেবপূজকেরা আপন২ মন্দির ও মান মর্য্যাদা পূর্ব্ব মত পাইবে। অপর জুলিয়ন সাধারণ রাজকীয় কর্ম্ম সকল দেবপূজকদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং খ্রীষ্টীয়ান লোকদের প্রতি তাঁহার যে ঘৃণা ছিল তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করিলেন। তিনি বড় চতুর ছিলেন এই জন্যে খ্রীষ্টীয়ানদিগকে প্রকাশ রূপে তাড়না করিলেন না; কিন্তু তাঁহার শাসনকর্ত্তারা যখন তাহাদিগকে তাড়না করিল তখন তিনি তাহাদের বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করিলেন না। আর যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তাঁহার এমন ঈর্ষা ছিল যে লূকলিখিত সুসমাচারের ২১। ২৪ পদে প্রভুর যে ভবিষ্যদ্বাক্য তাহা মিথ্যা করিবার জন্যে যিরূশালমের মন্দির পুনর্গঠন করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তিনি যাঁহার কথা মিথ্যা করিতে চেষ্টা করিলেন তিনি তাহাহইতে ও প্রবল ছিলেন, এই কারণ তাহার আশা নির্ম্মূল হইল; যে হেতুক লোকেরা যখন সেই মন্দিরের ভিত কাটিতে আরম্ভ করিল তখন ভূমি হইতে অগ্নি শিখা বাহির হওয়াতে তাহারা সেই কর্ম্ম করিতে

Digitized by Google

পারিল না। তাহারা ভিত কাটিতে গেলে বার ২ এই রূপ হওয়াতে শেষে তাহাদিগকে সেই কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত হইতে হইল। তাহার কিছু দিন পরে সেই জুলিয়ন রাজা পার্সি লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রাতে হত হইলেন। তাঁহার রাজত্ব কিছু কম দুই বৎসর ছিল। কথিত আছে যে সেই যুদ্ধে তিনি সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া স্বর্গের প্রতি আপন রক্তাক্ত হস্ত বিস্তার পুর্ব্বক আশা ভঙ্গজন্য রাগ প্রযুক্ত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, হে গালীলীয় অর্থাৎ যীশু, তুমি জয়ী হইলা।

তাঁহার উত্তরাধিকারিরা ৪০০ চারি শত শালের শেষ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে রক্ষা করিল, এবং দেবপূজকদিগকে যন্ত্রণা দিল। দেখ এই আশ্চর্য্য যে অতি অল্প দিনের মধ্যেই এইরূপ হইয়া উঠিল। সে সময় যীশুর ধর্ম্ম চতুর্দ্দিগে ব্যাপিয়াছিল, এবং আবিসিনীয়া ও পার্সি ও আর্ম্মেনিয়া ও জর্জিয়া এবং গাথ দেশ পর্য্যন্ত তাহার সীমা হইল। পরে জর্ম্মেনীদের মধ্যে সেই গাথ দেশীয়েরা ক্রমে২ বাল্টীক সমুদ্র অবধি কাল সমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপিল। তাহারা দানুব নদী পার হইয়া লুঠ করাতে রুমীয় লোকেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাদের হইতে ভয় পাইয়াছিল। ফলতঃ প্রায় তাবৎ রুমীয় রাজারা ২০০ শত শালাবধি কনষ্টাণ্টীন রাজার সময় পর্য্যন্ত ঐ গাথ লোকদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজা কনষ্টাণ্টীন্ চল্লিশ সহস্র গাথদিগকে আপন সৈন্যপদে নিযুক্ত করাতে তাহাদের শত্রুতা হইতে রক্ষা পাইলেন। সেই উত্তর দেশীয় লোকেরা

Digitized by Google

দক্ষিণ দেশীয় লোকদের সঙ্গে ঐ রূপে বার২ মিলিত হওয়াতে যে ধর্ম্মরূপ তাড়ী সেই সময়ে রূম দেশ ব্যাপিয়াছিল তাহা তাহারা পাইল। এবং লূঠ যাত্রা করিয়া যাহাতে উহাদের দেশে পরে মঙ্গল হইল এমন গুপ্ত ধন আপন দেশে আনিল; অর্থাৎ সেই সময়ে জয়ি লোক কর্ত্তৃক যে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা ধৃত হইল তাহারা তাহাদিগকে সুসমাচারের অমূল্য ধন জানাইল। যিনি জর্ম্মেনী লোকদের প্রথম ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন, এবং জর্ম্মেনী ভাষার বর্ণমালা সৃষ্টি করিলেন, আর গাথিক ভাষাতে ধর্ম্মপুস্তক তর্জমা করিলেন, সেই উল্ফীলাস্ ঐ ধৃত লোকদের মধ্যে ছিলেন। সেই সময়ে অন্য উত্তর দেশীয় গোষ্ঠী সকল, অর্থাৎ আলানী, বাণ্ডাল, হেরুলি, ইত্যাদি লোকেরা দক্ষিণ দেশে আসিয়া গাথীয় লোকদের নিকট বসতি করিল। এইরূপে অস্ত্রগাথ ও বিসিগাথ অর্থাৎ পূর্ব্ব দেশীয় ও পশ্চিম দেশীয় গাথ বলিয়া খ্যাত হইল। কিছু দিন পরে অর্থাৎ ৩৭০ শালে অস্ত্রগাথের মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা প্রথমতঃ তাড়িত হইল। তাহাদের রাজা হের্ম্মানিক খ্রীষ্টীয়ানদের তাম্বুর সম্মুখে একটা গাথিক প্রতিমাকে রথে করিয়া আনিয়া বলিলেন, যদি তোমরা ইহাঁর পূজা ও নৈবেদ্য করিতে স্বীকার না কর তবে তোমাদিগকে আপন২ তাম্বুর সহিত দগ্ধ করিব। পরে তিনি খ্রীষ্টীয়ানদিগকে রূম দেশে তাড়াইয়া দিলে সেই দেশের রাজা বালেন্স তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৩৪৩ শালে যে পার্সি দেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অতিশয় ব্যাপ্ত হইয়াছিল

Digitized by Google

সেখানেও তাহাদের অতি ঘোরতর যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। সেই যন্ত্রণা ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। এবং সেই সময়ের রচনাকর্ত্তা ইহা লিখিয়াছেন, যে অগণ্য সামান্য মনুষ্য ছাড়া ১৬০০০ সহস্র ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও ধর্ম্মোপদেশক নষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর ২০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা অনেক বার তাড়না পাইল। কিন্তু এত তাড়নাতেও মুসলমান কর্তৃক নষ্ট হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে পার্সি দেশে খ্রীষ্টীয়ান ছিল ইহাতে জানা যায় যে ঐ দেশে মঙ্গল সমাচার অতি বিস্তারিত রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অস্ত্রগাথ লোকদের মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা যেমন শক্তরূপে তাড়না পাইয়াছিল বিসিগাথের মধ্যে তদ্রূপ হইল না। সেই উল্ফীলাস আপন জীবদ্দশাতেই ঐ লোকদের রাজা ফ্রিটিগরকে বাপ্টাইজিত হইতে দেখিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে পশ্চিম দিগে এমন প্রবল ঝড় উপস্থিত হইল যে বোধ হয় তাহাতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম একেবারে উৎপাটিত হইবে। কিন্তু তাহা না হইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল; অর্থাৎ পৌনে দুই শত শাল অবধি প্রায় পৌনে চারি শত শাল পর্য্যন্ত উত্তর দেশীয় লোকেরা তাবৎ ইউরোপ ও আফ্রিকার উত্তর ভাগ ক্রমে ২ আক্রমণ করাতে ঐ সকল দেশের রীতি ব্যবহার একেবারে বিপরীত হইল। যাহারা আক্রমণ করিয়া রাজ্যের তাবৎ পশ্চিমাংশ ব্যাপিয়াছিল তাহারা কাল সমুদ্র অবধি কাস্পীয়েন সমুদ্র পর্য্যন্ত আসিয়ার মধ্যবর্ত্তী যে পর্ব্বত তাহা পার হইয়া আসিয়াছিল। গাথীয় লোকেরা প্রথমতঃ আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা

Digitized by Google

আসিয়া রূম দেশের উত্তমাংশ ব্যাপিলে পর যেমন সমুদ্রের একটা ঢেউ কিনারায় লাগিলে অন্য ২ ঢেউ তাহার উপর চাপিয়া পড়ে তেমন এক দেশীয় লোক অন্য ২ দেশীয় লোকের উপর চাপিয়া ইউরোপের পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া জীব্রাল্টার খাড়ি পার হইয়া আফ্রিকা দেশের উত্তর ভাগ ব্যাপিল।

যিনি আপন রাজ্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই অংশ বিভাগ করিয়া আর্কেডিয়স্ ও হোনরিয়স্ নামক দুই সন্তানকে দিয়াছিলেন সেই থেয়োদসিয়স্ ৪০০ শত শালে মরিলে পর আলারিক নামে বিসিগাথের রাজা সুন্দর ও ফলোৎপাদক যে ইটালিয়া দেশ তাহা আক্রমণ করিতে উপস্থিত হইল। পরে তাহার পরাজয় হওয়াতে সেই বিপদহইতে রক্ষা পাইবা মাত্র সুয়েবী, অস্ত্রগাথ, আলানী, বাণ্ডাল, ও বর্গণ্ডি এই সকল অসংখ্য দল রাদাগাইস্ নামক সেনাপতির সহিত উত্তর দিগ হইতে রূমীয়দের দেশ সকল আক্রমণ করিতে আইল। তাহাদের আক্রমণ প্রথমতঃ রূমীয় লোক কর্তৃক নিবারিত হইতে পারিল না, কিন্তু পরে ঈশ্বর হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া আপ্পেনাইন পর্ব্বতের মধ্যে পলাইয়া গেল; সেখানে রূমীয় সৈন্য কর্তৃক বেষ্টিত হওয়াতে কেহ ২ ক্ষুধাতে মরিল, কেহ ২ বা ধরা পড়িল। তাহাদের মধ্যে এত অধিক লোক ধৃত হইল যে তাহাদিগকে দাসত্বের কারণ বিক্রয় করিতে পাঠাইলে কেবল এক ২ স্বর্ণ মুদ্রাতে এক ২ দল বিক্রয় হইল। কিন্তু রূম দেশীয়দের প্রতি ঈশ্বরের যে প্রজ্বলিত ক্রোধ তাহা কিঞ্চিৎ কাল মাত্র স্থগিত ছিল। ৪০৮ শাল

Digitized by Google

অবধি ৪১০ শালের মধ্যে রাজা আলারিক ইটালিয়া দেশ তিনবার আক্রমণ করিল। অবশেষে রুম নগর জয় করিয়া অগ্নি ও খড়্গ এবং লুঠ দ্বারা তাহাকে উচ্ছিন্ন করিল; কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান লোক ও তাহাদের মন্দির রক্ষা পাইল। সেই সময়ে সুয়েবী, বাণ্ডাল, আলানী, বর্গণ্ডি, এবং অন্য জর্ম্মেনী লোক পঙ্গপালের মত ফ্রান্স দেশ আচ্ছন্ন করিয়া আপন ২ সম্মুখে যাহা ২ পাইল তাহাই নষ্ট করিল। এবং রাইন নদীর তীরস্থ সুশোভিত নগর সকল ভস্মসাৎ করিয়া সহস্র ২ খ্রীষ্টীয়ানকে খড়্গেতে হত করিল। পরে তাহারা স্পেন দেশে আসিয়া লোকদিগকে তদ্রূপ দুঃখ দিল; আর প্রধান ২ ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও ধর্ম্মোপ-দেশকদিগকে নষ্ট করিয়া খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীকে ছিন্নভিন্ন করিল। পরে যে সকল দেশ তাহারা জয় করিয়াছিল সে সকল গুলিবাঁট করিয়া লইল। তাহাতে সুয়েবী ও বাণ্ডাল লোকেরা ফ্রান্স দেশ, এবং আলানীরা পোর্ত্তু-গাল দেশ, আর অন্য জর্ম্মেনী লোকেরা স্পেন দেশ পাইয়া আপন ২ দেশে বসতি করিল। কিছু দিন পরে বিসিগাথ লোকেরা ফ্রান্স দেশে প্রবল রাজ্য স্থাপন করিয়া বাণ্ডাল ও আলানী লোকদিগকে স্পেন দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল। তাহারা জেঞ্জারিক নামক সেনাপতির সহিত স্পেনের সম্মুখবর্ত্তি আফ্রিকা দেশে উপস্থিত হইয়া কার্থাজ নগর পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিম তীরস্থ দেশকে অতি কঠিন রূপে উচ্ছিন্ন করিল। এবং এমন বিস্তারিত রাজ্য স্থাপিত হইল যে সিসিলি ও সার্দিনীয়া ও কর্সিকা দ্বীপ পর্য্যন্তও তাহাদের অধীন হইল। কিন্তু বিসিগাথের রাজা

Digitized by Google

থেয়োদরিক আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে যে পর্য্যন্ত তাহারা আপন সাহায্যার্থে আটিলা নামক হূনের রাজাকে না ডাকিয়াছিল সেই পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৪৫০ শাল পর্য্যন্ত আর অধিক দেশ জয় করিতে পারিয়াছিল না। যে সকল দল ককাসস্ পর্ব্বত হইতে আজফ সমুদ্র দিয়া আসিয়া তাবৎ ইউরোপ দেশ ব্যাপিয়াছিল সেই সকল দলের মধ্যে হূনেরাও এক দল ছিল। হূনেরদের রাজা যদ্যপি খাট এবং নীচ লোকের মত ছিল তথাপি সে অতি বীর এবং নিষ্ঠুর ছিল; এই প্রযুক্ত নিকটবর্ত্তী তাবদ্দেশ তাঁহাকে ভয় করিতে লাগিল। সেই রাজা আপনার নাম গাড্‌গিজেন অর্থাৎ ঈশ্বরের দণ্ড রাখিল; এইরূপ হওয়াতে যাহারা ঈশ্বরকে ভয় করিত না তাহারাও তাঁহাকে ভয় করিত। সে এত সৈন্যের কর্ত্তা হইল, যে যাহারা অতি কম গণনা করিত তাহারা চারি লক্ষ যোদ্ধা বলিত। তিনি সেই সকল সৈন্য লইয়া দানুব নদী পর্য্যন্ত যে২ স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন সেই২ স্থান অগ্নিদাহ ও রক্তপাত দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছিলেন; এবং সেই রাজা কনষ্টান্স দ্রুদের উপরিভাগে দানুব নদী পার হইয়া যে২ নগর অল্প দিনের মধ্যে পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং হইতেছিল সেই সকলকে দগ্ধ করিলেন। এবং রূমীয় ও বিসিগাথীয় লোকদের যে সৈন্য তাঁহাকে দূর করিতে সম্মিলিত হইয়াছিল তাহাদের সঙ্গে শীঘ্র সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিল। রূমীয় সৈন্যাধ্যক্ষ য়েসিয়স এবং থেয়োদরিক রাজা সালন্স নগরের নিকটবর্ত্তী কাটালোনিয়া

Digitized by Google

ক্ষেত্রে ছাউনি করিয়াছিল। ৪৫১ শালে দানুব নদীর মোহানা অবধি টাগস নদীর মোহানা পর্য্যন্ত ইউরোপীয় তাবদ্দেশীয় লোক ঐ স্থানে মিলিত হইল। তাহাতে পশ্চিম রাজ্যের অর্থাৎ ইউরোপ লোকদের ভাগ্যে কি ঘটিবে তাহা ঐ এক যুদ্ধেতে স্থির হইল।

এক স্থানে মিলিত হইয়া তাবদ্দেশীয় লোকদের এই রূপ যুদ্ধ প্রায় কখন কোথাও শুনা যায় না; এবং বোধ হয় যে পৈটিয়ের ও লাইপসিক্ এবং ওয়াটর্লূ এই তিন স্থানে যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল তাহা ছাড়া যাহাতে অনেক ফল দর্শিল এমন ঘোরতর যুদ্ধ কখন হয় নাই। সেই যুদ্ধে এক লক্ষ যাটি সহস্রের অধিক লোক, এবং থেয়োদরিক রাজা মরিলেন। পরে যদ্যপিও আট্টিলাকে পলাইয়া আপন ছাউনির আশ্রয় লইতে হইল তথাপি তিনি আপনার তাবৎ সৈন্যকে সঙ্গে করিয়া যে২ দেশ দিয়া রূম নগর আক্রমণ করিতে গেলেন সেই২ দেশীয় লোককে নষ্ট করিয়া তাহাদের বাসস্থান অগ্নি-দ্বারা দগ্ধ করিলেন। তাঁহার আগমনে রূম নগর কম্পান্বিত হইল। কেবল প্রথম লিয়ো নামক রূম নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহার ছাউনিতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহসী হইয়া মধুর অথচ গম্ভীর কথাতে তাঁহাকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সেই ভয়ানক অধিপতির লৌহবৎ অন্তঃকরণকে নরম করিলেন। পরে আট্টিলা সেখান হইতে আপনার বলবৎ সৈন্য লইয়া ফিরিয়া গেলেন; এবং শীঘ্র রূপে আপন দেশে যাইতে২ পথের মধ্যে

Digitized by Google

মরিলেন। হূনেরা তাঁহার শব এক স্বর্ণের সিন্ধুকে বদ্ধ করিয়া কবর দিল; কিন্তু সেই কবর কোন স্থানে দিয়াছিল তাহা জানা যায় না। যদ্যপি পশ্চিম রাজ্যেতে হূন লোকেরা তাবৎ খ্রীষ্টীয়ানদিগকে ভয় দেখাইয়া বিস্তর দুঃখ দিয়াছিল তথাপি তাহাদের অধ্যক্ষ যে আত্তিলা তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ হূনেরদের বিষয়ে আর কিছু শুনা যায় না।

রূম নগর নিবাসিরা যখন ভয়ঙ্কর আত্তিলার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল তখন যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ মানিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিত এবং প্রকৃত রূপে পাপের জন্যে খেদ করিত তবে এত শীঘ্র তাহাদের এমন দুর্দ্দশা উপস্থিত হইত না। কিন্তু দেখ ৪৭৬ শালে বাণ্ডালের রাজা জেঞ্জারিক রূম নগর আক্রমণ করিতে আইল; এবং কেহ প্রতিকূল না হওয়াতে তাঁহার নিষ্ঠুর সৈন্যেরা ১৪ দিন পর্য্যন্ত ঐ নগর লুঠ করিল। তাহাতে পুরাতন রাজধানী রূম নগরেতে বহু মূল্য শিল্পযুক্ত বস্তু, এবং যাহার ছাত স্বর্ণেতে মোড়া ছিল এমন কাপিতেল মন্দির, আর তীত কর্ত্তৃক যিরূশালমের মন্দির হইতে আনীত পবিত্র পাত্র, ও উনানীয়দের প্রধান শিল্পকর্ম্ম বিশিষ্ট বস্তু, এই সকলের কতক বাণ্ডাল লোক কর্ত্তৃক ভগ্ন হইল, আর কতক কার্থাজ নগরে আনীত হইল। যে পুরাতন রূম নগর ১২০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া জগৎকে পরাজয় করিয়াছিল তাহার ধ্বংস এইরূপে হইল। কিন্তু পুর্ব্বাপেক্ষা অতি শাসিত এবং বিস্তারিত ধর্ম্ম বিষয়ক রাজ্য যে সেই ধ্বংস প্রাপ্ত নগর

Digitized by Google

হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্ব রাজ্যের মত বহুকাল থাকিবে, তাহা ঐ সময়ে কে অনুমান করিতে পারে?

৪৪১ শালে ব্রীটিস্ দ্বীপ যখন রুমীয় রাজ্য হইতে বিভিন্ন হইয়া প্রথমতঃ পিক্ত ও স্কট্ কর্তৃক, এবং পরে আংগ্লো-সাক্সন কর্তৃক অধিকৃত হইল, তখন ইউরোপে নূতন রাজ্যের সূত্র হইল। যীশুর ধর্ম্মের যে বীজ সকল ইউরোপের ভূমিতে প্রোথিত হইয়া চাপা ছিল, সেই সকল বীজ ঐ সময়ে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। এবং শীঘ্র অনেক শস্য হইবার প্রত্যাশা বাড়াইল। ৫০০ শালের পূর্ব্বে স্পেন্ ও ফ্রান্স দেশে বিসিগাথ ও সুয়েবী এবং বর্গণ্ডি লোক, এবং উত্তর ফ্রান্স দেশে ফ্রাঙ্কলোক, ও আফ্রিকার উত্তর অঞ্চলে বাণ্ডাল লোক, আর ইটালিয়া দেশে অস্ত্রগাথ লোক যীশুর ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিয়াছিল। এবং যাহারা অস্ত্রগাথের রাজ্য উৎপাটন করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, আর যাহাদের নামানুসারে ইটালিয়া দেশের উপরিভাগ লম্বার্দী নামে খ্যাত আছে, সেই লঙ্গবার্দ লোকেরা ৬০০ শত শালের মধ্যে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিয়াছিল। পরে আইরিস্, ইংলিস্, স্কট্, বাবারিয়ান্, সুইস্, এবং ফ্রিস্লেণ্ড; এই সকল দেশীয় লোকেরা ও যীশুর ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিল। কম বেশ ৮১৪ শালে রাজা শার্লমেন্ সাক্সন লোককে যীশুর ধর্ম্ম গ্রাহ্য করাইলেন। এবং ক্রমে২ থুরিঙ্গিয়া ও বহীমিয়া ও দেন্মার্ক ও সুইদন্ ও হুঙ্গারিয়া এবং নরোয়ে দেশে যীশুর ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হইল। যে সময়ের বিবরণ আমি লিখিলাম, সেই সময়ের শেষে কেবল দেবপূজকদের কয়েক দল ছিল।

Digitized by Google

দ্বিতীয় খণ্ড।

মণ্ডলীর বৃদ্ধির বিবরণ।

দক্ষিণামেরিকা দেশীয় লোকেরা কাস্নবা নামে যে এক মূল প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহার করে, সেই মূলের রস যদ্যপি বিষময় হউক, তথাপি তাহার রস বাহির করিলে যেমন উত্তম সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যজনক রুটী হয়, তেমন স্বভাবতঃ মন্দ যে কোন২ ব্যবস্থা, তাহা হইতেও অনেক ঘটনার সংযোগে যে কখন২ উত্তম ফল জন্মে, ইহা সন্ন্যাস ধর্ম্মস্থাপনেতেই প্রকাশিত হইল। দেখ যদ্যপিও সেই সন্ন্যাস ধর্ম্মদ্বারা পরে অনেক মন্দ হইল, তথাপি তাহা মণ্ডলীর তাড়না ও দুঃখের সময়ে এই অন্ধকার ময় জগতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিস্তারের পরম উপায় হইল। প্রথমতঃ লোকেরা সন্ন্যাসী হইয়া একাকী নির্জনে বাস করিত। কিছু দিন পরে অনেক সন্ন্যাসী একত্রিত হইয়া ক্লৈষ্টর নামক এক ধর্ম্মালয়ে থাকিত। এই দুই প্রকার ব্যবহার প্রথমতঃ মিসর্দেশে আরম্ভ হইল। বোধ হয়, আন্তনিয় নামক ব্যক্তিই প্রথমে সন্ন্যাস ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন। “ তুমি আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর ” প্রভু যীশুর এই কথা তিনি বাল্যকালে শুনিয়া এই কথানুসারে চলা কর্ত্তব্য বুঝিয়া আপন সর্ব্বস্ব বিতরণ পূর্ব্বক নির্জনে গেলেন। যদ্যপি ও তিনি অতি কঠোর তপস্যা ও ধ্যান এবং প্রার্থনাতে আপন আয়ুঃ ক্ষয় করিলেন, তথাপি ১০৫ বত্সর বাঁচিয়া ৩৫৬ শালে মরিলেন। তিনি এই রূপে কালক্ষেপণ করাতে লোকেরা তাঁহাকে পরম ধার্ম্মিক করিয়া মানিত। পরে অনেক

Digitized by Google

লোক ঐ রূপ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে তাহারা মঙ্ক কিম্বা হের্ম্মিট অর্থাৎ সন্ন্যাসী বলিয়া খ্যাত হইল। অপর কাইসরিয়া নগরের অধ্যক্ষ বাসিলের সময়ে তাহারা কোন নিরূপিত ব্যবস্থানুসারে একত্র বাস করিতে সম্মত হইয়া নানা ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সাংসারিক কর্ম্মে কালযাপন করিত। মনাস্ত্রি অর্থাৎ সন্ন্যাসির আখড়া প্রথমে এই রূপে স্থাপিত হইল। অনেক২ দেশে, বিশেষতঃ মিসর্ ও সুরিয়াদেশে এই রূপ বহু ধর্ম্মালয় স্থাপিত হইল। সেই কালে মনাস্ত্রি ও কন্‌বেন্ত অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রীর কারণ পৃথক২ যে ধর্ম্মালয় ছিল, তাহা অতি মান্য প্রযুক্ত শিক্ষার নিমিত্তে লোকেরা অন্যস্থানাপেক্ষা প্রধান জ্ঞান করিত। এই কারণ যত ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও ধর্ম্মোপদেশক প্রায় সকলেই ঐ ধর্ম্মালয় হইতে মনোনীত হইয়া নিযুক্ত হইত। কিন্তু আমরা মরণ কাল পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিব, এমন পণ ঐ ধর্ম্মাগারস্থ লোকেরদের মধ্যে ঐ সময়ে কেবল কয়েক জন করিল। কেবল ৬০০ শত শালের মধ্যে সকল স্থানে এই অনুচিত পণ করা রীতি প্রবল হইল।

পূর্ব্বে বিশেষতঃ ইংলাণ্ড ও ফ্রান্স ও জর্ম্মেনীদেশে এইরূপ অনেক দল ছিল। যেমন আমেরিকা দেশে জয়যুক্ত স্পেনদেশীয় লোকেরা আপন রাজ্য বিস্তার ও রক্ষা করণার্থে নূতন প্রাপ্ত সকল স্থানে পরিখা কিম্বা গড় স্থাপন করিল, তেমন পূর্ব্বকালে প্রেরিত খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা ও যেখানে২ যীশুর ধর্ম্ম প্রকাশার্থে যোগ পাইতে বাঞ্ছা করিল, সেই২ স্থানে ঐরূপ আখড়া স্থাপন

Digitized by Google

করিল। এই প্রকার করাতে তাহারা অতি নিবিড় বন ও অসভ্য গোষ্ঠীর মধ্যে যাইতে পারিল। আর যে অসভ্য লোকদের মধ্যে তাহারা নির্ভয়ে বসতি করিল, স্থিরতা ও অকাপট্য ও আত্মদমন ও সহিষ্ণুতা ও মৃদুতা এবং উপকারক কর্ম্ম দ্বারা তাহাদের মনে দৃঢ় প্রবৃত্তি হইতে লাগিল। এবং তাহাদিগকে আশ্চর্য্য সমাচার গ্রাহ্য করাইতে উহাদের যে বাঞ্ছা হইল, ঐ সকল সদ্ব্যবহারই তাহার পরম উপায় হইল। এবং মনাস্ত্রি অর্থাৎ সেই ধর্ম্মালয় হইতে পশ্চিম দেশের অনেক অঞ্চলস্থ লোকরা কৃষিকর্ম্ম ও বহূপকারক শিল্প কর্ম্ম জানিতে পারিল। এবং ঐ ধর্ম্মালয় হইতে ধর্ম্মপুস্তক ও অন্য ২ উত্তম পুস্তক প্রচলিত হইল। উত্তর দেশীয় লোক কর্ত্তৃক রুম্‌রাজ্য আক্রমণের কালে, এবং পরে ঐ রাজ্যে জর্ম্মেনীলোকের বসতি সময়ে যেমন নিকটবর্ত্তি লোকদিগকে যীশুর ধর্ম্ম জানাইল, তদ্রূপ যে২ লোক জীবন দায়ক বাক্য প্রচারার্থে অন্য ২ দেশে গিয়াছিল, তাহারা প্রায় সকলেই ঐ ধর্ম্মালয় হইতে বাহির হইয়াছিল। এই রূপ ফ্রান্স্ দেশে লেরিন্ ও লুক্‌সেন্ এবং কর্ব্বে, আর আইর্লাণ্ড দেশে হাই, এবং ওয়েলস্ দেশে বাঙ্গর, আর জর্ম্মেনী দেশে সাধুগাল্ল ও হির্শৌ এবং ফুল্দা নামক ধর্ম্মালয় হইল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষীয় অন্ধকারময় নিবিড় দেশীয় লোকেরা ঐ সকল ধর্ম্মালয় হইতে যদ্যপি ভক্তিভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রাহ্য না করুক, তথাপি মৌখিক রূপে গ্রাহ্য করিল।

এইরূপ মনাস্ত্রি অর্থাত্ ধর্ম্মালয় সকল কি প্রকারে

Digitized by Google

স্থাপিত হইল, তাহা জানাইবার নিমিত্তে তাহার মধ্যে একটার বিবরণ সংক্ষেপে লিখি। ছয়শত শালের মধ্যে ফ্রান্স্‌দেশীয় মনাস্ত্রির আব্বত অর্থাৎ কর্ত্তা এরুল্‌ নামক এক ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ে অতি বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু সেই সুখ্যাতি দ্বারা তাঁহার মনে যে আত্মশ্লাঘা জন্মিল, তাহা বুঝিয়া তিনি তিন জন লোক সমভিব্যাহারে যে খানে কেবল দস্যু ও বনপশু বাস করে, এমন দূরস্থ বনে প্রস্থান করিলেন। পরে একটা খালের উৎপত্তি স্থানের নিকট মৃত্তিকা ও বৃক্ষ শাখাতে দুই কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করিলেন। কিছু দিন পরে এক জন দস্যু আসিয়া তাঁহাকে দৃঢ়রূপে বলিল, যে তোমাদের জীবন সংশয় উপস্থিত কারণ দস্যুরা আপনাদের দেশে তোমাদিগকে থাকিতে দিবে না। এরুল্‌ তাহা শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, কেবল শরীরকে নষ্ট করিতে পারে যে মনুষ্য, তাহাকে আমরা ভয় করি না। আর আমাদের ধন নাই, যে তাহারা চুরি করিবে। এবং কেহই আমাদের শত্রু হইতে পারে না, যেহেতুক আমরা কাহাকেও রাগান্বিত করি না। তিনি ঐ দস্যুকে ইহা ও কহিলেন, যদি তুমি আপন মন্দ বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সত্য ঈশ্বরের সেবক হও, তবে আমাদের মত স্বাধীন হইতে পার। আর যদি তাহা না কর, তবে আমি তোমাকে কাকূতি করিয়া বলি, তাবৎ অন্যায়কারি লোকেরা যে ঈশ্বরের দণ্ডপাত্র হইবে, ইহা তুমি স্মরণে রাখ। সেই আব্বতের ধীর অথচ মৃদু এই কথাতে তাহার মন অতিশয় বিদ্ধ হইল। তৎপরদিন প্রাতে সেই দস্যু পুনর্ব্বার আসিয়া

Digitized by Google

আপন কিঞ্চিৎ সংস্থান হইতে ও তিন খান ছোট রুটী এবং বন মধুর একটা চাক আনিয়া ঐ আব্বৎকে ভেট দিল। পরে দস্যু তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া সেই বন-ভূমি চাষ করিতে এবং হস্তকৃত কর্ম্মে যথার্থ রূপে ধনোপার্জন করিয়া সংসার চালাইতে প্রবৃত্ত হইল। আর কিছু দিনের মধ্যেই অনেক দস্যুরা তদ্রূপ করিল। তাহাতে নর্ম্মাণ্ডিদেশে উশ্ নামক গ্রামে উৎকৃষ্ট মনাস্ত্রি যে অদ্যাপর্য্যন্ত সেই ধার্ম্মিক আব্বতের নামে খ্যাত আছে, সে এই রূপে ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইল। পরে সেই মনাস্ত্রি হইতে অন্য পোনেরটা মনাস্ত্রি উৎপন্ন হইল। এবং তাহাদের দ্বারা চতুর্দ্দিগে অনেক দূর পর্য্যন্ত বনভূমি আবাদ কৃত হইল। আর তত্রস্থ লোকেরা খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীতে প্রবেশ করিল। এই সকল ৬০০ শত শালের মধ্যে ঘটিয়াছিল। ঐ মনাস্ত্রি এবং তাহার রীতি প্রথমে যে রূপ হইয়াছিল, তাহার পরেও যদি সেই রূপ থাকিত, তবে মণ্ডলীর পক্ষে ভাল হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় সকল মনাস্ত্রি দুষ্টতা ও কল্পিত ধর্ম্মের আশ্রয় হইল।

ইংলাণ্ড ও আইর্লাণ্ড দেশের মনাস্ত্রি হইতে অনেক লোক সুসমাচার প্রচার করিতে ইউরোপের মহা-দ্বীপে গেল।

ইংলাণ্ড হইতে মঙ্গল সমাচার আইর্লাণ্ড দেশে প্রেরিত হইল। এবং আইর্লাণ্ড দেশ হইতে জর্ম্মেনী দেশের দক্ষিণ ভাগে পাঠান গেল। পাত্রিকিয় নামে এক ব্যক্তি যিনি সাধু পাত্রিক নামে বিখ্যাত ছিলেন,তিনি

Digitized by Google

৩৭২ শালে স্কট্‌লাণ্ড দেশে জন্মিয়াছিলেন।বিশেষ রূপে তাঁহার দ্বারা আইর্লাণ্ড দেশীয় লোকেরা যীশুর ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিল। তাঁহার পিতা ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। সেই পাত্রিকিয় ১৬ বৎসর বয়সে যখন বম্বাটিয়া লোক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আইর্লাণ্ড দেশে প্রেরিত হইল, তখন পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিষয়ে কিছু মনোযোগ করেন নাই। সেই স্থানের এক জমীদার ঐ পাত্রিকিয়কে কিনিয়া পর্ব্বতে এবং বনে আপন পশুপাল রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিল। তিনি সেই দুর্দ্দশাতে অন্ন বস্ত্রাভাবে অতি দুঃখী হইয়া ঈশ্বরের নিকটে অতি মনোযোগ পুর্ব্বক প্রার্থনা করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। তাহাতে অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার এমন দৃঢ় ভক্তি জন্মিল, যে বরফ ও বৃষ্টি পড়িলে ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বাহিরে গিয়া দিনের মধ্যে এক শত বার পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নাম লইতেন। ছয় বৎসর পর্য্যন্ত এই রূপ দশাতে থাকিয়া কোন সুযোগে সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইয়া এক জাহাজ পাইয়া তাহা দ্বারা আপন দেশে ফিরিয়া আইলেন। পরে স্কট্‌লাণ্ড দেশের কিনারায় নামিলে আপন বাটী পঁহুছনার্থে ২৭ দিন পর্য্যন্ত জঙ্গল্‌ময় দেশ দিয়া তাঁহাকে যাইতে হইল। তিন বৎসর বাদ তিনি পুনরায় বম্বাটিয়া লোকের হস্তে পড়িয়া কেবল দুই মাস তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। পরে তিনি মুক্ত হইবা মাত্র যে আইর্লাণ্ডদেশে ধৃত হইয়া দাসত্বাবস্থায় ছিলেন, সেই দেশে সুসমাচার প্রচার করিতে তাহার মন অত্যন্ত আকর্ষিত হইল। পরে তিনি এক রাত্রিতে এই স্বপ্ন দেখিলেন, যে আইর্লাণ্ড দেশ হইতে এক ব্যক্তি

Digitized by Google

অনেক পত্র আনিয়া তাঁহাকে দিল। তাহার মধ্যে এক চিঠিতে "আইর্লাণ্ড দেশীয়দের নিবেদন" এই কথা লিখিত ছিল। তিনি যখন তাহা পড়িতেছিলেন, তখন "আমরা তোমাকে কাকূতি করি, তুমি আসিয়া আমাদের সহিত বাস কর", ফোকল্ট নামক বনে বাস কারিদের এই চিৎকার রব শ্রবণে আর পড়িতে না পারিযা কান্দি-তে২ জাগিলেন। তাহাতে সে দেশে যাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বুঝিয়া তথায় গেলেন। সেই সময়ে অর্থাৎ ৪৩১ শালে তদ্দেশীয় লোকেরা সকলেই দেবপূজক ছিল। তিনি সেই দেশের চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিলেন। এবং তিনি সেই দেশের রীতি মতে ঢেঁড়রা দিয়া মহাক্ষেত্রে লোক সকলকে একত্র করিয়া ঐ অসভ্য লোকদিগকে যীশুর ধর্ম্ম এমন স্পষ্ট ও সারল্যরূপে প্রচার করিলেন, যে তাহাতে তাহাদের মন একেবারে মগ্ন হইয়া গেল। পরে তিনি সেই দেশে অনেক পাঠশালা স্থাপন করিলেন। আর সেই দেশীয় অনেক লোককে ঈশ্বর বিষয়ক কথা জ্ঞাত করাইলেন। তিনি ১২১ বত্সর পর্য্যন্ত বাঁচিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তদ্দেশীয় প্রায় তাবৎ লোক যে যীশুর ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিয়াছিল, এই আহ্লাদ জনক ব্যাপার তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিছু কাল পরে ৫১৬ শালে ওয়েলস্ দেশের উত্তরাঞ্চলে বাঙ্গর নগরের মনাস্ত্রি স্থাপিত হইল। এবং সেই ধর্ম্মা-লয় হইতে উৎপাদিত যে সাধু গাল্ল ও কলুম্বান নামক দুই মনাস্ত্রি তত্রস্থ লোক দ্বারা জর্ম্মেনী দেশের জঙ্গলময় দক্ষিণ ভাগে প্রথমতঃ মঙ্গল সমাচার প্রচারিত হইল।

Digitized by Google

টূর নগরের মার্ত্তীন নামক ধর্ম্মাধ্যক্ষের চরিত্র প্রসিদ্ধ, এই কারণ আমি তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ লিখি। ঐ মার্ত্তীন রূমীয় সৈন্যাধ্যক্ষের পুত্র ছিলেন, তাঁহার জন্ম প্রায় ৩১৬ শালে হইয়াছিল। এবং তিনি ১৫ বৎসর বয়সে সৈন্যপদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি তখন যদ্যপিও বাপ্টাইজিত ছিলেন না, তথাপি আত্মদয়ালুতা প্রযুক্ত আপন সঙ্গিসৈন্য মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি শীত-কালে এক দিন অশ্বারোহিদলের অগ্রগামী হইয়া আমি-য়েন্স নগরে যাইতে২ ঐ নগরের প্রধান দ্বারের নিকট শীতে মরণাপন্ন এবং প্রায় উলঙ্গ এক দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিলেন। পরে তিনি হঠাত্ আপন আচ্ছাদন বস্ত্র খড়্গ দ্বারা দুই খণ্ড করিয়া শীতে জড়ীভূত ঐ দরিদ্রের শরীর আচ্ছাদন করিলেন। অপর যুদ্ধ সাঙ্গ হইলে তিনি পৈটিয়ের নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ যে ধার্ম্মিক হিলারিয় নামক ব্যক্তি, তাঁহার নিকটে যাইয়া বাপ্টাইজিত হইতে বিনতি করিলেন। তাহাতে সেই সাধু অধ্যক্ষ তাহাকে কাকূতি করিয়া বলিলেন, তুমি যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মোপ-দেশার্থে অদ্যাবধি আপনাকে সমর্পণ কর। কিন্তু মার্ত্তীন অগ্রে দেব পূজক আপন পিতা মাতার অনুমতি লইতে ইচ্ছুক হইয়া আপন গৃহে যাইবার কালে দস্যুর হস্তে পড়িলেন। ঐ দস্যুদের মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহার মস্তক চ্ছেদন করিতে খড়্গ বাহির করিলে মার্ত্তীন নির্ভয়ে দাঁড়া-ইলেন। এবং তুমি কে? এই কথা দস্যু জিজ্ঞাসিলে তিনি উত্তর করিলেন, আমি খ্রীষ্টীয়ান, মৃত্যুকে ভয় করি না। কিন্তু তুমি যে পাপ প্রযুক্ত যীশু হইতে দূর আছ, ইহা

Digitized by Google

দেখিয়া দুঃখী হইলাম। এই কথা দস্যুর মনে এমন লাগিল, যে তাঁহাকে অমনি ছাড়িয়া দিল। পরে তিনি আপন গৃহে পঁহুছিয়া তাঁহার মাতা যে যীশুতে বিশ্বাস করিল, এই আহ্লাদ জনক ব্যাপার শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন। কিন্তু ঐ দেশের চতুর্দ্দিগে ঈশ্বরীয় কথা প্রচারার্থে ভ্রমণ করত যীশু অনন্ত কালাবধি ঈশ্বরের পুত্র, ইহা বলাতে অনেক লোক কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া শেষে কোড়া প্রহারে ঐ দেশ হইতে দূরীকৃত হইলেন। তিনি পুনরায় হিলারিয় ধর্ম্মাধ্যক্ষের কাছে গেলেন। পরে ফ্রান্স দেশে লোয়ার নদীর তীরে অদ্য পর্য্যন্ত জঙ্গলময় যে স্থান তাহাতে ঠিক খাড়া যে পর্ব্বত, তাহার উপরি ভাগে এক মনাস্ত্রি নির্ম্মাণ করিলেন। সেই স্থানে অল্প দিনের মধ্যেই কম বেশ আশী জন তাঁহার নিকট সংগৃহীত হইয়া ধনাভাব ও কামাভিলাষ দমন দ্বারা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে গেলে যে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা সহিতে প্রস্তুত হইল। এবং সেই ধর্ম্মালয় হইতে অল্প দিনের মধ্যে অনেক ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও ধর্ম্মোপদেশক বাহির হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া খ্রীষ্টের মণ্ডলী ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিতে লাগিল। পরে মার্ত্তীন্ আপনি টূর নগরের প্রধানাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া ফ্রান্স দেশের দক্ষিণ ভাগে চতুর্দ্দিগে নিত্য২ ভ্রমণ করিয়া খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিতে দেবপূজক লোকদিগকে লওয়াইতে লাগিলেন। যে গ্রামের তাবৎ লোক দেবপূজক ছিল, এমন এক গ্রামে তিনি এক দিন উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিতে সকলে দৌড়িল। তিনি সেই

Digitized by Google

মহা লোকারণ্য দেখিয়া তাহাদের দুর্দ্দশাতে অন্তঃকরণে এমন দুঃখী হইলেন, যে তাহাদের জন্যে হাঁটু গাড়িয়া দৃঢ় রূপে প্রার্থনা করিলেন। পরে তিনি দাঁড়াইয়া প্রেম-ভাবে দৃঢ়রূপে পরকালের বিষয়ে মনোযোগ করিতে তাহাদিগকে কাকুতি করিলেন। তাঁহার সেই কথা তাহা-দের হৃদয়ঙ্গম হইল। এবং কথিত আছে, যে তাঁহার প্রার্থনাতে একটি মৃত বালক বাঁচিয়াছিল। আর তিনি যে অন্যান্য আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন, ইহাও লিখিত আছে। কিন্তু যাহারা পৃথিবীর পশ্চিমাংশে প্রথমতঃ যীশুর কথা প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ যে আমরা পাইয়াছি, তাহা যদ্যপি বিস্তারিত না হউক, তথাপি তাহাতে অনেক মিথ্যা ইতিহাস মিশ্রিত আছে। আমরা এই অনুমান করি, যে পীড়িত লোককে সুস্থ করা, এবং মৃত মনুষ্যের পুনরুত্থান করা যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম, তাহা অপেক্ষা শয়তান হইতে ঈশ্বরের প্রতি যে মন পরিবর্ত্তন সে আরও আশ্চর্য্য, ইহা ঐ সময়ের ইতিহাস বক্তারা জ্ঞাত ছিলেন না। আমরা বোধ করি, এই রূপ সকল আশ্চর্য্য বিবরণ প্রায় অমূলক। কারণ বোধ হয়, যে সময়ের আশ্চর্য্য বিবরণ আমরা পাইয়াছি, তাহার বহু-কাল পরে সেই সকল লিখিত হইল। তবে কি না কোন্ সময় অবধি আশ্চর্য্য কর্ম্ম আর কেহ করিতে পারিবে না, তাহা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত না থাকাতে প্রেরিতের-দের সময়ের পর যে কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম কৃত হইতে পারে না, এমন কথা বলাতে কেবল দাম্ভিকতা ও মূর্খতা প্রকাশ হয়। ৩৯৭ শালে ঐ মার্ত্তীন যখন লোকের বিস্তর

Digitized by Google

উপকার করিতেছিলেন, তখন তিনি শিষ্যদিগকে আপন কর্ম্ম করিতে ভারার্পণ করিয়া পরলোকে বিশ্রাম করি-লেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে যে জের্মানস্ ও লুপস্ নামক দুই ব্যক্তি বিশেষ রূপে বিখ্যাত ছিল, তাহারা সেই তাড়নার সময়ে ফ্রান্স্ ও ইংলাণ্ড দেশে চষিত যে যীশু খ্রীষ্টের ক্ষেত্র, তাহাতে কান্দিতে২ অমূল্য বীজ বপন করিল। যদি গ্রন্থ বাহুল্য ভয় না থাকিত, তবে ঐ দুই জনারও বিবরণ আমরা লিখিতাম।

কয়েক বৎসর পরে ফ্রাঙ্কলোকেরা রাইন্ নদীর নিকটবর্ত্তি নিম্নদেশে বাস করিয়া ক্রমে২ পশ্চিম দিগে বাড়িয়া যে দেশ তাহাদের নামানুসারে ফ্রান্স বলা যায়, সেই দেশে বসতি করিল। ক্লোবিস্ নামক অতি সাহসী যোদ্ধা এক ব্যক্তি উহাদের রাজা ছিলেন, তিনি রুমলোকদের অধিকৃত যে গালদেশ, তাহার রাজধানী সুয়াসোঁ নগর শীঘ্র আক্রমণ করিয়া লইলেন।

সেই নগর প্রাপ্তির অল্প দিন পরে ঐ ক্লোবিস্ রাজা যে এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই রাজ-কন্যা ঐ রাজাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রাহ্য করাইতে সাধ্য পর্য্যন্ত যত্ন করিলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার যত্ন সকল নিষ্ফল হইল। কিন্তু ঐ রাজা বিপৎকালে আপন স্ত্রীর কথা স্মরণ করিল। দেখ যে অসভ্য আলিমানি দল রাইন নদীর নিকট উপরি বর্ত্তি দেশে ছাউনি করিয়া-ছিল, তাহারা হঠাৎ কলঞ নগরের রাজার দেশ আক্র-মণ করিলে ক্লোবিস্ রাজা তাহাকে রক্ষা করিতে সেখানে শীঘ্র গেলেন। ৪৯৬ শালে জুল্পিক্ নগরের

Digitized by Google

নিকটে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। তাহাতে কলঞের রাজা আঘাতিত হইলে তাঁহার সৈন্যেরা ভঙ্গ দিয়া পলাইল। এবং ক্লোবিস্ আপন পরাজয় মনে করিতে লাগিল। কিন্তু বাটী হইতে বিদায় কালে তাঁহার ধার্ম্মিক স্ত্রী বিনতি করিয়া বলিয়াছিল, যে তুমি খ্রীষ্টীয়ান লোক-দের ঈশ্বরের কাছে নিবেদন কর, তাঁহার দ্বারা আপন শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে পারিবা; তিনি তাহা স্মরণ করিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া আপন সৈন্যেরদের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া অশ্রুপাত পূর্ব্বক যীশুর প্রতি প্রার্থনা করিয়া এই কথা বলিলেন, যে আমি আপন দেবতাদের কাছে নিবেদন করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের কিছু শক্তি নাই, এক্ষণে তোমাকে ধরিলাম এবং তোমাতে বিশ্বাস করিতে আমার নিতান্ত বাসনা আছে; শত্রুগণের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিলে আমি তোমার নামে বাপ্টাই-জিত হইতে প্রস্তুত হইব। কথিত আছে যে তখনই তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়াতে ক্লোবিস্ রাজা সংপূর্ণ-রূপে জয়ী হইলেন। আল্মানী লোকেরা পরাস্ত হইল। তাহাতে আল্মানী লোক ও ফ্রাঙ্ক লোক্দের মধ্যে যীশুর ধর্ম্ম প্রচার করিতে পথ মুক্ত হইল। সেই বৎসরে ঐ ক্লোবিস্ ৩০০০ সৈন্যের সহিত রেম্ নগরের লোকদের সাক্ষাতে বাপ্টাইজিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মন ফিরাণ ধর্ম্মভাবে নয়। তিনি যীশুর প্রতি মন ফিরাইলেন না, কেবল মণ্ডলীর মধ্যে আইলেন। এবং তিনি যত দিন পর্য্যন্ত বাঁচিলেন, তত দিন পর্য্যন্ত জয়াকাঙ্খা ও অহঙ্কার ও কুমন্ত্রণা এই সকল দোষে দোষী ছিলেন। তবে কি না

Digitized by Google

তাঁহার প্রসাদে অনেক মণ্ডলী স্থাপিত হইয়া বৃদ্ধি পাইল। আমরাও জানি যে মণ্ডলীর কর্ত্তা যীশু বলিয়াছেন, যে "সুসমাচার রূপ জালেতে নানা প্রকার অর্থাৎ ভাল মন্দ সংগৃহীত হইবে"।

রাইন নদীর উপরি ভাগস্থ দেশে বাসকারি আল্মানী লোকেরা প্রথমতঃ ক্লোবিস্ রাজার সময়ে মঙ্গল সমাচার প্রাপ্ত হইল। স্বদেশীয় মনাস্ত্রিতে শিক্ষিত ফ্রিডলিন নামক এক আইরিস্ যুবা মনুষ্য যিনি যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত মঙ্গল সমাচার প্রচার করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমতঃ আইর্লাণ্ড দেশের গ্রামে২ ভ্রমণ করত সুসমাচার প্রচার করিয়া কিছুদিন পরে সমুদ্র পার হইয়া ফ্রান্স দেশে গেলেন। এবং পৈটিয়র নগরে হিলারি কর্ত্তৃক স্থাপিত মনাস্ত্রিতে কতক দিন অবস্থিতি করিলেন। কিন্তু "ও ফ্রিড্লিন্, তুমি আল্মানী দেশের মধ্যে রাইন নদীতে যে ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তাহা অন্বেষণ করিয়া সেখানে থাকিয়া ব্লাক্ অর্থাৎ কাল নামক বনে বাসকারি অসভ্য লোকদিগকে সুসমাচার শিক্ষা দেও" স্বপ্ন যোগে তিনি এই কথা শুনিয়া চিন্তিত হইয়া সেই স্থানে যাইতে ক্লোবিস্ রাজার নিকটে এক ছাড় চিঠি মাঁগিয়া লইলেন। পরে রাইন নদীর উপরিভাগস্থ দেশে যাত্রা করিয়া যাইতে২ সকল স্থানে এমন বিলম্ব করিলেন, যে পথের বাম ও দক্ষিণ দিগে মঙ্গল সমাচার রূপবীজ ছড়াইতে পারিলেন। তিনি এইরূপে গমন করিতে২ রোরেসি দেশের মধ্যে অগস্থ্যা নামক যে পুরাতন নগর আটিলার যাত্রা কালে ভগ্ন হইয়া সেই কাল পর্য্যন্ত

Digitized by Google

তদবস্থ ছিল, সেখানে পঁহুছিলেন। এবং তাহার কিঞ্চিদ্দূরে গিয়া যে ছোট দ্বীপ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহা পাইলেন। সেই দ্বীপে সাকিঙ্গেন নামে এক নগর অদ্য পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। পরে তিনি জঙ্গলময় স্থানে বসতি করিয়া আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। ওয়াচের নামক এক বিশিষ্ট আল্মানি যিনি উহার নিকটে বাস করিতেন, তাঁহার কন্যা আল্মানী লোকের মধ্যে ফ্রিডলিনের প্রথম শিষ্য হইলেন। তিনি ঐ বিশিষ্ট স্ত্রী লোককে শিক্ষা দিয়া বাপ্টাইজিত করিলেন। ক্লোবিস্ রাজা সেই দ্বীপ তাঁহাকে দেওয়াতে তিনি সেখানে এক মনাস্ত্রি নির্ম্মাণ করিলেন। তন্নিকটবর্ত্তি বর্গণ্ডি দেশ হইতে অনেক ধার্ম্মিক মঙ্ক অর্থাৎ সন্ন্যাসী ক্রমে২ সংগৃহীত হইয়া আল্মানী দেশে যীশুর মণ্ডলীর পত্তন করিবার নিমিত্তে তাঁহার সাহায্য করিল। পরে গ্লার্নি লোকদের দেশে মঙ্গল সমাচার প্রচার পূর্ব্বক রাইন নদীর নিকটবর্ত্তি নিজদ্বীপে প্রত্যাগমন করিয়া ৫৩৮ শালে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার বিষয়ে কেবল এই বিবরণ আমরা পাইয়াছি। কিন্তু তাঁহার প্রেরিতত্বের কর্ম্মের মধ্যে সাকিঙ্গেন নগরে যে এক মনাস্ত্রি স্থাপন করা তন্মাত্রও যদি আমরা জ্ঞাত হইতাম, তথাপি তাহা আশ্চর্য্য বিষয় নহে। কেননা কাহার দ্বারা যীশুর কথা প্রচারিত হইল, তাহা না শুনিয়া কেবল পূর্ব্বে অমুক২ স্থানে যীশুর ধর্ম্ম গ্রাহ্য হইয়াছিল, এমন২ কথা মণ্ডলীর ইতিহাস গ্রন্থের অনেক স্থানে পাঠ করিতেছি। দেখ কাল নামক বনের মধ্যে নাগল্দ নামে যে গম্ভীর অথচ সঙ্কীর্ণ পাহাড়

Digitized by Google

তলী স্থান, তাহাতে ৬৪৫ শালে কালওয়া নামক এক নগর স্থাপিত হইয়াছিল। সেই নগরে সাধু নিকলস্ নামে এক ধর্ম্মালয় ছিল। সেখানে এক ক্ষুদ্র খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীও ছিল। ইহাই মাত্র আমরা পাইযাছি।

প্রথমতঃ ফ্রিডলিন নামক ব্যক্তি খ্রীষ্টীয় উপদেশ রূপ দীপ্তি আল্মানি লোকদের মধ্যে প্রজ্বলিত করিলে তাহার ৫০ বৎসর পরে যে কলম্বান নামক ব্যক্তি দূরস্থ আ-ইর্লাণ্ডদেশ হইতে আসিয়া সেই দীপ্তিকে অধিক প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাঁহার বিবরণ কিঞ্চিৎ লিখি। তিনি হাই এবং বাঙ্গর্ নামক মনাস্ত্রিতে যীশুর মণ্ডলীর সেবা করিতে শিক্ষিত হইয়া দেবপূজক লোকদিগকে যীশুর নাম জানাইতে অতি আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। এবং তিনি আপন মনাস্ত্রি স্থিত দ্বাদশ জন ধার্ম্মিক যুবাকে সঙ্গে লইয়া মঙ্গল সমাচার প্রচারার্থে ৫৯০ শালে ফ্রান্স দেশ দিয়া গিয়া জঙ্গলময় আল্সাস্ দেশে পৌঁছিলেন। সেই স্থানে বস্জ নামক প্রস্তরময় পাহাড় তলীতে ধ্বংস প্রাপ্ত যে পুরাতন গড়, তাহার নিকটে বসতি করিয়া এক মনাস্ত্রি নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহারা যত দিন পর্য্যন্ত সেই জঙ্গলময় স্থানে স্বহস্ত দ্বারা আবাদি না করিয়াছিলেন, তত দিন পর্য্যন্ত গাছের মূল ও ছাল ভক্ষণ করিয়া কালযাপন করিয়াছিলেন। সেই কালে ঐ ধার্ম্মিক কলম্বানের সুখ্যাতি দেশের চতুর্দ্দিগে ব্যাপ্ত হইল। পরে তদ্দেশীয় সর্ব্ব প্রকার লোক আপন২ শিক্ষার্থে এবং আপন২ বালকদের লিখন পঠনের জন্যে তাঁহার নিকট আসিয়া একত্রিত হইল। এবং

Digitized by Google

সেই মনাস্ত্রিতে কলম্বান ও তাঁহার দ্বাদশ ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক বহুসংখ্যক দেবপূজক যুবালোক ক্রমে ২ সংগৃহীত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যীশু খ্রীষ্টের ন্যায় দীনহীন দশায় কালক্ষেপণ করিতে সংকল্প করিল। অল্প দিন মধ্যেই এত লোক সংগৃহীত হইল, যে সেই মনাস্ত্রিতে স্থানের অকুলান প্রযুক্ত তাহার নিকটে আর দুইটা মনাস্ত্রি স্থাপন করিতে হইল। সেই সময়ে ঐ মনাস্ত্রিতে অতি কঠোর করণরীতি যে চলিত ছিল, তাহা তৎকালের লোকেরা ভাল বাসিত বটে, কিন্তু আমাদের বুদ্ধ্যনু-সারে ও মঙ্গল সমাচারের ব্যবস্থামতে তাহা কর্ত্তব্য নহে। তবে কি না প্রেরিতত্বের কর্ম্ম করিতে গেলে যে আত্মদমন ও দুঃখভোগ করিতে হয়, তাহা ঐ প্রকার কঠোর কর্ম্ম করাতে সেই ভক্তিমান্ লোকদের অভ্যাস হইল। সেই কলম্বান আপন প্রিয় মনাস্ত্রিতে ২০ বৎ-সর বসতি করিলে পর ক্রুন্ছিল্ডা নামক এক দুষ্টা রাণীর ধূর্ত্ততায় তাঁহাকে সেখান হইতে পলায়ন করিতে হইল। এবং তিনি চতুর্দ্দিগে অনেক ভ্রমণ করিতে২ সঙ্গিদের সহিত পুনরায় রাইন নদীর তীরে পঁহুছিলেন। পরে তিনি নদীর উজান দিগে লিম্মাট্ নদী পর্য্যন্ত গিয়া জুরিক নামক নগরে অর্থাৎ যে তৎকালে এক ক্ষুদ্র গড় ছিল তাহাতে পৌঁছিলেন। সেখানে দেব পূজক লোক না থাকাতে তিনি সঙ্গিদের সহিত টগোর নগর পর্য্যন্ত গেলেন। সেখানকার লোকেরা তৎকাল পর্য্যন্ত ও দেব পূজকদের রীতি ও ব্যবহারে নিমগ্ন ছিল। কলম্বান্ গাল্লস নামক অতি সাহসী এক শিষ্যের সহিত

সেই লোকদের মধ্যে কতক দিন থাকিয়া তাহাদিগকে জীবৎ ঈশ্বরের এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তদ্দেশীয় লোকেরা এই উত্তর করিল, যে আমাদের প্রাচীন দেবতারা অদ্যপর্য্যন্ত আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষকে ও আমাদিগকে বৃষ্টি ও রৌদ্র দিয়াছেন ও দিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিব না, তাঁহারা আমাদিগকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করেন। এই কথা কহিয়া ঐ দুই জন প্রেরিতের সাক্ষাতে প্রতিমা পূজার্থে এক নৈবেদ্য আনিল। এই রূপে ঈশ্বরের নিন্দা হওয়াতে যত্ন পূর্ব্বক ঐ প্রেরিতেরা সেই প্রতিমাকে হ্রদে ফেলিয়া দিয়া তাহাদের মন্দির দগ্ধ করিল। অনুচিত রূপে তাহাদের যত্ন প্রকাশ হওয়াতে দেব পূজকেরা রাগান্বিত হইয়া তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিয়া সেই দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল।

পরে কলম্বান আপন সঙ্গিদের সঙ্গে পর্ব্বতময় দেশ হইতে নামিয়া কনস্তান্স নামক হ্রদের উপরিভাগস্থ নিকট বর্ত্তি প্রশস্ত মাঠে গিয়া আর্ব্বন নামক এক পুরাতন গড়েতে পৌঁছিলেন। সেখানে উইল্লিমার নামক এক ধার্ম্মিক ধর্ম্মোপদেশক তাঁহাদিগকে শিষ্টতাচরণ পূর্ব্বক অতিথি করিলেন। সেখানহইতে আরও উপরি ভাগস্থ ব্রেগেন্স নামক নগরে গিয়া সেখানে থাকিতে নিশ্চয় করিলেন। সেই স্থানের চতুর্দ্দিগে তৎকাল পর্য্যন্ত আটিলার যাত্রাপ্রযুক্ত ছিন্ন ভিন্ন ছিল। এবং পূর্ব্বে যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ঐ স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার কেবল কয়েক চিহ্ন পাইলেন। সেই স্থানে দেবপূজক লোকেরা

Digitized by Google

যে পুরাতন খ্রীষ্ট মন্দিরে দেবতাদের পূজা করিত, সেই স্থানের নিকটবর্ত্তি আল্মানী লোকেরা প্রথমতঃ যীশুর কথা শুনিল। পরে সেখানে খ্রীষ্টীয়ান লোকদের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইল। এবং ক্রমে২ অনেক আল্মানী লোক মন ফিরাইয়া ঐ স্থানে বসতি করিল। সেই প্রেরিত লোকেরা সেখানে বাগান করিয়া ফলদায়ক বৃক্ষ রোপণ করিলেন। এবং কন্‌স্তান্‌স নামক হ্রদেতে ভক্ষণও বিক্রয়ার্থে মৎস্য ধরিয়া তাঁহারা যেমন কৃত কার্য্য হইলেন, তদ্রূপ আল্মানী লোকদের মধ্যে মনুষ্য ধরাতে অর্থাৎ মন ফিরাণেতে আরও কৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু তিন বৎসরের পর ব্রুন্‌ছিল্‌ডা রাণী তাঁহাকে পুনর্ব্বার ধরিতে লোক পাঠাইলে কলম্বান সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। গাল্লস্‌ নামক শিষ্য পীড়িত থাকা প্রযুক্ত তাহাকে উইল্লিমারের বাটীতে রাখিয়া তিনি কএক জন শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া আল্পস্‌নামক অত্যুচ্চ পর্ব্বত পার হইয়া ইটালিয়া দেশে গেলেন। যীশুর দ্বারা যে পরিত্রাণ হয়, ইহা অসংখ্য রেত্তীয় লোকদিগকে জানাইবার জন্যে সিজিবের্ত্ত নামক কলম্বানের শিষ্য ও রাইন নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকট সাধু গথার্ড নামক পর্ব্বতে রহিলেন। তিনি গ্রীজন লোকের দেশে ডিসেণ্টিস্‌ নামক এক প্রসিদ্ধ আব্বে অর্থাৎ ধর্ম্মালয় স্থাপন করিলেন। পরে সেই ধর্ম্মালয় হইতে খ্রীষ্টধর্ম্ম রূপ আলো রেত্তীয় আলপস্‌ নামক গম্ভীর পাহাড় তলির মধ্যে প্রবেশ করিল। দেবপূজক লঙ্গবার্দ লোকদিগের মধ্যে উপযুক্ত ধর্ম্মোপদেশকদিগকে

Digitized by Google

পাঠাইবার নিমিত্তে ত্রেবিয়া নদীর নিকট বব্বিয়ো নামক এক মনাস্তিক পাঠশাল স্থাপন করিলেন। অর্থাৎ ঐ পাঠশালের লোক মনাস্ত্রি নিবাসি লোকদের মত বিবাহ করিতে পারিত না। অনেক লম্বার্দীয় লোক এবং তাহাদের রাজা আগিলুফ যে খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে প্রবিষ্ট হইল, এই আহ্লাদজনক ব্যাপার তিনি আপন জীবদ্দশাতেই দেখিতে পাইলেন। ফ্রান্স ও আল্মানী ও ইটালিয়া দেশে দেবপূজকের মধ্যে যীশুর কথা জানাইতে এবং সেই উত্তম কর্ম্মের নিমিত্তে অনেক শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতে দৃঢ়রূপে আত্মদমন ও অতি দুঃখভোগ পূর্ব্বক ৪২ বৎসর কালক্ষেপণ করিয়া ৬১৫ শালে প্রাণত্যাগ করিলেন।

যে স্থানে সাধু গালনামক মনাস্ত্রি ছিল, সেই স্থানে তৎকালে গাল্লস্ আপনার জন্যে এক গহ্বর করিয়া নিকট বর্ত্তি আল্মানী লোকদিগকে মঙ্গল সমাচার প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পাঠশালে কেবল খ্রীষ্টীয়ান আল্মানী লোক থাকিত। ও তাহাদের সংখ্যা এমনি বাড়িল, যে তাঁহাদের বাসার্থে উহার বাসস্থানের নিকটে অনেক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইল। সেই সকল খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া গাল্লসের প্রধান কর্ম্ম ছিল। অল্প দিনের মধ্যেই সেই সাধুগাল নামক মনাস্ত্রি ও খ্রীষ্টীয়ান দেশের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিল। এবং সেই মনাস্ত্রি হইতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মরূপ বীজ বহির্গত হওয়াতে আল্মানি দেশের অধিকাংশে বপন করা গেল। কনস্তান্স নগরের প্রধান

Digitized by Google

ধৰ্ম্মাধ্যক্ষের অধীন লোকেরা তৎ কর্ম্মের সহকারী হওয়াতে অল্প কালের মধ্যেই নেকার্ নদীর নিকটবর্ত্তি দেশ পর্য্যন্ত যীশুর ধর্ম্ম প্রচারিত হইল। গাল্লস্ ৯৫ বৎসর বয়সে আর্ব্বন্ নগরস্থ পুরাতন বন্ধু উইল্লিমারের বাটীতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। এবং তাঁহার নিজ গহ্বরে তাঁহাকে কবর দেওয়া গেল। সেই গাল্লসের সম্পত্তির মধ্যে কেবল এক ক্ষুদ্র পেটরা ছিল। তাহার চাবি তিনি এমনি সাবধানে রাখিতেন, যে সেই পেটরাতে কি২ ছিল, তাহা তাঁহার অতি বিশ্বাসি শিষ্যেরাও জানিত না। যাহা অন্য বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত, এমন একটা লোম নির্ম্মিত অঙ্গরাখা এবং রক্ত চিহ্নিত ও ভারি লৌহময় একটা শৃঙ্খল তাঁহার মৃত্যুর পর সেই পেটরাতে পাওয়া গেল। দেখ, সেই গরিব মানুষ সর্ব্বাভাবে ও অতিশ্রমে দিন কাটাওনে যে দুঃখ হয়, তাহাতে ও ক্ষান্ত না হইয়া যে কঠোর দুঃখ করিতে বিধি নাই, বরং সুসমাচারের বিরুদ্ধ, এমন আরও ক্লেশ যে আপন ক্লান্ত শরীরকে দেওয়া উচিত বুঝিলেন, ইহা আমরা জ্ঞাত হইয়া দুঃখিত হইলাম; কারণ ঐরূপ স্বেচ্ছা মতে শরীরকে ক্লেশ দিলে কিছু ফল হয় না। কিন্তু যিনি আমাদের জন্যে দুঃখ ভোগ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন, কেবল তাঁহার উপর বিশ্বাস করিলেই যে মুক্তি হয়, ইহা সুসমাচাররূপ দীপ্তি প্রবল হওয়াতে আমরা শিক্ষিত হইয়া যে নির্ভয়ে মুক্তির পথে চলিতেছি, এই জন্যে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

Digitized by Google

তৃতীয় খণ্ড।

মণ্ডলীর ধর্ম্ম ন্যূনতার বিবরণ।

প্রেরিতদের ইতিহাস গ্রন্থে যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মের বৃদ্ধির বিবরণ যাহা২ পাওয়া যায়, তাহা লিখিবার পূর্ব্বে তৎকালীন মণ্ডলীর দশা কিরূপ ছিল, ইহা পুনরায় অনুসন্ধান করা যদ্যপি সন্তোষ জনক না হউক, তথাপি এক্ষণে তাহা লিখিতে হইল।

যে সময়ের কথা আমরা লিখিতেছি, সেই সময়ে যদ্যপি যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলী বৃদ্ধি পাইয়া চতুর্দ্দিগে বিস্তারিত হইল, তথাপি যাহাতে মণ্ডলীর ধর্ম্ম একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, এবং যাহাতে মণ্ডলীর ক্ষতি হইল, এমন দুর্ঘটনা মণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইল। ঈশ্বরীয় গ্রন্থে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর প্রতি যেরূপ বিধি পাওয়া যায়, এবং যে রূপ বিধি প্রেরিতদের সময়ে চলিত ছিল, সেই বিধিকে অল্প কাল পরেই খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা অতি সামান্য বোধ করিয়া মণ্ডলীর শোভাকরণার্থে নানা প্রকার নূতন রীতি স্থাপন করিল। রিফার্ম্মর অর্থাৎ ধর্ম্ম বিষয়ক রীতির শোধন কর্ত্তা ব্যক্তিরা যে পর্য্যন্ত অতিমন্দ রীতি সকল ঘুচাইয়া প্রায় পূর্ব্বমত পুরাতন রীতি পুনঃ স্থাপন না করিল, তাবৎ পর্য্যন্ত ক্রমে২ এত নূতন২ রীতি স্থাপিত হইল, যে তাহাতে অবশেষে মণ্ডলীর মূল রীতির কএক চিহ্নমাত্র রহিল। সেই সময়ে অর্থাৎ ৩০০ শালাবধি ৬০০ শালের মধ্যে যে মণ্ডলীর ধর্ম্ম হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা খ্রীষ্টধর্ম্মের উপদেশের অন্যথা করা এবং ধর্ম্মোপদেশকদিগের অসচ্চরিত্র আর সাধারণ রূপে লোকের কুব্যবহার এই তিন প্রধান কারণেতেই জানা যায়।

Digitized by Google

সিকন্দরিয়া নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ আরিয়স নামক এক ব্যক্তি দ্বারা মণ্ডলীর মধ্যে প্রথমতঃ মতান্তর স্থাপিত হইল। সেই ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টের যে ঈশ্বরত্ব, তাহা প্রকাশ রূপে অস্বীকার করিল। এবং যদ্যপি যীশু তাবৎ বস্তুর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, আর আপনার অতুল্য ধর্ম্ম প্রযুক্ত সকল ধার্ম্মিকাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিলেন, তথাপি তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট, ইহা সকল লোককে শিক্ষাইতেন। পরে এই বিষয় মীমাংসা করণার্থে ৩২৫ শালে বিথিনিয়া দেশের নীস্ নগরে এক মহাসভা হইয়াছিল। সেই সভাতে ৩১৮ জন প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং অন্য২ অনেক ধর্ম্মোপদেশক একত্রিত হইয়া দুই এক জন ছাড়া সকলেই আরিয়সের ঐ মত অগ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে নাইসিন্ ক্রীড্ নামক এক স্বীকার পত্র লিখিয়া দিলেন। সকলে এইরূপ করিলেও আরিয়স্ অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহা স্বীকার করিলেন না। অবশেষে ছলেতে মৌখিক স্বীকার করিয়া ঐ পত্রে স্বাক্ষর করাতে মণ্ডলীর মধ্যে গ্রাহ্য হইলেন। কিন্তু তিনি যে দিনে এই রূপে জয়ী হইয়াছিলেন, সেই দিনে আশ্চর্য্য শারীরিক দুঃখ ভোগ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তিনি মরিলেও এবিষয়ের বিবাদ মিটিল না। রাজা কন্ষ্টাণ্টীয়স্ আপনাকে এই বিধর্ম্মের অনুকূল জানাইলেন। ৩৩৪ শালে আর্লস্ ও মিলান নগরে যে দুই মহাসভা হইল, সেই দুই মহাসভাতে এই বিধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিল। মহাসভাতে মুক্তির পথ নিঃসন্দেহরূপে যে স্থির হইতে পারে, এবং লোক সমূহের মধ্যে অধিকাংশ পক্ষেতেই যে সত্যতা

Digitized by Google

স্থির করা যায়, তাহা যে মিথ্যা, ইহার একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। এই বিবাদ প্রযুক্ত তাড়না দ্বারা অনেক লোকের প্রাণ নষ্ট এবং ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। গাথ্ও সুয়েবী এবং বর্গণ্ডি ও লঙ্গবার্দ আর বাণ্ডাল লোকদের মধ্যে এই আরিয়ন মত প্রবল হইল। এবং সেই মত বহু দিন পর্য্যন্ত চলিত থাকিয়া অবশেষে লুপ্ত হইল।

ধন্য যে কুমারী মরিয়ম্ তিনি ঈশ্বরের মাতা, এই কথা বলাতে কন্ষ্টাণ্টীনোপেল্ নগরের নেষ্টোরিয়স্ নামক যে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ তিনি উপযুক্ত মতে বিরক্ত হওয়াতে তাঁহার বিরুদ্ধে একটা বিবাদ উপস্থিত হইল। কিন্তু যীশু খ্রীষ্টেতে মনুষ্যত্ব ও ঈশ্বরত্ব স্বভাব আছে, সেই দুই স্বভাব একীকৃত না হইয়া বরং সংযুক্ত আছে, ইহা ঐ বিবাদ প্রযুক্ত তিনি লোকদিগকে শিক্ষাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৩১ শালে ইফিস নগরে যে মহাসভা হইয়াছিল, তএস্থ লোকেরা তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তি করিয়া মানিল। তাহাতেই তিনি আপন পদচ্যুত হইয়া দীন হীন দশাতে মরিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তন্মতা-বলম্বি লোকেরা তাড়িত হইয়া পার্সি দেশে, যেখানে স্বেচ্ছামতে ঈশ্বরের সেবা করিতে পাইল, সেই খানে পলাইয়া এক মণ্ডলী স্থাপন করিল। তাহাদের মধ্যে অনেক পার্সিও তার্তারি এবং চীন দেশের সীমা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিল। এবং যাইতে২ দেবপূজকদের মন ফিরা-ইতে যত্ন করাতে তাহাদের সংখ্যা ক্রমে২ বাড়িল। বোখারা ও টর্কেস্থান এবং থিব্বেত দেশে ও যে নেষ্টো-রিয়ন মতাবলম্বী ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিল,তাহা আমরা শুনিয়াছি।

Digitized by Google

কিন্তু যদ্যপি মহম্মদীয় ধর্ম্ম বিস্তার হওয়াতে প্রায় সেই সকল স্থানস্থ লোকেরা মহম্মদীয ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিল, তথাপি ইউরোপের পূর্ব্বদিগে আজি পর্য্যন্ত কাল্ডিয়ন খ্রীষ্টীয়ান কিম্বা সাধু থোমা খ্রীষ্টীয়ান নামক নেষ্টোরিয়ন মতাবলম্বী অনেক লোক আছে।

খ্রীষ্টেতে পৃথক দুই স্বভাব নাই, কিন্তু তাঁহার অবতার সময়ে মনুষ্যস্বভাব ও ঈশ্বরীয় স্বভাব একত্রিত হইয়াছিল, এই কথা ইউটিকস্ নামক এক ব্যক্তি বলিলে ১৮ বৎসর বাদে যখন ঐ উপদেশের বিচারার্থে ইফিস নগরে মহাসভা হইল, তখন ঐ সভার অধিকাংশ লোক পূর্ব্ব সভাপেক্ষা আরও মন্দ ব্যবহার করিল। সে কি না সেই সভাস্থ অধিক লোক কর্তৃক ঐ উপদেশের সত্যতা নির্দ্ধারিত হইল। উহাদের অপেক্ষা উত্তম যে বিপক্ষ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ সকল তাহাদিগকে বল ও অস্ত্র দ্বারা এই মত স্বীকার করাইল। এই কারণেতেই সেই সভার নাম দস্যুসভা হইল। ২ বৎসর পরে কাল্সিডন নগরে যে মহাসভা উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সভাতে ইফিস নগরীয় সভার স্থিরীকৃত উপদেশ অগ্রাহ্য হওয়াতে ইউটিকস্কে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া বলিল। তখন তাঁহার মতাবলম্বী যে বহুলোক ছিল, তাহারা স্বয়ং তৎক্ষণাৎ মণ্ডলী হইতে বাহির হইয়াগেল। এবং ৬০০ শালের মধ্যে যাকোব্ বারাডেয়স্ নামে উদ্যোগী এক ব্যক্তি তাহাদের প্রধান অধ্যক্ষ হওয়াতে তাহারা তাহার নামানুসারে যাকোবাইট্ নামে বিখ্যাত হইল। তাহারা আর্মেনিয়া দেশাবধি মিসর্ দেশ পর্য্যন্ত ক্রমে২ ব্যাপিল।

Digitized by Google

এবং অদ্যপর্য্যন্তও এই মতাবলম্বী লোক ঐ সকল দেশে পাওয়া যায়।

ওয়েল্স দেশের পেলাজিয়স্ নামে এক মঙ্ক অর্থাৎ সন্ন্যাসী এই রূপ শিক্ষা দিতেন, যে আদমের পাপে আমরা পাপী নহি, এবং তাঁহাহইতে আমরা কুস্বভাব প্রাপ্ত হই নাই। আর আমাদের যে মৃত্যু সে কেবল স্বস্বকৃত পাপের ফল। এবং উত্তম কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা ও উত্তম কর্ম্ম করা, এই দুই প্রকার শক্তি স্বভাবতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে। তাঁহার এই রূপ শিক্ষা যদ্যপি অনেক মহাসভাতে অগ্রাহ্য হইল, তথাপি আজিপর্য্যন্ত অনেক স্থানে, বিশেষতঃ পূর্ব্বদিগস্থ মণ্ডলীতে অর্থাৎ গ্রীক মণ্ডলীতে ও ফ্রান্স দেশে তন্মতাবলম্বী লোক আছে। মণ্ডলীর মধ্যে ন্যূনাধিক লোক কর্ত্তৃক গ্রাহ্য এই রূপ নানা প্রকার মিথ্যা উপদেশ উপস্থিত হইল। কিন্তু সে সকল লিখিবার আবশ্যক নাই; যে কয়েকটা লিখিলাম, এই অনেক আছে। বস্তুতঃ সূর্য্যের নীচে অর্থাৎ পৃথিবীতে কিছু মাত্র নূতন নাই। বোধ হয়, এক্ষণে যে কএক প্রকার উপদেশ প্রকাশিত হইয়া নূতন দীপ্তি ও জ্ঞানের মত অতি আদরণীয় হইতেছে, প্রায় ঐ প্রকার অবিকল উপদেশ পূর্ব্বে কতক দিন পর্য্যন্ত চলিত থাকিয়া লুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে সেই সময়ে মিথ্যা উপদেশের জন্যে নিত্যং বিবাদ করাতে সত্য খ্রীষ্টীয়ানেরাও শাস্ত্র বিষয়ক তাবৎ ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্রুরূপে স্থির করিতে পারিল না। এবং যে সকল মিথ্যা উপদেশ দূর করণার্থে বিবাদ জন্মিল, তাহার মধ্যে কএকটা মিথ্যা উপদেশ ও ব্যস্ততা প্রযুক্ত সত্যধর্ম্মের সঙ্গে মিশ্রিত হইল।

Digitized by Google

মণ্ডলীর মধ্যে নানা মিথ্যা উপদেশ প্রকাশিত হইয়া গ্রাহ্য হওয়াতে নিশ্চয় জানা যায়, পূর্ব্বে ধর্ম্মোপদেশকদিগের ধর্ম্মের ন্যূনতা হইয়াছিল। এবং অযোগ্য অনেক লোক যে ধর্ম্মোপদেশকদিগের মধ্যে ছিল, তাহা পূর্ব্বোক্ত বিবরণ দ্বারা জানা গেল। "দেখ, রাত্রিকালে লোক সকল নিদ্রা গেলে তাহার শত্রু আসিয়া ঐ গোমের মধ্যে বনঘাসের বীজ বুনিয়া চলিয়া গেল"। এই যে কথা যীশু বলিয়াছিলেন, তাহা তখন সিদ্ধ হইল। এই রূপ দুর্দ্দশা অনেক প্রকার ঘটনা দ্বারা ঘটিয়াছিল।

তৎকালের লোকেরা প্রধান গুরুর উপর নির্ভর করিত, এবং সেই গুরুরা যাহা বলিত এবং বিচার করিয়া স্থির করিত, তাহাই অতি মান্য করিত, আর ধর্ম্ম বিষয়ে কোন সন্দেহ হইলে মহাসভাতে মীমাংসা হইত, এই সকল কারণে সাধারণ লোকেরা ধর্ম্মবিষয়ে বিচার করিতে নিতান্ত ক্ষান্ত ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে পাছে মণ্ডলীর মত অর্থ বোধ না হয়, এই কারণ সাধারণ লোকেরা তাহা করিতে ভীত ছিল। পূর্ব্বোক্ত কারণে এবং আপনাদের দুঃখ যেন না হয়, এই জন্যে অনেকেই বিচার না করিয়া অন্য২ লোকেরা যে রূপ বিশ্বাস করিত, তাহারাও সেই রূপ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত হইত। যখন খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী রাজা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইল, এবং ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদ দুঃখের কারণ না হইয়া বরং রাজধানীতে ও নগরের মধ্যে সম্ভ্রমের কারণ হইল, আর মণ্ডলীস্থ লোকেরা ধনী হইয়া ধনও প্রশংসা দ্বারা যখন ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের সংভ্রম বাড়াইতে

Digitized by Google

লাগিল, তখন অবধি অনেকেই কেবল সম্ভ্রম ও ধনের লোভে ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদ পাইতে ইচ্ছুক হইল। এবং শীঘ্রই এমনি কুরীতি চলিত হইল, যে মণ্ডলী সম্পর্কীয় কোন পদ পাইবার জন্যে টাকা ব্যয় করিতে হইল। তখন "দুরন্ত কেন্দুয়াবাঘ তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পালের প্রতি নির্দ্দয়াচরণ করিবে" পৌল প্রেরিতের এই ভবিষ্যদ্বাক্য পূর্ণ হইতে লাগিল। তাহাতে মণ্ডলী সম্পর্কীয় পদস্থ লোকদিগকে সাধারণ লোক হইতে আরও পৃথক করা গেল। এবং বিশেষ বস্ত্র পরিধান ও বিশেষ বিশেষ অধিকার ইত্যাদি কারণে তাহারা যে অন্যলোক হইতে বিভিন্ন, ইহা প্রকাশিত হইল। যদি ধর্ম্মব্যবহার ও নম্রতা এবং পরোপকার দ্বারা তাহারা বিশেষরূপে বিখ্যাত হইত, তবে বড় ভাল হইত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেরি ঐ সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ মাত্রও ছিল না। এবং তাহাদের মধ্যে এমনি মূর্খতা ছিল, যে ৪৩১ শালে ইফিস্নগরের মহাসভাতে এক প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং ধর্ম্মোপদেশক আপন ২ নামও লিখিতে পারিল না। তাহাদের কুব্যবহার এমনি প্রবল হইল, যে তাহা ঘুচাইবার জন্যে বিশেষ ২ বিধি নিরূপণ করিতে হইল। সিকন্দরিয়া নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ সিরিল নামক এক ব্যক্তি এমনি দুষ্ট ছিল, যে ৪৩০ শালে যাহারা তাহার সাক্ষাতে বধ ও আঘাতাদি করিল, তাহাদিগকে শাস্তি না দিয়া ছাড়িয়া দিল। যদ্যপি ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা এই রূপ ছিল, তথাপি তাহাদের নিকটে গেলে প্রণাম ও হস্ত চুম্বন ইত্যাদি নম্র ব্যবহার

Digitized by Google

করিতে হইত। তাহাদের মধ্যে অনেক শান্ত ও ধার্ম্মিক লোকেরা এইরূপ দুষ্ট ব্যবহার দেখিয়া নির্জন বনে কিম্বা মনাস্ত্রিতে যাইতে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্ব দেশীয় মণ্ডলীর মঙ্ক অর্থাৎ সন্ন্যাসিরাও কখন২ রাজ দ্রোহ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া মণ্ডলী ও রাজ্যের স্থিরতা নষ্ট করিল। দেখ, পূর্ব্বোক্ত সিরিল ধর্ম্মাধ্যক্ষের সময়ে এক মঙ্ক আপন দলস্থ ৫০০ সন্ন্যাসিকে সঙ্গে লইয়া সিকন্দরিয়া নগরের পথে রাজা কর্তৃক নিযুক্ত প্রধান শাসনকর্ত্তার প্রতি চড়াউ করিয়া এক প্রস্তরাঘাতে তাহাকে আঘাতী করিয়াছিল। এই রূপে মণ্ডলীর ধর্ম্ম যে ন্যূনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা মনোরঞ্জক নানা কল্পিত ধর্ম্ম স্থাপন করিল, এবং মনুষ্য কর্তৃক কল্পিত বহুবিধি দ্বারা ক্রমে২ খ্রীষ্টীয় প্রাথমিক সেবার শুদ্ধতা নষ্ট হইল। আর মন্দিরের শোভা ও ঈশ্বরের সেবা করণার্থে অনেক প্রকার জাঁকজমক ক্রমে২ বাড়াইল। এই রূপে ধর্ম্ম বিষয়ে এত নূতন রীতি স্থাপিত হইল, যে ৪৩০ শালে অগস্তাইন নামক এক ব্যক্তি খেদ পূর্ব্বক বলিলেন“ সেবীয়দের রীতি অপেক্ষা খ্রীষ্ট মণ্ডলীর নূতন রীতি আরও দুঃখজনক হইল।” ক্রুশের চিহ্ন করাতে আশ্চর্য্য গুণ আছে, ইহা লোকেরা বুঝিত। এবং মৃত্যুর পর ধার্ম্মিক লোক্‌দের ত্যাজ্য বস্তু ও তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তিকে ভক্তি ভাবে মান্য করিত। আর ঈশ্বরের উদ্দেশে মোমবাতী জ্বালিয়া উৎসর্গ করিত। এবং অনেক উৎসবদিন ও পুণ্যদিন মান্য করণার্থে নিরূপিত হইল। উপবাস করা ও গীত পুস্তক পাঠ করা আর দরিদ্রদিগকে

Digitized by Google

ও মনাস্ত্রি ও মন্দিরের জন্যে দান করা, ইত্যাদি কর্ম্মে মুক্তির অধিক ভরসা রাখিত। এবং রুম্ নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ প্রধান গ্রেগরী নামক ব্যক্তি দেবপূজকদের মতানুসারে প্রেত লোকে অগ্নিদ্বারা পাপ নষ্ট হয়, এই বিধিমণ্ডলীর মধ্যে যখন স্থাপিত করিল, তখন তাহাদ্বারা যাহাতে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত মণ্ডলীর অতিশয় হানি জন্মিল, এমন পাপমোচক পত্রের ঘৃণার্হ বিক্রয়ের রীতি চলিত হইল।

সেই সময়ে রুম্ নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা মণ্ডলীর তাবৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষদের উপরে রাজত্ব করিতে অধিক সাহস পূর্ব্বক চেষ্টা করিতে লাগিল। কনষ্টাণ্টীনোপল ও যিরূশালম্ ও আণ্টিয়োখ ও সিকন্দরিয়া নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা তাহাদের সঙ্গে এই বিষয়ে বিবাদ করিলেন, আর যখন রুম্ নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ পাপা অর্থাৎ পিতা এই উপাধি ধারণ করিলেন, তখন তাহারাও আপনাদের নাম পাট্রিয়ার্ক অর্থাৎ প্রধান পিতা রাখিলেন। কিন্তু অনেক ঘটনার সংযোগে বিশেষতঃ অনেক কাল পর্য্যন্ত রুম্ নগর রাজধানী থাকাতে এবং সেই নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা রাজাদের কর্তৃক বিশেষ অধিকার ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হওয়াতে তাহারা অবশেষে প্রবল হইয়া অন্যের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিল। তাহাতে গ্রীক মণ্ডলী ছাড়া তাবৎ মণ্ডলী ক্রমে২ পাপাকে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ করিয়া মানিতে লাগিল। তাহাতেই তাহার আজ্ঞা ও বিধি সকল প্রামাণিক ও মান্য হইয়া গ্রাহ্য হইতে লাগিল। তথাচ কতক দিন পর্য্যন্ত

Digitized by Google

অনেক স্থানে, বিশেষতঃ ইংলাণ্ড দেশে লোকেরা তাঁহার কর্ত্তৃত্বের প্রতি অনেক বাধা জন্মাইল। কিন্তু পাপার কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করণ প্রযুক্ত স্বপক্ষ ধর্ম্মাধ্যক্ষ লোক দ্বারা ইংলাণ্ডের অনেক ধর্ম্মাধ্যক্ষ হত হইল। স্কটলাণ্ড দেশেও কল্দী নামে বিখ্যাত যে মঙ্ক তাহারা ১২০০ শাল পর্য্যন্ত তাহার বশীভূত হইতে অসম্মত হইল।

তৎকালেও প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষদের মধ্যে যাহাদের ব্যবহার অতি মান্য এমন অনেকেই ছিল। দেখ, পূর্ব্বোক্ত লিয়ো নামক ধর্ম্মাধ্যক্ষ যিনি ৫০০ শালের মধ্যে অসভ্য আট্টিলার সঙ্গে নির্ভয়ে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাহাকে ধম্‌কাইলেন, তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন। এবং পূর্ব্বোক্ত প্রধান গ্রেগরী নামক ব্যক্তি যদ্যপি মঙ্ক লোকের অমূলক ধর্ম্ম মানিতেন, ও আপন পদের গৌরব বাড়াইতে আকাঙ্খী ছিলেন, তথাপি তিনি উদ্যোগী যাথার্থিক এবং ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি দুর্ব্বল হইলেও কর্ম্মেতে শ্রান্ত না হইয়া দেবপূজকদের মধ্যে মঙ্গল সমাচার জানাইতে অতি যত্নবান ছিলেন। তিনি এক দিনে রুম্‌নগরে ভ্রমণ করিতে২ ব্রীটেন্‌ নামক উপদ্বীপ হইতে হাটে বিক্রয়ার্থে আনীত কয়েকসুন্দর যুবা পুরুষকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দ্বীপস্থ লোকেরা দেবপূজক কি খ্রীষ্টীয়ান্? তাহারা উত্তর করিল, ঐ দ্বীপস্থ লোক আজি পর্য্যন্ত দেবপূজক রূপ অন্ধকারে আবৃত আছে। গ্রেগরী প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন, হায়২ শয়তানের রাজ্যে যে এমন সুন্দর লোক পাওয়া যায়, এবং ঐ লোকেরা মহৎ লোকের মত হইয়াও যে ঈশ্বরের

Digitized by Google

অনুগ্রহ পাত্র নহে, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। পরে উহারা কি লোক, ইহা জিজ্ঞাসিলে উত্তর করিল, উহারা আঙ্গ্লি দেশীয় লোক। তিনি কহিলেন, হাঁ সত্য আঙ্গ্লি অর্থাৎ ঈশ্বরীয় দূতের মত মুখ বটে। আর ঈশ্বরীয় দূতের সম্মুখে প্রকাশিত মহিমার অধিকারী যে উহারা না হয়, এ বড় দুঃখের বিষয়। তোমাদের অঞ্চলের নাম কি জিজ্ঞাসিলে কহিলেক, তাহার নাম ডেইরা। তিনি বলিলেন হাঁ বটে, ডেইরা অর্থাৎ ঈশ্বরের কোপ হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিয়া যীশুর অনুগ্রহ পাইতে আহ্বান করিতে হয়। উহাদের রাজার নাম কি, ইহা জিজ্ঞাসিলে কহিলেক, তাঁহার নাম এল্লা। তখন গ্রেগরী মনে২ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন উহারা যেন এল্লালূয় অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রশংসা শীঘ্র করে। সেই সময়াবধি গ্রেগরী ব্রীটেন দেশেতে সাক্সন লোকের মধ্যে যীশু ধর্ম্ম বিস্তার করিতে অতি আকাঙ্খী হইযা সর্ব্বদা এই বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন।

আমরা তৎকালের আরও কয়েক প্রসিদ্ধ সৎলোকের উপাখ্যান লিখিতে আকাঙ্খী হইয়াছি, কেননা তাঁহাদের এবং তাঁহাদের ন্যায় অন্য লোকদের শ্রমের দ্বারাই মণ্ডলীর ধর্ম্ম একেবারে লুপ্ত হইল না। অম্ব্রোজ নামক ব্যক্তি যিনি সৈন্যদের মধ্যে অধিপতি হইয়াছিলেন, তিনি বাপ্তাইজিত হওনের পূর্ব্বে মিলান নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইতে মনোনীত হইলেও ঐ পদ গ্রাহ্য করিতে সর্ব্বথা অসম্মত ছিলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে সেই পদ গ্রাহ্য করিতে হইল। পরে তিনি আপন ধন

Digitized by Google

সম্পত্তি দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিলেন। এবং দিবা রাত্রি অতি যত্ন পূর্ব্বক ধর্ম্ম পুস্তক অনুসন্ধান করিতেন। আর যেন সকলেই আপন২ দুঃখ নির্ভয়ে নিবেদন করিতে পারে, এই কারণ তিনি সকল লোককে আপনার নিকট আসিতে দিতেন। সংসারের ব্যয় হইলে যে ধন উদ্বৃত্ত হইত, তাহা খ্রীষ্টীয়ান বন্দি লোককে মুক্ত করণার্থে ব্যয় করিতেন। এবং সেই কর্ম্মের জন্যে তাঁহার মন্দি-রের রূপ্য ও স্বর্ণ পাত্রও বিক্রয় করিলেন। যদ্যপিও তাঁহার মন নরম ছিল, তথাপি কোন২ বিষয়ে প্রতি-বন্ধকতা করিতে হইলে অতি সাহসী ও স্থির হইত। থিষলনীকী নগরস্থ লোক কর্ত্তৃক থিয়োদসিয়সের পদস্থ কয়েক লোক হত হওয়াতে সেই রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ নগরীস্থ লোকদিগের প্রতি ক্ষমা করিতে অম্ব্রো-জের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেও স্বীয় আজ্ঞা দ্বারা ঐ নগরের ৭০০০ সাত সহস্র লোককে নষ্ট করিলেন। তাহাতে ঐ আম্ব্রোজ পত্রদ্বারা ভারি অনুযোগ পূর্ব্বক লিখিলেন, তুমি যে পর্য্যন্ত লোকের সাক্ষাতে আপনার খেদ প্রকাশ না কর, তাবৎ তুমি মণ্ডলীহইতে বহির্ভূত থাকিলা। এই রূপ হইলে পরে যখন ঐ রাজা মন্দিরে প্রবেশ করিতে গেলেন, তখন আম্ব্রোজ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে যাইতে দিলেন না। রাজা ৮ মাস পর্য্যন্ত এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া অবশেষে লোকের সাক্ষাতে আপনার খেদ প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইয়া আপন রাজকীয় বস্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক উবুড় হইয়া পড়িলেন, এবং ১১৯ গীতের যে কথা তাহা প্রার্থনা করিয়া

Digitized by Google

বলিলেন। যথা "আমার মন ধুলায় লাগিয়া থাকে, তোমার কথানুসারে আমাকে বাঁচাও।" তাহাতে লোকেরা কান্দিয়া রাজার সহিত প্রার্থনা করিলেন। এই ঘটনা প্রায় ৪০০ শালের শেষে হইল।

যিরোম্ নামক আর এক বিখ্যাত ধার্ম্মিক ব্যক্তি সন্ন্যাস ধর্ম্মের অনুকূল ও বর্দ্ধনকর্ত্তা হইয়া সিরিয়া দেশের অরণ্যে সন্ন্যাসির মত অনেক কাল বসতি করিলেন। তিনি আপন আয়ুর শেষ ২৫ বৎসর পালেস্তাইন দেশস্থ বৈথ্‌লিহিম্ নগরের ধর্ম্মালয়ে ছিলেন। এবং ৪২০ শাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মপুস্তকের টীকা ও অন্য ২ উত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়া সেই স্থানে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। লাটিন ভাষাতে ধর্ম্মপুস্তকের অনুবাদ করা তাঁহার প্রধান কর্ম্ম ছিল। এবং ৫০০ শালাবধি ১৫০০ শাল পর্য্যন্ত পশ্চিম দিক্‌স্থ খ্রীষ্টীয়ান লোকদের ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞানের আদর্শ কেবল সেই অনুবাদ ছিল। কেননা পৃথিবীর পশ্চিম অংশে গ্রীক ও ইব্রুভাষা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল। এবং পশ্চিম দেশীয়দের মধ্যে আপন২ ভাষাতে ধর্ম্মপুস্তকের অনুবাদ কেবল কয়েক টা ছিল। ইউরোপ দেশে যিরোমের কৃত ধর্ম্মপুস্তক ধার্ম্মিক সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক আপন২ নির্জ্জন গৃহে অনেক সহস্র লিখিত হইল। এবং সেই সকল পুস্তক বিতরণে এই অন্ধকারময় সময়ে অনেকেরি জ্ঞান ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইল। ঐ ক্ষুদ্র বৈথ্‌লিহিম্ নগর হইতে পুনরায় এই রূপ এক দীপ্তি প্রকাশিত হইল। এবং পৃথিবীর ঐ পশ্চিম ভাগস্থিত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অন্ধকারাবৃত যে

Digitized by Google

দেশ সকল তাহার মধ্যে সকলে না হউক, তথাচ অনেকেই সেই দীপ্তি দ্বারা দেদীপ্যমান হইল।

যিনি উত্তম বক্তৃতা গুণে খ্রীসোস্তম অর্থাৎ স্বর্ণজিহ্ব নামে বিখ্যাত ছিলেন, সেই যোহন্ নামক ব্যক্তি ৩৯৮ শালে কনষ্টাণ্টীনোপল্ নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি ঐ প্রসিদ্ধ সুখাভিলাষি নগরে সুখাপেক্ষা না করিয়া নির্ভয়ে মঙ্গল সমাচার প্রচার করিতেন। কখন ২ তাঁহার শ্রোতাদের সংখ্যা দশ হাজার হইত। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, এই জন্যে ভ্রষ্টাচারি লোকেরা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে আর্ম্মেনিয়া দেশে পাঠাইবার সুযোগ করিল। পরে তিনি লোকদের মন্দ ব্যবহারে পথের মধ্যে অনেক দুঃখ ভোগ করিলেন। এবং সেই দেশ অসভ্য প্রযুক্ত তাঁহার ক্ষীণ শরীর আরও ক্ষীণ হইয়া গেল। কিন্তু ঐ প্রকার দুঃখ ভোগ করিলেও তিনি পরিশ্রম পূর্ব্বক ঈশ্বরের কথা প্রচার করিলেন। এবং দেবপূজকদের নিকটে ধর্ম্মোপদেশকদিগকে পাঠাইলেন। আর দরিদ্রদিগকে খাদ্য দ্রব্য বিতরণ করিলেন। এবং যে দস্যুরা নিকটবর্ত্তি দেশে উপদ্রব করিত, তাহাদের হস্ত হইতে বন্দি লোকদিগকে মুক্ত করিলেন। এই রূপ নানা উপকারক কর্ম্ম করিলেও লোকেরা তাঁহার প্রতি ঈর্ষা করিয়া তাহা আর করিতে দিল না। এবং তিনি আর এক স্থানে প্রেরিত হইয়া পথিমধ্যে দুঃখভোগ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। সকল বিষয়ের জন্যে ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক, এই কথা তিনি যেমন নিত্য২ কহিতেন, সেই কালেও তদ্রূপ কহিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

Digitized by Google

পূর্ব্বাপর ব্যবহার দ্বারা এই জানা যায়, যীশু খ্রীষ্টের সত্য শিষ্য হইতে গেলে অবশ্য তাঁহার ক্রুশ বহিয়া পশ্চাৎগামী হইতে হয়।

সিকন্দরিয়া নগরের সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ আথানেসিয়স যিনি আরিয়ন বৈধর্ম্মের বিরুদ্ধে যীশুর ঈশ্বরত্ব দৃঢ়রূপে প্রতিপন্ন করিলেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের সত্যতার আরও এক প্রমাণ হইলেন। তিনি ঐ বিধর্ম্ম লোক দ্বারা পাঁচ বার দেশচ্যুত হইলেন। এবং ঐ রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া নিত্য২ আপন মৃত্যুর সম্ভাবনাতে কমবেশ ২০ বৎসর কালক্ষেপণ করিলেন। আর তিনি ৩৩৫ শালে সোর্ নগরের মহা সভাতে বিচারার্থে আনীত হইলে তাঁহার উপরে অনেক ভয়ঙ্কর মিথ্যা অপবাদ অর্পিত হইল। তাহার মধ্যে আর্সেনিয়স্ নামক প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষকে তুমি বধ করিয়াছ, এই একটা অপবাদ দত্ত হইল। পরে আর্সেনিয়সের হস্ত বলিয়া সিন্ধুকে স্থাপিত একটা লবণাক্ত হস্ত ঐ সভাতে দেখাইয়া বলিল, আথানেসিয়স্ ডাইনপনার নিমিত্তে এই হস্ত আপন সঙ্গে রাখে। তাহাতে যখন মহাসভাস্থ লোকেরা বিস্ময়াপন্ন এবং তাঁহার শত্রুরা জয়ী হইল, তখন আথানেসিয়স্ স্থির ও নিঃশঙ্ক হইয়া বিচারকর্ত্তাদিগকে জিজ্ঞাসিল, তোমরা কি উহাকে জান? তাহাদের মধ্যে কয়েক জন হাঁ বলিলে তিনি দ্বার খুলিয়া অতি আশ্চর্য্য ঘটনা দ্বারা ঠিক সেই সময়ে সোর্ নগরে আগত আর্সেনিয়স্কে সভামধ্যে আনিয়া বলিলেন, আমি যাহাকে বধ করিয়াছি এবং যাহার হস্ত কাটিয়াছি, সে কি এই? ইহা

Digitized by Google

বলিয়া তাহার উত্তরীয় বস্ত্র খুলিয়া সেই ব্যক্তির দুই হস্ত দেখাইলেন। তাহাতে তাঁহার বিপক্ষেরা অপ্রতিভ হইল। তথাচ আথানেসিয়স্ অন্য আর এক মিথ্যা অপবাদদ্বারা দোষীকৃত হওয়াতে রাইন নদীর নিকট-বর্ত্তি ট্রেব নগরে তাঁহাকে যাইতে হইল। পরে তিনি পুনরায় সিকন্দরিয়া নগরে আইলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে অন্য তাড়না উপস্থিত হইলে তিনি রাত্রিকালে মন্দিরেতে সকল লোকের মধ্যে আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। তিনি মিসর্ দেশের প্রান্তরে পলায়ন করিয়া আণ্টনিয় নামক এক সন্ন্যাসীর কাছে রহিলেন। এবং আপনার মন্দিরে ও মণ্ডলী স্থিত লোকদের নিকট যাইতে অনুমতি পাইলে কিছু দিন পরে ৩৭২ শালে প্রাণত্যাগ করিলেন।

আরেলিয়স্ অগস্তিনস্, যিনি সাধু অগস্তিন নামে সাধারণ রূপ বিখ্যাত, তিনি ৩৫৪ শালে জন্মিয়া-ছিলেন। তিনি যুব সময়ে শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগী হইয়াও বড় অত্যাচারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে এই মঙ্গল ছিল, তাঁহার মাতা মনিকা নাম্নী সেই দুর্ভাগ্য সন্তানের সুমতির কারণ প্রত্যহ দৃঢ়রূপে প্রার্থনা করি-তেন। এবং তাহার মাতা মিলান নগরের প্রধান ধর্ম্মা-ধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ আম্ব্রোজকে আপন পুত্রের জন্যে প্রার্থনা করিতে কহিলে ঐ আম্ব্রোজ সেই স্ত্রীকে তাহার পুত্রের দুঃখ বিষয়ে সান্ত্বনা দিবার কারণ এই কথা বলিলেন, স্থির হও, যাহার নিমিত্তে এত প্রার্থনা ও অশ্রুপাত করা গিয়াছে, সে কদাচ নষ্ট হইবে না। পরে সেই

Digitized by Google

অগস্তিন আপন জন্মভূমি আফ্রিকা দেশ ত্যাগ করিয়া মিলান নগরে আইলেন। সেখানে অতি মান্য ঐ আম্ব্রোজ তাঁহাকে দেখিয়া অধিক মনোযোগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের কথা পাঠ করিতে তাঁহাকে কাকুতি করিলেন। তিনি এক দিন বিশিষ্ট কয়েক রুমীয় লোকের মন ফিরাণের বিবরণ শুনিয়া বিদীর্ণমনা হওয়াতে উদ্বেগ পূর্ব্বক এক বন্ধুকে কহিলেন, এই লোকেরা বল পূর্ব্বক স্বর্গরাজ্য ধরিয়া লয়। কিন্তু আমরা জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হইলেও পাপরূপ কর্দ্দমে গড়াগড়ি দিই। পরে তিনি বাগানে গিয়া ডুম্বুর গাছের নীচে হাঁটু গাড়িয়া নিথনেলের মত অশ্রুপাত পূর্ব্বক নূতন মন পাইবার জন্যে প্রার্থনা করিলেন। এবং তিনি যখন ঈশ্বরের উর্দ্দেশে প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বোধ হইল, যে লও, পড়, এই কথা বার ২ নিকটস্থ প্রাঙ্গনে কর্ণগোচর হইল। তাহাতে ধর্ম্ম পুস্তক পড়িবার কারণ এই পরামর্শ যে ঈশ্বর দত্ত, ইহা বুঝিয়া রুমীয় লোকদের প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র খুলিলে ১৩ অধ্যায়ের ১২, ১৩, ১৪ পদ তাঁহার নয়ন গোচর হইল। যথা, "অতএব রঙ্গরস ও মত্ততা ও লম্পটতা ও বিরোধ ও ঈর্ষা ও বিবাদ প্রভৃতি রাত্রিকালের ক্রিয়া সকল পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি কীর্ত্তির উপযুক্ত সজ্জা গ্রহণ পূর্ব্বক দিবসের বিহিত সরল আচরণ যেন করি। তোমরা শারীরিক সুখাভিলাষ পরিপূর্ণ করণের আয়োজন না করিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্ট রূপ বস্ত্রেতে বস্ত্রান্বিত হও"। এই কথা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে তিনি তদবধি প্রভু

Digitized by Google

যীশুর সেবা করিয়া কালক্ষেপ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি যে ঈশ্বরের নিকট দয়া পাইয়াছিলেন, এই সুসমাচার জানাইবার জন্যে আপন মাতার নিকট শীঘ্র গেলেন। তাহাতে সেই ধার্ম্মিক মনিকা নাম্নীর যে কত আহ্লাদ এবং কৃতজ্ঞতা জন্মিল, তাহা কে না বুঝিতে পারে। অগস্তিন আফ্রিকাদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ধর্ম্মোপদেশকের কর্ম্মে মনোযোগ করিলেন। পরে হিপ্পো নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ হইলেন। অবশেষে বাণ্ডাল লোক কর্ত্তৃক সেই স্থান আক্রমণ করিবার কালে অর্থাৎ ৪৩০ শালে প্রাণত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ লোকদের মত তিনি তৎকালের ভুল ভ্রান্তি হইতে মুক্ত ছিলেন না, কিন্তু যীশু দ্বারা ঈশ্বরের বিনামূল্যে যে অনুগ্রহদান এতদ্বিষয়ের প্রসঙ্গই তাঁহার প্রিয় ছিল। এবং তিনি তৎকালে ধর্ম্মোপদেশের বিষয়ে সকলাপেক্ষা যথার্থ রূপে প্রধান মান্য থাকাতে তৎকৃত গ্রন্থ সকল যাহা আমরা পাইয়াছি, তাহাহইতে যেমন জ্ঞান পাইবার অপেক্ষা করিতে হয়, তদুপযুক্তই সে সকল বটে। কারণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিষয়ে এবং তাহার মর্ম্মবোধ বিষয়ে ভাণ্ডার স্বরূপ সেই সকল পুস্তক।

তৎকালে যীশুর আরও অনেক বিশ্বাসি ধর্ম্মোপদেশক ছিল বটে, কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী হইয়া খ্রীষ্টীয়ানদের অধর্ম্ম ও অসদাচার বাড়াইল, এমন ধর্ম্মোপদেশকের সংখ্যা অধিক ছিল। ৪০০ সাল সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই খ্রীষ্টীয়ানদের এমত কুব্যবহার হইয়া উঠিল, যে তাহার দমনার্থে মহাসভাস্থ লোকদিগকে অনেক

Digitized by Google

ব্যবস্থা নিরূপণ করিতে হইল। কিন্তু ৫০০ শালের মধ্যে ছোটবড় সাধারণ খ্রীষ্টীয়ানদের ব্যবহার পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মন্দ হইয়া উঠিল। দেবপুজকদের বর্ত্তমানকালে যেরূপ ছিল সেই রূপ হইল। সে কি না খ্রীষ্টীয়ান রাজাদের সভা লম্পটতা ও দৌরাত্ম্য ও কুমন্ত্রণা এবং সর্ব্বদা উচ্চপদ ও জয় লাভের আকাঙ্খা ইত্যাদি সকল প্রকার কুব্যবহারে পরিপূর্ণ ছিল। দেবপুজকদের মত যুক্তি বিরুদ্ধ ধর্ম্মও রীতি এবং সকল প্রকার পাপ খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে শীঘ্রই ব্যাপ্ত হইল। লোকেরা নানা প্রকার দুষ্টাচার করিয়া রবিবার ও উপবাসের দিন কাটাইত। এবং ঈশ্বরের সেবা করিতে যে একত্র হওয়া তাহাতে মনোযোগী ছিল না। যাহারা খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক নাম মাত্র খ্রীষ্টীয়ান ছিল। এবং তাহারা পাপ ও কুব্যবহারের বিষয়ে দৃঢ়রূপে খেদ না করিয়া, অর্থাৎ মন না ফিরাইয়া, কেবল দান আর যে ক্রিয়াকে লোকে পুণ্যক্রিয়া করিয়া মানে তাহাতেই মুক্তির কারণ বুঝিয়া করিত। এইরূপে ধর্ম্মনাশ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিকস্থ অর্থাৎ গ্রীক মণ্ডলীর মধ্যে ব্যাপিয়াছিল। এতএব যে শক্ত কোড়াদ্বারা তাহারা কয়েক শত বৎসর পর্য্যন্ত শাস্তি পাইল, পরমেশ্বর খ্রীষ্টীয়ানদের দুষ্টতা ও আলস্য দেখিয়া সেই কোড়া যে গুপ্তভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা আশ্চর্য্য বোধ করি না।

Digitized by Google

চতুর্থ খণ্ড।

অন্ধকার স্বরূপ মহম্মদীয় ধর্ম্ম বিস্তারের বিবরণ।

খ্রীষ্টের ধর্ম্মভ্রষ্ট মণ্ডলীর পক্ষে যিনি অন্য তাড়নাকারী অপেক্ষা অধিক ভয়ঙ্কর কোড়া স্বরূপ সেই মহম্মদ্ ৫৭০ শালে আরব্দেশের লাল সমুদ্রের নিকট মক্কা নগরে জন্মিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে২ তাড়না উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে মন্দ না হইয়া বরং খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের পক্ষে যে ভাল হইল, তাহা পূর্ব্বোক্ত বিবরণে প্রকাশিত আছে। কিন্তু মহম্মদীয় ধর্ম্মের যে প্রচণ্ড রূপে ব্যাপ্ত হওয়া সে ঈশ্বরের যথার্থ বিচারে নিতান্ত শাস্তি স্বরূপ। কারণ ঈশ্বর এই তাড়না দ্বারা মন পরিবর্ত্তন ও সদ্ব্যবহার করণার্থে খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীকে যে চেতনা দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা মনোযোগ করিল না।

মহম্মদ্ প্রথমে ব্যবসায়ি লোক ছিলেন, এবং বাণিজ্যের নিমিত্তে নিকটবর্ত্তি দেশে ভ্রমণ করিবাতে যিহূদীয় ও খ্রীষ্টীয়ান লোকদের ধর্ম্ম বিষয়ক তাবৎ রীতি জ্ঞাত ছিলেন। তিনি ইব্রাহীমের সন্তান যে ইস্মায়েল্ তদ্বংশীয় ছিলেন। এবং যিহূদীয় ও খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম হইতে অনেক বিষয় সংগ্রহ করাতে অনায়াসে স্বকল্পিত এক নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করিতে পারিলেন। তিনি সকল লোককে এই রূপ শিক্ষা দিতেন, যে "ঈশ্বর এক, এবং আমি মহম্মদ্ সর্ব্ব প্রধান ভবিষ্যদ্বক্তা, মূসা ও যীশু হইতেও বড়, মনুষ্যদের প্রতি যাহা২ ঘটিয়া থাকে, তাহা অনিবার্য্য অদৃষ্ট দ্বারা পূর্ব্বেই নির্ধারিত হইয়া থাকে, এবং

Digitized by Google

মরণানন্তর সকল লোককেই ভাল মন্দ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়”। তাঁহার ধর্ম্মের প্রধান বিধি এই ২ নিরূপিত সময়ে অনেক বার প্রার্থনা করা, এবং দরিদ্রদিগকে দান দেওয়া, ও ত্বক্‌ছেদ করা, ও উপবাস করা, এবং মক্কা নামক তীর্থ যাত্রা করা, আর মদ্যপান না করা। তবে কি না অনেক স্ত্রী বিবাহ করিতে এবং অনায়াসে স্ত্রী ত্যাগ করিতে অনুমতি দিলেন। এবং নিত্য ২ শারীরিক সুখভোগের স্থান পরলোক, ইহাও সকল লোককে জানাইলেন। এইরূপ শিক্ষা দেওয়াতে অনেক লোক যে তাঁহার মতাবলম্বী হইল ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ৪০ বৎসর বয়সে ঈশ্বরের দূত জিব্রায়েল্ আমাকে দেখা দিয়া এই সকল বিধি জানাইলেন, ইহা বলাতে অনেক দেশীয় লোক তাঁহার পশ্চাৎগামী হইল। এবং তিনি অনেক আশ্চর্য্য কর্ম্মের বৃত্তান্ত কহিয়া লোকদের সাক্ষাতে কয়েকটা কল্পিত আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখাইবাতে তাঁহার উপদেশ যে ঈশ্বরদত্ত, ইহা লোকদের মনে নিতান্ত বিশ্বাস জন্মিল। যদ্যপিও এইরূপ হইল, তথাপি তাঁহার অনেক বিপক্ষ হওয়াতে তিনি ৬২২ শালে তাড়িত হইয়া মক্কা হইতে মদিনাতে পলায়ন করিলেন। সেই সময়াবধি মুসল্‌মানেরা শাল গণনা করিয়া থাকে। এবং সেই সময়ে ভবিষ্যদ্বক্তার পলায়ন প্রযুক্ত তাহাদের সন হিজরী সন বলিয়া খ্যাত হইল। মদিনা নগরে তাঁহার শিষ্যদের সংখ্যা এমনি বাড়িল, যে ৬৩০ শালে তিনি দশ হাজার লোককে সঙ্গে লইয়া মক্কা নগর আক্রমণ করিলেন। তাহার পর তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত ও ভবিষ্যদ্বক্তা ইহা যেন তাবৎ

Digitized by Google

রাজারা স্বীকার করে, এই কারণ তিনি রাজাদের নিকট দূত পাঠাইলেন। এবং খড়্গদ্বারা আপন ধর্ম্ম ব্যাপ্ত করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মানস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি ৬৩ বৎসর বয়সে ৬৩২ শালে প্রাণ-ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর কোরাণ নামক গ্রন্থে তাঁহার উপদেশ সকল সংগৃহীত হইল। এবং সেই গ্রন্থকে তন্মতাবলম্বিরা ধর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়া মানে। সেই গ্রন্থ অসম্ভব মিথ্যা গল্পেতে পরিপূর্ণ। কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মগ্রন্থের কয়েক বৃত্তান্তও মিশ্রিত আছে। তাঁহার উত্তরাধিকারি খলিফারা কয়েক বৎসর মধ্যেই তাবৎ সুরিয়া দেশ যিরুশালমের সহিত ও পালেস্তাইন্ দেশ ও পার্সি ও মিজঅরাম্-নহরয়িম ও মিসর ও আশিয়ামাইনর দেশ জয় করিলেন। যে কেহ তাঁহাদের বিপক্ষ ছিল তাহাদিগকে খড়্গেতে হত করিলেন, এবং অনেক মন্দির ও নগর নষ্ট করিলেন, এবং তত্তদ্দেশস্থ তাড়িত লোকদিগকে মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রাহ্য করাইলেন। লিখিত আছে, মহম্মদের মৃত্যুর পর অতি অল্পদিন অর্থাৎ ১২ বৎসর মধ্যেই আরবি লোক কর্ত্তৃক ৩৬০০০ নগর ও গড়, ৪ হাজার খ্রীষ্টীয়ান মন্দির নষ্ট হইল। যদি এত উপদ্রুব না হইত, তবে আমার আহ্লাদ হইত। কিন্তু আমরা এই নিশ্চয় জানি, উহাদের জয় শীল যাত্রা পঙ্গপালের ঝাঁকের মত হইয়াছিল, এবং বিনাশকারি পতঙ্গ দ্বারা যেমন উপদ্রুব হয় তাহাদের দ্বারাও তদ্রূপ উপদ্রুব হইল। খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীতে আবৃত উত্তর আফ্রিকা দেশের তাবৎ অঞ্চল

Digitized by Google

তাহারা হস্তগত করিল। এবং সেই অঞ্চলে যীশুর ধর্ম্ম এমনি সংপূর্ণরূপে উঠাইয়া দিল যে তাহার এক চিহ্ন মাত্রও রহিল না। কেবল মিসর দেশ কপ্‌টিক্ নামক খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা এবং পার্সি দেশে নেষ্টোরিয়ন খ্রীষ্টীয়ানেরা ও অন্য২ স্থানে কয়েক ক্ষুদ্র খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী থাকিল। কিন্তু শক্ত তাড়না ভোগ করাতে ক্রমে২ তাহারা অতি নীচ ও দুঃখি দশাগ্রস্ত হইল।

খলিফাকে মনোনীত করণ বিষয়ে আরব লোকেরা পরস্পর বিবাদ করিল। এবং ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা ঐ বিবাদে নিবিষ্ট থাকাতে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা ঐ কয়েক বৎসর সুস্থির থাকিল। এই বিবাদে মুসলমান লোকেরা সিয়া ও সুন্নি এই দুই দল বিভক্ত হইল। যাহারা কেবল কোরাণকে ধর্ম্মপুস্তক বলে, সেই সিয়া মতাবলম্বিরা বিশেষতঃ পার্সি দেশে বাস করে। কিন্তু অন্য মতাবলম্বিরা প্রথম চারি খলিফার কথাকেও মান্য করে। ৬৬৮ শালে মুসলমান লোকেরা পুনরায় অন্য২ দেশ আক্রমণ করিতে লাগিল। এবং কনষ্টাণ্টীনোপল নগরকে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া থাকিল। কিন্তু গ্রীক্‌অগ্নি নামক এক বলবৎ উপায় দ্বারা সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে হইল। তাহারা ৭০০ শালের পর আফ্রিকা দেশের তাবৎ অঞ্চল জয় পূর্ব্বক যাত্রা করত আট্লাণ্টীক সমুদ্রের কিনারা পর্য্যন্ত পৌঁছিবাতে জীব্রা-ল্টার খাড়ি পার হইয়া স্পেন দেশে যাইতে পারিল। এবং ইউরোপের তাবৎ দেশ দিয়া গমন করিয়া কনষ্টা-ণ্টীনোপল নগরকে স্থল পথে গিয়া আক্রমণ করিতে

Digitized by Google

মনস্থ করিল। পরে স্পেন দেশাধিকারী বিসিগাথের রাজা আরবীদের সঙ্গে দীর্ঘকাল স্থায়ি ও রক্তারক্তি যুদ্ধ করিয়া প্রজাদের সহিত প্রাণত্যাগ করাতে আরবী লোকেরা বিনা বাধাতে স্পেন দেশে গিয়া পিরিনি নামক পর্ব্বত শ্রেণীকে পার হইয়া লাইন ও বের্জাসোঁ নগরে পৌঁছিতে পারিল। তাহাতে যেমন ৩০০ বৎসর পুর্ব্বে পুর্ব্বদিক হইতে হূন লোকদের যাত্রাতে পশ্চিমদিকস্থ মণ্ডলীর সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা হইয়াছিল, পশ্চিম দিক্ হইতে আরবী লোকদের বেগগমনেও তদ্রূপ হইল। ফ্রান্সও জের্ম্মানী দেশ কম্পান্বিত হইল। কিন্তু শালন ক্ষেত্রের ঘোরতর যুদ্ধে খ্রীষ্টমণ্ডলী যেমন রক্ষা পাইয়াছিল পৈটি-য়র নগরের নিকটে ৬ দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধেও খ্রীষ্টমণ্ডলী তদ্রূপ রক্ষা পাইল। সেই যুদ্ধে শার্লমার্টেল্ নামক সাহসী এক ব্যক্তি ফ্রাঙ্কলোকের সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া ৭৩২ শালের অক্টোবর মাসে আরবী লোককে বহুকষ্টে সম্পুর্ণরূপে পরাজয় করিয়া স্পেনদেশে তাড়াউয়া দিলেন। ও সেই সময়াবধি তাহারা তৎদেশের সীমা লঙ্ঘিতে আর চেষ্টা করিল না।

তৎকালে খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর উপর যে উপদ্রব উপ-স্থিত হইয়াছিল, সে অতি ভয়ঙ্কর। ঐ নিষ্ঠুর যুদ্ধে লক্ষ ২ খ্রীষ্টীয়ান লোক হত হইল। এবং সহস্র ২ মণ্ডলী ভূমি-সাৎ হইল। আর আরবী লোকদের খড়্গের ভয়ে অনেক ২ খ্রীষ্টীয়ান লোক ঐ মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তার মত গ্রাহ্য করিল। দেখ যিশাইয়া ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে ১ অ-ধ্যায়ের ৭। ৮। ৯ পদে, যেরূপ লিখিত আছে, তৎকালে

Digitized by Google

পূর্ব্বদিক্স্থ মণ্ডলীর দশাও তদ্রূপ হইল। যথা "তোমাদের দেশ উচ্ছিন্ন হইয়াছে, তোমাদের নগর সকল অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে, বিদেশি লোকেরা তোমাদের দেশ ভোগ করিতেছে, এবং বন্যাতে নষ্ট দেশের ন্যায় তোমাদের দেশ শূন্য হইয়াছে, দ্রাক্ষাক্ষেত্রের টঙ্গ ও সশা বাগানের কুড়িয়া ও শত্রুবেষ্টিত পরাজিত নগর যেমন ত্যক্ত হয় তদ্রূপ সিয়োনের কন্যাও ত্যক্ত হইয়াছে, পরাক্রমশালি পরমেশ্বর যদি অবশিষ্ট কয়েক জনকে না রাখিতেন, তবে আমরা সিদোম ও অমোরা নগরের ন্যায় হইতাম"।

পঞ্চম খণ্ড।

মণ্ডলীর বৃদ্ধি বিষয়ক অন্য২ বিবরণ।

তৎকালীন অসভ্য জের্ম্মানী দেশে যে২ প্রেরিত লোকেরা ধর্ম্ম রূপবীজ ছড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আরও কয়েক ব্যক্তির বিবরণ জানাইবার জন্যে ঐ দেশের বিষয় পুনরায় লিখি। পূর্ব্বে খ্রীষ্টধর্ম্মের ক্ষেত্র স্বরূপ দানুব নদীর নিকটস্থ যে সকল দেশ উচ্ছিন্নকারি বিদেশি লোকদের আগমনে অনেক কালাবধি নষ্ট হইয়াছিল, সেই সকল দেশে সাড়ে ছয় শত শালে এম্মরান ও আমান্দ এবং রূপর্ট নামক ব্যক্তিরা সুসমাচার প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তাহাদের আগমনের কিছুদিন পরে থুরীঙ্গীয়া নামক দেবপূজকদের দেশ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের কথা ব্যাপ্ত হইল। ৬৮৫ শালে ওয়র্জবর্গ নামক যে নগরে গড়সবর্ট নামে ঐ দেশের ডিউক অর্থাৎ কর্ত্তা বাস করিতেন। সেই নগরে কিলিয়ান নামক এক আইরিস

Digitized by Google

মস্ক গিয়াছিলেন, থুরীঙ্গীয় লোকেরা সাধারণ রূপে য়োদিন ও থর এবং ফ্রেয়া এই তিন প্রকার জের্ম্মানী লোকদের প্রতিমা ও তাহা ছাড়া হল্লা ও পুস্তেরিক নামক আপন ২ দেবতাকে পূজা করিত। শেষ লিখিত প্রতিমা দুই হস্ত উচ্চ ও কদর্য্য ও পিত্তলময় ছিল। সেই প্রতিমার ফাঁপা গড়ন থাকাতে তাহাতে কয়েক সের জল ধরিত এবং তাহার মুখেতে দুইটা গোল ছিদ্র ছিল। সেই প্রতিমার সংভ্রমার্থে যখন উৎসব হইত, তখন সেই প্রতিমাকে জলেতে পরিপূর্ণ করিয়া ছিপি দিয়া দুই ছিদ্র বন্ধ করিত। পরে সেই জল তপ্ত করিবার কারণ ঐ প্রতিমাকে অগ্নির উপর রাখিত। জল তপ্ত হইয়া ফুটিবাতে ভয়ঙ্কর শব্দ পূর্ব্বক ছিপি বাহির হইলে ঐ তপ্ত জল ভ্রান্ত লোকদের মুখের উপর পড়িত। পূর্ব্বে এই মত ঠাকুর পূজা করিত। যদি ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদের নিকটে অমূল্য সুসমাচার না পাঠাইতেন, তবে আমরা এক্ষণেও হিন্দুদের মত এইরূপ দেবপূজাতে রত থাকিতাম।

কিলিয়ান মেনদেশের তাবৎ অঞ্চলে কৃত কার্য্য হইয়া মঙ্গল সমাচার প্রচার করিলেন। এবং গডসবর্ট নামক ডিউক প্রথমতঃ বাপ্টাইজিত হইলেন। আর তাঁহার পারিষদ লোকদের অনেকেই এবং ফ্রাঙ্ক দেশের পূর্ব্বদিকস্থ প্রায় তাবৎ অঞ্চলস্থ লোক কিছু দিন মধ্যেই তদ্মত বাপ্টাইজিত হইল। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাতে কিলিয়ানের দশা যোহন বাপ্টাইজকের মত হইল। ঐ ডিউক হেরোদের মত আপন ভ্রাতার স্ত্রী গাইলেনকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিলিয়ান তাহাকে হঠাৎ কোন কথা বলি-

Digitized by Google

লেন না, কিন্তু যখন তাঁহার প্রতি ঐ ডিউকের বিশ্বাস জন্মিল, তখন ঐ সম্বন্ধ দ্বারা যে পাপ জন্মে, এবং ঐ সম্বন্ধ যে অবশ্য ত্যাজ্য, তাহা তাহাকে জানাইলেন। ঐ ডিউক তাহা করিতে স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তৎকালে তাহাকে যে যুদ্ধ যাত্রাতে যাইতে হইল, সেখানহইতে প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত ঐ বিষয় স্থগিত থাকিল। ঐ ডিউকের অনবস্থান ৬৮৮ শালে গাইলেন নাম্নী স্ত্রী ঐ কিলিয়ানকে এবং তাঁহার সহকারি যীশুর শিষ্যদিগকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া মস্তকচ্ছেদন করাইলেন। পরে তাহাদিগকে যাজকীয় বস্ত্র পরিধান করাইয়া মঙ্গল সমাচার গ্রন্থ এবং এক প্রকার ডিবা হস্তে দিয়া ক্ষুদ্র অশ্বশালে পুতিয়া রাখিলেন। উক্ত আছে, যাহার দ্বারা ঐ শিষ্যেরা নষ্ট হইয়াছিল, এবং যে ব্যক্তি তাহা করাইয়াছিল, তাহারা ঈশ্বরের যথার্থ বিচার এড়াইতে না পারিয়া অতি ভয়ঙ্কর রূপে প্রাণত্যাগ করিল। এবং যে ২ দেশস্থ লোকেরা অতি মান্য কিলিয়ান দ্বারা মঙ্গল সমাচার প্রথমতঃ পাইয়াছিল, তাহারা অনেক শত বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার স্মরণার্থে এক মহোৎসব করিল।

প্রায় তৎকালে ওমর এবং লণ্ডবর্ট ও হুবর্ট এই তিন জন ব্রাবাণ্ট এবং ফ্লান্ডর্স দেশে দেবপূজকদের যুক্তি বিরুদ্ধ ধর্ম্মরূপ যে জঙ্গল ভূমি তাহা চাষ করিতে যত্ন করিল। এবং ফ্রীস্‌লাণ্ড দেশীয় লোকদিগকে সুসমাচার জানাইবার জন্যে যীশুর ১২ জন শিষ্য ক্ষুদ্র দল বদ্ধ হইয়া ইংলাণ্ড দেশ হইতে সেই দেশে গেলেন। উহাদের

Digitized by Google

মধ্যে কয়েক জন রাজ বংশীয় ছিল, এবং উই-ল্লিব্রড্ নামক ব্যক্তি তাহাদের দলপতি ছিল। কমবেশ ৬৯০ শালে তাহারা উত্রেক্ট নগরে আইলেন। কিন্তু ঐ ফ্রিস্লাণ্ড দেশীয় লোকেরা আপনাদের ধর্ম্ম যে দেবপূজা তাহার বদলে যীশুর ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক ছিল। এবং রাড্বড নামক উহাদের রাজা ঐ দ্বাদশ জনের স্বপক্ষ না হইয়া বিপক্ষ হইলেন। আর রাইন্ নদীর দক্ষিণ ভাগস্থ সাক্সন লোকেরা তাহাদের বিপক্ষ হইয়া এক বিবাদে তাহাদের মধ্যে এওয়াণ্ড নামক দুই ভ্রাতাকে বধ করিল। উহাদের মধ্যে সুইড্বর্ট নামক এক ব্যক্তি বর্গ নামক জঙ্গলময় দেশে মঙ্গল সমাচার স্থাপন করিয়া এক মনাস্ত্রি নির্ম্মাণ করিলেন। উইল্লিব্রড্ প্রথমতঃ অনেক দুঃখ ও পরিশ্রম করিয়া অবশেষে ফ্রিস্লাণ্ড দেশে এমনি কৃতকার্য্য হইলেন, যে সেখানের রাজা রাড্বড্ ও বাপ্টাইজ হইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তিনি বাপ্টাইজ হওনার্থে জলের মধ্যে এক চরণ রাখিয়া ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষকে বলিলেন, হে গুরো, আমার পূর্ব্ব পুরুষদের বিষয়ে তুমি কি বুঝ, তাঁহাদের অধিকাংশ স্বর্গে কি নরকে আছেন? তাহাতে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ উত্তর করিলেন, আমি বুঝি অধিকাংশ নরকে গিয়াছেন। তাহা শুনিয়া রাড্বড্ বলিলেন, তবে আমি বুঝি যেখানে অধিকাংশ থাকেন, সেখানে আমার যাওয়া বরং ভাল, ইহা কহিয়া তিনি জল হইতে চরণ তুলিয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে নিতান্ত নিবৃত্ত হইয়া কিছু দিন মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে লোকেরা

Digitized by Google

বুঝিল ঈশ্বরের যথার্থ বিচার প্রযুক্তই এইরূপ ঘটিল। ঐ দেশের অনেক অঞ্চলে খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী স্থাপন ও মন্দির নির্ম্মাণ হইল। প্রতিমার বন সকল বিনষ্ট হইল। এবং খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীস্থ লোকেরা নির্ভয়ে ঈশ্বরের কথা প্রচার করিতে পাইল।

উইল্লিব্রুড্ ৩ বৎসর পর আপন কর্ম্মের ফল দেখিতে পাইলেন। এবং তাঁহার কুটুম্ব উইন্ফ্রীড্ নামক ব্যক্তি দেবপূজকদের প্রতি কৃপা করিয়া ইংলাণ্ডহইতে জর্ম্মেনী দেশস্থ প্রেরিতদের সঙ্গে মঙ্গল সমাচার প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ৩ বৎসর পর্য্যন্ত সাহায্য করাতে উইল্লিব্রুডের পরম সন্তোষ হইল। তিনি উইন্ফ্রীড্কে আপন নিকটে রাখিতে অতি আকাঙ্খী ছিলেন, কিন্তু সেই ব্যক্তি হেস্ ও থুরীঙ্গীয় দেশস্থ দেবপূজক লোকদিগের নিকটে যাইতে নিতান্ত মনস্থ করিয়াছিলেন; একারণ কোন রূপে তাহাকে রাখিতে পারিলেন না। উইন্ফ্রীড্ ৭২২ শালে সেই খানে প্রস্থান করিয়া রাত্রিতে ট্রেব্নগরের নিকটস্থ মনাস্ত্রিতে উপস্থিত হইলেন। পরে প্রাতে ভক্ষণের সময়ে ১৫ বৎসর বয়স্ক কোন এক বালক পাঠশালহইতে ফিরিয়া আসিবা মাত্র তাহাকে লাটিন্ ভাষাতে অনুবাদিত ধর্ম্মপুস্তকের কোন অংশ পাঠ করিতে দেওয়া গেল। তাহাতে সে পাঠ করিলে পর উইন্ফ্রীড্ তাহাকে বলিলেন, হে বালক, তুমি উত্তম রূপে পঁড়িতে পার, কিন্তু যাহা পড়িয়াছ তাহা কি বুঝিতে পার? পরে ঐ বালক পুনরায় পাঠ করিতে লাগিলে উইন্ফ্রীড্ বলিলেন, আর পড়িবার আবশ্যক নাই, কিন্তু

Digitized by Google

তুমি যাহা পড়িয়াছ, তাহা নিজভাষাতে বলিতে পার কি না, ইহা আমি জানিতে চাই। পরে সেই বালক বলিল, আমি তাহা করিতে পারি না। তখন উইন্‌ফ্রীড্ তাহাকে সেই কথার ভাব বুঝাইয়া দিলেন। এবং এই কথা বিস্তার করিয়া বর্ত্তমান লোকদিগের অতিশয় মর্ম্ম ভেদক প্রসঙ্গ করিলেন। তাঁহার কথাতে ঐ বালকের মন এমনি বিদ্ধ হইল, যে সে হঠাৎ আব্বেষের অর্থাৎ ধর্ম্মালয়ের কর্ত্রীর নিকটে গিয়া বলিল, আমি ধর্ম্মপুস্তকের ভাব শিক্ষিবার কারণ ঐ ব্যক্তির সঙ্গে যাইতে চাই। তাহার এই অভিলাষ নিবারণার্থে যে২ যত্ন করা গেল, সে সকল নিষ্ফল হইল। এবং সেই ব্যক্তি আব্বেষকে বলিল, যদি সঙ্গে যাইতে আমাকে ঘোড়া না দেও, তবে আমি হাঁটিয়া যাইব। ঐ বালকের অন্তঃকরণ যে অসাধারণ রূপে বিদ্ধ হইয়াছিল, আব্বেষ তাহা দেখিয়া উহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। ঐ বালকের নাম গ্রেগরী ছিল। জর্ম্মেনী দেশের উত্তর অঞ্চলে যে২ প্রসিদ্ধ লোক মঙ্গল সমাচার প্রচার করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে তিনি অতিমান্য ছিলেন।

উইন্‌ফ্রীড্ প্রথমতঃ হেস্ দেশের আমেনবর্গ নগরে থাকিয়া মঙ্গল সমাচার প্রচার করাতে এমনি কৃতকার্য্য হইলেন, যে ঐ নগর নিবাসি লোকেরা যীশুর ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া কয়েক কাষ্ঠময় ধর্ম্মালয় নির্ম্মাণ করিল। পরে তিনি সেই দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া দেব পূজক লোকদের নিকটে নির্ভয়ে যত্ন পূর্ব্বক মঙ্গল সমাচার প্রচার করিয়া কথা ও কার্য্যের দ্বারা কদর্য্য

Digitized by Google

পুত্তলিকার শক্তি হীনতা জানাইলেন। হেস্‌দেশের নিম্ন ভাগস্থ অঞ্চলের গীস্মার নগরের নিকটে প্রধান দেবতার বাসস্থান বলিয়া অতি পুণ্যস্থান রূপে মান্য ওক্ নামক এক বৃহৎ বৃক্ষ ছিল। উইন্‌ফ্রীড্ তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া নিজ হস্তে সে গাছ কাটিতে আরম্ভ করিলেন। দেব পূজক লোকারণ্য তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল। এবং স্বর্গহইতে অগ্নি আসিয়া ঐ অধার্ম্মিক পাপিলোককে অবশ্য পোড়াইবেক, ইহা মনে ভাবিয়া তাহারা নিকটে থাকিয়া দেখিতে লাগিল। এবং যে পর্য্যন্ত সেই গাছ মড় ২ শব্দ করিয়া ভূমি পতিত ও খণ্ড ২ না হইল, তাবৎ পর্য্যন্ত ঐ উইন্‌ফ্রীড্ ক্ষান্ত হইল না। দেবপূজক লোকদের আপন ২ প্রধান দেবতা এইরূপে নিন্দিত হইলেও কিছু করিতে পারিল না, তাহা দেখিয়া অনেকেই বাপ্টাইজিত হইতে মনস্থ করিল। এবং লোকেরা অত্যন্ত বিনতি করাতে যেখানে ঐ গাছ পতিত হইল, সেখানে সেই কাষ্ঠ দ্বারা এক মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন।

ঐ উইন্‌ফ্রীড্ হেস্ ও থুরীঙ্গীয়া দেশের বড় প্রাচীন প্রতিমাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া যেখানে সেই প্রতিমা ছিল, সেখানে ছোটবড় ধর্ম্মালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত এইরূপ অনেক বৃত্তান্ত কথিত আছে। তিনি ও তাঁহার সঙ্গিলোকেরা মঙ্গল সমাচার প্রচার করিতে যেখানে২ গেলেন, সেখানে২ লোকেরা অতি মনোযোগ পূর্ব্বক তাহাদের কথা শুনিল। এবং তাঁহার কথা শুনিতে চতুর্দ্দিগহইতে ধাবমান হইয়া এত লোকা-

Digitized by Google

রণ্য উপস্থিত হইল, যে স্থানাভাব প্রযুক্ত অনেকবার ক্ষেত্রেতে গিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতে হইল। তিনি থুরীঙ্গীয়া দেশে অনেক ২ মণ্ডলী ও গ্রাম স্থাপন করিলেন। এবং ঐ দেশে এক লক্ষ লোক যীশুর ধর্ম্ম যে গ্রাহ্য করিয়াছিল, তাহা তিনি আপনি বলিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ কর্ম্ম শুনিয়া ইংলাণ্ড দেশের বহু মনাস্ত্রি স্থিত লোকেরা তন্মত করিতে ইচ্ছুক হওয়াতে অনেক উপযুক্ত সহকারি লোক সেই দেশহইতে তাহার নিকটে আইল। জর্ম্মেনী স্ত্রীলোকদিগকে যীশুর ধর্ম্ম শিক্ষাইতে ধার্ম্মিক স্ত্রীলোকেরাও সেই দেশহইতে সমুদ্র পার হইয়া আইল। এইরূপ চুনিত্রুড্ নাম্নী বাবেরিয়া দেশে শিক্ষা দিলেন, থেক্লা নাম্নী কিত্জিন্গেন্ ও ওক্সন্ফর্ট নগরে আর উইন্ফ্রীডের অতি অন্তরঙ্গ লিয়োবা নাম্নী ওয়র্জবর্গ নগরের নিকটস্থ বিশপ্সীম্ নগরে শিক্ষা দিলেন। এবং ওয়ালবর্গিস্ নাম্নী তাহার ভগিনী থুরীঙ্গীয়া দেশের হাইদন্হিম্ নগরে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহে কৃতার্থ হইলেন। উইন্ফ্রীড্ অক্লান্ত হইয়া বাবেরিয়া দেশ এবং পূর্ব্বদিকস্থ ফ্রাঙ্ক লোকদের দেশ পর্য্যন্ত গেলেন। তিনি স্থানে ২ মণ্ডলী ও মনাস্ত্রি স্থাপন করিয়া বিসপ্ অর্থাৎ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিলেন। এবং যেখানে ২ ধর্ম্ম বিষয়ক বিধি লুপ্ত হইয়াছিল, সেখানে ২ সেই বিধিকে মান্য করাইলেন। অযোগ্য ধর্ম্মোপদেশকদিগকে পদচ্যুত করিলেন। এবং তিনি যেখানে ২ গেলেন, সেখানে ২ তাবৎ বিষয় স্থির করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে

Digitized by Google

জর্ম্মেনী দেশের তাবৎ মণ্ডলীকে রুম নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের অর্থাৎ পাপার অধীনে থাকা উচিত বুঝিলেন। এবং তদনুসারে কর্ম্ম করিতে পাপার নিকটে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি তাবৎ জর্ম্মেনী দেশকে পাপার অধীনে ও কর্ত্তৃত্বে আনিলেন। উইন্‌ফ্রীড্‌ অনেক বার রুম নগরে গিয়াছিলেন। এবং পাপা তাহার নাম বনিফাসিয়স্‌ অর্থাৎ শুভকারী রাখিলেন। এবং অর্চ্চ্‌বিসপ্‌ অর্থাৎ সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ,এই উপাধিও তাহাকে দিলেন। কিন্তু তিনি মেণ্টস্‌ নগরের সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে সেই উপাধি ধারণ করিলেন না। উইন্‌ফ্রীড্‌ যেরূপ কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছিলেন, তদনুসারে করিয়া আবশ্যক মতে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিলেন। এবং মন্দির ও মনাস্ত্রি সকল স্থাপন করিলেন। এইরূপ করাতে তিনি মরিলে পর তাঁহার কর্ম্ম স্থগিত হইল না। এবং তাঁহার কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে উপযুক্ত-ব্যক্তিদিগকে উৎপন্ন করণার্থে শিক্ষা স্থানের অভাব হইল না।

বাবেরিয়া দেশের বিখ্যাত বংশীয় স্তুর্মনামক তাঁহার এক শিষ্য জর্ম্মেনী দেশের প্রশস্ত বনে মনাস্ত্রি স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। এবং উইন্‌ফ্রীডের অনুমতি পাইয়া সেই নির্জন বনে উপযুক্ত স্থান অন্বেষণার্থে কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া নৌকাদ্বারা ফুল্‌ডানদীর উজানদিগে গেলেন। কিন্তু তাহারা আপনাদের মানস সিদ্ধ করিতে না পারিয়া আইল। পরে স্তুর্ম একাকী গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া অতি জঙ্গলময় দেশ দিয়া পথি মধ্যে

Digitized by Google

ধর্ম্মগীত গাইতে২ এবং মনে ২ প্রার্থনা করিতে২ পুনরায় গেলেন। যখন রাত্রি উপস্থিত হইল তখন তিনি বনস্থ হিংসুক জন্তু হইতে আপন গরিব গর্দ্দভকে রক্ষা করণার্থে কাষ্ঠ কাটিয়া বেড়া দিয়া আপনি বৃক্ষতলে শুইলেন। এক দিবস অসভ্য স্লাবোনিয় লোকের যে এক দল উলঙ্গ হইয়া নদীতে স্নানার্থে যাইতেছিল, সে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া ঐ স্তুর্মকে বেষ্টন করিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, তুমি কোথা যাইতেছ? আমি আরও বনের ভিতরে যাইতেছি, তিনি ইহা বলিলে তাহারা তাঁহাকে আপন নির্জন পথে যাইতে দিল। যদ্যপি একলা থাকাতে ভয় জন্মে, এমন এক অতি নির্জন স্থান ফুল্ডা নদীর নিকটে পাইলেন, তথাপি আপন আশয় পূরণার্থে তাহা উপযুক্ত বুঝিলেন।

পরে উইন্‌ফ্রীড্ কয়েক শিষ্য সঙ্গে করিয়া ঐ স্থানে আইলেন। প্রথমতঃ তাহারা ঐ স্থানের নিকটস্থ বনের মধ্যবর্ত্তি পাহাড়ে গিয়া আপনাদের কর্ম্ম জন্য আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত্যর্থে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে লাগিল। এইরূপে ৭৪৪ শালে ফুল্ডা নামক প্রসিদ্ধ মনাস্ত্রি স্থাপনের উপক্রম হইল।

উইন্‌ফ্রীড্ ফ্রাঙ্ক লোকের উপর রাজত্ব করিতে পেপিন্‌কে অভিষিক্ত করিলে পর যে ফ্রীস্‌লাণ্ডদেশে ৪৮ বৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রথমতঃ মঙ্গল সমাচার প্রচার করিয়াছিলেন, সেই দেশে ঐ কর্ম্ম করিয়া আপন আয়ুঃক্ষয় করিতে বাঞ্ছা করিলেন। উইল্লিব্রড্ সেই দেশে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত অতি শান্ত রূপে প্রেরিতের কর্ম্ম করিয়া

Digitized by Google

৭৪৬ শালে প্রাণত্যাগ করিয়া আরাম প্রাপ্ত হইলেন তৎকালে তাঁহার অনেক ধার্ম্মিক শিষ্য বর্ত্তমান ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করণার্থে উইন্‌ফ্রীডের তুল্য এক বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ব্যক্তির আবশ্যক ছিল। যখন সেই অতি মান্য ধর্ম্মোপদেশক শেষে ফ্রীস্‌লাণ্ড দেশে গিয়াছিলেন,তখন তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর ছিল। তিনি যুবকালের মত সাহসী ও নির্ভয় হইয়া দেশের মধ্যে ভ্রমণ করত প্রতিমার বন সকল কাটিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। যাহা পতিত হইয়াছিল, পুনরায় তাহার উত্থাপন করিলেন; যে ২ বিষয়ে গোলমাল হইয়াছিল, সেই ২ বিষয় স্থির করিলেন। এবং অনেক সহস্র বালক ও স্ত্রী পুরুষকে বাপ্টাইজ করিলেন। কোন পর্ব্বের দিবসে তিনি ঈশ্বরের সেবা করণার্থে ফ্রীসলাণ্ড দেশীয় তাবৎ বাপ্টাইজিত লোককে কোন ক্ষেত্রে সভা করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনি অতি প্রাতে তাহাদের অগ্রেই সেখানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাহাদের আসিবার পূর্ব্বে দেবপূজকদের অনেক ২ ভারিদল প্রতিমার শত্রুস্বরূপ যে তিনি, তাঁহাকে তদ্দিনে বধ করিতে মন্ত্রণা করিয়া ঢাল বর্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক সসজ্জ হইয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

উইন্‌ফ্রীডের পারিষদ লোকেরা ঐ দেবপূজকদের মহা কোপ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে বাঞ্ছা করিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রতিকূলতা করিতে বারণ করিয়া আপন ধর্ম্মোপদেশক ভ্রাতাদিগের এবং ডিকন লোকদের প্রতি মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, ওহে ভাই সকল

Digitized by Google

তোমরা সাহসী হও, যাহারা কেবল শরীরকে নষ্ট করে, আত্মাকে নষ্ট করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না। তোমরা প্রভুতে আনন্দ কর, এবং তাঁহার উপর ভরসা রাখ। তোমরা যেন যীশু খ্রীষ্টের সহিত নিত্য ২ রাজত্ব করিতে পার, এই জন্যে স্থির হইয়া ক্ষণমাত্র যে মৃত্যু যন্ত্রণা, তাহা ভোগ করিতে প্রস্তুত হও। তিনি এই কথা কহিবা মাত্র দেবপুজকেরা অস্ত্রহীন সেই ক্ষুদ্র দলের উপরে চাপিয়া পড়িয়া বর্ষাতে তাহাদিগকে বধ করিল। যিনি যীশুর নিমিত্তে ক্ষুধা ও উলঙ্গতা ও চোর ডাকাইতের ভয় ও জাগরণ ও উপবাস ও ক্রন্দন এবং পরীক্ষাতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত কালক্ষেপণ করিয়াছিলেন, সেই উইন্‌ফ্রীড্ ৭৫৫ শালে জুন মাসের পঞ্চম দিবসে এই রূপে মরিলেন। তিনি জর্ম্মেনী লোকদের মনঃ পরিবর্ত্তনে সকলাপেক্ষা অতি বিস্তার রূপে বহু যত্নে কর্ম্ম করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এই কারণ জর্ম্মেনী লোকদের প্রেরিত বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

তাঁহার পূর্ব্বোক্ত শিষ্য গ্রেগরী যিনি উত্রেক্ট নগরের মনাস্ত্রিতে তৎকালে শিক্ষা দিতেন, তিনি উইন্‌ফ্রীডের মৃত্যুর পর ঐ মনাস্ত্রির অধ্যক্ষ হইলেন। তিনি সেই স্থানে ইউরোপদেশের উত্তর অঞ্চলে মঙ্গল সমাচার প্রচারার্থে ফ্রান্স ইংলাণ্ড ফ্রীস্‌লাণ্ড থুরীঙ্গীয়া এবং সাক্সন দেশীয় অনেক ২ ধার্ম্মিক শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিলেন। তিনি তাঁহার ছাত্রদের অতি প্রিয়তম ছিলেন। এবং তাঁহার অন্তিম কাল উপস্থিত হইলে তাহারা কান্দিতে ২ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া পরস্পর কানাকানি

Digitized by Google

করিয়া বলিতে লাগিল, ইনি অদ্য মরিবেন না। ৭০ বৎসর বয়স্ক ঐ আদরণীয় ব্যক্তি আপন সমুদায় শক্তি প্রকাশ করিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা আমার নিকট বিদায় হও, অদ্য আমাকে যাইতে হইবেক। পরে তিনি মন্দিরে বেদির সম্মুখে আপনাকে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। এবং সেখানে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক প্রভুর ভোজন লইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

আমরা পূর্ব্বোক্ত যীশুর ঐ শিষ্যদের বৃত্তান্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক বিস্তার রূপে লিখিলাম, কেননা সেই অন্ধকারময় সময়ে সত্য খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে এই কয়েক জন ছাড়া প্রায় অন্যের বৃত্তান্ত পাই না। এবং মণ্ডলীর ইতিহাসে সত্য খ্রীষ্টীয়ানের প্রস্তাব না হইলে কোন ফল ও আহ্লাদ জন্মে না। তাহাদের যে অনেক ভুল ও দোষ ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু ঐ সময়ে লোকদের বড় অজ্ঞানতা ছিল, এই কারণ তাহা আশ্চর্য্য নহে। তবে কি না তাঁহারা আপনাদের কয়েক তোড়া গামছাতে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন না, কিম্বা মৃত্তিকা খনন করিয়া তন্মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলেন না। অর্থাৎ তাঁহারা আপন ২ বুদ্ধি ও শক্ত্যনুসারে ঈশ্বরের সেবাতে উদ্যোগী ছিলেন।

পূর্ব্বে জর্ম্মেনীদেশে দেবপূজকদের নিকট যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম প্রচার করা তাহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে হইত না। কিন্তু ফ্রাঙ্কলোকদের রাজা শার্লমেন যিনি এই কালে কাইসরের রাজত্বপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, এবং ইউরোপের অধিকাংশ যাঁহার বশীভূত ছিল, তিনি

Digitized by Google

অসভ্য দেবপূজক সাক্সন লোকদের সঙ্গে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিয়া উহাদের মধ্যে অনেককেই যীশুর ধর্ম্ম বল পুর্ব্বক গ্রাহ্য করাইলেন। পরে অনেক ২ রাজা এই কুরীতি অনুসারেই চলিতে লাগিল। কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার বিষয় পুনঃ স্থাপন করাতে এবং ধর্ম্ম বিষয়ক রীতি ও ধর্ম্মোপদেশকদিগের ব্যবহার শোধন করাতে সার্লমেন অতি মনোযোগী ছিলেন। তৎকালের খ্রীষ্টীয়ান লোকদের রীতি ব্যবহার এমনি বিগড়িয়া গিয়াছিল এবং যাইতেছিল, যে তাহারা নাম মাত্র খ্রীষ্টীয়ান হইয়া দেবপূজকদের মত হইয়াছিল। অসভ্য দেশীয় লোকেরা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিমার বদলে খ্রীষ্টীয়ান ধার্ম্মিকদের প্রতিমাকে মান্য করিত। তাহারা ক্রূশের চিহ্ন করিত ও হাঁটু পাড়িত এবং পাটের্নোস্তের অর্থাৎ লাটিন ভাষাতে প্রভুর প্রার্থনা করিত, কিন্তু তাহার অর্থ কিছু বুঝিত না। কোন কোন দেশে সংবৎসরের মধ্যে দেশের তাবৎ অঞ্চলস্থ লোকেরা একেবারে বাপ্টাইজিত হইয়া কয়েক বৎসর পরেই যে যীশুর ধর্ম্ম অগ্রাহ্য করিল তাহা দেখা গেল। কারণ যে নূতন রীতি বুঝা যায় না, এবং যাহার ফল বোধ গম্য হয় না, এমন নূতন রীতিদ্বারা চিরকালের অভ্যস্ত পুরাতন রীতি অনায়াসে লুপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও কয়েক ধার্ম্মিক লোক যীশুর সেবার্থে আপন ২ তাবৎ বল বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া দেবপূজকদের মন ফিরাইতে ভক্তি ভাবে পরিশ্রম করিল। সে কে না উইল্লেহাড্ নামক ব্যক্তি ব্রেমেন্ এবং সাক্সন্ দেশে, আর লিউড্গর

Digitized by Google

নামক ব্যক্তি ওয়েষ্টফেলিয়া দেশে, এবং আনশ্চার নামক ব্যক্তি দেন্মার্ক ও সুইদেন দেশে, এবং রেমবর্ট নামক ব্যক্তি ব্রান্দেন্বর্গ দেশে। কিন্তু সেই লোকেরা বাপ্টাইজ মাত্র করাতে কিম্বা খ্রীষ্টধর্ম্মের মূলসূত্র মাত্র শিক্ষাইবাতে যে মুক্ত হইতে পারে, ইহা বুঝিয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না। তবে কি না এই নিশ্চয় জানা যায়, তৎকালের যত লোক যীশুর ধর্ম্ম স্বীকার করিল, তাহারা প্রায় সকলেই যীশুর নাম ধারণ করিবার অযোগ্য ছিল। প্রকৃত বিশ্বাস ও উপযুক্ত শিক্ষাদ্বারা যে লোকেরা যীশুর ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রায় এমন কেহ ছিল না। যীশু খ্রীষ্টেতে যে বিশ্বাস কর্ত্তব্য, ইহার পারমার্থিক প্রমাণ জানিয়াই যে লোকেরা বাপ্টাইজিত হইল তাহা নয়, কিন্তু লোভ ও রাজা প্রভৃতির যীশুর ধর্ম্ম গ্রাহ্য করণ, কিম্বা ঐ রাজাদের শাস্তির ভয়, এই সকল কারণেতেই বাপ্টাইজিত হইয়াছিল। এই বিষয়ের অনেক প্রমাণের মধ্যে একটা প্রমাণ দিই। দেন্মার্ক দেশের রাজা হেরল্ড তাবৎ পরিবার ও অমাত্য ভৃত্য লোকদের সহিত রাইন্ নদীর নিকট লুইস্ নামক রাজাধিরাজের রাজধানী ইংগেল্হিম্ নগরে ৮২৬ শালে বাপ্টাইজিত হওয়াতে ঐ রাজাধিরাজের নিকট বিস্তর পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। তৎকালাবধি প্রতি বৎসর ইষ্টর অর্থাৎ যীশুর পুনরুত্থানের দিবসে কয়েক দেন্মার্ক লোক রাজাধিরাজের সভাতে বহুমূল্য বস্ত্র ও অস্ত্র শস্ত্রাদি পুরস্কার প্রাপ্ত্যর্থে বাপ্টাইজিত হইতে আসিত। কোন এক বৎসর এত লোক বাপ্টাইজিত হইতে আসিয়াছিল,

Digitized by Google

যে পুরাতন রীত্যনুসারে শুভ্র বস্ত্র পরিধানের কালে বস্ত্রের অপ্রতুলান হইল। তাহা দেখিয়া রাজাধিরাজ ধর্ম্মাধ্যক্ষদের শণনির্ম্মিত বস্ত্র লইয়া তাহাদের জন্যে অবিলম্বে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে কহিলেন। পরে দেন্মার্ক দেশের উৎকৃষ্ট বংশীয় এক জন বাপ্টাইজিত হইয়া ঐ শণনির্ম্মিত বস্ত্র পাওয়াতে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, ভাল, আমি পূর্ব্বে এখানে ২০ বার আসিয়াছিলাম, প্রতিবারেই বাপ্টাইজ হওনার্থে উত্তম বস্ত্র পাইয়াছিলাম। এই নেকড়া যোদ্ধা লোকদের উপযুক্ত নহে, কেবল শূকর রক্ষকের উপযুক্ত বটে। বহিমিয়া, মরেবিয়া ও হঙ্গেরি, পোলণ্ড এবং রুষিয়া, এই সকল দেশের তাবৎ অঞ্চলে যীশুর ধর্ম্ম তৎকালে যে রূপ ছিল, সেই রূপেই ব্যাপ্ত হইল। এবং যদ্যপি তাহাতে অনেক দোষ ছিল, তথাপি ইহা স্মরণ করা উচিত, যে যেখানে২ যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রাহ্য হইল, সেখানে২ দেবপূজকদের অনেক২ কদর্য্যরীতি লুপ্ত হইল, এবং শান্তি ও বিদ্যা ও সভ্যতার মূল স্থাপিত হইল।

ষষ্ঠ খণ্ড।

মণ্ডলীর ধর্ম্মের অতিশয় ন্যূনতার বিবরণ।

যেখানে যীশুর ধর্ম্ম অনেক দিনাবধি স্থাপিত ছিল, সেই স্থানেও অসভ্য নূতন রীতি দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়াতে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম রূপ বাগান দেবপূজকদের দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত মত যে মন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল,

Digitized by Google

তাহাতে আমরা অধিক আশ্চর্য্য বোধ করি না। দেশদেশান্তরে যীশুর ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হইতে২ তাহার ধর্ম্মও ক্রমে২ বিগড়িয়া গেল। বেল্লার্ম্মীন নামক কার্ডিনেল অর্থাৎ বিশেষ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলেন, অন্য২ কালাপেক্ষা তৎকালে মণ্ডলীর দুর্দ্দশা অতি ঘোরতর ছিল। যেহেতুক দেশাধিপতিরা অধার্ম্মিক ছিল, এবং পাপা সকলও ঈশ্বরের সেবাতে বড় আসক্ত ছিল না। মণ্ডলীর রীতি ব্যবহার শোধনের পরে বর্ত্তমান বারোনিয়স নামক আর এক কার্ডিনেল তৎকালের বিষয়ে এইরূপ বলেন, যে “ সকল ভাল বিষয়ের অভাব এবং কঠিনতা প্রযুক্ত সেই সময় লৌহময়, এবং লোকদের প্রবল দুষ্টতা প্রযুক্ত সীসকময়, আর বিদ্বান লোকদের অভাবে অন্ধকারময় যুগ বলিয়া বিখ্যাত হইবার যোগ্য”। ইহাতে জানাযায় যে তৎকালে মন্দিরের মধ্যে সর্ব্বনাশকারি ঘৃণার্হ বস্তু প্রকাশিত ছিল। দেবপূজক রাজাধিরাজের সময়ে বৈধর্ম্মের গুরু এবং অন্য তাড়নাকারি লোকদ্বারা পূর্ব্বে মণ্ডলীর যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, সে সকল এই সময়ের দুঃখের সহিত তুলনা করিলে প্রায় ছেলিয়া খেলার মত বোধ হয়। রুমান কাথলিকদের মণ্ডলীর দশা কেমন লজ্জাকর। দেখ রুম্‌নগরের ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকেরাও কর্ত্তৃত্ব করিত, এবং তাহাদের ইচ্ছানুসারেই প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদ প্রদত্ত হইত। আর তাহাদের দুষ্টে সঙ্গিলোকেরাও যে পাপার পদে নিযুক্ত হইত, ইহা অতি ঘৃণার বিষয়।

Digitized by Google

যদ্যপি এই রূপ হইল, তথাপি রুম্ নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষের অর্থাৎ পাপার গৌরব ও শক্তি নিত্য২ বাড়িতে লাগিল। দেখ, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পিতরকে এই কথা কহিয়াছিলেন, যে "তুমি পিতর অর্থাৎ প্রস্তর বট, এই প্রস্তরের উপর আমি আপন মণ্ডলী নির্ম্মাণ করিব, তাহাতে নরকের বল তাহাকে পরাজয় করিতে পারিবে না, এবং আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দিব, তাহাতে তুমি পৃথিবীতে যে কিছু বদ্ধ করিবা, তাহা স্বর্গেতে বদ্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যে কিছু মুক্ত করিবা, তাহা স্বর্গেতে মুক্ত হইবে"। অতএব তাহারা আপনাদিগকে পিতরের উত্তরাধিকারী জ্ঞান করিয়া বলিত, যে তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাধ্যক্ষদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে এবং মণ্ডলীর তাবৎ বিষয় মীমাংসা করিতে আমাদের ক্ষমতা আছে। বস্তুতঃ ৬০৭ শালে তৃতীয় বনিফাস নামক পাপা ফোকাশ নামক রাজাধিরাজ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এবং আপনার মণ্ডলীকে তাবৎ মণ্ডলীর মস্তক বলিয়া বিখ্যাত করাইলেন। প্রথম কনষ্টান্টীন নামক পাপা জুষ্টিনিয়ন নামক রাজাধিরাজের সাক্ষাতে লোকদিগকে আপনার চর্ম্মপাদুকা চুম্বন করিতে দিল। আটশত শালের প্রথমার্দ্ধে রুম নগরের পাপা প্রতিমা পূজা বিষয়ক বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে সুযোগ পাইয়া শক্তিহীন গ্রীক রাজাধিরাজকে মণ্ডলীহইতে বহিষ্কৃত করিলেন, এবং রুম নগরকে তাঁহার অধীনতা হইতে মুক্ত করিলেন। পরে ফ্রাঙ্কলোকদের রাজা পেপিন ও শার্লমেন

Digitized by Google

রুম্‌ নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে সেই নগরের চতুর্দ্দিকস্থ তাবদঞ্চল দেওয়াতে প্রভু যীশুর আজ্ঞার বিরুদ্ধে তাহারা অন্য২ রাজার মত কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল। সাংসারিক বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিতে পাপাদের যে ক্ষমতা আছে, পরে লিখিতব্য সপ্তম গ্রেগরী নামক ধর্ম্মাধ্যক্ষ দ্বারা লোকেরা তাহা স্বীকার করিল। এই রূপ না হইলে পতিত মণ্ডলী একত্র হইয়া রক্ষা পাইতে পারিত না; ইহা যদি সত্য হয়, তবে মণ্ডলী যে অনির্ব্বচনীয় রূপে বিগড়িয়াছিল, তাহার আর একটা প্রমাণ হইল। "যেমন মেষপালক তেমনি মেষ" লাটিন ভাষাতে এই এক দৃষ্টান্ত আছে, অর্থাৎ যদি মণ্ডলীর প্রধান কর্ত্তাদের মধ্যে এই রূপ অধর্ম্ম ও কুরীতি চলিত হইল, তবে নীচ পদস্থ ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা যে তাহাদের অপেক্ষা উত্তম হইবেক, ইহা কখন সম্ভবিতে পারে না। অনেক বার প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদ ও অন্য২ লাভ জনক পদ টাকাতে বিক্রীত হইল। এবং সেই সকল পদ কেবল ধনোপার্জনের কারণ মনোনীত হইল। ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা প্রায় এমনি মূর্খ ছিল, যে লাটিন ভাষার প্রার্থনা প্রায় মুখস্থ করিতে পারিত না, এবং অনেকে পড়িতেও পারিত না। কয়েক অধ্যাপকেরা সসজ্জ হইয়া যুদ্ধের সাজে গিয়া লুট ও বধ করিতে কিছু মাত্র শঙ্কা করিত না। মেন্‌স নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ জেরোল্‌ ফ্রাঙ্কলোকের ডিউকের সঙ্গে সাক্সনের বিরুদ্ধে রণ ক্ষেত্রে গেলেন। এবং তিনি এক যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। ঐ ডিউক তাহার পুত্র গেউইল্লিয়েব নামক

Digitized by Google

ব্যক্তিকে ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ গেউইল্লি-য়েব অন্য যুদ্ধ যাত্রাতে আপন পিতার বধকারি সেনাকে অন্বেষণ করণার্থে সাক্সনের ছাউনিতে আপন ভৃত্যকে পাঠাইলেন। ঐ ভৃত্য সাক্সন নাইটের অর্থাৎ সেই প্রধান যোদ্ধার সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে আপন প্রভু ধর্ম্মাধ্যক্ষের সঙ্গে প্রেম ভাবে কথোপকথন করিতে নিমন্ত্রণ করিল। ঐ সাকসন কিছু সন্দেহ না করিয়া আপন ঘোড়াতে চড়িয়া ইউজের নদীর মধ্যে গেলে পর ঐ গেউইল্লিয়েব অশ্বারোহণ করিয়া মিলনার্থে নদীমধ্যে গিয়া হঠাৎ তাহার বক্ষঃস্থলে একবারে খড়্গ ডুবাইয়া দিয়া বলিলেন, আমার পিতার মৃত্যুর ফল এই। পরে মেন্স নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার এই রূপ কর্ম্মে মণ্ডলীস্থ লোকেরা বিরক্ত হইল না। এবং তিনি পুন-রায় ধর্ম্মাধ্যক্ষের কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

শার্লেমেন আপনি মণ্ডলীতে উত্তম রীতি পুনঃস্থাপন করিতে মনোযোগী ছিলেন। তিনি অনেক ধার্ম্মিক বিদ্বান্ লোককে আপনার নিকটে রাখিলেন। এবং অনেক পাঠশালা স্থাপন করিলেন। মণ্ডলীর রীতি সকল পুনঃশোধন করিলেন। আর অনেক২ মন্দ রীতি রহিত করিয়া দিলেন। কিন্তু মণ্ডলী অতি বিস্তাররূপে বিগড়িয়া যাওয়াতে এত কুরীতি চলিত হইয়াছিল, যে অল্পকাল জীবি এক মনুষ্য দ্বারা তাহা শোধরাণ যায় না। সত্য-ধর্ম্মের উৎপাদনার্থে এবং ক্রমে২ কালের মন্দগতি হইতে পলায়নকারি ধার্ম্মিক লোকদের আশ্রয়ার্থে যে মনাস্ত্রী সকল পুর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল, প্রায় সে

Digitized by Google

সকল মনাস্ত্রি ভাবৎ পাপের আকর হইয়াছিল। এবং যে দেশে যীশুর ধর্ম্ম অনেক দিনাবধি প্রকাশিত ছিল, সেখানেও মনাস্ত্রি সকল ঐ অধর্ম্মের প্রতিবন্ধক হইল না। ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা খ্রীষ্টীয়ানদিগকে অদৃশ্য বিষয়ে মনোযোগ করিতে যত্ন না করিয়া দৃশ্যবিষয়ে মনোযোগ করিতে সাধ্য পর্য্যন্ত যত্ন করিল। অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম্মের উপর বিশ্বাস করিতে প্রবর্ত্ত না করিয়া মিথ্যা কল্পিত ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস করিতে লোকদিগকে লওয়াইল। মূসা প্রান্তরের মধ্যে পিত্তলময় সর্পকে যে ভাবে স্থাপন করিয়াছিলেন, যিহূদীয়েরা সেই ভাব না বুঝিয়া আহাজ রাজার কালে যেমন তাহার পূজা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহারাও যিহূদীয়দের ন্যায় ক্রূশে হত ও স্বর্গে উন্নত যে যীশু খ্রীষ্ট তাঁহার উপর ভরসা না রাখিয়া ক্রূশের চিহ্ন ও ক্রূশ যন্ত্রের উপর ভরসা রাখিল। যীশু খ্রীষ্টের নামার্থে যাঁহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মত ব্যবহার না করিয়া ঐ ধার্ম্মিকদের পচা হাড় ও ত্যাজ্য বস্তুর পূজার্থে তাহা সংগ্রহ করিত, আর তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া তাহার নিকট প্রার্থনা করিত। ৫০০ শালের মধ্যেই খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা যীশুর ও কুমারী মরিয়মের এবং প্রেরিতদের ও যীশুর নামার্থে মৃত ধার্ম্মিকদের ও অন্য২ ধার্ম্মিকদের প্রতিমার পূজা যে অনুচিত তাহা করিত। এবং মৃত ধার্ম্মিক লোকেরা ঈশ্বরের নিকটে গিয়া মধ্যস্থালি করে, ইহা ভাবিয়া ৭০০ শালে তাহাদের নামে লোকেরা প্রার্থনা করিত। গ্রীক মণ্ডলীর মধ্যে প্রতিমা পূজার বিষয়ে অনেক

Digitized by Google

দিন পর্য্যন্ত ঘোরতর বিবাদ হইল। এবং ফ্রাঙ্কফটন-গরের সভাতে শার্লমেন যদ্যপি তাহা করিতে নিবারণ করাইলেন, তথাপি পশ্চিম দিকস্থ মণ্ডলীতে পাপাদের আজ্ঞাতে ও যত্নদ্বারা সেই রীতি আরও প্রবল হইয়া উঠিল। যে সকল অধর্ম্ম দ্বারা মণ্ডলী চিহ্নিত হইবে, সেই সকল অধর্ম্মের মধ্যে অগ্নি ও খড়্গ দ্বারা ধার্ম্মিক দিগের তাড়না ব্যতিরেকে তাবৎ অধর্ম্মই তৎকালে প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু দুই তিন শত বৎসর পরে ধার্ম্মিক দিগের তাড়নাও আরম্ভ হইয়াছিল। সেই সময়ে সত্য খ্রীষ্টীয়ান ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। এবং তাহাদের মধ্যে কেবল কয়েক জন সত্য ধর্ম্মের বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞানী হইয়া ঐ সকল গোলমাল দেখিয়া তাহা দমন করিতে চেষ্টা করিলেন।

এই রূপ হইলেও খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর কয়েক চিহ্ন থাকিল। এবং মিথ্যা উপদেশ ও কুব্যবহারের যে প্রবলতা আর কর্তৃত্বের প্রতি পাপার যে দাবি, তদ্বিষয়ে কেহ২ প্রতিবন্ধক হইল। ফলতঃ যাহারা ঈশ্বরের শাস্ত্র পাইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যে কেহ২ শাস্ত্রানু-সারে মণ্ডলীর ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়া মণ্ডলীর অধমতার বিষয়ে প্রতিকূলতা করিবে, ইহা সম্ভব বটে। ইটালিয়া দেশীয় আলপ্স নামক বরফাচ্ছন্ন পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তি গম্ভীর স্থলে ৮০০ শালে প্রকাশিত যে এক ধার্ম্মিক মণ্ডলী ছিল,তাহার বিবরণ কিছু২ পাওয়াতে আমাদের আহ্লাদ জন্মে। এই মণ্ডলীস্থ লোকের নাম বালেন্স ছিল। এবং যাহার বিবরণ পরে লিখিব, সেই

Digitized by Google

ওয়ালডেন্‌স নামক মণ্ডলী পিয়েড্‌মোণ্ট নামক পাহাড় তলীতে ছিল। এই দুই মণ্ডলীর মূল অবশ্যই এক ছিল। এক সম্প্রদায় ঈশ্বরের সেবার্থে অধর্ম্ম মণ্ডলী ও সংসারহইতে স্বয়ং পৃথক হইয়া নির্জন পাহাড় তলীতে গিয়া তাহারা যে আপনাদের বিষয়ে কোন বৃত্তান্ত লেখেন নাই, এবং এই কারণ তাহাদের বসতি কিরূপে হইল,এবং প্রথমাবধি সেই কাল পর্য্যন্ত কি রূপে নির্জনে কাল ক্ষেপ করিল, আমরা তদ্বিষয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ জানি, তাহা আশ্চর্য্য নহে। দেখ,যেমন আট্লাণ্টিক সমুদ্রের মধ্যে প্রায় আট শত ফুট লম্বা কোন ঘাস নীচে হইতে যখন জলের উপর উঠে,তখন কেবল তাহার অগ্রভাগ মাত্র দেখা যায়,কিন্তু তাহার দীর্ঘতা কত, ও মূল বা কি প্রকার, তাহা চক্ষুর্গোচর হয় না; তদ্রূপ ঐ বালেন্‌স মণ্ডলী কেবল ৮০০ শালে হঠাৎ প্রকাশিত হওয়াতে তাহা প্রথমতঃ কিরূপে স্থাপিত হইল; আর কি রূপেই বা ৮০০ বৎসরে বৃদ্ধি পাইল, এতদ্বিষয়ের যথার্থ বৃত্তান্ত ইতিহাসে দেখা যায় না। কিন্তু স্থানে২ যে কিছু২ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়,তাহা অতি মনোরম প্রযুক্ত আমি এই পুস্তকে লিখি।

যখন যীশুর ধর্ম্মের হ্রাস হইতে লাগিল, তখন মণ্ডলীর ভুল ভ্রান্তি এবং অধর্ম্ম যে বাড়িতেছে, ইহা বুঝিয়া অনেকেই পৃথক হইয়া গুপ্ত দল ভুক্ত হইয়া শাস্ত্রানুসারে যীশুর ধর্ম্ম মান্য করিতে এবং প্রেরিত কর্ত্তৃক নিরূপিত যে রীতি তদনুসারে চলিতে পরস্পর প্রতিজ্ঞা করিল। ৮০০ শালে যে অনেকে এই রূপে দল ভুক্ত ছিল, তাহা

Digitized by Google

জানি, এবং কোন২ ইতিহাস রচকেরা বলেন, যে তাহার অনেক বৎসর পুর্ব্বে আপেনাইন নামক পাহাড়ের গুহাতে পাপা ও তাহার মতাবলম্বি লোকদের অগোচরে তন্মত অনেক লোক বাস করিত। তাহারা এবং তদ্বংশীয় লোকেরা আপনাদের ধর্ম্ম বিষয়ক বিধি ও ব্যবস্থা এবং ধর্ম্মাধ্যক্ষদের যে আনুপুর্ব্বী, তাহা প্রথম খ্রীষ্টীয়ান ও প্রেরিত হইতেই নির্ণীত হইয়াছে, ইহা সপ্রমাণ করিতে পারিত। প্রাচীন লোক পরম্পরাতে কথিত আছে, যে সাধু পৌল স্পেন দেশ হইতে রুম নগরে গমন কালীন আপেনাইন্ পর্ব্বতের মধ্যে ঐ বালেন্স মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং যখন ঐ মণ্ডলী সচরাচর রূপে প্রকাশিত হইল, তখন সে যে অতি পুরাতন ইহা নিশ্চয় জানা গেল। আর যে সময়ে তাবৎ মণ্ডলী অধর্ম্মে পরিপূর্ণ ছিল, তৎকালে ঐ মণ্ডলী যে হঠাৎ এমন শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইল, ইহা সম্ভবাপেক্ষা আলপস্ নামক অগম্য পর্ব্বতের মধ্যে গুপ্ত ঐ মণ্ডলীর প্রাথমিক শুদ্ধতা অদ্য পর্য্যন্ত যে বর্ত্তমান ছিল, তাহা বরং সম্ভব, ইহা আমরা অতি সহজে বুঝিতে পারি। দেখ, পর্ব্বত দেশীয় লোকদের ব্যবহার ও ভাষা ও বস্ত্র এবং ধর্ম্ম বহুশত বৎসরেও প্রায় অন্য প্রকার হয় না। কারণ জগতের মধ্যে মনুষ্যদের রীতি ব্যবহার ইত্যাদির পরিবর্ত্ত যে কারণে হইয়া থাকে, সেই কারণহইতে তাহারা প্রায় বহির্ভূত। বস্তুতঃ ঈশ্বরের কথা যত দিন পর্য্যন্ত জগৎ হইতে লুপ্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মণ্ডলী দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও পাপেতে

Digitized by Google

পতিত হইলেও পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু দুঃখরূপ নদী ও সর্ব্বনাশ রূপ বন্যা সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইলে ও নির্জ্জন আলপস পর্ব্বতের মধ্যে আত্মা ও সত্যতা দিয়া ঈশ্বরের সেবাকারি সভামণ্ডলীর যে এক শাখা ছিল, তাহা আহ্লাদের বিষয় বটে। এবং "নরকের বল তাহাকে পরাজয় করিতে পারিবে না" ত্রাণকর্ত্তার এই প্রতিজ্ঞা তাহাতে সিদ্ধ হইল।

Digitized by Google

তৃতীয় ভাগ।

সপ্তম গ্রেগরী নামক পাপার সময়াবধি মণ্ডলী শোধনের কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১০৭৩ শালাবধি ১২ ১৭ শাল পর্য্যন্তের বিবরণ।

প্রথম খণ্ড।

মণ্ডলীর বৃদ্ধির বিবরণ।

যীশুর প্রেরিত এবং তাহাদের প্রসিদ্ধ উত্তরাধিকারি দ্বারা যে পূর্ব্বদিক্স্থ মণ্ডলী সকল স্থাপিত হইয়াছিল, সেই সকল মণ্ডলী পূর্ব্বোক্ত মতে বহুশত বৎসরে ক্রমে২ বিগড়িয়া যাওয়াতে যে দেশে যীশুর ধর্ম্ম বল পূর্ব্বক স্থাপিত হইল, এবং যেখানে প্রথমাবধি অতি শৈথিল্যরূপে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া গেল, সেখানে যে উত্তম ফল উৎপন্ন হইবে, এমন ভরসা করা যদ্যপিও নিতান্ত অসম্ভব, তথাপি সাক্সন দেশে তাহা হইল। মণ্ডলী শোধনের কালে সাধারণ রূপে উচ্ছিন্ন মণ্ডলী ও তাবদ্দেশীয় লোকের মধ্যে সত্য ধর্ম্মের যে পুনঃস্থাপন, তাহার আকর সেই দেশ হইল। আপন ধর্ম্ম প্রকাশ ও স্থাপন করণার্থে ঈশ্বর কর্ত্তৃক যে উপায় সৃষ্ট হইল, সে অতি আশ্চর্য্য। যাহা মনুষ্যদের গোচরে অতি গৌরবান্বিত, তাহাকে তিনি নিরর্থক করেন, এবং আমরা যাহাকে নত করিয়া মানি, সেও তাঁহার আশীর্ব্বাদে উন্নত হয়। তাঁহার দ্বারা বৃহৎ২ নদী শুষ্ক হয়, এবং প্রস্তরময় পর্ব্বত

Digitized by Google

হইতেও জল নির্গত হয়। অতএব ঈশ্বরের কর্ম্ম দুর্ব্বল ও অযোগ্য লোকের হস্তে থাকাতে যে তাহাহইতে হঠাৎ অনেক ফল উৎপন্ন না হয়, এই জন্যে তাহা তুচ্ছবোধ করা অনুচিত। কারণ যখন ঈশ্বর সেই২ কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আশীর্ব্বাদ দেন, তখন তাঁহাহইতে যে কত২ ফল জন্মে, তাহা কে বলিতে পারে? দেখ, সেই কালের প্রেরিতদের কর্ম্মের উপর দৃষ্টিপাত করিলে তাহাতে যে কিছু ফল জন্মিবে, এমন বোধ ছিল না, কিন্তু পরমেশ্বর অযোগ্য লোক দ্বারাও যে মহৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে সেই লঘু আরম্ভও অতি ভারি বোধ হয়। পূর্ব্বোক্ত সময়ের শেষে যেমন ফ্রান্সদেশের উত্তর অঞ্চলে, তেমনি সুইদেন ও নরয়ে দেশে নর্ম্মেণ্ডি লোকেরা যীশুর ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিয়াছিল। এবং এল্‌ব ও ওডরুনদীর মধ্য দেশস্থ ওয়েণ্ডলোকের মধ্যে এবং মরেরিয়া ও বহিমিয়া লোকদের মধ্যে কৃতকার্য্য রূপে মঙ্গল সমাচার প্রচারিত হইয়াছিল। এবং ১০০০ দশ শত শালের শেষে যীশুর ধর্ম্ম দূরস্থ আইস্‌লাণ্ড দেশে ও অধিক দূরস্থ গ্রীনলাণ্ড দেশে আনীত হইয়াছিল। বাম্বর্গ নগরের অথোনামক ধর্ম্মাধক্ষ্য পোমেরানিয়া নামক দেবপূজকদের দেশে মঙ্গল সমাচার পূচার করিয়া অতি কৃতকার্য্য হইলেন। এবং দেন্মার্ক লোকেরা রুগেন দ্বীপস্থ লোকদের বল পূর্ব্বক দেবপূজা ত্যাগ করাইয়া যীশুর ধর্ম্ম গ্রাহ্য করাইল। যিনি সেই অন্ধকারময় সময়ে তেজোময় দীপ্তি স্বরূপ ছিলেন, সেই বিসিলীনস নামক এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি ৩০

Digitized by Google

বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১১৫৪ শাল পর্য্যন্ত হোলস্তীন্ দেশে ও শ্লাবনীয় লোকের মধ্যে এবং চতুর্দিকস্থ লোকের মধ্যে যীশুর ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন। নাইট অর্থাৎ বিশেষ যোদ্ধা লোকদের জয়েতে এস্থনীয় ও কুর্লাণ্ড লোকদিগকে যীশুর ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিতে হইল। এবং জের্ম্মানী যোদ্ধা লোকেরা ৫৩, অর্থাৎ ১২৩০ অবধি ১২৮৩ বৎসর পর্য্যন্ত, রক্তারক্তি যুদ্ধ করাতে প্রুষিয়া লোকদিগকেও তন্মত করিতে হইল। এই ধর্ম্ম খড়্গদ্বারা আনীত প্রযুক্ত যদ্যপি তদ্দেশীয় লোকেরা কোন প্রকারে সন্তুষ্ট হইল না, তথাচ অনুচিত রূপে আনীত যে ধর্ম্ম, তাহার ফল তদ্বংশীয় লোকেরা ভাগ্য ক্রমে ভোগ করিতে পাইল। ১০০ শত বৎসর বাদ লিথুনীয়া লোকেরা খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে গণিত হইল। ১৫০০ শালের শেষে অর্থাৎ ফের্দিনাণ্ড রাজার অধিকার কালে স্পেন দেশীয় লোকেরা আপন দেশ হইতে মুর নামক অবশিষ্ট মুসলমান লোকদিগকে তাড়াইয়া দিল। এবং কিছু কাল বাদে অর্থাৎ ১৪৯২ শালে আমেরিকা দেশ প্রথমতঃ ব্যক্ত হওয়াতে তৎকালে যে রূপ ধর্ম্ম চলিত ছিল, তাহার প্রকাশার্থে ঐ দেশ এক নূতন প্রশস্ত স্থান হইল। তবে কি না নিষ্ঠুর ও অযথার্থ রূপে সেই ধর্ম্ম আনীত হইল, এবং যাহা স্পেন দেশীয় লোকেরা যীশুর ধর্ম্ম বলিয়া আমেরিকান লোকদিগকে শিক্ষাইল, সেই ধর্ম্ম যীশুর ধর্ম্মের অতি বিরুদ্ধ; এই কারণ তদ্বিষয়ের বিবরণ আমরা এই গ্রন্থে লিখিলাম না।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মণ্ডলীর দুঃখের বিবরণ।

তীত কর্তৃক্ য়িরূশালম্ নগরের আক্রমণ সময়ে ধর্ম্ম বিষয়ক উদ্যোগী য়িহূদীয় লোকেরা যেমন সর্ব্বদা পরস্পর হিংসাজনক সংগ্রাম করিত, খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীস্থ লোকেরাও প্রথম ১০০ শত বৎসরের পর অবধি প্রায় সর্ব্বদা তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছিল। যদ্যপি তাহারা চতুর্দ্দিগে তাড়িত হইল, তথাপি সাধারণ শত্রু দমনার্থে যে একত্র থাকা উচিত, তাহা বুঝিতে পারিল না। কত বার মণ্ডলী সকলের পরস্পর মেল না থাকাতে তাহার এক ২ অংশকে শত্রুদের পরাক্রম সহ্য করিতে হইল। দেখ, মুসলমানদের জয়েতে পূর্ব্বদিকস্থ মণ্ডলী সকলের অকথনীয় দুঃখ ভোগ সময়ে ঐ মণ্ডলী সাধারণ শত্রুদের পুনঃ২ আক্রমণ নিবারণার্থে পশ্চিমদিক্স্থ মণ্ডলী সকলের সঙ্গে পরস্পর সহায়তা করণার্থে যে নিতান্ত মিলন করিবেক, ইহা বোধ হয় বটে, কিন্তু ঐ দুই মণ্ডলী মিলন না করিয়া কিছু দিন মধ্যেই বিবাদ করিল। বিরুদ্ধ উপদেশ কিম্বা বিরুদ্ধ রীতি ব্যবহার প্রযুক্ত যে বিবাদ হইল, তাহা নয়; কিন্তু রূম্নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও কনষ্টাণ্টীনোপল্ নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ, এই দুই জনের কেবল কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে বিবাদ জন্মিল। রূম্নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ সকলের উপর কর্তৃত্ব করিতে চাহিল, কিন্তু কনষ্টাণ্টীনোপল নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ তাহার কর্তৃত্বের অধীন থাকিতে স্বীকার করিল না। এই বিবাদ এমনি বাড়িয়া উঠিল, যে অবশেষে তাহার মীমাংসা করা

Digitized by Google

অসাধ্য হইল। তাহাতে সেই সময়াবধি সমুদয় মণ্ডলী রোমান কাথোলীক ও গ্রীক কাথোলীক, এই দুই অংশে বিভক্ত হইল। পূর্ব্বদিক অর্থাৎ গ্রীক রাজ্যস্থ লোকেরা পশ্চিম দিকস্থ লোক কর্ত্তৃক এই রূপ পরিত্যক্ত হইয়া আরবী লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করাতে এমনি দুর্ব্বল হইল, যে মুসলমানদের হাতহইতে আপনাদের মণ্ডলীকে রক্ষা করিতে পারিল না, এবং বার ২ অতিশয় বিপদ-গ্রস্ত হইল। জেন্‌জিস্কটান ও টামরলীন, এই দুই জয়ী রাজাদের কর্ত্তৃত্বের সময়ে যে মঙ্গলীয় লোকেরা ইউরোপের তাবৎ দেশ আক্রমণ করিয়াছিল, এবং ২০০ শত বৎসরাবধি রুষিয়া দেশকে আপনার অধীনে রাখিয়াছিল। এবং পোলাণ্ড দেশকে উচ্ছিন্ন করিয়া-ছিল, তাহারা সেই সময়ে শিলেশিয়া দেশের সীমা পর্য্যন্ত আপনাদের রাজ্য বিস্তারিত করিল। তাহাদের উচ্ছিন্নকারি যাত্রাতে পূর্ব্বদিকস্থ মণ্ডলীর বিস্তর দুঃখ হইল। এবং আশীয়াদেশে আরবী লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করাতে যে যৎকিঞ্চিত্ রক্ষা পাইয়াছিল, তাহা ঐ পশ্চাদ্গামি লোক দ্বারা প্রায় নষ্ট হইল। আশীয়াদেশের মধ্যস্থানে যে ২ মণ্ডলী নেষ্টোরীয়ান খ্রীষ্টিয়ান দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল, সেই ২ মণ্ডলী প্রায় সকলে নষ্ট হইল। এবং যে সময়ে গ্রীক রাজ্যস্থ লোকেরা সারা-সীন ও তুর্কিয় লোকদের সহিত নিত্য ২ যুদ্ধ করিতেছিল, সেই সময়ে পশ্চিমদিগে বিপদের উপর বিপদ হইল। সারাসীন লোকেরা ইটালিয়া দেশের দক্ষিণাংশে ও শিশিলি দ্বীপে বসতি করিয়াছিল। এবং যে মুর নামক

Digitized by Google

মুসলমান লোকেরা স্পেন দেশে বসতি করিয়াছিল, তাহাদের সহিত স্পেন দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা নিত্য২ লড়াই করিত; আর জের্ম্মানী দেশের চতুর্দ্দিকস্থ দেবপূজকেরা বার২ চড়াও করাতে তদ্দেশস্থ লোক-দিগকে সাবধান পূর্ব্বক থাকিতে হইল।

কয়েক শত বৎসরের মধ্যে কোন২ সময়ে ঘোরতর মারীভয় প্রযুক্ত সহস্র২ খ্রীষ্টিয়ান লোক নষ্ট হইল। ৫৪৪ শালে মিসর্ দেশেতে এক মারীভয় উপস্থিত হইয়া এক বৎসরের মধ্যে কনষ্টাণ্টীনোপল নগর ব্যাপিয়া ক্রমে২ জগৎ সংসারকে ব্যাপিত করিল। সেই নগরেতে অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রতি দিন ঐ পীড়াতে ৫ হাজার করিয়া লোক মরিল, এবং কখন২ দশ হাজার আর কখন অধিকও এক দিনে মরিল। ঐ পীড়া ৫২ বৎসরে জগৎ সংসারকে ব্যাপিল। এই সময়ে বর্ত্তমান লোকদের মধ্যে অধিকাংশ লোক তাহাতে নষ্ট হইল। ৭১৭ শালে কনষ্টাণ্টীনোপল নগরেতে মারীভয় দ্বিতীয় বার উপস্থিত হওয়াতে ৩ বৎসরের মধ্যে ৩ লক্ষ লোক মারা পড়িল। ৮২৫ শালে অর্থাৎ ধার্ম্মিক লুইস রাজার কর্ত্তৃত্ব সময়ে ফ্রান্সও জের্ম্মানী দেশের অধিকাংশ লোক প্রাণ ত্যাগ করিল। কিন্তু ১৩৪৫ শালে যে মারীভয় আরম্ভ হইল, সে অতি ভয়ঙ্কর। পূর্ব্বদিকে প্রথমত উপদ্রব আরম্ভ হইল, এবং সেই স্থানে তাহা এমনি ভয়ঙ্কর ছিল, যে তাহা অনির্ব্বচনীয়। পাপার নিকটে দত্ত এতদ্বিষয়ের সম্বাদ দ্বারা বোধ হয়, যে তাহাতে পূর্ব্ব অঞ্চলে এক বৎসরের মধ্যে ২৪০০০০০

দুই শত চল্লিশ লক্ষ লোক মারা পড়িল। গ্রীক ও ইটালিয়া দেশে কিছু কাল পরে ঐ মহামারীভয় আরম্ভ হওয়াতে তদ্রূপ উৎপাত হইল। বেনিস্ নগরেতে মরা লোকের সংখ্যা এক লক্ষ, আর ফলোরেন্স নগরে মরা-লোকের সংখ্যা ষাটি হাজার হইল। পরে ফ্রান্স ও জের্ম্মানী ও তৎনিকটস্থ দেশ সকলকে অতি শক্ত রূপে আক্রমণ করিল। যে দেশে মহামারী প্রবল না ছিল, সেই দেশে তিন জনের মধ্যে দুই জন মরিল। অনেক স্থানেতে কুড়ি লোকের মধ্যে চৌদ্দ কি ষোল জন মরিল। জগতের কোন ২ স্থানে এক যুবক লোকও রক্ষা পাইল না। জের্ম্মানী দেশেতে অনেক লক্ষ লোক মরিল। লুবেক নগরেতে চারি ঘণ্টার মধ্যে ১৫ শত লোক মরিল। ১৩১৮ শালের আগষ্ট কি না ভাদ্র মাসে ইংলণ্ড দেশে মারীভয় উপস্থিত হইয়া ১ নবেম্বর অর্থাৎ আশ্বিন মাসের ১৭ তারিখে লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইল। ইয়ার্ম্মুঅ নগর ঐ সময়ে ক্ষুদ্র হইলেও তাহার কবর স্থানে ১ বৎসরের মধ্যে ৭,০৫২ লোক প্রোথিত হইল। অসংখ্য মড়া পুতিবার কারণ লণ্ডন নগরের নিকটে এক মহা ক্ষেত্র ক্রয় করা গেল, সেই ক্ষেত্রেতে ৫০০০ পাঁচ হাজার লোক প্রোথিত হইল। মহামারীভয় স্থগিত হইলে পর তাহার স্মরণার্থে সেই ক্ষেত্রের উপর এক স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। ঠিক ১ বৎসর হইলে পর ঐ ইংলণ্ডদেশে মহামারীভয়বিরত হইল। কিন্তু তাবৎ ইউ-রোপ দেশে সেই মারীভয় দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর উপদ্রব ঘটিল। গরু ও ছাগ ও মেষ ইত্যাদি বহু২পাল স্থানে২

Digitized by Google

ভ্রমণ করাতে অনেক ক্ষতি জন্মিল। এবং কৃষকদের অভাবে বহুতর শস্য নষ্ট হওয়াতে আকাল উপস্থিত হওন প্রযুক্ত লোকদিগের দুঃখ সম্পূর্ণরূপে জন্মিল। দীনহীন যীহূদী লোকেরা সেই অপূর্ব্ব বিপৎকালে সকলাপেক্ষা অধিক দুঃখ পাইল। সেই লোকেরা উনুই ও কূয়ার জলে বিষ দিয়াছিল, তৎকালের অজ্ঞানি ও অসভ্য লোকেরা এমন বুঝিয়া রাগান্ধ প্রযুক্ত যীহূদী লোকের উপর চাপিয়া পড়াতে উহাদের মধ্যে সহস্র২ লোক হত হইল। পাপের জন্যে যেন খেদ হয়, আর ঈশ্বরের প্রতি যেন মনাকর্ষিত হয়, এই আশয়ে পরমেশ্বর যে দুঃখ দিয়াছিলেন, তাহা যে লোকেরা বুঝিল না, ইহার এক প্রমাণ হইল।

১১০০ শালের শেষে যাহাতে লক্ষ২ লোক নষ্ট হইল, এমন আর এক দুঃখের কারণ অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধের উদ্যোগ ফ্রান্স দেশে হইল। এবং সেখানহইতে ক্রমে২ প্রায় তাবৎ খ্রীষ্টিয়ান দেশকে ব্যাপিল। যিরূশালম্ নগরে যাত্রা করাতে ও যে ধর্ম্মস্থানে যীশু দুঃখভোগ করিলেন কিম্বা যেখানে তাঁহার কবর বোধ করিল, সেই২ স্থানে প্রার্থনা করাতে যে পাপ ক্ষমা হয়, এমন জ্ঞান ৫০০ শালে প্রায় তাবৎ লোকেরি হইল। এই কারণ তাঁহার পবিত্র কবরস্থানে যাত্রা করা লোকদের রীতি আরম্ভ হইয়া কিছু কাল বাদ চলিত হইল। কিন্তু পালেস্তাইন দেশ সেল্দ্জুক নামক তুর্কীয় লোকদের হস্তে পতিত হইলে পর যাত্রিকেরা অনেক বার তাড়িত হইল। তাহাতে আমিয়েনস্ নগরের পিতর্ নামক এক ব্যক্তি যখন সেই দেশহইতে ফিরিয়া আসিয়া

ছিলেন, তখন বিশ্বাসি লোকেরা সেই পবিত্র স্থানে যেন নির্ব্বিঘ্নে ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে, এই কারণ অবিশ্বাসিদের অর্থাৎ মুসলমানদের হস্ত হইতে সেই স্থান মুক্ত করণার্থে তাবৎ খ্রীষ্টিয়ান লোকদিগকে আহ্বান করিতে পাপাকে লওয়াইলেন। ঐ পিতর্ দেশে ২ ও নগরে ২ গিয়া সেই স্থানে যুদ্ধ করিতে লোকদিগকে অতি ব্যগ্রতা পুর্ব্বক উস্কাইলেন। এবং তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান দেশীয় লোকেরা যেন এই যুদ্ধ যাত্রাতে মিলিত হয়, এই জন্যে তিনি পাপার এই প্রতিজ্ঞা বলিয়া সকলকে জানাইলেন, যে যাহারা এই যুদ্ধ যাত্রাতে যাইবে, তাহারা এই সৎকর্ম্মের ফলে স্বর্গেতে স্থান পাইবে।

তাহাতে তাবৎ স্থানে অনেক ২ লোক তাহার প্রসঙ্গ গ্রাহ্য করিয়া সেই যাত্রাতে যাইবার কারণ আপন ২ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিল। তাহারা লাল ক্রূশের চিহ্ন ধারণ করিত; এই কারণ ঐ যাত্রা ক্রূশেড্ নামে বিখ্যাত হইল। এতৎকালের লোকেরা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াও ধর্ম্মের বিষয়ে কেবল শৈথিল্য রূপে মনোযোগ করে, ইহা ভাবিলে তৎকালের লোকেরা যে অল্প জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মের বিষয়ে এত উদ্যোগী ছিল, তাহা অতি আশ্চর্য্য বোধ হয়। তাহাদ্বারা ইহাও জানা যায়, যে নাস্তিকেরা যে উদ্যোগ কখন করিতে পারে না, ধর্ম্ম বিষয়ে ভুল ভ্রান্তির বশীভূত লোকেরাও তাহা করিতে পারে। তবে কি না সংপূর্ণরূপে কামাভিলাষ দমনার্থে যে সত্য বিশ্বাস অপেক্ষণীয় হয়, সেই সত্য বিশ্বাস এই গুরুতর ব্যাপারের কারণ ছিল না। কিন্তু যে মিথ্যা ধর্ম্মদ্বারা কেবল

Digitized by Google

লোভের জন্যে লোকেরা কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করে, সেই মিথ্যা ধর্ম্ম তাহার মূল হওয়াতে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার যে সত্য ধর্ম্মের নিমিত্তে হইল, এমন বলা যায় না। তথাচ কতক ধার্ম্মিক লোকেরা সত্য ধর্ম্ম বুঝিয়া যে এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইল ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণ লোকেরা যে ধর্ম্ম ভাবে প্রবৃত্ত হইল, তাহা বোধ হয় না। ১০৯৬ শালে বুইল্লিয়োঁ দেশের ডিউক অর্থাৎ কর্ত্তা গড্‌ফ্রে নামক সেনাপতির সহিত ইউরোপের অনেক দেশ হইতে কয়েক লক্ষ যোদ্ধা লইয়া পালেস্তাইন দেশে গমন করিল। ১০৯৯ শালে যখন যিরূশালম নগর মুসলমানদের হস্তহইতে নীত হইল, তখন ঐ অসংখ্য লোকারণ্যের অবশিষ্ট কেবল ৬০ সহস্র লোক থাকিল। গড্‌ফ্রে যিরূশালম নগরের রাজা হইলেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগকে সাহসি মুসলমানদের সঙ্গে নিত্য২ যুদ্ধ করিতে হইল। পশ্চিম দিকস্থ তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান দেশের লোক সকল ঐ ক্রূশেডে যাইতে ইচ্ছুক হইল। এবং কোন সময়ে এক লক্ষ বালক যিরূশালম্ নগরে যাত্রা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু জের্ম্মানী-দেশের প্রান্ত ভাগে পঁহুছনের পুর্ব্বে প্রায় সকলেই মরিল। পরে যদ্যপি পালেস্তাইন দেশস্থ তাড়িত খ্রীষ্টীয়ানদের উপকারার্থে অনেক সৈন্য সঙ্গে কয়েক রাজকুমার সেই দেশে গিয়াছিল, তথাপি ১১৭৮ শালে যিরূশালম নগর হারিত হইল। পরে পশ্চিম দিকস্থ রাজারা সেই স্থানে আপনাদের কর্ত্তৃত্ব স্থির করিতে

Digitized by Google

যত চেষ্টা করিল, সে সকলি নিষ্ফল হইল। দুই শত বৎসরের মধ্যে প্রায় তাবৎ ইউরোপীয় প্রধান রাজকুমারেরা স্বভাবতঃ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম দ্বেষী যে মুসলমান লোক তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কৃতকার্য্য হইল না। এবং ৩০ লক্ষ লোকের প্রাণ এই যাত্রাতে হত হইলে পর ঐ দেশে খ্রীষ্টীয়ান লোকদের হস্তগত মাত্র ছিল যে প্তোলমাইস নগর এক যুদ্ধ সম্বন্ধিয় স্থান যাহার নাম এক্ষণে সাধুযোহন দাক্র, সে তুর্কীয় লোকদের হস্তে পড়িল। এই সকল যুদ্ধ যাত্রাতে যীশুর সত্য ধর্ম্মের ফল কিছু মাত্র জন্মিল না। তবে কি না তাহাতে বাণিজ্যের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইল। কিন্তু গ্রীক রাজ্য দুর্ব্বল হওয়াতে তুর্কীয়দের আক্রমণ আর নিবারণ করিতে পারিল না। ইউরোপ ও আশিয়া মাইনর্ দেশে গ্রীকদের যে অবশিষ্ট অঞ্চল ছিল, তাহারা তাহার উপর নিত্য ২ চড়াউ করিয়া তাহা লইল। এবং ১৪৫৩ শালে কনষ্টাণ্টীনোপল নগরকে আক্রমণ করাতে সেই রাজ্য লুপ্ত হইল। তাহারা হঙ্গে রিদেশের সীমা পর্য্যন্ত আপনাদের রাজ্য ব্যাপ্ত করিল। এবং কখন ২ সেই দেশ হইতে জের্ম্মানী দেশকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিল।

তৃতীয় খণ্ড।

খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট দশার বিবরণ।

বিপদ জনক ও ভয়ানক যুদ্ধ যাত্রা করিলে মুক্তি হয়, এমন জ্ঞান প্রায় সকলের হওয়াতে নিশ্চয় জানা যায়, যে

Digitized by Google

তৎকালের লোকেরা অজ্ঞানতা রূপ পঙ্কে অবশ্য নিমগ্ন ছিল। যীশু খ্রীষ্টের শূন্য কবর পাইলেই আমরা কৃতার্থ হই, এমন বোধ যাহারা করিল, তাহারা খ্রীষ্টের সহিত কি সম্পর্ক রাখে। দেখ, ক্রূশ চিহ্নধারি লোকেরা দূরস্থ যুদ্ধ যাত্রাহইতে প্রত্যাগমন কালে অনেক২ যীশুর অবশিষ্ট বস্তু বলিয়া অর্থাৎ যীশুর যে ক্রূশ ও তাঁহার যে বস্ত্র এবং যে যে যন্ত্রে তিনি যন্ত্রণা পাইলেন, অবশিষ্ট এই সকল সেই বটে বলিয়া যে আনিত, এবং পূর্ব্বদিকে জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট নক্ষত্রের এক কিরণ, আর যিরূশালম্ নগরের ঘণ্টাশব্দের কিয়দংশ, ও স্বপ্নযোগে যাকূব্ কর্ত্তৃক দৃষ্ট স্বর্গীয় সোপানের কিঞ্চিদংশ, ও সাধু পৌলের শরীরে বিদ্ধ কণ্টক, এই সকল বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া বিশ্বাস পুর্ব্বক যে আনিত, এবং সাধারণ লোকেরা এই২ প্রতারণাতে যে বিশ্বাস করিত, এবং যেখানে২ এই কৃত্রিম অবশিষ্ট পুণ্য সামগ্রী রাখা যাইত, সেই২ স্থানে লোকেরা যে যাত্রা করিত, এই সকল কথা শুনিয়া অতি চমৎকার বোধ হয়, এবং মনেও প্রায় সন্দেহ জন্মে। দেখ, ঐকালে অন্ধকার কেমন নিবিড়; লোকেরা ঈশ্বরীয় বিষয়ে কিম্বা সাধারণ বিষয়ে কিছু মাত্র জানিত না।

১০০০ শালে স্পেন দেশে পুস্তক এমনি দুর্লভ ছিল, যে অনেক বার কয়েক মনাস্ত্রির কারণ এক খানা লাটিন ভাষার ধর্ম্মপুস্তক ও যিরোমের কয়েক পত্র এবং প্রার্থনার বিষয় ও যীশুর নামার্থে মৃত ধার্ম্মিকদের বৃত্তান্ত মাত্র ছিল। ১২৯৪ শালে উইনচেষ্টর নগরের

Digitized by Google

প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের পুস্তকালয়ে কয়েক বিদ্যার বিষয়ে ১৭ খান পুস্তকের কিয়দংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছিল। এবং ১২৯৭ শালে ঐ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ সেই নগরের এক মনাস্ত্রি হইতে সটীক ধর্ম্মগ্রন্থের ২ খানা বড় পুস্তক কেবল পাঠের কারণ যখন লইলেন, তখন সেই পুস্তকের কর্ত্তা তাহার নিকট অতি ভারি নিয়ম পত্র লিখিয়া লইল। ঐ উত্তম পুস্তক তাহার পূর্ব্ব ধর্ম্মাধ্যক্ষ দ্বারা বহুশ্রমে রচিত হইয়া মৃত্যুকালে তৎকর্তৃক মনাস্ত্রিকে প্রদত্ত হইয়াছিল। এবং মঙ্ক লোকেরা সেই দানকে এমনি বড় করিয়া মানিল, যে ঐ মৃত দাতার কারণ প্রতিদিন মাস অর্থাৎ বিশেষ আরাধনা করিত। এবং কোন স্থানে কোন পুস্তক আনীত হইলে তাহা এমন ভারি বিষয় বোধ হইত, যে সাধারণ রূপে বিশিষ্ট লোকেরা সেই পুস্তক লইতে গিয়া তাহার বিধি মত সপ্রমাণ প্রাপ্তি পত্র লিখিয়া দিয়া লইত। এবং এই পুস্তক খান কে পাইবে বলিয়া লোকেরা অনেক বার বিবাদ করিত। আর কাহারও নিকটহইতে পুস্তক আনীত হইলে টাকা জমা করিয়া আনিতে হইল। এইরূপ আনীত পুস্তক রক্ষার্থে ইউনিবর্সিটি অর্থাৎ প্রধান বিদ্যাগারে সাধারণ সিন্দুক সকল থাকিত। তৎকালে পুস্তকের মূল্য অবশ্যই অতিশয় ছিল। ১১৭৪ শালে উইন্‌চেষ্টর নগরের এক মনাস্ত্রির কর্ত্তা আদরণীয় বিড কর্তৃক রচিত পুস্তক ও অগস্তিন নামক গীত পুস্তক, এই দুই পুস্তকের জন্যে ১২ মোন যব এবং সাধু বিরিনস নামক যে সাক্‌সন্‌ রাজা খীষ্টর ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস

Digitized by Google

ৰূপ্য সূত্রদ্বারা যে উত্তরীয় বস্ত্র লিখিয়াছিল, সেই বস্ত্র অকসফর্ড নামক প্রদেশের দরচেষ্টর নগরের এক মঙ্ককে দিয়াছিল। এবং ১২৪৭ শালে হস্ত লিখিত এক উত্তম ধর্ম্মপুস্তকের মূল্য ৩৩০ টাকার কম ছিল না। এবং ১৩০০ শালের পূর্ব্বে সটীক গীত পুস্তকের মূল্য ৮০ টাকার কম ছিল না। তৎকালে ঐ মূল্য অতি ভারি ছিল। কেননা ১২৭২ শালে মজুর লোকেরা প্রতি দিন কেবল চারি পয়সা পাইত। তাহাতে এক ধর্ম্ম পুস্তক লইতে গেলে ১৫ বৎসর কর্ম্ম করিতে হইত। দেখ ১২৪০ শালে লণ্ডন নগরের পুলের দুই ফোকর নির্ম্মাণ করিতে কেবল ২৭৫ টাকা যাহা ধর্ম্মপুস্তকের মূল্যহইতেও কম ব্যয় হইয়াছিল। এইৰূপ হওয়াতে সাধারণ লোকদের ধর্ম্মপুস্তক পাওয়া অতি দুর্লভ হইল। এবং ধর্ম্মপুস্তক পাঠ নিষেধ বিষয়ে কয়েক আজ্ঞা প্রকাশ হওয়াতে আরও সুদুর্লভ হইল। ১২৭৬ শালে আরাগণ দেশের রাজা প্রথম যাকূব্ তদ্দেশীয় ভাষাতে অনুবাদিত ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে নিষেধ করিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, যে কোন ধর্ম্মাধ্যক্ষ কিম্বা অন্য লোকদের নিকটে ঐ রূপ অনুবাদিত ধর্ম্মপুস্তক প্রাপ্ত হইলে তাহা দগ্ধ করিবার কারণ শাসনকর্ত্তার নিকট আনিতে হইবেক। কাষ্টীল দেশের রাজা আল্ফন্স তৎকালে তদ্দেশীয় ভাষাতে ধর্ম্মপুস্তক অনুবাদ করাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পাপাদের কর্ত্তৃত্ব সকল স্থানে ব্যাপ্ত হওয়াতে তাহার অবিলম্বে নূতন ভাষাতে ধর্ম্মপুস্তকের অনুবাদ করিতে নিষেধ করিলেন। এবং যে২ ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছিল, তাহাও

Digitized by Google

পাঠ করিতে বারণ করিলেন। ১৩৬০ ও ১৩৮০ বৎসরের মধ্যে যোহন উইক্লিফ্ ধর্ম্মপুস্তকের তাবদংশ ইংরাজি ভাষাতে অনুবাদিত করিলেন। কিন্তু ৪০ বৎসর পরে ইংলাণ্ড দেশের রাজা পঞ্চম হেনরি এই আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রকাশ করিলেন, যে যে ব্যক্তি ইংরাজি ভাষার ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিবেক, তাহার স্থাবর অস্থাবর তাবৎ ধন ও প্রাণদণ্ড করা যাইবেক।

যদ্যপি তৎকালে বিশেষতঃ প্যারিস্ ও বলন্যা নগরে উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় স্থাপন করাতে অনেক প্রকার বিদ্যার বৃদ্ধি হইল, এবং ফ্রান্স দেশেতে পণ্ডিতেরদের উন্নতিও হইল, তথাচ ঐ বিদ্যালয় দ্বারা সাধারণ লোকের ধর্ম্ম বিষয়ে কোন উপকার দর্শিল না। কেননা সেই বিদ্যালয়ে আরিষ্টটল্ গ্রন্থের বিষয়ে এবং নিষ্ফল ও নীরস বিতণ্ডার বিষয়ে যেমন আলোচনা হইত, ঈশ্বরীয় কথার বিষয়ে তেমন আলোচনা হইত না। ফিলিপ মেলাঙ্কথন নামক প্রধান রিফার্ম্মর অর্থাৎ মণ্ডলী শোধনকারী বলেন যে, আমার বাল্যাবস্থা কালে মঙ্গল সমাচার প্রচার না করিয়া অনেকেই আরিষ্টটলের নীতি প্রচার করিত। এবং যদি কোন কালে ধর্ম্মপুস্তক লুপ্ত হয়, তথাপি আরিষ্টটলের নীতি পুস্তক প্রাপ্ত হওয়াতে মণ্ডলীর কিছু ক্ষতি হইবে না, আমি এই কথা ষ্টুট্গার্দ্ধ নগরের ধর্ম্মালয়ে এক ধর্ম্মাধ্যক্ষের মুখে শুনিয়াছি। তৎকালে কান্টর্বরি নগরের সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ আন্সেলম্, এবং ক্লের্ব্বো নামক মনাস্ত্রির কর্ত্তা বের্নার্ড ইত্যাদি কয়েক ধার্ম্মিক লোক ছিল বটে, কিন্তু তাহারাও তৎকালের

Digitized by Google

চল্লিত যে অনেক মিথ্যারীতি, তাহার অধীন ছিল। এবং তাহারা মনাস্ত্রির ধর্ম্ম অর্থাৎ বিবাহ না করা শ্রেয়জ্ঞান করিত। আন্‌সেল্‌ম পাপার কর্ত্তৃত্বের সহকারী ছিলেন। এবং বিশ্বাসী ওয়াল্‌ডেন্‌স লোকদের উপর উপদ্রব করা ঐ বের্নার্ড ভাল বোধ করিলেন। ধর্ম্ম বিষয়ে সাধারণ রূপে অজ্ঞানি লোকদিগকে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হয়, তদ্বিষয়ে কেহ মনোযোগ করিত না। কেবল মনাস্ত্রিতেই বিদ্যার অনুশীলন হইত। এবং অন্যাপেক্ষা যে মনাস্ত্রি উত্তম ছিল, সেই স্থানে তাহাও উত্তমরূপে ছিল না।

ধর্ম্ম বিষয়ক উৎসব ও পূজাদি দিনে ২ বাড়িতে লাগিল। যাহার শোভা ও উৎকৃষ্টতা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করি, প্রায় সে সকল সুন্দর মনাস্ত্রি ও প্রধান ধর্ম্মালয় ঐ সময়ে নির্ম্মিত হইল। সেই ২ স্থানে ধর্ম্মশিক্ষা কদাচিৎ দেওয়া যাইত। কিন্তু মাস অর্থাৎ অনুচিত রূপে প্রভুর ভোজন ঐ সকল মন্দিরের প্রধান কর্ম্ম ছিল। তাহারা বলিত ঐ মাসেতে নিত্য ২ ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা যীশু খ্রীষ্টকে উৎসর্গ করিত। এবং এই পূজাতে যে রুটী উৎসৃষ্ট হয়, সে রুটী যীশুর প্রকৃত শরীর, ও দ্রাক্ষারস তাঁহার প্রকৃত রক্ত, এবং যাজকদের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত যে টিকলী, সে যীশুর অস্থি ও আত্মা, তাহারা এই রূপ জ্ঞান করিত। যে ভাষা সাধারণ লোকেরা এবং অনেক ধর্ম্মাধ্যক্ষেরাও বুঝিত না, সেই লাটীন ভাষাতে পূজাদি তাবৎ কর্ম্ম করা যাইত। ধার্ম্মিকদের এবং তাঁহাদের প্রতিমার বিশেষতঃ কুমারী মরিয়মের পূজা এবং ধার্ম্মিকদের ত্যক্ত বস্তু মান্য করা ক্রমে ২ অধিক

Digitized by Google

চলিত হইল। এবং ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট পাপ স্বীকার করা এবং ক্ষমাপত্র দেওয়া যে মণ্ডলীর ধর্ম্মনাশক রীতি, তাহাও চলিত হইল। আর যে ব্যক্তি পাপের ক্ষমা পাইতে চাহিল, তাহাকে খেদ করিতে ও বিশ্বাস করিতে এবং সত্যরূপে মন ফিরাইতে প্রবৃত্তি না দিয়া বিশেষ প্রার্থনা করিতে ও উপবাস করিতে ও যাত্রা করিতে ও কোড়াদ্বারা আপনাকে প্রহার করিতে এবং অন্য প্রকার তপস্যা করিতে কিম্বা মণ্ডলীকে টাকা দিয়া পাপের ক্ষমা লইতে প্রবৃত্তি লওয়াইল। আর পাপা বলিত যে, টাকা কিম্বা অন্য কারণ দ্বারা লোকদিগকে পাপের ক্ষমা বিক্রয় করিতে আমা ছাড়া অন্য কাহারও ক্ষমতা নাই। এইরূপ বিক্রয় করা যাইত। এবং উপবাস কিম্বা ধর্ম্মগান কিম্বা জাগরণ ইত্যাদি দ্বারাতে মঙ্কেরা অতিরিক্ত যত পুণ্য করিত, তাহার হিসাব মত টাকা লইয়া জীবিত কি মৃত লোককে তাহা দিতে প্রকাশরূপে বিক্রয় পত্র লিখিয়া দিত। পাপা এই রূপ নিয়ম করাতে গরীব লোকেরা পাপের ক্ষমা কিনিতে না পারিয়া মুক্তি বিষয়ে সুতরাং ভরসাহীন হইল। অবশেষে লোকেরা এমনি ভুল ভ্রান্তির অধীন ছিল, যে মঙ্ক-লোকের বস্ত্র পরিলেই মঙ্কদের পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা বিশ্বাস করিত। এই কারণ প্রধান ২ লোক এবং রাজারা মৃত্যুর পর আপনাদের শরীরকে মঙ্ক লোকের বস্ত্র পরাইতে আজ্ঞা দিল।

যদ্যপি এই রূপে অর্থদ্বারা পাপক্ষয় হইতে পারিত, তবে যে লোকেরা পাপকে লঘুজ্ঞান করিত, ইহা অনা-

Digitized by Google

য়াসে বোধগম্য হয়। ফলতঃ ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা ও মনাস্ত্রি লোকেরা পাপাচারে ও মন্দ ব্যবহারে অগ্রগামী ছিল। তাহাতে ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ এবং সাধারণ লোক সকলেই নির্লজ্জ হইয়া গুরুতর পাপ বিশেষতঃ ব্যভিচার কর্ম্ম করণে এমন আসক্ত ছিল, যে ধর্ম্ম বিষয়ক শাসন ও শিষ্টতা তাহাদিগের মধ্যে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহা ১৪৩১ শালে বাসিল নগরের মহাসভাতে স্বীকৃত হইয়াছিল। এনেয়াস্ সিল্‌বিয়স্ নামক ব্যক্তি যিনি ঐ সময়ের বিবরণ লিখিয়া তাহার পর পাপা হইয়াছিলেন, তিনি ঐ সময়ের লোকদিগের বিষয়ে এইরূপ বলেন, যে লোকদিগকে প্রবৃত্তি দিলে তাহারা আপনাদের ধর্ম্ম অর্থাৎ যীশুর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেব দেবীর পুজাদি করিতে অনায়াসেই প্রবর্ত্ত হইতে পারিত। তাহার কারণ এই, লোকদিগের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অতি ক্ষীণ হইয়াছিল, এবং ধর্ম্ম বিষয়েতে তাহাদের কিছুই বিশ্বাস ছিল না। এবং ঐ সময়ে বর্ত্তমান যে বেনেদিক্‌তাইন্ দলস্থ এক জন মঙ্ক, সেও মণ্ডলীর অধর্ম্ম বিষয়ে এইরূপ লিখে, যথা "লোকেরা গুরুলোকহইতে ধর্ম্ম ও শাসনকর্ত্তাহইতে বিচার ও প্রাচীনলোকহইতে সুমন্ত্রণা পায় না, এবং লোক সকলের পরস্পর বিশ্বাস নাই, বালকেরা আপনাদের অধ্যাপক গুরুকে মান্য করে না, ও প্রজারা আপনাদের রাজার আজ্ঞা পালন করে না, প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা ও মঙ্ক লোকেরা ধর্ম্ম বিষয়ে ভক্তি করে না, নন্ অর্থাৎ মনাস্ত্রিস্থিত স্ত্রীলোকেরা ও শুদ্ধাচার ত্যাগ করিয়াছে, যুবক

Digitized by Google

লোকেরা গুরুতর লোকের বশীভূত থাকে না, ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং উপদেশক লোকেরা ধর্ম্ম ও জ্ঞানের বিষয়ে মনো-যোগ করে না, শিষ্যেরা অধ্যাপককে ও ভৃত্যেরা স্বীয় ২ প্রভুকে মান্য করে না, শাসনকর্ত্তারা অন্যায় বিচার করে, সৈন্যেরা সেনাপতির বশীভূত থাকে না, নগরস্থ লোকদিগের পরস্পর মিলন নাই, ও গ্রামস্থ লোকেরা আপনাদের দেশের মঙ্গল চিন্তা করে না, শিল্পকারী-দিগের বুদ্ধি ও ক্রয় বিক্রয়কারীদিগের সারল্য প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, এবং ধনি লোকেরা দানেতে বিরত, অবিবাহিতা যুবতিরা ও বিধবারা ও বিবাহিত লোকেরা প্রায় কেহ ব্যভিচার দোষে নির্দ্দোষী নহে, খ্রীষ্ট নিতান্ত তুচ্ছীকৃত হইয়াছেন। আর তৎকালীন প্রধান লোকেরাও তাঁহার প্রতি ভক্তি রাখে না"।

তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীতে লোক সকলের এইরূপ ব্যবহার ছিল, ফলতঃ সেই মণ্ডলী কুষ্ঠী কিম্বা সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় হইয়াছিল। সেই মণ্ডলীর মস্তক অর্থাৎ যিনি আপনাকে কর্ত্তা করিয়া বলিতেন, তিনি কি রূপ, এই ক্ষণে তাহা কহি। আমাদিগের প্রভু যিনি অদৃশ্য তিনিই মণ্ডলীর কর্ত্তা, তাহা লোকেরা অনেক দিনাবধি জানিত না। এবং তোমাদিগের এক কর্ত্তা অর্থাৎ খ্রীষ্ট, এই কথা যে আমাদিগের প্রভু বলিয়াছেন, তাহাও লোকেরা ভুলিয়াছিল। রুম্ নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা তাড়নার সময়ে সুযোগ পাইয়া আপনাদের অপকারজনক কর্তৃত্ব আরও স্থির ও বিস্তারিত করি-লেন। দেখ ফ্রাঙ্ক লোকদিগের শার্ল নামক রাজা, যিনি

Digitized by Google

কেশহীনতা প্রযুক্ত শার্লবল্দ নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি পাপার নিকটে রাজাধিরাজের পদ ক্রয় করিয়াছিলেন। এবং অন্য রাজারাও পরে এইরূপ করিল। বড় ওথো নামক রাজাধিরাজের সময়াবধি রাজ্যের ও কর্তৃত্বের উপরে ক্ষমতা প্রাপ্ত্যর্থ চেষ্টাকারি পাপাদের চেষ্টা পরাক্রান্ত জের্ম্মানি রাজাধিরাজেরা কিছু ন্যূন করিলেন। ১০৭৩ শালে ইটালিয়া দেশের এক সূত্রধরের সন্তান হিল্দ্ব্রান্দ নামক ব্যক্তি, যিনি পাপার পদ প্রাপ্ত হইয়া সপ্তম গ্রেগরী নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি আপন কর্তৃত্ব যে ন্যূনীকৃত হয়, তাহা সহিতে পারিলেন না। তিনি ক্ষুদ্র দশাতে পাপার পদ প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের মর্য্যাদা ও পাপার ক্ষমতা বৃদ্ধি করাতে অপকৃষ্ট মণ্ডলীর শোভা বাড়াইতে ইচ্ছুক হইয়া তাহা সম্পন্ন করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিলেন। তাবৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে ও তাবৎ মণ্ডলীকে রাজাদির কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত করিয়া আপনার বশীভূত রাখিতে নিশ্চয় মনস্থ করিলেন। বাস্তবিক তিনি তাবৎ রাজগণকে আপনার অধীনে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। অতএব মণ্ডলীর সম্পত্তি ও ক্ষমতা অন্য লোকের অধীন কদাচিৎ না হয়, ও মণ্ডলীর পদস্থ লোকেরা যেন কেবল মণ্ডলীর সেবাতে আসক্ত হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি মণ্ডলীর পদ সকল বিক্রয় করিতে ও ধর্ম্মাধ্যক্ষগণকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ মরিলে পর অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে রাজাধিরাজের যে ক্ষমতা ছিল, তাহা রহিত করিলেন, এবং তিনি আপনি আপনাদের অধিকার স্থানে উপযুক্ত

Digitized by Google

ক্ষমতা যাহা বুঝিলেন, ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে কেবল তাহাই দিলেন। তিনি আপনাকে সাধু পিতরের উত্তরাধিকারী ও যীশু খ্রীষ্টের প্রতিনিধি বলিয়া রাজাধিরাজ ও রাজা ও প্রধান লোক কর্ত্তৃক সেবিত ও পুজিত হইতে চাহিলেন, এবং তাহাদের রাজ্য কিম্বা ভূমি তাহাদের স্থানে লইতে অথবা প্রদান করিতে যে আপনার ক্ষমতা আছে, ইহা ও বলিলেন। ফলতঃ ধর্ম্মের কি সংসারের বিষয়ে আমি জগতের প্রভু ও বিচারকর্ত্তা, ইহা তিনি অবগত করাইলেন। এই সকল অনুচিত বিষয় মানস করিলেও তিনি সিদ্ধ করিতে পারিলেন। জের্ম্মানি রাজাধিরাজ চতুর্থ হেনরি হিল্দব্রান্দের আপত্তি স্বীকার না করাতে তাহার সহিত এমন বিবাদ উপস্থিত হইল, যে অবশেষে প্রকাশ রূপে পরস্পর দ্বন্দ্ব জন্মিল। পাপা রাজাধিরাজকে মণ্ডলীহইতে বহির্ভূত করিয়া তাঁহার প্রজাগণকে তাঁহার অধীনতাহইতে মুক্ত করিলেন। এবং রাজাধিরাজকে নিযুক্ত করিতে যে রাজাদের অধিকার ছিল, তাহাদিগকে অন্য রাজাধিরাজকে নিযুক্ত করণার্থে আহ্বান করিলেন। তাবৎ লোকেরা সেই সময়ে পাপাকে এমন ভয় করিত, যে পাপার আজ্ঞাতে অন্য রাজাধিরাজকে নিযুক্ত করিতে তাহারাও প্রায় উদ্যত হইল। নম্র মন দিয়া পাপার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিলে আমার সিংহাসন স্থির থাকিবে না, হেন্‌রি ইহা নিশ্চয় জানিয়া ইটালিয়া দেশে যে কানস্সা নামক গড়েতে পাপা তৎকালে থাকিতেন, সেই খানে উপস্থিত হইয়া তাহার নিকটে ক্ষমা মাঁগিলেন। কিন্তু পাপা তাহাকে শীতকালে

Digitized by Google

পাপস্বীকারকারীর সদৃশ পাদুকা রহিত ও লোম নির্ম্মিত বস্ত্র পরিহিত হইয়া উঠানে তিন দিন দাঁড়াইয়া থাকিতে দিলেন, পরে চতুর্থ দিনে তিনি আপন সম্মুখে তাহাকে আনাইয়া মণ্ডলীর মধ্যে পুনরায় গ্রাহ্য করিলেন।

হিল্দব্রান্দ আপন কর্ত্তৃত্ব সময়ে সেই সকল ভারি কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিতে অবকাশ পাইলেন না। তিনি ১০৮৬ শালে মরিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও পাপার পরাক্রম হ্রাস হইল না। ভাল কি মন্দ যে যে লোকেরা পাপার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই আপনাদের কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধি করিতে নিত্য২ চেষ্টা করিত। ইহা পাপাদের কর্ত্তৃত্বের বিবরণ পুস্তক অধ্যয়ন করিলেই অবগত হওয়া যায়।

তৃতীয় ইন্নসেন্ত নামক ব্যক্তি ১১৯৮ শালাবধি ১২১৬ শাল পর্য্যন্ত পাপা ছিলেন। তিনি হিল্দব্রান্দের চেষ্টা সিদ্ধ করণে অন্য পাপাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইলেন। তিনি মহাসভাতে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে আহ্বান করিয়া তাহারদিগকে কোন কর্ম্ম করিতে না দিয়া কেবল আত্মকৃত অটল তাবৎ ব্যবস্থাতে আপন২ নাম স্বাক্ষর করিতে দিলেন। রাজগণ ও রাজাধিরাজকে ও আপনার ভৃত্য ও প্রজা করিয়া মানিতেন। এবং যখন তিনি শাসন করণার্থে তাহাদিগকে মণ্ডলীহইতে বহিষ্কৃত করিতেন, তখন সেই রাজ্যস্থ ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে ঈশ্বরের সেবা করিতে নিষেধ করিতেন। তাহাতে সামান্য লোকেরা অতিশয় ভীত ছিল। কেননা এই আজ্ঞা যতক্ষণ রহিত না হইত, ততক্ষণ সেই সকল দেশে ঈশ্বরের সেবা করা যাইত

Digitized by Google

না। অপর মণ্ডলীর বহির্ভূত ও খেদান্বিত মনুষ্য যে প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করে, সেই প্রকার তাবৎকেই করিতে হইত, নিরূপিত স্থানের বাহিরে মৃত শরীরকে কবর দেওয়া যাইত, এবং মৃত লোকের নিমিত্তে অন্ত্যেষ্টি ও প্রার্থনা এবং গান করা যাইত না। বিবাহ কালীন কবর স্থানে যাইতে হইত, এবং পথিমধ্যে লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রণাম করিতে নিষেধ। ইন্নসেন্ত পাপা এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করাতে যোহন্ লাকলাণ্ড নামক রাজাহইতে ইংলাণ্ড রাজ্য লইয়া ফ্রান্স দেশের রাজাকে দিলেন। পরে আমি নিতান্ত পাপার অধীন ও প্রতি বৎসর পাপাকে কর দিব, যোহন্ কেবল এই প্রতিজ্ঞা করাতে স্বীয় রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। পাপাদের অন্যায় ব্যবহারদ্বারা পরাক্রান্ত কার্লবিনিয় বংশীয় রাজাধিরাজেরা বিস্তর দুঃখ পাইত, ও তাহাদের সহিত নিত্য ২ বিবাদ করিত, অবশেষে ১২৬৯ শালে কণ্র্যাদিন নামক ঐ বংশীয় শেষোৎপন্ন রাজাধিরাজের মস্তক ছিন্ন হইল। তৃতীয় ইন্নসেন্ত বিধর্ম্মাক্রান্ত লোকদিগের বিচার ও শাস্তি করণার্থে ইনকুইসিয়ন নামক ধর্ম্মসভা স্থাপন করিয়া ১২৩৩ শালে দেমিনিকন নামক মঙ্ক লোকদিগকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে রূমীয় মণ্ডলীর অমতাবলম্বী লোকদের বিচার ও শাস্তি করণার্থে ব্যবস্থা নিরূপণ হওয়াতে যাহারা বিধার্ম্মিকত্ব রূপে অপবাদিত হইত, তাহারা অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইত। এবং যদি তাহারা আপন ২ বিধার্ম্মিকত্ব স্বীকার না করিত, তবে তাহারদিগকে দগ্ধ করিতে আজ্ঞা দেওয়া

Digitized by Google

যাইত, এবং কখন২ আপন২ দোষস্বীকার করিলেও দগ্ধ হইত।

ইনকুইসিষন নামক ধর্ম্মসভার অন্ধকারময় কুটুরীতে গোপন রূপে যে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করা যাইত, সে এমত ভয়ানক যে আমরা সম্পূর্ণ রূপে বিশেষ ব্যক্ত করিতে পারি না। যাহারা ঐ বিচারালয়ে অপবাদিত হইত, তাহারা পরে লিখিত অসহ্য যাতনা ভোগ করিত। যথা, প্রথমতঃ দুই লৌহময় কাঁটা যুক্ত কড়ীতে ঊর্দ্ধপদ অধোমস্তক করিয়া টাঙ্গান যাইত, আর প্রধান দোমিনিকন মঙ্ক ঐ যাতনাগ্রস্ত মনুষ্যকে বলিত, হে পুত্র, স্বীয় দোষ স্বীকার করহ। তাহাতে যদ্যপি সে স্বীকার না করিত, তবে তাহার দুই পায়ে বৃহৎ বোঝা চাপাইয়া দুই হস্ত একত্র বদ্ধ করিয়া রজ্জুদ্বারা টাঙ্গান যাইত। এবং যে পর্য্যন্ত এই রূপ দুঃসহ দুঃখ ভোগ করত কৃপাজনক চীৎকার ধ্বনি না করিত, সেই পর্য্যন্ত টাঙ্গান থাকিত। আর ঐ চীৎকার রব আচ্ছন্ন করণার্থে প্রহারকেরা চীৎকার শব্দে, তুই কুক্কুর ও বিধার্ম্মিক, ইত্যাদি দুর্ব্বাক্য বলিয়া তাহার নিন্দা করিত। অনন্তর যে পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তির শরীরের গ্রন্থি সকল স্খলিত না হইত, সেই পর্য্যন্ত সেই বন্ধন রজ্জু আল্‌গা করিয়া ঐ যাতনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাহারা বারম্বার উত্তোলন করিত ও নামাইত; তদনন্তর ক্ষণ মাত্র তাহাকে যন্ত্রণা রহিত করিত। কিন্তু যদি অস্বীকার করিতে ক্ষান্ত না হইত, তবে কাঁটা যুক্ত কাষ্ঠ নির্ম্মিত এক দীর্ঘ যন্ত্রে তাহাকে চীৎ করিয়া ফেলিত; তাহাতে সেই কাঁটা সকল তাহার পৃষ্ঠদেশে

Digitized by Google

প্রবেশ করিয়া বিশেষ রূপে বিদ্ধ হইত। তখন তাহার নিশ্বাস রোধ করিবার নিমিত্তে তাহার মুখের উপরে সূক্ষ্ম বস্ত্র রাখিত, এবং সেই বস্ত্রের উপরে বলপূর্ব্বক বার ২ জল নিক্ষেপ করাতে সেই বস্ত্র মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইত; এবং যাবৎকাল পর্য্যন্ত নিশ্বাস বন্ধ না হইত, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ দুঃখিত ব্যক্তিকে এইরূপ যাতনা দিত। তদনন্তর সেই বস্ত্র অকস্মাৎ বলেতে আকর্ষণ করিলে অনেক রক্ত নির্গত হইত। যদি এইরূপ অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়াও অজ্ঞাত বিষয় স্বীকার না করিত ও তম্মতাবলম্বী লোকদের নাম বলিয়া না দিত, তবে তাহার দুইপা তপ্ত অঙ্গারযুক্ত কড়াতে রাখিয়া যাবৎ দগ্ধ না হইত, তাবৎ পায়ের উপর বার ২ চর্ব্বি নিক্ষেপ করিত। ইনকুইসিষন কর্ত্তৃক অপবাদিত লোকদের যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ লিখিলাম, এই প্রচুর। রজনী যোগে ও গুপ্ত রূপে আপনাদের অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহারের দ্বারা নারকী ইনকুইসিষন লোক কর্ত্তৃক অসংখ্য লোক নষ্ট হইল। দেখ, কেবল স্পেনদেশে এত লোক নষ্ট হইয়াছিল, যে তাহা প্রায় অসম্ভব। যাহাদের বিবরণ পশ্চাৎ লিখিব, সেই ধার্ম্মিক ওয়ালদেন্‌স লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সেই তৃতীয় ইন্নসেন্ত লোক সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বাধিকারি গর্ব্বশালি পাপারা স্বীয় কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধি করিতে যে শৈলি নিরূপণ করিয়াছিলেন, সে বিস্তর ধন ব্যতিরেকে সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা অষ্টম বনিফাস্ অবগত হইয়া পাপারদের কর্ত্তৃত্ব বাড়াইতে এক নবীন

Digitized by Google

উপায় স্থির করিলেন। তিনি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন, যে প্রতি শত বর্ষানন্তর এক বর্ষের মধ্যে যাহারা রুম নগরে যাত্রা করিবে, তাহারা তাবৎ পাপ হইতে ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে। ১৩০০ শালে সেই কর্ম্মের আরম্ভ হইয়াছিল; তাহাতে পাপার ও রুম নগরস্থ লোকদের বিস্তর লাভ হইল। সেই বৎসরের প্রতি মাসে ন্যূনাধিক দুই লক্ষ লোক ঐ নগরে উপস্থিত হইল। এবং অধিক হউক্ কিম্বা অল্পইবা হউক্, সকলেই উপঢৌকন প্রদান করিল। সেই উপায় এমত সফল হওয়াতে পাপারা অতি লুব্ধ হইয়া পুনর্ব্বার এই নিরূপণ করিলেন, যে পঞ্চাশ বর্ষ এবং অবশেষে পঁচিশ বর্ষানন্তর একএক বর্ষে ঐরূপ মহোৎসব হইবে। আর যাহারা রুম নগরে আসিতে অক্ষম হইল, তাহাদিগকেও ক্ষমা পত্র বিক্রয় করিল।

প্রজা লোকেরা বিচার না করিয়া পাপা লোকদিগকে যে অতিশয় মান্য করিত, ইহা বড় আশ্চর্য্য, কেননা পাপাদের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত কুব্যবহারে লিপ্ত ছিলেন। দেখ কনস্তান্স নগরীয় যে মহাসভা যোহন্ হস্ নামক বিশ্বাসি সাক্ষিকে দগ্ধ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সেই মহাসভাও নাস্তিক ও ঘৃণার্হ পাপেতে দোষী ২৩ যোহন পাপাকে পদচ্যুত করিলেন। এবং যোহনের পর যিনি তৎপদ প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার দ্বারাই যোহন পরে সেই পদ পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। অষ্টম ইন্নসেন্ত নামক পাপার ষোল জন জারজ পুত্র ছিল। এবং যে কর্ম্ম প্রদান করিতে তাঁহার ক্ষমতা ছিল, তিনি তাহার-

Digitized by Google

দিগের পোষণার্থ সেই কর্ম্ম প্রদান করিলেন। ষষ্ঠ আলেক্‌সান্দর নামক্‌ যে পাপা নির্দ্দয়তা ও লম্পটতা প্রযুক্ত অতি খ্যাত ছিলেন, তিনি যে বিষ কয়েক কার্ডিনেল অর্থাৎ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিমিত্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতেই স্বয়ং মরিলেন। দ্বিতীয় জুনিয়স্‌ ইটালিয়া ও অন্যদেশে যুদ্ধ করাইলেন। কখন২ দুই অথবা তিন পাপা এক কালে নিযুক্ত ছিলেন। তাহারা এক জন অন্যের বিরুদ্ধে স্বীয় কর্ত্তৃত্ব পাইবার নিমিত্তে পরস্পর যুদ্ধ ও অত্যাচার করিত। ফলতঃ ইতিহাস পুস্তকে ইহা জানা যায়, যে পাপাদের যত দুষ্টতা ও পাষণ্ডতা ছিল রাজাদের এত কখন ছিল না।

চতুর্থ খণ্ড।

ওয়াল্‌দেন্‌স লোকদিগের বিবরণ।

যদ্যপি কয়েক শত বৎসরাবধি খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে প্রবল দুষ্টতা প্রযুক্ত ক্রমে২ বৈধর্ম্ম্য বৃদ্ধি হইয়াছিল, তথাচ সেই সময়ে যীশু খ্রীষ্টের নিষ্কলঙ্ক এক সত্য মণ্ডলী ছিল, তাহারি যে অস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়; তাহা প্রকাশ করণার্থে আমি পাপাদের ঘৃণিত ক্রিয়ার বৃত্তান্ত আহ্লাদ পুর্ব্বক ত্যাগ করিলাম। আপেপনাইন পর্ব্বতের মধ্যস্থিত যে অহিংসক বালেন্সের ক্ষুদ্র দলের বৃত্তান্ত তাহা পুর্ব্বে লিখিয়াছি। কিন্তু আপনাদের সুশিক্ষা ও সদ্ব্যবহার দ্বারা কেবল মণ্ডলীর দুষ্টতা বৃদ্ধি এবং পাপাদের অন্যায় আপত্তি প্রকাশিত হইল, এমত নয়, কেননা প্রথমাবধি ওয়াল্‌দেন্স নামক লোকেরা

সুশিক্ষাতে ও সদ্ব্যবহারেতে যে উহাদের তুল্য ছিল, ইহা মণ্ডলীর ইতিহাস পুস্তকে জানা যায়। সেই সৎলোকেরা ভিন্ন২ সময়ে ও নানা স্থানে বিশেষ২ নামেতে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু ধর্ম্মের বিষয়ে তাহারা সকলেই বালেন্স. লোকের মত ছিল। তবে কিনা আপ্পেনাইন পর্ব্বতের মধ্যস্থিত যে লোকেরা সত্যধর্ম্মের বিষয়ে প্রমাণ দিত, তাহারা বালেন্স অর্থাৎ পাহাড় তলীস্থ নামে বিখ্যাত ছিল। ও যাহারা ফ্রান্স দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে বাস করিত, তাহারা ওয়াল্দেন্স নামেতে বিদিত ছিল। ১১০০ শালাবধি পাপার মণ্ডলীস্থ লোকেরা বলিত, যে "ও ব্যক্তি ওয়াল্দেন্স লোক, উহাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত"। উহাদের অত্যন্ত তাড়নাকারী তুরিন নগরে এক মঙ্ক লোক উহাদের বিষয়ে এই বলে, যে কোন্ সময় অবধি লোকেরা এই রূপ মতাবলম্বী হইল, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু ৯০০ শালে কিম্বা ১০০০ হাজার শালে এই মত নিতান্ত ব্যক্ত হইল। ১৩০০ তেরশত শালের পূর্ব্বে ওয়াল্দেন্স লোকদের প্রধান তাড়নাকারী উহাদের বিষয়ে এই রূপ বলে, যে খ্রীষ্টীয়ান লোকের মধ্যে ওয়ালদেন্স লোকের মত সকলাপেক্ষা প্রাচীন। কেহ২ বলে, রূম নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ প্রথম সিল্বেষ্টরের সময় অবধি এইমত স্থাপিত হইল, আর কেহ২ বলে, প্রেরিতেরদের সময়াবধি স্থাপিত হইল। তুরিন নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ যিনি উহাদের বিপক্ষ ছিলেন, তাঁহার কথাতেও ইহা নিশ্চয় জানা যায়। তিনি এই প্রকার লেখেন, এতন্মতাবলম্বী লোকেরা যে বহুকাল

Digitized by Google

পর্য্যন্ত রহিয়াছে, ইহাতে প্রচুর কারণ অবশ্য থাকিবে। কেননা নানা দেশীয় পরাক্রান্ত লোকেরা উহাদিগকে বার ২ নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেও তাহারা ঐ সকল ভরসা নাশক বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়া নিত্য ২ জয়ী হইল, কেহ ও উহারদিগকে পরাজয় করিতে পারিল না। অধিকন্তু তিনি ইহাও বলেন, যে কনষ্টাণ্টীন রাজাধিরাজের সময়ে লিয়ো নামক প্রসিদ্ধ এক ধার্ম্মিক ব্যক্তির দ্বারা এই মত স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি রূম নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ প্রথম সিল্‌বেষ্টরের কৃপণতাতে এবং ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে রাজাধিরাজের অপরিমিত ধন দানেতে বিরক্ত হইয়া ঐ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের মণ্ডলী ত্যাগ করিয়া অনেক সত্য খ্রীষ্টীয়ানের সঙ্গে দূর দেশে গমন করিয়াছিলেন। প্রেরিত লোক কর্ত্তৃক ওয়ালদেন্স মণ্ডলী, স্থাপিত হইয়াছিল, এবং এখন পর্য্যন্তও তন্মত আছে, এই বিষয়ে ওয়ালদেন্স লোকেরা যে প্রমাণ দেয়, তাহা লিখিলাম না; কি জানি লোকেরা আমাকে পক্ষপাতি করিয়া বলে। ওয়াল্‌দেন্স মণ্ডলী যে প্রেরিত লোকদের সময়াবধি স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা উহাদের অত্যন্ত বিপক্ষেরাও স্বীকার করাতে আমরা আহ্লাদজনক প্রমাণ এই পাই, যে যদ্যপি খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী অতিশয় বিগড়িয়া গিয়াছিল, তথাচ নির্ব্বিরোধিতা ও দুরবস্থা প্রযুক্ত অপ্রকাশিত ঈশ্বরের এক সত্য মণ্ডলী সর্ব্বদা ছিল। এবং যেমন এলীয়ের সময়েতে বেয়াল ঠাকুরের অনুপাসক কেহ ২ ছিল, তেমনি ঐ পূর্ব্বোক্ত সময়ে ও ধার্ম্মিক লোকদের এক দল ছিল।

Digitized by Google

যাহারা নানা দেশে নানা সময়ে সত্য ধর্ম্মের বিষয়ে প্রমাণ দিত, বিশেষতঃ যাহারা পাপার এবং অধার্ম্মিক অধ্যক্ষদের বিরুদ্ধে ছিল, তাহারা আল্‌বিজেন্স ও লেওনিস্ত ও পিকার্ড ও আর্নোল্দিস্ত এবং লাইন নগরের দরিদ্র, এই২ নামে বিখ্যাত ছিল। জের্ম্মানী দেশে ১২০০ শতশালে তাহাদিগকে কাথারি অর্থাৎ পবিত্র বলিয়া ডাকা যাইত, কেননা তাহারা মণ্ডলীর মিথ্যা উপদেশ ও অনুচিত রীতি হইতে আপনাদিগকে পৃথক রাখিতে যত্ন করিত। লোল্লার্ড নামক যে ব্যক্তি গাইয়েন নগরে ইংরেজ লোকের নিকটে ওয়াল্‌দেন্সের ধর্ম্ম শিক্ষিয়া বৈধর্ম্ম্য দোষেতে কলঞ নগরেতে দগ্ধ হইয়াছিল, ইংলাণ্ডদেশীয় তন্মতাবলম্বী লোকেরা তাহার নামানুসারে লোল্লার্ড নামে বিখ্যাত হইল। ১৪০০ শালে বহিমিয়া ও অষ্ট্রীয়া দেশে ন্যূনাধিক আশি হাজার কাথারি কিম্বা ওয়াল্‌দেন্স লোক ছিল। প্রায় সেই সময়েও ফ্রান্স ও ইটালিয়া এবং সিসিলি ও দাল্‌মেতিয়া ও ক্রোয়াতিয়া ও স্লাবনিয়া ও কনষ্টাণ্টীনোপল ও গ্রীক্‌ ও বলগেরিয়া ও লিবনিয়া ও পোলাণ্ড ও ফ্লাণ্ডর্স ও ইংলাণ্ড ও স্পেন দেশে তন্মত লোক ছিল। তাহারা প্রধান মণ্ডলী হইতে পৃথক ছিল, এবং ঐ মণ্ডলীর অনেক বিধি ত্যাগ করাতে ও মন্দ ব্যবহারের প্রমাণ দেওয়াতে লোকেরা ইহা জানিতে পারিত। দেখ ১২০০ শালে রূম মণ্ডলী হইতে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক আল্‌বিজেন্স নামক অসংখ্য খ্রীষ্টীয়ানের এক মণ্ডলী ছিল। কিন্তু তাড়নার ভয়ে কিম্বা ঐ মণ্ডলী দোষের বিষয় ভালরূপে জ্ঞাত না হওয়াতে তাহাদের

Digitized by Google

মধ্যে কয়েক লোক বাহ্যে তন্মতাবলম্বী ছিল। তাহারা সমানরূপে পবিত্রতা ও সত্য জ্ঞান পাইল না, এবং তাবৎ বিশ্বসনীয় বিধির বিষয়ে তাহারা সকলে এক প্রকার বুঝিল না। কিন্তু যদ্যপি এই রূপ ছিল,তথাপি তাহারা সকলেই খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর অত্যন্ত দুরবস্থাতে অসন্তুষ্ট ছিল। এবং বিশ্বসনীয় বিষয়ে ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে পাপার যে কর্তৃত্ব,তাহা তাহারা সকলেই অস্বীকার করিল। ফ্রান্সদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে ওয়ালদেন্স লোকের ক্রীড্ অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ক যে স্বীকার পত্র,তাহা সকলাপেক্ষায় উত্তম বোধ হয়, তদ্দ্বারা উহারা তৎকালীন প্রধান মণ্ডলীদের যে ভুল ভ্রান্তি সকল অগ্রাহ্য করিল,তাহা আমরা জ্ঞাত আছি।

তাহাদের ক্রীড্ অর্থাৎ স্বীকার পত্র এই রূপ। ১; প্রথমতঃ বিশ্বাসের বিষয়ে কি মুক্তির বিষয়ে যাহা ধর্ম্ম গ্রন্থে লিখিত আছে, তাহাই কেবল প্রমাণ, সেই বিষয়ে কাহারো কিছু করিবার ক্ষমতা নাই।২; প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ভিন্ন অন্য কোন মধ্যস্থ নাই, সুতরাং অন্য কোন মৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে মধ্যস্থ স্বরূপ করিয়া তাহার নিকট প্রার্থনা করা নিষেধ।৩; পরলোকেতে মৃত মনুষ্যের আত্মাকে নির্ম্মল করণার্থে যে পরগাতরি নামক অগ্নিময় স্থান আছে, সে কল্পনা মাত্র।৪; বাপ্টিস্ম ও প্রভুর ভোজন, এই দুই নিরূপিত ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কোন ক্রিয়া নাই।৫; লোকদের,বিশেষতঃ মৃত লোকদের পাপ ক্ষয় করণের নিমিত্তে মাস নামক যে পূজা,তাহা মিথ্যা ও অগ্রাহ্য।৬; মনুষ্য কর্তৃক নিরূপিত যে পুণ্যজনক কর্ম্ম,

Digitized by Google

অর্থাৎ রুমি মণ্ডলীস্থ লোকদের উপবাস ও উৎসব ও সন্ন্যাস ধর্ম্ম ও তীর্থযাত্রা প্রভৃতি সে সকলি অগ্রাহ্য। ৭; ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও রাজ্যাধ্যক্ষের উপরে যে পাপার কর্ত্তৃত্ব তাহা নিতান্ত অনুচিত, ইহা যদ্যপি বলিত, তথাচ মণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও ধর্ম্মোপদেশক ও ডিকন, এই যে তিন বিশেষ পদ আছে, তাহা স্বীকার করিত। ৮; প্রভুর ভোজনের রুটী ও দ্রাক্ষারস, এই দুই সামগ্রী যে খাইতে হয়, তাহাই শাস্ত্রীয় নিয়ম। ৯; প্রকাশিত ভবিষ্যৎ বাক্যে বাবিলের বিষয়ে যাহা লিখিত, তাহা রুমি মণ্ডলীর বিষয়ে। এবং পাপা সমুদায় ভ্রান্তির উৎপাদক ও ভাক্ত খ্রীষ্ট। ১০; ধনের দ্বারা পাপের ক্ষমা প্রাপ্তি, এবং ধর্ম্মাধ্যক্ষদের বিবাহ নিষেধ, রুমি মণ্ডলীর এই দুই বিধি নিতান্ত অগ্রাহ্য। ১১; যাহারা ঈশ্বরের কথা শুনিয়া গ্রাহ্য করে, তাহারা ঈশ্বরের মণ্ডলী; এবং সেই মণ্ডলী প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা ধর্ম্মরূপ চাবির কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহাতে কেন্দুয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় দুষ্ট শিক্ষকদিগকে দূর করিতে, এবং ঈশ্বরের কথা শুনাইতে, এবং বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজন এই দুই কর্ম্ম করিতে, ধার্ম্মিক ও সত্য উপদেশকগণকে আহ্বান ও নিযুক্ত করিতে মণ্ডলীর ক্ষমতা আছে।

ওয়াল্‌দেন্স লোকেরা সর্ব্বদা ধর্ম্ম পুস্তকের আলোচনা করাতে ঐ সকল যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়ছিল। ঈশ্বরের কথা পাঠ ও প্রার্থনা ও স্তব স্তুতি প্রতি দিন করাতে তাহারা ধর্ম্মজ্ঞান ও সান্ত্বনা পাইত। সাংসারিক কর্ম্ম করিবার সময়েতেও তাহারা ঐ সন্তোষজনক কর্ম্ম ত্যাগ করিত না। তাহাতে উহাদের মধ্যে যে সকল

Digitized by Google

লোকের অল্প বুদ্ধি ছিল, তাহারাও ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান বিলক্ষণ রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল। কেহ২ ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগের এক অংশ অভ্যাস করিয়াছিল। কেহ বা সমুদয় অভ্যাস করিয়াছিল। কারণ যিনি গৃহের কর্ত্তা, তিনি আপন পরিবারের গুরু ছিলেন; ও পিতা আপন পুত্রগণকে ও মাতা আপন কন্যাগণকে শিক্ষা দিত; এবং বালক বালিকারা যাহা শিক্ষিত, তাহাদের অপেক্ষা ছোট বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিত। প্রায় তাবৎ ওয়াল্‌দেন্সি লোকেরা লিখিতে ও পড়িতে পারিত। কিন্তু তৎকালে রূমীয় মণ্ডলীর মধ্যে অনেক ধর্ম্মোপদেশক ও প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা তাহা করিতে পারিত না। তাহারা সরল ও পরিমিতব্যয়ী এবং নির্দোষী ছিল। এবং সাংসারিক কথোপকথনের সময়েও ধর্ম্ম বিষয়ক কথা কহিত। তাহারা হস্তকৃত কৃষি ও শিল্প কর্ম্মাদি দ্বারা সংসারের নির্ব্বাহ করিত। এবং অব্যভিচার ও নমৃতা ও প্রেম এবং উদ্যোগ, এই সকল গুণেতে গুণান্বিত ছিল। তাহারা পরস্পর ভ্রাতা ও ভগিনী বলিয়া ডাকিত। এবং সহোদরের ন্যায় প্রেম ও স্নেহ করিত। তাহাদের অধ্যক্ষেরা বিশ্বাসী হইয়া সমুদয় আজ্ঞা পালন করিত। এবং তাহারা সদ্ব্য-বহারে এমত বিদিত ছিল, যে ওয়াল্‌দেন্সি ভৃত্য ও ধাই অন্য লোকাপেক্ষা মনোনীত হইত। সাঁকো রাইনর নামক এক ব্যক্তি যে উহাদের অত্যন্ত বিপক্ষ ছিল, সে উহা-দের বিষয়ে কেবল এই দোষ দিত,“ উহাদের মত সকলাপেক্ষা পুরাতন। এবং তাহারা প্রায় সকল

Digitized by Google

দেশেতেই আপনাদের মত স্থাপিত করিয়াছিল। সে আরো বলিত, অন্য খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা আপনাদের কুবিধিস্থাপন করাতে ঘৃণার্হ হইয়াছিল, কিন্তু এই ওয়াল-দেন্স লোকেরা সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করাতে এবং ঈশ্বরের বিষয়ে সত্য জ্ঞান পাওয়াতে এবং প্রেরিত নামক ক্রীডের কথা সকল মান্য করাতে আপনাকে ধার্ম্মিক দর্শাইয়াছিল। তবে কি না তাহারা রুমি মণ্ডলীর বিধি সকল ও ধর্ম্মাধ্যক্ষগণকে ঘৃণা করিত"।

তাহারা আপনাদের ধর্ম্মোপদেশকগণকে ও মিষনরি-গণকে ও দরিদ্র ভ্রাতাদিগকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দান গ্রহণের দ্বারা প্রতিপালন করিত, কেননা যে পরস্পর অন্তঃকর-ণের ঐক্যতা সত্য ও ধর্ম্ম মণ্ডলীর চিহ্ন, তাহা তাহাদের মধ্যে পাওয়া গেল। ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা যেখানে২ যত মণ্ডলী ছিল, সর্ব্বদা তাহার ঠিক হিসাব রাখিয়া সর্ব্বত্রই সুসমাচার প্রচারকগণকে প্রেরণ করিত। সেই সুসমাচার প্রচারক-গণেরা প্রত্যেক স্থানে দুই জন যাইত। বাটীর দ্বারের উপরে অথবা ছাতের উপরে বিশেষ চিহ্ন দ্বারাতে ভ্রাতৃগণের উদ্দেশ পাইত। ঐ চিহ্নিত বাটীতে প্রবেশ করিয়া ভ্রাতৃগণকে ঈশ্বরের কথা শিক্ষা দিয়া এবং তাড়-নাতে সাহস দিয়া ও তাহাদের সঙ্গে প্রার্থনা করিয়া এবং পরীক্ষাতে সান্ত্বনা দিয়া তাহাদিগকে সুস্থির করিত। এবং বাপ্টিস্ম ও প্রভুর ভোজন, এই দুই ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে ও তাহাদিগকে ঐশ্বরিক সান্ত্বনা দায়ক প্রকৃত কারণ জানাইতে, বোধ হয়, মস্তকের উপর হস্তার্পণ করিয়া ধর্ম্মোপদেশক ও ডিকন লোককে নিযুক্ত করিত।

Digitized by Google

সেই সুসমাচার প্রচারকগণ দেশ দেশান্তরে যাত্রা করিত, এই জন্যে পাশাজিরি অর্থাৎ যাত্রিক নামে বিখ্যাত ছিল। কলঞ নগরহইতে মিলান নগর পর্য্যন্ত যাত্রা করিয়া প্রতি রাত্রিতে আত্মমতাবলম্বী লোকের বাটীতে বাস করিতে পারিতেন; সর্ব্বত্রই তাহারদিগের এত বন্ধু ও ভ্রাতৃগণ হইয়াছিল। ওয়াল্‌দেন্সি লোকেরা নানা দেশে আত্ম ভ্রাতৃগণকে পরস্পর নিত্য২ সম্বাদ প্রেরণ করিত। এবং ঐ সম্বাদ পৌঁছিবার নিমিত্তে জেনোয়া ও ফ্লোরেন্স ও বেনিস্ আর মধ্যবর্ত্তি অন্য২ নগরে আপনার দূত অথবা চিঠী পাঠাইতে বিশ্বসনীয় স্থান ছিল।এই রূপ করাতে তাহাদের সাহস ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইল।

যোহন হসের পুর্ব্বে বহিমিয়া দেশে যে পুর্ব্বোক্ত খ্রীষ্টীয়ান লোক ছিল, তাহারা পরে সেই ব্যক্তির নামানুসারে যেমন হসাইত নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। তেমনি ১১৭০ শালে প্রধান গুরু পিতর ওয়াল্দের পুর্ব্বে ফ্রান্স দেশের দক্ষিণ অঞ্চলস্থ ঐমত খ্রীষ্টীয়ান লোকেরাও তাহার নামানুসারে ওয়াল্দেন্স নামেতে বিদিত হইল। ঐ ব্যক্তি অতিপ্রসিদ্ধ লোক ছিলেন, অতএব তাঁহার বিষয়ে কিঞ্চিৎ লেখা কর্ত্তব্য। তিনি লাইন নগরের এক ধনবানবাণিজ্যকারী ছিলেন, কিন্তু তিনি কোন আশ্চর্য্য ঘটনাতে ধর্ম্মপুস্তকের আলোচনা করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া ঐ ধর্ম্মপুস্তকের কথা গুরুতর ও সুখদায়ক বুঝিয়া অন্য২ লোকদিগকে জানাইতে অতিশয় আকাঙ্খা করিলেন। তিনি আপন সর্ব্বস্ব দরিদ্র

Digitized by Google

লোকদিগকে বিতরণ করিলেন। এবং ধর্ম্মপুস্তকের কয়েক অংশ এবং প্রসিদ্ধ লোক কর্ত্তৃক রচিত পুস্তকের কয়েক অংশ আপন দেশীয় ভাষাতে অনুবাদ করিয়া সাধ্যানুসারে বিস্তর প্রতিলিপি করিয়া সকল লোককে বিতরণ করিলেন। তিনি আপন ভৃত্য ও জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু বান্ধবকে ও দরিদ্রদিগের বাটীতে গিয়া যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক শিক্ষা দিয়া সর্ব্বপ্রকার সকল লোককেই ধর্ম্ম বিষয়ে মনোযোগ করিতে প্রবৃত্তি লওয়াইতেন। তিনি ক্রমে২ শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া প্রধান মণ্ডলীর ভুল ও ধর্ম্ম ভ্রষ্টতা অবগত হওয়াতে লোকদিগকে শিক্ষা দিবার সময়ে তাহা প্রকাশ করিলেন। তাহাতে লোকেরা তাঁহার কথায় অমনোযোগী হইল না। ওআল্দ পাপাদের বিধি ও কর্ত্তৃত্বের বিরোধী হইয়াছে, ইহা আলেকসান্দর নামক পাপা অবগত হইবামাত্র তাহাকে ও তন্মতাবলম্বী লোকদিগকে মণ্ডলীহইতে বহিষ্কৃত করিলেন। পরে ওয়াল্দ পিকার্ডি দেশে পলায়ন করিয়া তাড়না প্রযুক্ত নগরে২ ভ্রমণ করিলেন। এবং তিনি সেই সকল স্থানে মঙ্গল সমাচার প্রচার দ্বারা কৃতকার্য্য হওয়াতে তাঁহার অনেক শিষ্য হইল। পরে তিনি অবশেষে বহিমিয়া দেশে গিয়া সহজে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।

পৃথিবীর লবণ স্বরূপ ঐ মতাবলম্বি লোকেরা তাড়না প্রযুক্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান দেশকে ব্যাপিল। এবং নির্ব্বিবাদে ও গুপ্তরূপে স্থিত তন্মতাবলম্বি লোকদিগকে অনেক ২ স্থানে পাইয়া তাহাদের

সাহস ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি করাইল। সত্য ধর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ ঐ সকল লোকেরা অত্যন্ত তাড়নাতেও নষ্ট হইল না। ১২০৯ শালে ইন্নসেন্ত নামক পাপা আল্‌বিজেন্স লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে লোকদিগকে আজ্ঞা দিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন "যাহারা এই যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইবে, তাহারা সমুদায় পাপহইতে মুক্ত হইবে"। তাহাতে মনফর্টের কর্ত্তা শিমোন সেনাপতি তিন লক্ষ সেনা লইয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের দেশ দৌরাত্ম্য ও রক্তে পরিপূর্ণ করিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক তুলুস নগরে বাস করিত; কেননা সেই নগরের কর্ত্তা রাইমন্দ তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল। অন্য যুদ্ধ যাত্রাতে তন্মতাবলম্বিদের বাসস্থান আবিন্য নগর ও তন্নিবাসি তাবতেই ফ্রান্স রাজা আষ্টম লুইস কর্ত্তৃক নষ্ট হইল। তৎকালে পিকার্ডি দেশে ওয়াল্‌দেন্স লোকদের ৩০০ গ্রাম ও তাবৎ বিষয় ভস্মসাৎ হইল। ঐ মতাবলম্বিদের তাড়নাতে বিপক্ষেরদের এত অধমতা ও বঞ্চনা ও নির্দ্দয়তা ও কাপট্য প্রকাশ হইল, যে তাহা জ্ঞানের অগোচর। প্রথমতঃ ২০ বৎসর পর্য্যন্ত তাড়িত হওয়াতে প্রায় ১০ লক্ষ লোক হত হইল। ১২৩০ শাল অবধি ১৭৩০ শাল পর্য্যন্ত এই রূপে যত লোক নষ্ট হইয়াছিল, তাহা গণনা করিলে কত হইত, বলা যায় না; কেননা তাহারা যদ্যপি সর্ব্বদা সমভাবে তাড়িত না হউক, তথাপি প্রায় এক বৎসরও তাড়না রহিত হইয়াছিল না। যে সময়ে ফ্রান্সদেশে এই রূপ যুদ্ধযাত্রা হইতেছিল; সেই কালে ইনকুইসিযন্ নামক নিষ্ঠুর ধর্ম্ম

Digitized by Google

সভাস্থ লোকেরা অন্য অন্য দেশে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত অত্যন্ত তাড়না দ্বারা অনেক ওয়াল্‌দেন্সি লোককে খড়্গাঘাতে বিশেষতঃ অগ্নিদ্বারা নষ্ট করিল। ফলতঃ ইন্নসেন্ত নামক পাপা বিশেষতঃ ঐ লোকদিগকে নষ্ট করিতে ইন্‌কুইসিষন্‌ নামক ধর্ম্মসভা স্থাপন করিয়াছিলেন। কখন২ এত লোক ধৃত হইল, যে উহাদিগকে বদ্ধ রাখিতে শীঘ্র কারাগার নির্ম্মাণ করাইতে এবং তাহাদের খাদ্য ব্যয় করিতে পারিল না।

ওয়াল্‌দেন্স এবং তৎশত্রুরা কি প্রকার লোক, তাহা জানাইতে পূর্ব্বোক্ত তাড়নার বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ লিখি। ওয়াল্‌দেন্সি সৈন্যেরা স্পেন দেশের প্রান্তভাগ বর্ত্তি মেনের্ব নগরের রক্ষক ছিল। কিন্তু ঐ নগর আক্রমণার্থে আগত যে পাপার প্রতিনিধি, তাহারি হস্তে জলাভাব প্রযুক্ত তাহারা আপনাদিগকে সমর্পণ করিল। ইতোমধ্যে এক ধর্ম্মোপদেশক তাহাদিগকে পাপার মতাবলম্বি করণার্থে শিক্ষা দিতে উদ্যত হইলে ঐ সৈন্যেরা "তোমার উদ্যোগ নিষ্ফল হইবে," এই কথা বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল। তাহাতে মনফর্টের কৌন্ত অর্থাৎ কর্ত্তা এবং পাপার প্রতিনিধি এক বৃহদগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে এক শত চল্লিশ ১৪০ স্ত্রী পুরুষকে দগ্ধ করিলেন। তাহারা যীশু খ্রীষ্টের নামার্থে দুঃখভোগ করিতে আপনাদিগকে যোগ্য পাত্র জানিয়া ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করত আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিল। তাহারা ঐ কৌন্তকে বলিল "স্মরণ কর, শেষ দিবসে অর্থাৎ ঈশ্বরের মহাবিচার সময়ে তুমি তাঁহার হস্ত

Digitized by Google

হইতে পলাইতে পারিবে না। নানা প্রকার প্রবৃত্তি দেওয়াতে ঐ লোকদের মধ্যে কেবল তিন স্ত্রীলোক আপনাদের মত ত্যাগ করিল। এই দৃঢ় বিশ্বাসি ওয়াল্‌দেন্সি লোকেরা পুর্ব্বকালে তাড়িত খ্রীষ্টীয়ানদের ন্যায় ঐ রূপ অত্যন্ত যাতনা ধৈর্য্যশালী হইয়া থাকিল। ঐ নিষ্ঠুর সৈন্যেরা ওয়ালদেন্স লোকের মধ্যে ৬০ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তিকে পশ্চাৎ দিগে হাত বান্ধিয়া আসনে শয়ন করাইল। পরে মাংস কাটিয়া যেন মর্ম্ম স্থানে প্রবিষ্ট হয়, এই অভিপ্রায়ে বৃহৎ শৃঙ্গযুক্ত একটা গোবোরিয়া পোকা তাহার বক্ষঃস্থলে বসাইয়া ঢাকনি দিয়া তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিল। ঐ রূপ অশ্রুত নিষ্ঠুর ব্যবহারেও ঐ দুঃখি ব্যক্তি আপন ধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া অত্যন্ত যাতনা ভোগ পুর্ব্বক ক্রমে২ প্রাণ ত্যাগ করিল। কাটালিন্ জিরার্ড নামক আর এক ব্যক্তিও তদ্রূপ ধৈর্য্যাবলম্বন করাতে খ্যাত্যাপন্ন হইল। যখন সেই ব্যক্তিকে দগ্ধ করিতে খুঁটীতে বান্ধিল, তখন সে আপন হস্তে দুই খান প্রস্তর দিতে তাড়নাকারিদের নিকটে যাজ্ঞা করিল। তাহাতে তাহারা সন্দেহ করিয়া তাহার হস্তে দুই প্রস্তর দিবামাত্র সে ঊর্দ্ধ হস্ত হইয়া বলিল, "যখন আমি এই প্রস্তর ভক্ষণ করিব, তখন যে ধর্ম্মের জন্যে তোমরা আমাকে নষ্ট করিতেছ, তাহা অগ্রাহ্য করিব।" এই কথা বলিয়া সে দুই খান প্রস্তর ফেলিয়া দিল। আর্নোল্ড নামক এক জন ধর্ম্মোপদেশকের সহিত সাত জন পুরুষ ও দুই জন স্ত্রীলোক দগ্ধ করিবার কারণ খুঁটীতে বদ্ধ হইয়াছিল। যখন তাহারা আধপোড়া হইল, তখন ঐ

Digitized by Google

আর্নোলড শক্তিহীন হইয়াও আপন দগ্ধ হস্ত ঐ সঙ্গি-দের মস্তকে দিয়া বলিলেন "আত্মধর্ম্মে স্থির হও, কেননা তোমরা অদ্য লরেন্তিয়সের সহিত স্বর্গে বাস করিবা"। রাইমন্দ নামক তুলুস নগরের কৌন্ত অর্থাৎ কর্ত্তা তাহা দেখিয়া আপন অন্তঃকরণের দুঃখ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন, "আমি জানি, ঐ সকল ভদ্র লোকের নিমিত্তে পরে ও আমার অধিকার ও অধিকারস্থ লোক আমাহইতে নীত হইবে, কিন্তু উহাদের জন্যে যে আমি অধিকারাদি চ্যুত হইব, তাহাতে খেদিত নহি, বরঞ্চ প্রাণও দিতে প্রস্তুত আছি"।

১২৫০ শালে জের্ম্মানীদেশে ওয়ালদেন্স লোকেরা ইনকুইসিষন লোক কর্ত্তৃক অত্যন্ত তাড়িত হইলেও আপনার ধর্ম্ম ত্যাগ করিল না। পাপা যে ভাক্ত খ্রীষ্ট, ইহা তাহাদের ধর্ম্মোপদেশকেরা প্রকাশ রূপে বলিতেন। তাহারা ইহাও বলিত, "সুসমাচার প্রচার করিতে যদি পরমেশ্বর আমাদিগকে জের্ম্মানীদেশে না পাঠাইয়াছি-লেন, তবে প্রস্তর আমাদের পরিবর্ত্তে এই কর্ম্ম সম্পন্ন করিত। আমরা পাপা কর্ত্তৃক মিথ্যা ক্ষমা পাত্র গ্রহণ করিতে বলি না; ধর্ম্মপুস্তকে পাপ ক্ষমা পাইবার যে উপায় ঈশ্বর নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই আমরা তোমাদিগকে জানাই"। ১৩৩০ শালে এক্কার্ড নামক এক ব্যক্তি ইনকুই-সিষন সভাস্থ দমিনিকন মঙ্ক ওয়ালদেন্সীয় লোকদিগকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়াছিল। কিন্তু ঐ ব্যক্তি উহারদিগকে বিস্তর যাতনা দেওয়াতে ভাবনাযুক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বলি-লেন, "তোমরা যে পাপার মতকে ঘৃণা কর, তাহার প্রকৃত

Digitized by Google

কারণ আমাকে বুঝাও”। ঐ ব্যক্তির ন্যায় ধর্ম্মের বিষয়ে প্রায় কেহই কখন জিজ্ঞাসা করিত না। তাহাতে তাহারা এই সুযোগ পাইয়া যথা সাধ্যে তাহাকে বুঝাইয়া কৃতকার্য্য হইল। এক্কার্ড জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের নির্ম্মল কথানুসারে যীশু খ্রীষ্টের উপর আপনার বিশ্বাস স্বীকার করিয়া ঐ সত্য মতাবলম্বিদের সহিত মিলিলেন। এবং সাধু পৌলের ন্যায় তিনি পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম নষ্ট করিতে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা প্রচার করিলেন। পরে তিনি সত্য ধর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ হওয়াতে হাইডেলবর্গ নগরে দগ্ধ হইলেন। এক বিশিষ্ট ধর্ম্মোপদেশকের যে লিপি পাপার কাছে প্রেরিত হইল, তদ্দ্বারা সেই সময়ের লোকদের অত্যন্ত অজ্ঞানতা জানা যায়। সেই ব্যক্তি লেখে “বিনা আমাদের অনুমতিতে অত্যন্ত উদ্যোগ পূর্ব্বক ক্রোধী ইতর লোকেরা কয়েক জন ওয়াল্‌দেন্সি লোককে দগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু ঐ লোকেরা কেবল সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক দগ্ধ হইল, তাহা নহে, আহ্লাদ করিয়া অগ্নি প্রবেশ করিল। যদ্যপি ঐ লোকেরা এই রূপ ব্যবহার করিল, তথাচ উহারা কেবল শয়তানের লোক। অতএব হে ধর্ম্ম পিতঃ ঐ লোকেরা কেমন করিয়া এত সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিল, তাহা যদি তুমি আমাকে বুঝাইয়া দেও, তবে সন্তুষ্ট হইব।” এইরূপ কথাতে আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না, কেননা দুষ্ট পাপারা এবং অন্ধের ন্যায় নিতান্ত পাপার বশীভূত সাংসারিক রাজা এবং ভাগ্যবান লোকেরা ও অধার্ম্মিক ধর্ম্মোপদেশকেরা ও পশুবৎ ইতর লোক কেবল এই দুঃখি

Digitized by Google

ওয়ালদেন্সের প্রতি বিরক্ত ছিল, তাহা নয়, ক্লের্ব্বো নামক মনাস্ত্রির কর্ত্তা বের্নার্ড যে পরম ধার্ম্মিক, তিনিও তাহাদের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। ঐ প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ব্যক্তির কথা তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান দেশেতে প্রায় ঈশ্বরের কথার ন্যায় মান্য ছিল। অতএব তিনি যে অকারণে তাহাদের এবং তাহাদের মতের বিরোধী হইয়া তাহাদিগকে বৈধর্ম্মদোষে দোষী জানিয়া তাড়না করিলেন, তাহাই তাহাদের অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বটে। প্রধান মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহা ছাড়া সত্য ধর্ম্মে প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তি ছিল না। তিনি আত্মসাধ্যানুসারে ওয়াল্‌দেন্স লোকের বিপক্ষতা করা উপযুক্ত জ্ঞান করাতে বোধ হয়, যে সকল লোক ওয়ালদেন্স মতে বিশ্বাস করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে কাহারো২ বিশ্বাসের খর্ব্বতা হইল।

ওয়ালদেন্সের বিপক্ষেরা ১৪০০ শালে শীতকালে প্রাগেলা নামক পাহাড়তলীতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। পরে আপনাদের গহ্বর ও গুপ্ত বাসস্থান শত্রু হস্তে পতিত দেখিয়া তাহারা এবং তাহাদের স্ত্রীলোকেরা শিশু বালক বালিকাকে ঝুড়ীতে করিয়া লইয়া অন্য বালক বালিকাদের হস্ত ধরিয়া আল্পাইন নামক পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পলায়ন করিতেছিল। ইতোমধ্যে তাহাদের কেহ২ খড়্গাঘাতে, আর কেহ২ বা ক্ষুধাতে প্রাণত্যাগ করিল। যাহার মুখে প্রশস্ত অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, এমন এক গহ্বরের মধ্যে ধূম প্রযুক্ত শ্বাসবদ্ধ ১৮০ মৃত ছেলিয়া কুঠীতেও মৃত মাতার ক্রোড়েতে পাওয়া গিয়াছিল। ১৪৮৮ শাল পর্য্যন্ত

Digitized by Google

ইনকুইসিষনের লোকেরা তাহাদিগকে অগ্নিদ্বারা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু অষ্টম ইন্নসেন্ত নামক পাপা ইনকুইসিষন অপেক্ষা সৈন্য দ্বারা ঐ লোক-দিগকে নষ্ট করা উপযুক্ত বুঝিলেন। এই অভিপ্রায়ে ১৮০০০ সৈন্য নিযুক্ত হইল। এবং লুঠের আশাতে পিয়েড্‌মোণ্ট দেশের অনেক রুমী মণ্ডলীস্থ লোক সৈন্যদের সমভিব্যাহারী হইল। কিন্তু ওয়ালদেন্সের স্ত্রীলোক ও বালক সকল হাঁটু গাড়িয়া আত্মরক্ষার্থে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করণ সময়ে ঐ ওয়ালদেন্স লোকেরা কাষ্ঠনির্ম্মিত ঢাল ও ক্রস্‌বো নামক বিশেষ ধনুতে সসজ্জ হইয়া পর্ব্বতের সঙ্কীর্ণ গলিতে দাঁড়াইয়া শত্রুগণকে তাড়াইয়া দিল। সাবয় দেশের ডিউক অর্থাৎ কর্ত্তা ফিলিপ রাজদ্রোহ ও আত্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ এই দুয়েতে বিশেষ আছে, ইহা বুঝিয়া আমি উহা-দিগকে ক্ষমা করিলাম, এমন ঘোষণা পত্র প্রচার করি-লেন। ওয়ালদেন্সি লোকদের জন্মাবধি লোমশ শরীর, কাল গলা ও চারিপাটী দন্ত এই কথা শত্রুরা রাজাকে বলিলে তিনি পিগ্নরল নামক নগরে ওয়ালদেন্সি-দের কয়েক সন্তানকে আপনার নিকটে আনিতে আজ্ঞা দিলেন। এবং তাহারা যে পশুবৎ নহে, তাহা দেখিয়া উহাদিগকে রক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু বোধ হয়, ঐ মানস পুর্ণ করিতে তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। কারণ ১৫৩২ শাল পর্য্যন্ত বিধর্ম্ম বিষয়ক বিচার কর্ত্তারা খ্রীষ্টের অনুগত ঐ সকল লোকদিগকে সর্ব্বদাই তাড়না করিল। তৎকালাবধি ওয়ালদেন্সি লোকেরা পিয়েড্‌-

Digitized by Google

মোণ্ট দেশে ঈশ্বরের সেবার্থে প্রকাশ রূপে একত্র হইয়া সভা করিতে লাগিল। তাহাতে ঐ দেশাধ্যক্ষেরা উদ্বিগ্ন হইয়া পাপার কর্তৃত্বের সহায়তা করিতে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও যত্ন করিতে লাগিল। কিন্তু ওয়ালদেন্সি লোকেরা সাহসদ্বারা জয়ী হইয়া রুমী ধর্ম্মোপদেশকদিগকে পাহাড়তলী হইতে তাড়াইয়া দিয়া মাস্ নামক পূজা রহিত করিল। এবং আপনাদের ভাষাতে ধর্ম্মপুস্তকের তাবদংশ অনুবাদ করিল। কারণ ১৫২৫ শালের পুর্ব্বে ঐ ভাষাতে কেবল মঙ্গলসমাচার এবং পুরাতন ধর্ম্ম-পুস্তকের কয়েক অংশ হস্ত লিখিত মাত্র ছিল।

ওয়ালদেন্স মণ্ডলীর যে সংক্ষেপ বিবরণ লিখিলাম, তাহাতে জানা যায়, যে আমাদের মার্জ্জিত মণ্ডলীর মত তাহাদের মণ্ডলীও সত্য মণ্ডলী ছিল। অতএব ঈশ্বরের এবং মেষ অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের সিংহাসনের সম্মুখে ধর্ম্মবিষয়ক সাক্ষিস্বরূপ যে উৎকৃষ্টদল দাঁড়াইবে, তাহার মধ্যে বহুকাল তাড়িত যে ওয়ালদেন্সি লোক তাহাদের অনেককেই আমরা যে আহ্লাদ পুর্ব্বক দেখিতে পাইব, ইহা আমরা অবশ্য বলিতে পারি।

পঞ্চম খণ্ড।

বহিমিয়া দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদের বিবরণ।

৮০০ আট শত শালাবধি ৯০০ শালের মধ্যে বহিমিয়া দেশীয় লোকেরা গ্রীকদেশহইতে যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক সত্য উপদেশ পাইয়াছিল। ৮৬৩ শালে সিরিল ও

Digitized by Google

মেথদিয়স নামক দুই জন খ্রিষ্টীয় ধার্ম্মিক মঙ্ক সুসংমাচার প্রচার করিতে কনষ্টাণ্টীনোপল নগরহইতে বল্‌গেরিয়া দেশে প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ দেশের রাজার ভগিনী কনষ্টাণ্টীনোপল নগরে বদ্ধ হইবার সময়ে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়াতে স্বদেশে পুনর্গমন করিয়া মিষনরি অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেশকগণকে নিমন্ত্রণ করিতে আপন ভ্রাতাকে লওয়াইয়াছিলেন। সেই দুই ব্যক্তি পৌঁছিলে, রাজা তাহাদিগকে আপনার ও আপন পরিবারের নিকট ইচ্ছানুসারে যাইতে অনুমতি দিলেন। কথিত আছে মেথদিয়স চিত্রকর্ম্মে নৈপুণ্য প্রযুক্ত রাজার প্রিয় পাত্র হইলেন। রাজা তাঁহাকে একটা ভয়ানক ছবি সাধ্যমতে প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা করিলেন। মেথদিয়স এই সুযোগ পাইয়া মহাবিচার দিবসীয় ব্যাপারের এমত ভয়ঙ্কর এক ছবি প্রস্তুত করিলেন, যে রাজা তদ্দর্শনে মুক্তির বিষয়ে চিন্তিত হইয়া অবশেষে বাপ্টাইজিত হইলেন। পরে তাঁহার প্রজারা ও তন্মত করিল। এই রূপে যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম তাবদ্দেশে ব্যাপ্ত হওয়াতে অধিক দূর দেশে মঙ্গল সমাচার প্রচার করিতে অবকাশ পাইয়া সেই দুই জন ধর্ম্মোপদেশক বহিমিয়া ও মরেবিয়া দেশে প্রস্থান করিলেন। পরে তাঁহারা ঐ দুই দেশে এমনি কৃতকার্য্য হইলেন, যে ৮৬৭ শালে বহিমিয়া দেশের বর্জিবগ নামক ডিউক বাপ্টাইজিত হইলেন। এবং অনেক লোক যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিল। ঐ লোকরা গ্রীক মণ্ডলীর মধ্যে গণ্য হওয়াতে পাপার কর্ত্তৃত্ব ও তাহার মণ্ডলীর ভ্রান্তি ও মিথ্যাবিধি

Digitized by Google

স্বীকার করিত না। কিন্তু ৯০০ শালাবধি পাপা বহিমিয়া দেশে আপন মত স্থাপন করিতে যথা শক্তি যত্ন করিলেন। ঐ দেশে এক রুমীয় প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ প্রেরিত হওয়াতে যদ্যপি সেই গ্রীক মণ্ডলীস্থ খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা স্বাধীনতা রহিত ছিল না, তথাচ পাপাদের প্রবঞ্চনাতে কখন বা তাহাদের তাড়নাতে ধর্ম্মের অত্যন্ত হ্রাস প্রযুক্ত তাহা পুনরায় এবং বৃদ্ধি করা অতি আবশ্যক হইল।

সেই আবশ্যক বিষয় পূর্ণ করণার্থে দৈবেচ্ছায় এইরূপ হইল। পূর্ব্বোক্ত মত ১২০০ শালের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ওয়ালদেন্সি লোকেরা ফ্রান্সদেশ হইতে নানা স্থানে তাড়না প্রযুক্ত পলায়ন করিলে তাহাদের মধ্যে অনেকেই বহিমিয়া দেশে আসিয়া ১৩৫০ শাল পর্য্যন্ত আপনাদের বিধি ও ধর্ম্মোপদেশকের অধীন অনেক২ মণ্ডলী স্থাপন করিল। ঐ ধার্ম্মিক ও উদ্যোগী ওয়ালদেন্সি লোকেরা সেই বহিমিয়া দেশস্থ খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে চেতনা দিয়া আপনাদের মতে স্থির থাকিতে এবং তৎকালে তাহাদের যে রূপ স্বাধীনতা ছিল, তদবস্থায় থাকিতে প্রবৃত্তি দিল। এই চেতনা পাওয়া অতি প্রয়োজনীয়। কেননা কয়েক বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৩৫০ বৎসর বাদে বহিমিয়া-দেশে প্রকাশ রূপে ঈশ্বরের সেবা করিতে কেবল রুমীয় মণ্ডলীস্থ লোকেরা অনুমতি পাইয়াছিল। এবং প্রভুর নিয়মিত ভোজনের দ্রাক্ষারস সাধারণ লোকেরা পাইল না।

সেই সময়াবধি বহিমীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা প্রকাশ

Digitized by Google

রূপে ঈশ্বরের সেবা করিতে না পারিয়া কেবল আপনাদের বাটীতে অথবা গড়েতে কিম্বা বনেতে কিম্বা গহ্বরে ঈশ্বরের সেবা করিত। এই রূপ করিলেও তাহাদের বধ ও বন্ধ হওনের প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই পথিমধ্যে ও রাজপথে ধৃত হইয়া প্রহারিত হইল, এবং তাহাদের তাবৎ দ্রব্য লুটিত হইল, কেহ২ মৃত্তিকা খননাদি কঠিন কর্ম্ম করণার্থে আকর স্থানে প্রেরিত হইল, আর কেহ২ বা হত হইল। এই প্রকার হওয়াতে তাহারা অনেকে একত্রিত এবং অস্ত্র সজ্জীভূত না হইলে ঈশ্বরের সেবা করিতে সাহসী হইল না। কখন২ তাহাদের ধর্ম্মোপদেশকেরা সত্যতার বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ হইয়া হত হওয়াতে প্রায় নির্ব্বাণ অগ্নি তুল্য যে উহাদের মণ্ডলী, তাহা পুনঃ প্রজ্বলিত হইল। প্রেগ্ নগরের কনরাদ স্তিক্না ও মোরেবিয়া দেশের যোহন্ মিলেক্স এবং মত্তথীয় যানৌস্কী, এই সকল লোক তাহাদের মধ্যে ছিল। ১৩৯৪ শালে মৃত ঐ শেষোক্ত ব্যক্তি অনেক প্রধান লোকের সাক্ষাতে বহিমিয়া দেশীয় রাজা উএন্সলকে ভবিষ্যদ্বাক্য দ্বারা বহিমিয়াদেশে ধর্ম্মের কারণ যে আরো কি২ যুদ্ধ হইবে, এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী সিজিসমণ্ড যে কঠিন বিপদহইতে উদ্ধার পাইয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইবে, এবং তাঁহার পুত্রের যে অকাল মৃত্যু হইবে, এবং কন্সলাদ বংশীয়দের রাজত্ব অল্পকাল স্থায়ি হইয়া ও কৃতকার্য্য হইবে, এই সকল অবগত করিলেন। তিনি আরো বলিলেন, “ কন্সলাদ বংশীয় এক ব্যক্তির রাজত্বকালে সত্যধর্ম্মের কারণ

Digitized by Google

অতি উদ্যোগী দুর্ব্বল ও অস্ত্রহীন লোক উপস্থিত হইবে। এবং তাহারা যত তাড়না ও দুঃখ ভোগ করিবে, ততোধিক উন্নতি ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যে সকল লোকের সম্মুখে আমি এক্ষণে দণ্ডায়মান আছি, তাহার মধ্যে কেবল এক ব্যক্তি তাহা দেখিতে বর্ত্তমান থাকিবে।" ঐ ব্যক্তির নাম উএনসেস্‌লস, যখন তিনি বৃদ্ধাবস্থাতে ঐ খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীতে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন আপনার ভ্রাতৃগণকে এই কথা জানাইলেন। যানৌস্‌কী আপন মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ভাক্ত খ্রীষ্ট বিষয়ক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও এই রূপ কথা পাওয়া যায়।

ধর্ম্মও জ্ঞান এবং বক্তৃতাতে প্রসিদ্ধ যোহন হস্‌ নামে প্রেগ্‌ নগরের এক ধর্ম্মোপদেশক আর ঐ নগরের প্রধান বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি হইতে অতিশয় উদ্যোগী এবং মান্য ছিলেন। তিনি মনোযোগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপুস্তক আলোচনা করিয়া দেখিলেন, যে ধর্ম্মপুস্তকে রূমীয় মণ্ডলীর রীতির বিরুদ্ধ অনেক উপদেশ পাওয়া যায়। এবং উইক্লিফের রচিত পুস্তক পাঠ করাতে তাঁহার জ্ঞান চক্ষুঃ প্রসন্ন হইল।

১৩২৪ শালে ইংলাণ্ড দেশে জাত ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী ঐ উইক্লিফ্‌ নামক ব্যক্তি ভিক্ষুক ফ্রাইর অর্থাৎ মক্ষলোকের এবং পাপার আপত্তির ও রূমীয় মণ্ডলীর ভুল ও অত্যাচারের বিপক্ষতায় অতি সাহস পূর্ব্বক প্রবর্ত্ত হইলেন। তিনি ইংরাজী ভাষাতে ধর্ম্মপুস্তকের অনুবাদ করিলেন। এবং বিশ্বসনীয় বিষয়ে ও নীতি বিষয়ে কেবল ঈশ্বরের কথাই মান্য, ইহা

Digitized by Google

বলিয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে লোকদিগকে সাধ্য পর্য্যন্ত লওয়াইলেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা তাঁহার প্রতি যদ্যপিও বাধা জন্মাইল, তথাপি তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্বরচিত গ্রন্থ ও অধ্যাপনা ও বিতণ্ডা এবং মঙ্গলসমাচার প্রচার দ্বারা স্বদেশে অতি কৃতকার্য্য হইয়া ১৩৮৪ শালে মরিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর ২৮ বৎসর পরে লোকেরা পাপার আজ্ঞাতে ধর্ম্মদোষে দোষীকৃত বলিয়া তাঁহার অস্থি উঠাইয়া দগ্ধ করিল। লোকেরা তাহার প্রতি এইরূপ করিলেন ও উইকলিফাইট ও লোল্লার্ড নামে বিখ্যাত তন্মতাবলম্বী লোক অনেক থাকিল। এবং তাহাদিগকে অত্যন্ত তাড়না করিয়াও তাহাদের ধর্ম্ম লোপ করিতে পারিল না। বহিমিয়া দেশের সর্ব্বত্র উইক্লিফের রচিত পুস্তক বিতরণ হওয়াতে বিস্তর ফল হইল। কেননা তদ্দেশীয় অনেকেই ধর্ম্মের বিষয়ে সত্য জ্ঞান পাইতে ইচ্ছুক ছিল। বিশেষতঃ হস্ নামক ব্যক্তি ঐ পুস্তক দ্বারা ধর্ম্ম বিষয়ে শক্তি ও ভরসা পাইয়া ঐ পুস্তক দগ্ধ করণার্থে আজ্ঞাদায়ক যে প্রেগ্ নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ইবিনেক, তাহার সহিত ঐ গ্রন্থের বিষয়ে নির্ভয়ে বিবাদ করিলেন। ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষ এমনি অজ্ঞান, যে সে আপন পদপ্রাপ্তি সময়ে পড়িতে পারিল না। অতএব বোধ হয়, ঐ গ্রন্থের মর্ম্ম জ্ঞাত না হওয়াতে কেবল পাপার অনুগ্রহ প্রাপ্ত্যর্থে ঐমত আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তিনি যে লোকদের নিকট অমান্য ছিলেন; তাহা বহিমি ভাষায় নীচে লিখিতব্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্লোকেতে জানা যায়।

Digitized by Google

যার নামের বানান নাহিক জানে প্রায়,
ইবিনেক সে পাপীরে নরকে পাঠায়।
যে গ্রন্থের দুই পঙ্‌ক্তি পড়িতে না পারে,
আগুনেতে ফেলি, পোড়াইতে বলে তারে।

হস্‌ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের বিপক্ষ হওয়াতে এবং ধর্ম্মোপদেশকদের দোষ ও মণ্ডলীর কুরীতি নির্ভয়ে প্রকাশ করাতে প্রধান লোকদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার শত্রু হইল। পাপা তাহাকে মণ্ডলীহইতে বহিষ্কৃত করিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি যেখানে বাস করিবে, সেখানে ঈশ্বরের সেবা করিতে নিষেধ। খ্রীষ্ট ধর্ম্মোপদেশকদিগকে দণ্ডাজ্ঞা দিতে পাপার যে ক্ষমতা, তাহা হস্‌ স্বীকার করিল না। এবং প্রেগ্‌ নগর হইতে প্রস্থান করিয়া সকল স্থানে অর্থাৎ প্রতি নগরে ও প্রতি গ্রামে ও বনে ও ক্ষেত্রে মঙ্গল সমাচার প্রচার করাতে এবং উত্তম গ্রন্থ ও পত্র রচনা করাতে অতিশয় কৃতকার্য্য হইলেন। পাপার প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষাদির কর্তৃত্ব বিষয়ে লোকেরা নিন্দা করিত, এবং মণ্ডলী যে কুরীতি ও কুব্যবহারে পরিপূর্ণ, ইহাও বুঝিতে পারিত। অতএব সেই নিন্দা ঘুচাইবার নিমিত্তে মণ্ডলী শোধনের উপলক্ষে কনস্তান্‌স নগরে তৎকালে এক মহাসভা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়ে মণ্ডলী এমনি বিগড়িয়া গিয়াছিল, যে যিহূদী লোকদের বিষয়ে যিশাইয় যাহা বলিয়াছিলেন, ঐ মণ্ডলী বিষয়েও তাহা বলা যায়। "সমুদায় মস্তক পীড়িত আছে, সমস্ত হৃদয় দুর্ব্বল আছে, পায়ের তালুয়া অবধি মস্তক পর্য্যন্ত কোন স্থান ক্লেদরহিত নাই, সকলি

Digitized by Google

ক্ষত ও কালশিরা এবং গলিত ক্ষত, তাহা চাপা যায় না, ও বান্ধা যায় না, এবং তৈলেতে নরম করা যায় না"। বহুকালাবধি দুই তিন পাপা এক কালে উপস্থিত হওন প্রযুক্ত বিবাদ হওয়াতে মণ্ডলী ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ২৩ যোহন্ নামক পাপা অতি দুষ্টাচারী হইলেও ১৪১৫ শালে মণ্ডলী শোধনের কারণ কনস্তান্স নগরে লোকের অনুরোধে এক মহাসভা নিযুক্ত করিলেন। সেই সভাতে ৩৪ কার্ডিনেল, ২০ সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ১৬০ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ২৫০ আব্বত, জের্ম্মানি দেশে মহারাজ নিযুক্তকারী যে রাজাগণ তাহাদের মধ্যে চারি জন, ২০ জন ডিউক, ৮০ কৌন্ত, এবং তদ্ভিন্ন নাইট ও প্রধান লোক সাত শতের অধিক ছিল। ভয়ের প্রচুর কারণ থাকাতে তিনি ঐ সভাতে উপস্থিত হইতে অনিচ্ছুক হইয়াও যাইতে স্বীকৃত হইলেন। ঐ সভাতে যাইতে২ তীরল্ নামক দেশস্থ পর্ব্বতে তাঁহার গাড়ি উল্টিয়া পড়িল। যিনি এই পৃথিবীতে আপনাকে যীশু খ্রীষ্টের প্রতিনিধি করিয়া মানিতেন, তাঁহার মুখহইতে এই কথা শ্রুত হইল। "শয়তানের নামেতে আমি এখানে শয়ন করিয়া আছি; বলন্যা নগর হইতে কেন প্রস্থান করিলাম?" পরে তিনি কনস্তান্স নগর দেখিতে পাইয়া বলিলেন, এই স্থান শৃগাল ধরিবার ফাঁদ। তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে পর অতি ঘৃণার্হ বহুদোষেতে অপবাদিত হইলেন। অবশেষে ঐ সভাস্থ লোকেরা উঁহাকে পাপার পদ ত্যাগ করিতে স্বীকার করাইল। তাহাতে সভাস্থ লোকেরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ঈশ্বরকে স্তব স্তুতি করিতে

Digitized by Google

লাগিল। কিন্তু পাপা অন্তঃকরণের সহিত ঐ প্রতিজ্ঞা করিলেন না, এবং দৃঢ়রূপে প্রহরী রাখিলেও তিনি সামান্য গাড়োয়ানের বেশধারণ করিয়া সেই স্থান হইতে শাফ্‌হৌষন্‌ নগরে পলায়ন করিতে সুযোগ পাইলেন। সেখান হইতে পলায়ন করিয়া লফেনবর্গ নগরে এবং পরে ব্রাইস্‌গৌ দেশস্থ ফ্রিবর্গ নগরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ঐ স্থানে ধৃত হইয়া কনস্তান্স নগরে আনীত হইলেন, এবং যে গত্লিবেন নামক গড়েতে প্রবঞ্চনাদ্বারা যোহন হস্‌ তৎকর্ত্তৃক বদ্ধ ছিলেন, তিনিও সেই গড়েতে বদ্ধ হইলেন। তাহাতে প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য ১৩; ১০, কথা পূর্ণ হইল, যথা “যে জন অন্যকে বন্ধনে লইয়া যায়, সে আপনি বন্ধনে আনীত হইবে”।

যোহন হস্‌ যে অপবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার উত্তর দিবার নিমিত্তে ১৪১৪ শালের নবেম্বর মাসে ঐ সভাতে আহূত হইলে তিনি সিজিসমণ্ড নামক রাজাধিরাজের নিকট ঐ স্থানে নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করণের প্রতিজ্ঞা পত্র পাইয়া গমন করিলেন। কিন্তুকনস্তান্স নগরে উপস্থিত হইবামাত্র বৈধার্ম্মিক লোকের সহিত প্রতিজ্ঞা পালন করিবার আবশ্যক নাই বলিয়া, তাহাকে অন্ধকারময় কারাগারে রাখিল। তিনি তাহাতে বিশেষরূপে দুঃখিত হইলেন না; কারণ যীশু খ্রীষ্টের নামে যে ক্লেশ ঘটিবে, তাহা সহ্য করিতে স্বীকৃত ছিলেন। সেই অন্ধকারময় কারাগারে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁহার দীপ্তি স্বরূপ ও সান্ত্বনাদায়ক ছিলেন। যদ্যপি বহিমিয়া ও মোরেবিয়া দেশের প্রধান লোকেরা এবং ঐ দুই দেশের প্রদেশস্থ অনেক সভাস্থ লোকেরা

Digitized by Google

তাঁহাকে মুক্ত করণার্থে রাজাধিরাজের নিকট এবং কনষ্টান্স নগরের মহাসভার নিকট পত্রদ্বারা নিবেদন জানাইল, তথাচ তিনি উত্তর দিবার নিমিত্তে ও আপনার মত ত্যাগ করিবার নিমিত্তে ঐ সভাতে তিনবার আনীত হইলেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় প্রমাণ ব্যতিরেকে আপনার মত ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দগ্ধ করিতে আজ্ঞা দিল। শয়তানের প্রতিমূর্ত্তি লিখিত কাগজে মুকুট করিয়া তাঁহার মস্তকে দিল। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমার নিমিত্তে কণ্টক নির্ম্মিত মুকুট পরিধান করিয়াছিলেন, ইহা স্মরণ করিয়া তিনি ঐ লজ্জাকর মুকুট আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তোমার আত্মাকে নরকস্থ শয়তানদিগের হস্তে সমর্পণ করি, এই ভয়ঙ্কর কথা বিচারকর্ত্তারা যখন বলিল, তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, হে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, আমার আত্মা তোমার হস্তে সমর্পণ করি। পরে তিনি যৎকালে দগ্ধ হইবার কারণ কারাগারহইতে যাইতেছিলেন, তৎকালে লোক সকলকে দৃঢ়রূপে বলিলেন, আমার দোষ নাই। এবং বন্ধন করিয়া দগ্ধ করিবার কারণ যে খুঁটী ছিল, তিনি তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া হাঁটু পাড়িয়া ভক্তি পূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে নিকটস্থ কএক জন লোক উচ্চৈঃস্বরে বলিল, ইনি কি করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু ইনি অত্যুত্তম প্রার্থনা করেন। পরে তিনি লোকদের সহিত আরো কথা কহিতে উদ্যত হইলে ঐ দেশের রাজা উঁহাকে দগ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে হস্

উচ্চৈঃস্বরে এই প্রার্থনা করিলেন " হে প্রভু যীশু, আমি নম্রমনা হইয়া এই বিকট মৃত্যু তোমার নিমিত্তে ভোগ করিতেছি,এবং আমি তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করি, আমার শত্রুদিগকে ক্ষমা কর। তখন তাহার গলায় শৃঙ্খল দিয়া সকল শরীর আর্দ্র রজ্জু দ্বারা খুঁটীতে বান্ধিয়া চতুর্দ্দিগে কাষ্ঠ ও বিচালির ঢিবি করিল। তাহার পর ঐ রাজা তাঁহার নিকট আসিয়া যে নিজ ধর্ম্ম তিনি অস্বীকৃত হইতে বারম্বার অসম্মত ছিলেন,তাহা অস্বীকার করিতে পুনর্ব্বার পরামর্শ দিলেন। তাহাতে হস্ প্রত্যুত্তর করিলেন, শয়-তানের হস্তহইতে লোকদিগকে রক্ষা করণার্থে যে পুস্তক রচনা করিয়াছি এবং যে উপদেশ দিয়াছি, সেই বিষ-য়েতে আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি।তখন রাজা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গমন করিলে দগ্ধ করিবার কারণ ঐ ঢিবিতে অগ্নি দেওয়া গেল, এবং হস্ যে ধর্ম্মের নিমিত্তে আপন প্রাণ দিলেন, সেই ধর্ম্মের স্বীকার পত্রের একাংশ সুস্বরে গান করিলেন। পরে তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিতে বেষ্টিত হইয়া " হে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, জীবৎ ঈশ্ব-রের পুত্র, আমার প্রতি দয়া কর," এই প্রার্থনা করি-লেন। তিন বার এই রূপ প্রার্থনা করিলে বায়ুদ্বারা তাঁহার মুখে ধূম প্রবেশ করিয়া শ্বাস রুদ্ধ করিল। অনন্তর তিনি ভক্তি পূর্ব্বক মস্তক নোয়াইয়া ক্ষণেক কাল যে প্রার্থনা করিলেন, ইহা তাঁহার ওষ্ঠাধরের স্ফূর্ত্তিতে জানা গেল। প্রভু এই রূপে অবিলম্বে আপন বিশ্বাসি সেবকের দুঃখ মোচন করিয়া ১৪১৫ শালের জুলাই মাসের ৬ দিনে কমবেশ বেলা ১১ ঘণ্টার সময় তাঁহার

Digitized by Google

আত্মাকে আপনার নিকটে লইয়া গেলেন। তাঁহার দেহ ভস্মসাৎ হইয়া রাইন নামক নদীতে নিক্ষিপ্ত হইল। স্বীত্সর্লাণ্ড দেশের কুল্লীন নামক এক সরল ব্যক্তি এই ঘটনার বিষয়ে বলেন, " কনস্তান্স নগরেতে অনেক ধর্ম্মোপদেশক ছিল বটে; কিন্তু যিনি সকলাপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক, তাঁহাকেই তাহারা দগ্ধ করিল "।

প্রেগ নগরের যিরোম নামক উৎকৃষ্ট ধর্ম্মাধ্যক্ষ যিনি যোহন হস্কে প্রিয় করিয়া মানিতেন, তিনি কারাগারস্থ ঐ আপন প্রিয় বন্ধুর সাধ্য পর্য্যন্ত সহায়তা করণার্থে কনস্তান্স নগরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিঞ্চিৎমাত্র সাহায্য করিতে অক্ষম প্রযুক্ত নিরাশ হইয়া, যখন প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তিনি পথিমধ্যে ধৃত হইয়া পুনরায় কনস্তান্স নগরে আনীত হইলেন। পরে লোকেরা সাধু পৌল নামক গড়ের অন্ধকারময় এক কুঠরীতে প্রবেশ করাইয়া তাঁহার হাত পা আড় করিয়া বান্ধিয়া উবুড় করিয়া শৃঙ্খলদ্বারা তাঁহার শরীর উচ্চ কড়িতে টাঙ্গাইয়া দিল। তিনি এই রূপে ৩৪০ দিবস রহিলেন। যদ্যপি তিনি অবশেষে এই কঠোর যন্ত্রণাতে দুর্ব্বল হইয়া আপন ধর্ম্ম যে মিথ্যা, ইহা এক পত্রে লিখিয়া দিলেন, এবং যদ্যপিও আপন বন্ধু হসের প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা সে যথার্থ, তাহা স্বীকার করিলেন; তথাচ তাহারা তাঁহাকে কারাগারহইতে মুক্ত করিল না। তিনি আত্মধর্ম্ম অস্বীকার করণ প্রযুক্ত অতিশয় খেদ করিলেন; পরে তিনি শেষ বিচারের দিনে সভাতে আনীত হইয়া আপন খেদ জানাইলেন। তাহাতে হসের দাহস্থানে তিনি আহ্লাদ

Digitized by Google

পূর্ব্বক ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করিয়া দগ্ধ হইয়া মরিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে চতুর্দ্দিকস্থ লোকদের সহিত কথা কহিয়া অবশেষে দাহকারককে কহিলেন, "তুমি আমার সাক্ষাতে মশাল আনিয়া আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর; যদি আমি এই রূপ মৃত্যুকে ভয় করিতাম, তবে তাহাহইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম"। এনেয়াস সিল্‌বিয়স্‌ যিনি পরে পাপা হইয়া দ্বিতীয় পায়স্‌ নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি ঐ দুই ব্যক্তির বিষয়ে এই সত্য সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহারা উৎসব স্থানের তুল্য দগ্ধ হইবার স্থানেও আহ্লাদ পূর্ব্বক গমন করিলেন; তাঁহাদের মুখ হইতে ভীতের ন্যায় একটি কথাও নির্গত হইল না, এবং অগ্নি বেষ্টিত হইয়াও প্রাণ বিয়োগ কাল পর্য্যন্ত ঈশ্বর বিষয়ক গান করিলেন।

যদ্যপি খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে হসের সদৃশ কয়েক মনুষ্য উৎপন্ন হওয়াতে পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত, তথাচ তাহাদের মৃত্যুতে নিরাশ্বাস ও ভরসাহীন হওয়া অনুচিত। কেননা আমরা যে সকল লোকের ভরসা করি, তাহাদের মধ্যে যিনি কন্‌স্তান্স নগরে কখন দগ্ধ হইতে পারেন না, এবং রুম নগরেও বদ্ধ হইতে পারেন না, এমন যে খ্রীষ্ট, তদ্ভিন্ন অন্য কাহাতেও নিতান্ত আবশ্যক নাই। যে সকল উত্তম গুণ তাঁহার শিষ্যগণে বর্ত্তে এবং যে সকল ভাল কর্ম্ম তাহারা করে, সে সকল তিনি করান; তিনি কাহারও সহায়তা অপেক্ষা করেন না। সকল ধর্ম্মোপদেশক নষ্ট হইলেও নিজ শক্তিতে আপন মণ্ডলী রক্ষা করিতে পারেন। দেখ, যেমন বটবৃক্ষের শাখা

Digitized by Google

ভূমিতে পতিত হওয়াতে সেই বৃক্ষ নষ্ট না হইয়া বৃদ্ধি পায়, তেমনি দৃঢ় বিশ্বাসি খ্রীষ্টীয়ানের পতনেতেও মণ্ডলী নষ্ট না হইয়া আরো বাড়ে। যদ্যপি হস্ নষ্ট হইলেন, তথাপি তিনি যে মতের নিমিত্তে কাল যাপন করিয়া ছিলেন, সেই মতই স্থিরতর রহিল, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক২ লোক তাহার অর্থাৎ মঙ্গল সমাচারের মতাবলম্বী হওয়াতে তিনি সমাচার প্রচার ও পুস্তক রচনা দ্বারা যে অত্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা জানা গেল। ১৪১৬ শালে লোদী নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ যাকূব্ কন্‌স্তান্স নগরে সভাতে ঈর্ষাভাবে এই কথা বলিলেন, "ঐ দুই বিধর্ম্মি লোক আর২ বিধর্ম্মি লোকাপেক্ষা অধিক কুকর্ম্ম করিয়াছে। এবং তাহাদের ঘৃণার্হ শিক্ষা ইংলাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালিয়া, হঙ্গেরি, রুশিয়া, লিথুনিয়া, পোলাণ্ড, জের্ম্মানি ও তাবৎ বহিমিয়া দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। অতএব তাহাদিগকে যে দণ্ড দত্ত হইল, তাহারও অধিক দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল."। ঐ দুই ব্যক্তির উপদেশ বহু দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া যে অতিশীঘ্র গ্রাহ্য হইয়াছিল, ইহাতে আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না; কেননা এই সকল দেশে ওয়ালদেন্সি মতাবলম্বী লোক অনেক ছিল, তাহারা হসের সহিষ্ণুতা গুণ শুনিয়া অধিক সাহসী হইল। ১৪১৭ শাল অবধি ১৪৫৮ শালের মধ্যে হস মতাবলম্বী অনেক লোক দগ্ধ হইল।

যখন বহিমিয়া ও মোরেবিয়া দেশে তাঁহার মৃত্যু সম্বাদ পৌঁছিল, তখন ঐ দুই দেশে তাঁহার যে অনেক বন্ধু ছিল, তাহারা অতিশয় বিরক্ত হইল। ঐ দুই দেশের

Digitized by Google

প্রধান ২ ভূম্যধিকারি সকলেই এবং শতাধিক নাইট লোকেরা শক্ত অনুযোগ সূচক এক পত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া বলিলেন, " হস নির্দোষী, এবং আমরাও সত্য ধর্ম্মের নিমিত্তে ধন ও প্রাণ দিতে স্বীকৃত আছি। তাঁহার স্মরণার্থে অতিশয় সম্ভ্রম সূচক কর্ম্ম করা গেল। এবং তাঁহার মৃত্যু দিবস উৎসবাহ্নের ন্যায় প্রতি বৎসর মান্য হইতে লাগিল। কিন্তু যে কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে, তাহা নিষ্পন্ন করা পাপা সম্পর্কীয় কর্ত্তৃত্বকারি লোকদের রীতি চলিত হওয়াতে তাহারা হস্ মতাবলম্বী লোকদিগকে তাড়না পূর্ব্বক মণ্ডলীহইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাহাদের ধন লইল এবং অনেককেই কারাগারে বদ্ধ করিল। হসাইত নামে বিখ্যাত সেই লোকেরা পর্ব্বতের মধ্যে বন্য পশুর ন্যায় তাড়িত হইল, আর যাহারা ধৃত হইল, তাহারা বিক্রীত হইল। অল্প দিনের মধ্যে ১৬০০ লোক ধৃত হইয়া কুট্‌টনবের্গ নগরের নিকটবর্ত্তি আকরে প্রেরিত হইল। ১৪১৯ শালে নবেম্বর মাসে এক জন হসাইত ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধৃত হইলে তাহারা তাঁহার দুই হস্তের তালুয়াতে খড়্গদ্বারা ছিদ্র করিয়া ঐ ছিদ্রে রজ্জু দিয়া বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া দগ্ধ করিল।

তাহারা এই রূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করাতে এবং তাবৎ হসাইত লোককে নষ্ট করিতে প্রতিজ্ঞা করাতে হসাইত লোকেরা বিরক্ত হইয়া অবশেষে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিল। ১৪১৯ শালে পাপা মতাবলম্বী কয়েক ধর্ম্মাধ্যক্ষ অস্ত্রশস্ত্রে সসজ্জ হইয়া যে ২ মন্দিরে সাধারণ লোকেরা প্রভুর স্মরণার্থে

Digitized by Google

কুটীও দ্রাক্ষারস খাইতে পাইত, সেই২ মন্দিরে আসিয়া লোকদিগকে বলপূর্ব্বক তাড়াইয়া দিল। পরে হুসাইত ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা লোকদিগকে একত্র করিয়া যে পর্ব্বতের উপরে অতিপ্রশস্ত স্থান ছিল, সেখানে যাইতে লোকদিগকে প্রবৃত্তি দিলে লোকেরা সেখানে একটা তাম্বু খাড়া করিয়া তাহার মধ্যে ঈশ্বরের সেবা করিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রভুর ভোজন গ্রহণ করিল। তাহারা সেই স্থানের নাম তাবোর্ পর্ব্বত রাখিল। তাহাতে সেই পলায়িত লোকেরা তাবোরাইত নামে বিখ্যাত হইল। যখন চতুর্দ্দিক্স্থ লোকেরা ইহা জ্ঞাত হইল, তখন তন্মতাবলম্বী অনেক পুরুষ ও স্ত্রী লোক সেখানে গেল। ঈশ্বরের কথা শ্রবণ ও প্রভুর ভোজন মান্য করণার্থে তাহারা তথায় পৃথক ২ দল হইল। কোন এক পর্ব্বদিনে পাপার কর্তৃত্ব ঘৃণাকারি উদ্যোগী হুসাইত লোকের মধ্যে যাহারা প্রভুর ভোজন পায়, এমন ৪২০০০ হাজারের অধিক স্ত্রী পুরুষ উপস্থিত হইয়াছিল। হুসাইত লোকেরা তাবোরাইত লোকদের এবং বহিমিয়া দেশীয় তাবৎ ওয়ালদেন্সি লোকদের সঙ্গে যোগ করিয়া যোহন্ জিস্কা নামক বহিমিয়া দেশীয় প্রধান এক অন্ধ ব্যক্তিকে সেনাপতিকর্ম্মে নিযুক্ত করিল। তাঁহার এক চক্ষু বাল্যাবস্থাতে নষ্ট হইয়াছিল, এবং অন্য চক্ষুও ১৪২০ শালে রাবী নামক গড়ের আক্রমণ সময়ে নষ্ট হইয়াছিল। তিনি ঐ রূপ অন্ধ হইলেও তাবোরাইত লোকদের সেনাপতি হইয়া যুদ্ধে জয়ী হইলেন। তিনি অতিসাহসী সেনাপতি ছিলেন বটে; কিন্তু সত্য খ্রীষ্টীয়ানের ন্যায় নিত্য২ নম্র

স্বভাব প্রকাশ করিতেন না। ১৪২১ শালে মহারাজাধিরাজ সিজিসমণ্ড এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সহিত হসের এবং বিধার্ম্মিক লোকের নিন্দা করিতে২ যোহন্ জিস্কার বিরুদ্ধে বহিমিয়া দেশে গমন করিলেন। ঐ মহারাজার নির্দ্দয় সৈন্যেরা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত বহিমিয়া দেশস্থ তাবৎ লোককে বিধার্ম্মিক বুঝিয়া হসের অমতাবলম্বী অনেক লোককেও ধরিয়া অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করিল।

সেই সময়ে ষাইট জন সন্ধানি সৈন্য আর্নদস্তইক নগরে ধর্ম্মাধ্যক্ষ উএন্সেস্লস্ নামক এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি এবং তাঁহার কিউরেট অর্থাৎ প্রতিনিধি, এই দুই জনকে হসাইত বলিয়া প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক ধরিয়া ছাউনিতে টানিয়া লইল। ঐ সৈন্যেরদের সেনাপতি উহাদিগকে রুমীর প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিলে ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষ পুনরায় তাহারি নিকট পাঠাইল। সেই সেনাপতি ও প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ঐ দুই ব্যক্তিকে বহুবিধ ক্লেশ দিয়া কহিলেন, যদি তোমরা হসের বিধর্ম্ম ত্যাগ না কর, তবে দগ্ধ হইবা। উএন্সেস্লস্ নম্রতা পূর্ব্বক স্পষ্ট রূপে বলিলেন, “সাধারণ লোকদিগকে প্রভুর ভোজনে দ্রাক্ষারস দেওয়া যে আমাদের রীতি, তাহা মঙ্গল সমাচারে লিখিত আছে, পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরাও তদ্রূত করিত, এবং তোমাদের মিস্সাল অর্থাৎ প্রভুর ভোজনের রীতি পুস্তকেতেও তদ্রূত করিতে আজ্ঞা আছে। অতএব তোমাদের মিস্সাল পুস্তকেতে এবং মঙ্গল সমাচারে এই বিষয়ে যে কথা লিখিত আছে, তাহা প্রথমতঃ রহিত কর”। তাহাতে এক জন সৈন্য লোহের দস্তানা

সহিত তাহার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া ক্ষত করিল। পরদিবসে তাহারা ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষকে ও তাহার প্রতিনিধিকে এবং তিন জন বৃদ্ধ কৃষক লোককে ও অতি সাহসিক চারি বালককে ধরিয়া কাষ্ঠের ঢিপির উপরে রাখিল। তাহাদের মধ্যে দুই বালক ১১ বৎসর বয়স্ক, আর এক বালক ৮ বৎসর, অন্য এক বালক ৭ বৎসর বয়স্ক ছিল। চতুর্দ্দিগস্থ লোকেরা উহাদিগকে পুনরায় বলিতে লাগিল, "যদি তোমরা প্রাণ রক্ষা করিতে চাহ, তবে বিধর্ম্ম ত্যাগ কর"। কিন্তু উএনসেসলস দৃঢ় বিশ্বাসী উপদেশকের ন্যায় প্রত্যুত্তর করিলেন, "তোমাদের পরামর্শ যেন আমরা গ্রাহ্য না করি। সূর্য্যের দীপ্তির ন্যায় মঙ্গল সমাচারের যে কথা, তাহা অস্বীকার করণাপেক্ষা একবার মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করা সহজ; বরঞ্চ যদি হইতে পারে, এক শত বার মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি"। তখন দাহকারকেরা আসিয়া ঐ ঢিপিতে অগ্নি দিল। যেমন মেষপালক আপন মেষশাবককে ক্রোড়ে লয়, তদ্রূপে উএন্‌সেস্‌লস অগ্নির মধ্যে ঐ বালকগণকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাদের সহিত ঈশ্বরের উদ্দেশে গান করিলেন। ঐ বালকগণ শ্বাস বন্ধ হওয়াতে শীঘ্র মরিল। এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিশ্বাসী হইয়াও জীবনরূপ মুকুট গ্রহণকারি ব্যক্তির ন্যায় উএনসেসলস কিঞ্চিৎ কাল পরেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

মহারাজার অসংখ্য সৈন্যের সহিত তাবোরাইত লোকদের জিস্কা নামক সেনাপতির যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার সকল বিবরণ লিখিব না। পরমেশ্বর চমৎকার

Digitized by Google

রূপে উহাদিগকে অনেক বার জয়ী করাতে ও রাজ সৈন্যগণকে ভয় দর্শানেতে আমাদের আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়। রুমীয় মণ্ডলীস্থ রচক লোকেরাও ইহা বলেন, "জের্ম্মানি দেশে সৈন্যের মধ্যে সকলাপেক্ষা উত্তম ২ অসংখ্য সৈন্য বারম্বার পরাজিত হইয়া যে পলায়ন করিল, এবং অনেক বার বিপক্ষদের একটি সৈন্য না দেখিয়াও যে তদ্রূপ করিল, ইহার তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারি না" তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ইহাও বলেন, "বহিমিয়া দেশস্থ লোকেরা অতিশয় বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে বটে, কেননা যদ্যপি রাজাধিরাজ সিজিস্‌মণ্ড সুসজ্জীভূত হইয়া প্রায় ইউরোপের অর্দ্ধেক সৈন্যের সহিত তাহাদের বিপক্ষে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তথাচ তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ বহিমিয়া লোকদের যুদ্ধাস্ত্র না থাকাতে তাহারা গোম মাড়িবার যন্ত্র ও কৃষিকর্ম্মের দ্রব্যসকল লইয়া যুদ্ধ করিত। তাহাতে ঐ মহারাজ তাহাদিগকে শস্যমর্দ্দক বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তাহারা ঐ শস্য মাড়িবার যন্ত্রেতে শত্রুগণকে অতিশয় আঘাতী করিল। অতএব ঐ মহারাজ অত্যুত্তম সুসজ্জীভূত এত অসংখ্য সৈন্যের সহিত বহিমিয়া দেশে উপস্থিত হইয়া যে অশিক্ষিত বহিমিয়া দেশীয় ক্ষুদ্র দল কর্ত্তৃক তাড়িত হইলেন, এবং ঐ দেশের প্রেগ নামক প্রধান নগরকে যে একবারও আক্রমণ করিতে পারিলেন না, ইহা অতি আশ্চর্য্য। পাপার প্রতিনিধি জুলিয়ন নামক কার্ডিনেল ঐ দেশে দুই বার উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে শত্রুপক্ষীয় এক

Digitized by Google

ব্যক্তিও তাহাদের প্রতি আক্রমণ না করাতে সাহসিক রাজকুমারেরা ও সেনাপতিরা পলায়ন করিলেন। এবং এখানে আক্রমণকারী কেহই নাই, ইহা মুখ ফিরাইয়া দেখিতে বিনয়পূর্ব্বক কহিলেও তাহারা শুনিল না। অপর তিনি যে সময়ে উহাদের সঙ্গে ছিলেন, সেই সময়ে এক দিবস সৈন্যেরা স্থগিত হইয়া কিঞ্চিৎ নির্ভয়ে চতুর্দ্দিগে দেখিতে লাগিল। কিন্তু শত্রুরা আসিতেছে, এই জনরব শুনিবা মাত্র তাহারা ত্রাসযুক্ত হইয়া আপনাদের অস্ত্র ফেলিয়া ও আর ২ যে সকল সামগ্রী সঙ্গে ছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। জুলিয়ন স্থগিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া বলিলেন, “হায় ২ শত্রুরা আমাদিগকে তাড়ায় না, কিন্তু আমাদের পাপ”। বাসিল নগরের সভাস্থ লোকেরা এই বিষয়ে ইহা স্বীকার করিয়া বলিল, “বহিমিয়াদেশস্থ লোকের উপর বারম্বার আক্রমণ করাতে যে তাহাদের দমন হয় না, ইহার কোন ঐশ্বরিক নিগূঢ় কারণ থাকিবে”। কেহ ২ বলিল, জাদুগিরিদ্বারা তাবোরাইত লোকেরা আশ্চর্য্য জয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ফিলিপ মেলাঙ্কথন যিনি একশত বৎসর পরে মণ্ডলী শোধনকর্ত্তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হইয়াছিলেন, তিনি ইহা জ্ঞান করিলেন, যে ঈশ্বরের দূতগণ উহাদের সঙ্গী হইয়া শত্রুগণকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিলেন।

জিস্কার মৃত্যুর পর তাবোরাইত লোকেরা প্রোকপিয়স্‌কে তাঁহার পরিবর্ত্তে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিল। কিন্তু তিনি উহারি সদৃশ বীরত্ব প্রকাশ করিলেও তাহারা নির্ব্বিঘ্নে আপন ধর্ম্মানুসারে উপাসনা করিতে

Digitized by Google

পাইল না। তাহার প্রধান কারণ এই, হসাইত লোকেরা দুই দল হইয়াছিল। দেখ, পূর্ব্বাবধি অনেক বৎসর প্রভুর ভোজনে দ্রাক্ষারসের যে বাটী কেবল ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা পাইত, ঐ বাটী এবং আর কয়েকটি ক্ষুদ্র বিষয় ভিন্ন অন্য কিছু অধিক হসাইত লোকেরা পাপার নিকট যাচ্ঞা করিল না, তাহাতে ইস্তক ১৪৩১ শাল নাগাইদ ১৪৪৩ শালের মধ্যে বাসিল নগরের সভাস্থেরা তাহা দিতে স্বীকৃত হইলে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া অন্যান্য হসাইত হইতে পৃথক দল হইল। তাহাতে সেই লোকেরা কালিক্‌স্তাইন অর্থাৎ বাটী খ্রীষ্টীয়ান নামে বিখ্যাত হইল। সেই স্বীকার যে সরল ভাবে না হইয়া কেবল প্রবঞ্চনা ভাবে হইয়াছিল, তাহা ফলদ্বারা তাহারা পরে অবগত হইলেও দুই দল করিয়া উহাদের বলের খর্ব্বতা করা যে পাপার অভিপ্রায়, তাহা পূর্ণ হইল। কালিক্‌স্তাইন লোকেরা এই রূপ প্রবৃত্তি পাইয়া পৃথক হওয়াতে তাবোরাইত লোকেরা শত্রুলোক দ্বারা তাড়িত হইয়া অনেক দুঃখ পাইল। অবশেষে ১৪৫৩ শালে তাহারা স্বেচ্ছামতে ঈশ্বরের সেবা করণার্থে জর্জ পদিব্রাদ নামক ব্যক্তির অনুমতি পাইয়া বহু মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অনেক ধর্ম্মাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিল। এবং আপনাদের বিশ্বসনীয় নীতি ও ব্যবহার এবং মণ্ডলীর শাসন যেন কেবল ঈশ্বরের কথানুসারে হয়, এবং প্রেরিতদের স্থাপিত মণ্ডলীর পবিত্রতা ও সাত্ত্বিকতানুসারে যেন সকল বিষয় শোধিত হয়, এই অভিপ্রায় পূর্ণ করণার্থে তাহারা কয়েক বার সভা করিল। পরে

Digitized by Google

কালিক্স্তাইন লোকদের মধ্যে অনেকেই সেই সময়ে চেতনা পাইয়া তাহাদের সঙ্গে পুনরায় সম্মিলিত হইল। তাহাতে তাহারা তৎকালাবধি বহিমিয়া ভ্রাতৃগণ নামে বিখ্যাত হইল

প্রায় ১৪৬০ শাকে তাহারা পুনরায় তাড়িত হইয়া কেহ২ দগ্ধ হইল, কেহ২ রাক নামক যন্ত্রেতে যন্ত্রণা পাইল। এবং দক্ষিণ ও বাম হাত পায়ে ঘোড়া বান্ধিয়া দুই দিগে দুই ঘোড়াকে তাড়াইবাতে কেহ২ শরীরের অর্দ্ধার্দ্ধে বিদীর্ণ হইল। আর কোন২ পীড়িত লোক অতি শীতের সময়ে ক্ষেত্রে পতিত হওয়াতে প্রাণ ত্যাগ করিল। আর উর্দ্ধে টাঙ্গাইয়া কাহারো পায়ে ভারি বোঝা বান্ধাতে শরীরের গ্রন্থি সকল স্খলিত হইল। আর কাহারও বা পা কাটিয়া ফেলিল; তাহাতেই তাহারা মরিল। সেই তাড়নার সময়ে লীতিস নগরের ভ্রাতৃগণ আপনাদের দুঃখি ভ্রাতাদের বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা বাড়াইতে চতুর্দিগে দূতগণকে পাঠাইল। এবং প্রধান তাড়নাকারী যে প্রেগ নগরের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ, তাহার ভ্রাতস্পুত্র গ্রেগরী নামক ব্যক্তি ঐ ভ্রাতৃগণের সাহস জন্মাইবার নিমিত্তে ঐ লীতিস নগরে আসিয়া প্রভুর ভোজনের নিয়ম মান্য করণার্থে তাহাদিগকে এক গৃহের মধ্যে আসিতে নিমন্ত্রণ করিল। পরে ঐ নগরের বিচারকর্ত্তা গুপ্তরূপে সপক্ষ হইয়া তাহাদিগকে গোপনে ইহা বলিয়া পাঠাইলেন, "তোমাদের শত্রুরা তোমাদিগকে ধরিবার কারণ চৌকী দিতেছে, এই জন্যে তোমরা পলায়ন কর"। অকারণে খ্রীষ্টীয়ানদের দুঃখভোগ করা

Digitized by Google

অনাবশ্যক, গ্রেগরীও ইহা মনে করিয়া তাহাদিগকে এই পরামর্শ দিলেন, "তোমরা খাইবার জন্যে বিলম্ব না করিয়া একেবারে পলায়ন কর"। কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল, "আমরা পলাইব না, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, সে কোন কর্ম্ম ব্যস্ত হয় না; অতএব কি ঘটিবে, ইহার অপেক্ষাতে আমরা স্থির হইয়া থাকি"। এবং ঐ স্থানে উপস্থিত কয়েক জন ছাত্র শ্লাঘা করিয়া বলিল, "আমরা রাক নামক যন্ত্রকে প্রাতর্ভোজনের মত আর রাশীকৃত অগ্নিকে মধ্যাহ্ন ভোজনের মত জ্ঞান করি"। এই রূপে বহুবিলম্ব হওয়াতে তাহারা সকলেই হঠাৎ ধৃত হইল। তখন ঐ বিচারকর্ত্তা দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, "লিখিত আছে, যাহারা ধর্ম্মকর্ম্মে কালক্ষেপণ করিবে, তাহাদের প্রতি দৌরাত্ম্য ঘটিবে"। অতএব রাজাজ্ঞানুসারে কারাগারে বদ্ধ হইবার কারণ আমার পশ্চাৎগামী হও"। তখন তাহারা রাক নামক যন্ত্রে যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইবার কারণ আনীত হইল। কিন্তু যাহারা আপনাদের স্থিরতর বিষয়ে শ্লাঘা করিয়াছিল, তাহারা প্রায় সকলেই রাক যন্ত্রের ভয়ে আপন ধর্ম্ম অস্বীকার করিল। যিনি ইতিহাস গ্রন্থে ভ্রাতৃগণের পিতা নামে বিখ্যাত, সেই গ্রেগরী স্থির হইয়া থাকিলেন। যখন তিনি ঐ যন্ত্রে যন্ত্রিত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন, তখন তিনি যে মরিয়াছেন, ইহা চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা জ্ঞান করিল। তাহার খুড়া সেই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ কারাগারে শীঘ্র আসিয়া আপন ভ্রাতুষ্পুত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া রোদন পুর্ব্বক উচ্চৈঃ-

Digitized by Google

স্বরে বলিলেন, "হে আমার প্রিয় গ্রেগরি, ঈশ্বর করুন তোমার আত্মার পরিবর্ত্তে আমার আত্মা হউক"। গ্রেগরী চেতনা পাইলে পরে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিবেদনে মুক্ত হইলেন। বহুকাল পরে ঐ গ্রেগরী বলিলেন, "আমি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ইহা দেখিয়াছিলাম, যে সুন্দর ফলে পরিপূর্ণ এক বৃক্ষের উপরে যষ্টিধারি এক সুন্দর যুবক লোকের বশীভূত সুস্বরে গানকারি পক্ষিরা স্বচ্ছন্দে ভোজন করিতেছে। এবং তিন জন আদরণীয় লোক সেখানে চৌকী দিবার কারণ দণ্ডায়মান ছিল। তাহার ছয় বৎসর পরে যে মান্য তিন ব্যক্তি ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদে প্রথমতঃ নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের আকার প্রকার সেই তিন ব্যক্তির মত ছিল"।

১৪৬৭ শালে ঐ তিন ব্যক্তি এই রূপে মনোনীত হইলেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা ছিল, তাহারা মরিলে পর অন্য উপযুক্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করিতে তাহারা আকাঙ্খী হইয়া নিকটবর্ত্তি অষ্ট্রীয়াদেশে যাহাদের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিল, সেই ওয়ালদেন্সি মণ্ডলীস্থ লোকদের নিকটে ঐ বিষয়ের পরামর্শ করিতে লোক পাঠাইল। তাহাতে ঐ দেশের প্রান্ত ভাগে ল্হোটা নামক গ্রামে সভার্থে আহূত হওয়াতে বহিমিয়া ও মরেবিয়া দেশীয় ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও মান্য লোক ও পণ্ডিত লোক, এবং নগরস্থ ও গ্রামস্থ লোক সকলে ৭০ জন একত্র হইল। তাহারা প্রথমতঃ উপবাস ও রোদন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া

Digitized by Google

বিশ জনকে নিযুক্ত করিল। পরে তাহাদের মধ্যে ১১ জনকে ঐ সভার কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে নিযুক্ত করিল। অনন্তর অবশিষ্ট নয় ব্যক্তির মধ্যে কোন্ তিন জন বহিমিয়া দেশের মণ্ডলীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে উপযুক্ত, তাহা জানিবার জন্যে একমনা হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল। ঈশ্বরের ইচ্ছামতে কে২ নিযুক্ত হইবে, ইহা জানিবার জন্যে তাহারা এই রূপ গুলিবাঁট করিল। ১২ খান কাগজের মধ্যে ৯ খান কাগজ খালি রাখিয়া ৩ খাণ কাগজে 'এস্ত' অর্থাৎ ইনি নিযুক্ত আছেন, এই কথা লিখিয়া ঐ ১২ খাণ কাগজ এক পাত্রে রাখিল। পরে মণ্ডলী রক্ষণাবেক্ষণ করণার্থে ঐ নয় জনের মধ্যে এক কি দুই কিম্বা তিন জনকে ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া যেন মনোনীত করেন, এই অভিপ্রায়ে ঐ গ্রেগরী লোকদিগকে পুনরায় প্রার্থনা করিতে কহিলেন। কিন্তু যদি উহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে তাঁহার ইচ্ছা না থাকে, তবে যেন খালি কাগজ বাহির হয়। পরে লোকেরা একত্র হইয়া দৃঢ়রূপে ঐ মত প্রার্থনা করিলে শিক্ষিত এক বালক আসিয়া ঐ পাত্র হইতে ক্রমে২ নয়খাণ কাগজ বাহির করিয়া ঐ নয় জনের হস্তে দিল। অনন্তর ঐ সকল কাগজ খুলিলে তাহার মধ্যে লিখিত ৩ খাণ কাগজ মত্তথিয় কন্বালেন্দ্সিস্ ও থোমা প্রিজেলস্ এবং এলির চিজনব, এই তিন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির হস্তে প্রাপ্ত হইল। ছয় বৎসর পূর্ব্বে গ্রেগরী মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া যে তিন ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন, তাহারা এই তিন জন। তাহাতে ঐ তিন জন যে

Digitized by Google

ঈশ্বরের মনোনীত, ইহা মণ্ডলীস্থ লোকেরা জ্ঞান করিল। তখন তাহারা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া ঐ মনোনীত প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের বশীভূত এবং যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাসী হইয়া থাকিতে প্রতিজ্ঞা করণ পূর্ব্বক পরস্পর বন্ধুতা সূচক আপন ২ দক্ষিণ হস্ত প্রদান করিল। এবং ইহারা যেন বহিমিয়া দেশীয় তাবৎ মণ্ডলীর রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্য ২ ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও ধর্ম্মোপদেশকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারে, এই আশয়ে ওয়াল্‌দেন্সি লোকদের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক ঐ তিন জন প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদে স্থাপিত হইল। তৎকালাবধি তাহারা বহিমিযা ও মরেবিয়া ভ্রাতৃগণ নামে সাধারণ রূপে বিখ্যাত হইল। এবং সেই মিলিত মণ্ডলী ভ্রাতৃ সংমিলিত মণ্ডলী নামে প্রসিদ্ধ হইল।

কিছু দিন পরে ঐ সত্য খ্রীষ্টীয়ান লোকদের বিরুদ্ধে অন্য এক তাড়না উপস্থিত হইল। জর্জ পদিব্রাদ্‌ রাজা তাহাদিগকে ধরিতে এবং আপন২ ধর্ম্ম ত্যাগ করণার্থে দৃঢ়রূপে প্রবৃত্তি লওয়াইতে আজ্ঞা দিলেন। বহিমিয়া দেশের বিশেষতঃ প্রেগ নগরের কারাগার ঐ লোক দ্বারা পরিপূর্ণ হইল। এবং তাহাদের মধ্যে প্রথম প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ রাজার মরণ কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৪৭১ শাল পর্য্যন্ত কারাগারে বদ্ধ থাকিলেন। সেখানে অনেকেই ক্ষুধাতে মরিল, আর অনেকেই নানা প্রকার দুঃখভোগ করিল; অন্য ২ লোককে নিবিড় বন আশ্রয় করিতে কিম্বা দিবসে পর্ব্বতীয় গর্ত্ত ও গুহার মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে হইল। পাছে ধূম উঠিয়া তাহাদের গুপ্ত স্থান প্রকাশ করে, এই ভয়ে দিবসে অগ্নি জ্বালিতে

Digitized by Google

পারিত না। কিন্তু তাহারা রাত্রিতে অগ্নি জ্বালিয়া ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিত। যে সময় ভূমি বরফাচ্ছন্ন হইত, তখন খাদ্য অন্বেষণার্থে শীকার করিতে কিম্বা আপন ভ্রাতৃগণকে দেখিতে যাইলে পশ্চাদগামি ব্যক্তিরা অগ্রগামি ব্যক্তির পাদচিহ্নের উপর পাদক্ষেপ করিত। এবং ঐ পথ দিয়া কোন লোক গিয়াছে, ইহা যেন বোধ না হয়, কিম্বা কোন দরিদ্র ব্যক্তি বনহইতে এই পথে কাষ্ঠের বোঝা টানিয়া লইয়া গিয়াছে, ইহা যেন লোকেরা বুঝে, এই ভাবে সর্ব্বপশ্চাদগামী যে ব্যক্তি, সে কাষ্ঠের বোঝা টানিয়া লইয়া পদচিহ্ন লুপ্ত করিত।

এই দুঃখের সময়ে মত্তথিয় দোলাম্সিয়স নামক এক ব্যক্তি আপন ধর্ম্মের কারণ প্রথমতঃ ছয় বৎসর, পরে চারি বৎসর প্রেগ্ নগরে কারাবদ্ধ ছিলেন। কিছু দিন পর্য্যন্ত কয়েক জন দয়ালু লোক তাহার নিকটে কোন সুযোগ ক্রমে খাদ্য সামগ্রী পাঠাইত। ঐ দয়ালু লোকদের মধ্যে কোন এক মান্য স্ত্রীর দাসী ঐ কারাবদ্ধ ব্যক্তির নিকট ধর্ম্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ইহার নিকট কোন সামগ্রী আনিতে নিষেধ, এমন আজ্ঞা কিছু দিন পরে দত্ত হইল। তাহাতে ঈশ্বর যদি এই উপায় না করিতেন, তবে তিনি ক্ষুধাতে মরিতেন। ঐ ব্যক্তি এক দিন কারাগারের গবাক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ঐ গবাক্ষ দ্বারে একটা পুটলী মুখে করিয়া থাকিতে এক কাককে দেখিলেন। ঐ মত্তথিয় তাহার নিকট আইলে পক্ষী সেই পুটলী ফেলিয়া উড়িয়া গেল। তাহাতে যাহা-দ্বারা তিনি আপন মুক্তি দিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ রাজার

Digitized by Google

মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিতে পারিলেন, এমন এক স্বর্ণ মুদ্রা পাইলেন। দেখ, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে যেমন এলিয় ভবিষ্যদ্বক্তা কিরীৎ খালের নিকটে থাকিয়া দাঁড়কাক হইতে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তেমনি কারাবদ্ধ ঐ মত্তথিয় দোলান্সিয়সও ঈশ্বরের ইচ্ছাতে কাকহইতে প্রতিপালিত হইলেন।

সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও জর্জ পদিব্রাদ রাজার মৃত্যুর পর তাড়না রহিত হওয়াতে ভ্রাতৃগণ পোলাণ্ড দেশের নূতন রাজা ব্লাডিস্লসের রাজত্ব সময়ে শান্ত্যবস্থায় ছিল। তাহারা এমত সময়ে ঈশ্বরের মণ্ডলী বৃদ্ধি করিতে যথা শক্তি চেষ্টা করিত। অতএব এই জগতে যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর দশা কিরূপ, এবং যাহারা যীশু খ্রীষ্টকে কেবল মুখেতে স্বীকার না করিয়া ব্যবহারেও স্বীকার করে, এবং ঈশ্বরের নির্ম্মল বিধিতে মনোযোগ করে, আর পাপাকে ভাক্ত খ্রীষ্ট বলিয়া মানে, ফলতঃ যাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা হইতে পারে, এবং যাহাদের উপদেশ ও মণ্ডলীর রীতি ব্যবহার দ্বারা আপনাদের মণ্ডলী শোধিত হইতে পারে, এমন লোক আছে কি না, তাহা জানিবার জন্যে তাহারা আপনাদের মধ্যে কয়েক জনকে প্রেরণ করিল। এই রূপ প্রেরণ প্রথমতঃ ১৪৭৪ শালে হইয়াছিল। কয়েক জন প্রধান লোক ঐ যাত্রার তাবৎ ব্যয় ইচ্ছা পুর্ব্বক দিয়া ঐ যাত্রিকদের কারণ রাজার নিকট ছাড় চিঠী লইল। সেই প্রেরিতেরা পোলাণ্ড দেশ দিয়া কনষ্টাণ্টীনোপল্ নগরে গেল। তাহারা পৃথক ২ হইয়া সেখান হইতে নানা স্থানে প্রস্থান

Digitized by Google

করিল। লুকাস্ গ্রীকও ইটালিয়া দেশে গেলেন। মারেসস্ ক্রফবেসিয়স্ স্কুথিয়া দেশ দিয়া মস্কবি এবং অন্য২ স্লাবনিয়া প্রদেশে গমন করিলেন। মার্ত্তীন কাবাতুইক এক জন দুভাষী যিহূদীকে সঙ্গে লইয়া পালেস্তাইন ও মিসর্ দেশ দিয়া গমন করিলেন। এবং কাম্নার মার্থিকস্ থ্রেস্ দেশে গেলেন। পরে ঐ সকল প্রেরিতেরা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন," আমরা যে বিষয়ের অন্বেষণে গিয়াছিলাম, তাহা পাইতে পারিলাম না; কিন্তু দেখিলাম তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী সত্য ধর্ম্ম হইতে এমনি নিতান্ত ভ্রষ্ট হইয়াছে, যে বোধ হয়, তাবৎ মণ্ডলীস্থ লোকেরা এক পরামর্শ হইয়া অত্যন্ত মন্দ কর্ম্মে আপনাদিগকে সমর্পণ করিয়াছে।

তাহাতে তাহারা যেন ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান পুর্ব্বক ভিন্ন ভাব জন্য দোষী না হয়, এবং আপন২ বংশীয় লোকদিগকে যেন সত্য পথ দেখাইতে পারে, এই নিমিত্তে কি কি করিতে হয়, তাহা বিবেচনা করিবার জন্যে আর এক মহাসভা নিযুক্ত হইল। অবশেষে ১৪৮৬ শালে ইহা স্থির হইল, " জগতের কোন স্থানে যখন পরমেশ্বর মণ্ডলীর মধ্যে ধার্ম্মিক উপদেশক ও মণ্ডলী শোধনকারিদিগকে উৎপন্ন করিবেন, তখন আমরা উঁহাদের মতানুসারে চলিব"। কিন্তু এতাদৃশ লোক না পাইয়া তাহারা তিন বৎসর বাদে ফ্রান্স এবং ইটালিয়া দেশে গুপ্ত রূপে স্থিত ও সত্য ধর্ম্মে মনোযোগী কোন ধার্ম্মিক দল আছে কি না, তাহা অন্বেষণার্থে থোমা জেম্মানজের সঙ্গে পুর্ব্বোক্ত লুকাস্কে পাঠাইল।

Digitized by Google

বিশ্বসনীয় বিধিও নীতি বিষয়ে তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা যে যীশু খ্রীষ্ট হইতে পতিত হইয়াছে, ইহা যদ্যপি ঐ প্রেরিতেরা টের পাইল, তথাপি যাহারা অতি-শয় তাড়িত ও বিপদগ্রস্ত হইয়াও ঈশ্বরকে ভয় করিয়া একান্ত মনে প্রার্থনা করে, এমন কয়েক জনকে পাইল। তাহাদের সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ের আলাপ হওয়াতে পরস্পর তাহাদের সাহস বৃদ্ধি হইল। কিন্তু লোকদের বিশ্বাস ঘাতকতা প্রযুক্ত ঐ সাধারণ নির্ব্বিরোধি খ্রীষ্টী-য়ানদের মধ্যে যে কয়েক লোক দগ্ধ হইল, ইহা দেখিয়া তাহারা দুঃখিত হইল। ইটালিয়া দেশে ধর্ম্ম বিষয়ে শাক্ষী যিরোম সাবনারোলা নামক ব্যক্তি ঐ দগ্ধ লোক-দের মধ্যে ছিলেন। পরে তাহারা ফ্রান্স দেশে গিয়া ওয়াল্‌দেন্স লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবং তাঁহারা ঐ ওয়াল্‌দেন্সি লোকের ধার্ম্মিকতা দেখিয়া তাহাদিগকে ভ্রাতা করিয়া মানিলেন। পরে তাঁহারা রুম নগরে অতি ঘৃণার্হ ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া বহিমিয়া দেশীয় ভ্রাতৃগণকে এই সকল বিষয় জানাই-লেন। তাহাতে তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান লোকের নিমিত্তে দৃঢ় রুপে প্রার্থনা করা, এবং স্বর্গস্থ পিতা যে যে দুঃখ ভোগ করিতে দেন,তাহা স্থির হইয়া সহ্য করা, এই দুই প্রকার ছাড়া আর কোন উপায় নাই, ইহা তাহারা নিশ্চয় জানিল।

যে সময়ে ঐ বহিমিয়া ভ্রাতৃগণ ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাড়না রহিত ছিল, সেই সময়ে তাহাদের ধর্ম্ম ব্যাপ্ত

Digitized by Google

হইল। এবং অনেক প্রধান লোক তন্মতাবলম্বী হইয়া আপন২ অধিকারের মধ্যে ঈশ্বরের সেবা করণার্থে তাহাদিগকে ঘর দিলেন। ভ্রাতৃগণ যেকালে সম্মিলিত হইয়াছিল, তাহার পর ৫০ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৫০০ শালে ঈশ্বরের সেবার্থে কমবেশ ঐ রূপ দুই শত মন্দির ছিল। কিন্তু তাহাদের শত্রুরা উহাদের সৌভাগ্য দেখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে না পারিয়া তৎকালে তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিবার কারণ আজ্ঞা প্রকাশ করিতে বহিমিয়া দেশের রাজাকে প্রবৃত্তি লওয়াইল। যদ্যপি সেই আজ্ঞা শীঘ্রই রহিত হইল, তথাপি সভাস্থ প্রধান ২ লোকেরা তাহাদিগকে নষ্ট করিতে পুনরায় মনস্থ করিল। এবং রুমীয় প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা তাহাদিগকে নষ্ট করিতে রাজার অনুমতি পাইবার কারণ তাঁহার রাণীকে কহিলেন, "যদি ঐ পিকার্ড লোককে দমন করিতে তুমি সহায়তা না কর, তবে তুমি জীয়ন্ত বালক প্রসব করিবে না"। তাহাতে রাণী রাজাকে সাধ্য পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি লওয়াইলে ঐ রাজা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিতে অক্ষম হইয়া অন্তরাগারে গিয়া হাঁটু পাড়িয়া ক্রন্দন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "নির্দ্দোষি ব্যক্তিদের রক্তপাতে তোমার সন্তোষ নাই, এই জন্যে তুমি উহাদের পরামর্শ নিরর্থক কর"। ভ্রাতৃগণের শত্রুরা উল্লাসিত হইল বটে, কিন্তু পরে যে রূপ হইল, তাহা দেখ, ঐ রাণী কয়েক দিন অত্যন্ত প্রসব বেদনা ভোগ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। পরে প্রধান বিচারকর্ত্তা কস্লোরাত নামক ব্যক্তি প্রধান লোকের সভা হইতে প্রস্থান করিয়া ক্রুপ্পা নগরে

Digitized by Google

পৌঁছিয়া কলদিৎচ নামক স্থানের কর্ত্তাকে ডাকিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক বলিলেন,“পিকার্ড লোককে নষ্ট করিতে রাজার এবং প্রধান লোকের অনুমতি হইয়াছে”। ভ্রাতৃ লোকদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁহার দাস তাঁহার পশ্চাদ্ ভাগে দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে ঐ কলদিত্চ স্থানের কর্ত্তা বলিলেন, “হেশিমোন, তুমি কি বুঝ? আমরা সকলে যাহা করিতে সম্মত হইয়াছি, তাহা কি সিদ্ধ হইবে না?”। শিমোন প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন, “তোমরা যখন এই বিষয় স্থির করিয়াছিলা, তখন ঐ স্থানে এক ব্যক্তি যে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার সম্মতি হইয়াছে কি না,তাহা আমি জানি না। কিন্তু তাঁহার অনুমতি ব্যতিরকে এই পরামর্শ সিদ্ধ হইতে পারিবে না”। তখন ঐ দাস যে ইহার বিরুদ্ধে কোন চক্রের কথা জ্ঞাত হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া প্রধান বিচারকর্ত্তা তাহাকে কটুবাক্যে ক্রোধপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, “এই রাজ্যের সভাস্থ লোকদের বিপক্ষ হইতে যাহার সাহস আছে, সে কোন এক রাজ দ্রোহী ও দুষ্ট ব্যক্তি, পিকার্ড লোকের ন্যায় দণ্ডার্হ হইবে,” ইহা কহিয়া দৃঢ় রূপে মেজে করাঘাত করিয়া এই দিব্য করিলেন, “যদি আমরা পিকার্ডদের এক জনকেও বাঁচিতে দি, তবে পরমেশ্বর আমাকে কল্যকার প্রাতঃকাল দেখিতে না দিউন। ঐ ভৃত্য আদর পূর্ব্বক হস্ত ঊর্দ্ধ করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, “এক ব্যক্তি যিনি সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার অনুমতি না হইলে তোমাদের প্রতিজ্ঞা স্থির থাকিবে না”। প্রধান বিচারকর্ত্তা বলিলেন, “হে ভৃত্য,

Digitized by Google

তুমি এবিষয় শীঘ্রই জ্ঞাত হইবে”। পরে যখন তিনি সেই স্থান হইতে আপন গড়ে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার পা হঠাৎ জ্বলিতে লাগিল। এবং সেই জ্বালা এমত বৃদ্ধি পাইল, যে চিকিৎসকেরা তাহার উপশম করিতে পারিল না। সেই স্থানে একটা ফোড়া হইবাতে তিনি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। বিসেক নামক সর্বপ্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে রাজার আইন প্রচার করিতে যাইতেছিলেন। কোন পীড়া প্রযুক্ত পথিমধ্যে ঔষধ ভক্ষণে অস্থির হইয়া আপন গাড়ি হইতে লম্ফ প্রদান করাতে গাড়িতে পা আটকিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাহাতে আন্তরিক ব্যথা হওনে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। ঐ লোকদের প্রধান শত্রু রাগস্কী নামক অন্য এক ব্যক্তি একটা ফিঙ্গা ও দুইটা বড়শা আপনার নিকটে রাখিয়া চক্রহীন স্লেজ নামক গাড়িতে যাইতেছিলেন; এমত সময়ে হঠাৎ ঐ গাড়ি একাশি হওয়াতে তাঁহার শরীর এক বড়শার উপর লাগিল। তাহাতে তিনি অত্যন্ত আঘাতী হইয়া তিন দিবসের মধ্যে মরিলেন। তাহাদের মধ্যে রাবী নগরের পুত্তা বন সিনিচব নামক আর এক ব্যক্তি আপন গড়েতে ছিলেন। কোন সময় অত্যন্ত ঝড় ও মেঘগর্জন হওয়াতে তিনি ভীত হইয়া আপন ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। সেই স্থানে অনেক ক্ষণ থাকাতে তাঁহার ভৃত্যেরা চিন্তিত হইয়া দ্বারে ঘা দিলে কিছু উত্তর না পাইয়া দ্বার খুলিবার নিমিত্তে এক জন কর্ম্মকারকে আনিল। পরে দ্বার মুক্ত হইলে তাহাদের মধ্যে চারি জন ভিতরে

Digitized by Google

প্রবেশ করিবামাত্র অগ্রগামী দুই ব্যক্তি হঠাৎ পিছাইয়া তাঁহার মৃতদেহ রক্ষার্থে একটা সিন্দুক নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিল। এবং এমনি গুপ্ত রূপে সিন্দুকে বদ্ধ হইল, যে তিনি কি প্রকারে মরিলেন, তাহা কেহই নিশ্চয় জানিল না। ঐ লোকদের বিপক্ষ বন নিউহস্ নামক বারন অর্থাৎ প্রধান ব্যক্তি আপনার শিকার গাড়িহইতে পড়াতে তাঁহার দাপনা বড়শাদ্বারা এমনি ক্ষত হইল, যে তাহাতেই তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময়ে অগস্তিন নামক এক জন পণ্ডিত, যিনি পুস্তক রচনা দ্বারা রাজার ও তাবৎ লোকের নিকটে ঘৃণার্হরূপে ভ্রাতৃগণের অখ্যাতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি ওল্মুৎস নগরে রাত্রিতে ভোজন করিয়া হঠাৎ মরিলেন। ঐ লোকদের শত্রুগণের মধ্যে অনেকের এই রূপ হঠাৎ অকাল মৃত্যু হওয়াতে লোকেরা সাধারণ রূপে অত্যন্ত চেতনা পাইয়া দৃষ্টান্ত রূপে এই কথা বলিত, "যদি কাহারও মৃত্যুইচ্ছা হয়, তবে পিকার্ড লোকদের সহিত বিবাদ করুক, তাহাতে এক বৎসরও বাঁচিবে না"।

বহিমিয়া ভ্রাতৃগণের ধর্ম্ম বিষয়ক স্বীকার পত্র প্রায় ওয়াল্দেন্সি লোকদের মত ছিল। প্রেরিতেরদের বর্ত্তমান সময়ে মণ্ডলীর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থে যে রূপ বিধি প্রথমতঃ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহারাও নিত্য২ তন্মত করিতে চাহিত। এবং এই বিষয়ে তাহারা যে ওয়াল্দেন্সি লোকের সদৃশ ছিল, তাহাও আমরা বলিতে পারি। তাহারা মণ্ডলীর শাসনকে প্রধান

Digitized by Google

করিয়া মানিত। তাহাতে প্রধান কি অপ্রধান, সকলকেই সংপূর্ণ রূপে ঐ শাসনের অধীন হইতে হইত। কোন লোকের অল্প দোষ হইলে সাধারণ লোকেরা তাহাকে গুপ্ত রূপে অনুযোগ করিত। কিন্তু সে যদি সেই অনুযোগ না মানিত, তবে প্রথমত ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকটে, পরে তাবৎ প্রাচীনদের সভাতে তাহা জ্ঞাত করা যাইত। তাহাতে ঐ ব্যক্তি যদি আপনার দোষ স্বীকার করিত, তবে তাহাকে অনুযোগ ও উপদেশ এবং সান্ত্বনা দিয়া ছাড়িয়া দিত। কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহাদের কথা না মানিত, সে মন না ফিরাইলে প্রভুর ভোজন পাইতে পারিত না। যে লোক প্রকাশ রূপে লজ্জাকর পাপ করিত, তাহাকে লোকের সাক্ষাতে ধমকান যাইত। অর্থাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা ও প্রাচীন লোকেরা তাবৎ মণ্ডলীর সাক্ষাতে সেই দোষ কত বড়, তাহা তাহাকে জানাইতেন। কিন্তু যে জন অতি নিন্দার কর্ম্ম করিয়া তাহাহইতে ক্ষান্ত না হইত, কেবল সেই ব্যক্তিই মণ্ডলীহইতে বহিষ্কৃত হইত।

Digitized by Google

চতুর্থ ভাগ।

মণ্ডলীর শোধন কালাবধি অদ্যপর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৫১৭ শালাবধি ১৮৩৫ শাল পর্য্যন্তের বিবরণ।

প্রথম খণ্ড।

জের্ম্মাণী ও স্বীতসর্লাণ্দ দেশীয় মণ্ডলী শোধনের বৃত্তান্ত।

যেমন দীর্ঘ রাত্রি ও যন্ত্রণাদায়ক শীতকাল গেলে পর কোন২ বৎসর বসন্ত কালের আরম্ভে কয়েক দিবস সূর্য্য প্রকাশিত হওয়াতে ক্ষেত্রের বরফ গলিয়া যায়, ও কুদৃশ্য ক্ষেত্র নূতন সবুজ পত্রাদিতে আচ্ছাদিত হওয়াতে সুশোভিত হয়, এবং নদীর উত্তপ্ত তীরে সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, ও উপবন ও উদ্যান স্থিত বৃক্ষের কুড়ি ধরে; তাহাতে শীতকাল গত হইল, এমন অনুমান করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হয়; কিন্তু ঐ সময়ে হঠাৎ উত্তরের বায়ু বহিলে হিমজনক কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়, এবং ক্ষেত্র সকল পুনরায় বরফেতে ঢাকিয়া যায়, ও রাত্রিকালে পুনর্ব্বার অতিশয় শীত হয়, তাহাতে বৈশাখ মাসে দুঃখদায়ক শিশিরময় বৃষ্টি পড়ে, কেবল জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলদায়ক গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইয়া লোকদের দুঃখ দূর করে; তেমন যোহন হস্ নামক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির কর্ম্মেতে শুভ দিন সন্নিকট হইল, ইঁহা তৎকালের অনেক ধার্ম্মিক লোক বুঝিয়া কিছু দিন আহ্লাদিত হইল। কিন্তু তিনি যে সকল ক্ষেত্রেতে ধর্ম্মবীজ রোপণ

Digitized by Google

করিয়াছিলেন, সেই সকল ক্ষেত্র এক শত বৎসর পর্য্যন্ত তাড়না রূপ জলেতে মগ্ন হওয়াতে তাহারা পুনরায় দুঃখগ্রস্ত হইল। এবং কেবল ১৬১৫ শালের মধ্যে পরমেশ্বর ধর্ম্ম বিষয়ক নূতন সাক্ষী উৎপন্ন করাতে শুভ দিন উপস্থিত প্রযুক্ত তাহাদের দুঃখ দূরীকৃত হইল। ঐ সাক্ষিদের মধ্যে যিনি প্রথমতঃ উপস্থিত হইয়া তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন, সেই প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম মার্ত্তীন লূথর।

তিনি ১৪৮৩ শালের নবেম্বর মাসের ১০ তারিখে সাক্সন্ দেশের আইস্লেবন্ নগরে জন্মিয়াছিলেন। মোরা গ্রাম নিবাসী হাঁস লূথর্ নামক তাঁহার পিতা দরিদ্রতা প্রযুক্ত আকরে কর্ম্ম করিতেন। কিন্তু তিনি আপন পুত্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে, ইহা জানিয়া আপন গ্রামের নিকটে আইসনাক নগরের পাঠশালাতে তাহাকে প্রেরণ করিলেন। পরে তিনি সেখানে পৌঁছিয়া প্রথমতঃ নগরস্থ লোকের বহির্দ্বারে গীত গাইয়া কষ্টে ভোজনের সংস্থান করিতেন। অনন্তর এক ধার্ম্মিক স্ত্রীলোক তাঁহাকে আপন ঘরে রাখিয়া প্রতিপালন করিলেন। ১৫০১ শালে তিনি এর্ফর্ত্ত নগরের ইউনিবের্সিটি অর্থাৎ প্রধান বিদ্যালয়ে গেলেন। এবং চারি বৎসর বাদে তিনি অতি ভক্তিভাবে ঈশ্বরের সেবা করণার্থে ঐ নগরস্থ অগস্তিন নামক মঙ্কদের যে মনাস্ত্রি, তাহাতেই নিবিষ্ট হইলেন। আত্মধর্ম্মদ্বারা মুক্তি হয়, তিনি ইহা বুঝিয়া সেখানে অনেক যত্ন করিলেও মনঃশুদ্ধি না হওয়াতে বিমর্ষ হইলেন। কিন্তু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা

Digitized by Google

অমনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়া যায়, এই কথা এক বৃদ্ধ মঙ্ক ভ্রাতার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া এবং মনোযোগ পুর্ব্বক ধর্ম্মপুস্তকের আলোচনা করিয়া তিনি ঈশ্বরহইতে জ্ঞানরূপ দীপ্তি প্রাপ্ত হইলেন। এবং তিনি সেই সময়ে যে আহ্লাদজনক বিশ্বাস প্রাপ্ত হইলেন, তাহা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রহিল। ১৫১৮ শালে তিনি উইত্তেনবর্গ নগরের নূতন প্রধান বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়া এমত উত্তম শিক্ষা দিলেন, যে তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইল।

সহজরূপে কালক্ষেপণ করিতে নয়, কিন্তু প্রায় নিত্য২ ধর্ম্মবিষয়ক বাদ বিতণ্ডা করণার্থে পরমেশ্বর ঐ লূথরুকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ১৫১৭ শালাবধি ধর্ম্ম বিষয়ে বাদ বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন। তৎকালে পাপা কর্তৃক ইন্দলজেন্স অর্থাৎ পাপক্ষমা পত্র বিক্রয়ের রীতি পুর্ব্বাপেক্ষা অতি প্রবল ছিল। তেৎজেল্ নামক এক দমিনিকন মঙ্ক জের্ম্মানী দেশে যাত্রা করিয়া অতি নির্লজ্জরূপে পাপক্ষমার পত্র বিক্রয় করিতেন। যে কোন লোক টাকা দিত, সে "তোমার পাপক্ষমা হইবে" এই কথা লিখিত কিম্বামুদ্রিত এক পত্র পাইত। পাপার এবং ঐ ব্যক্তির কেবল টাকার উপর প্রধান দৃষ্টি ছিল। এবং লোকেরা তেৎজেলের কথাতে ভ্রান্ত হইয়া অশেষ প্রকারে প্রবঞ্চিত হইল। এই ব্যাপার নিতান্ত ঘৃণার্হ চাতুরী মাত্র, ইহা জ্ঞানি লোকেরা বুঝিতে পারিলেও ঐ ব্যক্তি পাপার আশ্রিত লোক প্রযুক্ত অনেকেই তাহা বলিতে সাহসী হইল না। লোকেরা ব্যগ্রতা পূর্ব্বক ঐ মঙ্কের নিকট গিয়া পাপক্ষমা পত্র পাইবার কারণ টাকা

Digitized by Google

দিত। ইহা দেখিয়া মাইস্লেন দেশের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ যোহন বলিলেন, "মনুষ্যেরা অতি মূর্খ, কেননা যে সিন্দুকের চাবি অন্য ব্যক্তির হস্তে থাকে, তাহাতেই টাকা রাখে"। এক জন ফ্রান্সিস্কান মঙ্ক লোকদিগকে ঐ ব্যাপারের পাষণ্ডতা ও যুক্তিবিরুদ্ধতা জানাইবার জন্যে কলঞ নগরে প্রস্তাব করিয়া বলিল। "হে ভ্রাতা সকল, আমি তোমাদিগকে এক নূতন আশ্চর্য্য বিষয় জানাই, তোমাদের মধ্যে যাহার এক টাকা মাত্র আছে, সে স্বর্গে যাইবার নিমিত্তে পাপক্ষমা পত্র কিনিতে পারে; আর যদি অর্দ্ধটাকা মাত্র থাকে, তবু স্বর্গরাজ্যের অর্দ্ধ ফল প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু যাহার টাকা নাই, সে অবশ্যই নরকে যাইবে। অতএব টাকা ব্যতিরেকে যে মুক্তি হইতে পারে না, ইহা কি নূতন আশ্চর্য্য বিষয় নহে"? কিন্তু তেৎজেল যখন উইত্তেনবর্গ নগরে পৌছিয়া ক্ষুদ্র বণিকের ন্যায় ক্ষমাপত্র বিক্রয় করিতে লাগিল, তখন লূথর ঐ লজ্জাকর প্রতারণা দেখিয়া আর মৌনী থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু ঐ বিক্রয়ের বিরুদ্ধে ৯৫ প্রমাণ, এবং; 'এই বিষয়ে আমি লোকের সঙ্গে প্রকাশরূপে বিতণ্ডা করিতে উদ্যত আছি,' ইহা কাগজে লিখিয়া ঐ নগরস্থ গড়ে যে ধর্ম্মালয় ছিল, তাহার দ্বারে ১৫১৭ শালের ৩১ আক্টোবরে লট্কাইয়া দিলেন।

কথিত আছে, এই ঘটনার পূর্ব্বে সাক্সন দেশের রাজা তিন বার এই স্বপ্ন দেখিলেন, "সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমার কাছে এক মঙ্ককে পাঠাইলেন; এবং সেই মঙ্ক লোকের কর্ম্মের সাক্ষী হওনার্থে তাবৎ

Digitized by Google

মৃত ধার্ম্মিক লোকেরা তাঁহার সঙ্গে আইল। এবং পরমেশ্বর আমাকে এই আজ্ঞা করিলেন, তুমি উইস্তেনবর্গ নগরস্থ গড়ের ধর্ম্মালয়ের দ্বারে এক পত্র টাঙ্গাইতে নিষেধ করিও না। এবং ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, ইহাতে তুমি খেদান্বিত হইবা না। পরে আমি ঐ মঙ্ককে বলিলাম, পরমেশ্বর যাহা লিখিতে তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, তুমি তাহা লিখিতে পার। তাহাতে ঐ মঙ্ক উইস্তেনবর্গ নগরে গিয়া এমন বড় অক্ষরে লিখিলেন, যে আমি শ্বেদনিৎস নগরে থাকিয়া তাহা পাঠ করিতে পারিলাম। (ঐ নগর উইস্তেন বর্গহইতে বার ক্রোশ অন্তর।) এবং তাঁহার হাতে এমন লম্বা কলম ছিল, যে তাহার অগ্রভাগ রূমনগর পর্য্যন্ত গেল। এবং নগরের মধ্যে যে এক সিংহ শয়ন করিয়াছিল, তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া পাপার তিন মুকুটে লগ্ন হওয়াতে সেই তিন মুকুট নড়িয়া প্রায় পড়িবার মত হইল। তখন ঐ সিংহ ভয়ঙ্কর গর্জন করাতে কি ঘটিয়াছে, ইহা জানিবার কারণ চতুর্দ্দিক্‌স্থ তাবৎ লোক দৌড়িয়া আইল। এবং পাপা আমাকে এই কথা কহিয়া পাঠাইলেন, তুমি ঐ মঙ্কের বিষয়ে সাবধান হও, কেমনা সে তোমার দেশে থাকে। পরে আমরা ঐ মঙ্কের বৃহৎ কলম ভাঙ্গিতে অনেক পরিশ্রম করিলাম, কিন্তু ঐ কলম লৌহবৎ হওয়াতে আমরা যত শ্রম করিতে লাগিলাম, তত শক্ত হইতে লাগিল। এবং আঘাত করাতে এমত শব্দ হইতে লাগিল, যে কানে তালা লাগাতে আমি ব্যাকুল হইলাম। ঐ মঙ্ক মনুষ্যাপেক্ষায় বড়, ইহা বুঝিয়া আমরা মিথ্যা কর্ম্মে পরিশ্রান্ত হইয়া

Digitized by Google

অবশেষে ক্লান্ত হইলাম। তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, তুমি এই শক্ত কলম কোথায় পাইলা? তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, 'এক শত বৎসর পুর্ব্বে বর্ত্তমান যে বহিমিয়া দেশীয় এক হাঁস, তাহার ডেনা হইতে পাইয়াছি। (বহিমিয়া ভাষাতে হাঁসের নাম হস্‌।) যাহা কেহ নষ্ট করিতে পারে না, এমন এক আত্মা ও প্রাণ থাকাতেই এই কলম অতিশয় শক্তিমান। ঐ কলম হইতে অসংখ্য কলম উৎপন্ন হইয়া কালক্রমে ঐ কলমের মত লম্বা ও স্থূল হইবেক" কিঞ্চিৎ কালের পর ঐ কথা উচ্চৈঃস্বরে কথিত হইল। অনন্তর আমি ঐ মঙ্কের সহিত আরও বিশেষ কথন করিতে মনস্থ করিলে জাগৃত হইলাম। এবং পাছে ইহা ভুলিয়া যাই, এই জন্যে আমি হঠাৎ ঐ স্বপ্নের বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিলাম"।

এই স্বপ্ন সত্যই হউক কি দৃষ্টান্তই বা হউক, ইহার ভাব অতি সহজ। যে দিনে ঐ লূথর্‌ পুর্ব্বোক্ত লিখিত, সেই সময়াবধি ঐ স্বপ্নের কথা পুর্ণ হইতে লাগিল। দেখ, পুর্ব্বোক্ত লিখিত ৯৫ প্রমাণ দ্বারা মণ্ডলী শোধন রূপ ভারি কর্ম্ম নিষ্পন্ন হওয়াতে, যে ১৫১৭ শাল অতিমান্য রূপে গণ্য হইবেক, ইহা ঐ সময়ে কে অনুমান করিতে পারিত? যে দিনে ঐ কাগজ প্রকাশিত হইল, তাহার ১৪ দিন মধ্যেই তাবৎ জের্ম্মানী দেশে তাহার প্রতিলিপি ব্যাপ্ত হইল। এবং ছয় সপ্তাহের মধ্যে ইউরোপের অনেক দেশে ঐ প্রতিলিপি বিস্তারিত হওয়াতে যাহারা এই নূতন ও সাহসিক কথা শুনিতে ইচ্ছুক ছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে এই বিষয়ে মনোযোগী হইল।

Digitized by Google

মণ্ডলীর শোধন নানা ঘটনার সংযোগে হইল। ওয়াল্‌দেন্স ও উইক্লিফ্‌ মতাবলম্বী এবং বহিমিয়া দেশীয় সহস্র২ ভ্রাতৃগণ নানাদেশে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সেই সকল স্থানে জ্ঞানরূপ বীজ বপন করিয়াছিল। তাহাতে মণ্ডলী যে রূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইল, তাহা অনেকেই দেখিতে পাইল। এবং লোকদের নিজ২ ভাষাতে মঙ্গল সমাচার প্রচার করা অধিক চলিত হইল। পুরাতন ও নূতন ধর্ম্ম পুস্তকের যে ইব্রী ও গ্রীক্‌ ভাষা, তাহাতে এবং অন্যান্য বিদ্যার বিষয়ে লোকেরা তৎকালে অধিক মনোযোগ করিল। জ্ঞানী ও ব্যঙ্গকারী লোকেরা ধর্ম্মোপদেশক ও মঙ্কদের মূর্খতা ও দুরাচার প্রকাশ করিতে লাগিল। যাহাতে শীঘ্র অনেক পুস্তক প্রস্তুত করিয়া লোকদিগকে বিতরণ করা যায়, এবং যাহাতে ধর্ম্মোপদেশকদের অনুচিত কর্ত্তৃত্ব নিবারিত হইল, এমত যে মহাযন্ত্র, তাহার প্রথম সৃষ্টি ৫০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। মণ্ডলী শোধনের যে২ উপায় ছিল, তাহার মধ্যে এই উপায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; বস্তুতঃ এই উপায় না থাকিলে মণ্ডলী যেরূপ শোধিত হইয়াছে, সেই রূপ কখন হইত না। সেই মহাযন্ত্রের নাম ছাপাখানা, অর্থাৎ পুস্তক মুদ্রিত করণের যন্ত্র।

যেমন হিন্দুস্থানে ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকে, "যিনি প্রথমে অক্ষর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার নাম অবশ্য স্মরণীয়," । পূর্ব্বে অজ্ঞাত যে ছাপাখানা, সে যদ্যপি অতি সহজ, তথাপি তাহা এমনি উপকারক, যে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার বিষয়েও আমরা তন্মত কহিতে পারি। মেন্স নগরের যোহন্‌ বন্‌ গূত্তন্‌বের্গ নামক ব্যক্তি, যোহন্‌ ফস্ত এবং

পিতর স্কোফরের সহিত এই যন্ত্র সৃষ্টি করিয়া ১৪৫৭ শালে প্রথমতঃ দায়ূদের গীতপুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন। যোহন্ ফস্ত অনেক২ ধর্ম্মপুস্তক মুদ্রিত করিলে পর যে পারিস্ নগরে ছাপাযন্ত্র অজ্ঞাত ছিল, সেখানে গেলেন। তথাকার লোকেরা যে একখানি ধর্ম্মপুস্তক ৫০০ টাকাতে বিক্রয় করিত, তিনি কেবল ৬০ টাকায় তাহা বিক্রয় করাতে লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল; এবং এক খান বিক্রয় হইবামাত্র অন্য খান বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত দেখিয়া তাবতেই বিস্ময়াপন্ন হইল। কিন্তু সেই সকল পুস্তকই এক সমান দেখিয়া লোকেরা অত্যন্ত চমৎকার বোধ করিল। তাহাতে সেই ব্যক্তি ভোজবাজী দোষে দোষীকৃত হইলে লোকেরা তাহার ঘর অনুসন্ধান করিয়া অনেক ধর্ম্মপুস্তক দেখিয়া পাইয়া কাড়িয়া লইল। সেই সকল পুস্তকের মধ্যে যে লাল কালীতে চিত্র বিচিত্র ছিল, সেই কালী উঁহার রক্ত, ইহা লোকেরা নিশ্চয় বোধ করিল। তখন 'তিনি শয়তানের সঙ্গী' বলিয়া দোষীকৃত হইলেন। কিন্তু তিনি নিগূঢ় যে ছাপাযন্ত্র তাহা দেখাইবাতে পারিস্ নগরের পার্লমেণ্ট নামক বিশেষ সভা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল।

১৪৬২ শালে লাটীন ভাষাতে এবং ১৪৬৭ শালে জের্ম্মানী ভাষাতে ধর্ম্মপুস্তক প্রথমতঃ মুদ্রিত হইল। ২০ বৎসরের মধ্যে প্রায় তাবৎ প্রধান নগরে ছাপাযন্ত্র স্থাপিত হইল। এবং ঐ সময়ে সহস্র২ পুস্তক মুদ্রিত হওয়াতে সাধারণ লোকেরাও সেই পুস্তক পাইতে পারিল। সেই পুস্তক ঐ সময়ে খ্রীষ্টীয়ান দেশীয় তাবৎ

লোকেরা প্রাপ্ত হইল। পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২২৮ শালে যখন পাপা ধর্ম্মপুস্তক লইতে ও দিতে লোকদিগকে নিষেধ করিলেন, তখন ধর্ম্মপুস্তকের মূল্য এত অধিক ছিল, যে সামান্য লোকেরা কিনিতে না পারাতে ঐ নিষেধে বড় দুঃখী হইল না। তবে কেবল ওয়ালদেন্সি লোকেরা আপন২ পাঠার্থে ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতিলিপি করিতে পারিত। কিন্তু যখন ধর্ম্মগ্রন্থের মূল্য অত্যল্প হইল তখন তাবৎ লোক সেই পুস্তকের ভাব জ্ঞাত হইতে এমন ইচ্ছুক হইল, যে পাপার নিষেধ না মানিয়া তাহা কিনিল এবং পাঠ করিল। জের্ম্মানী দেশে জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার কারণ লোকদের নিজ ভাষাতে কেবল ধর্ম্মপুস্তকের উত্তম ও সহজ অথচ যথার্থ অনুবাদের আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু যখন ঐ দেশে মণ্ডলীর শোধন হইতেছিল, তখন তাহাও নিষ্পন্ন হইল।

ক্ষমা পত্রের বিরুদ্ধে লূথর যে ৯৫ প্রমাণ দিয়াছিলেন, তাহাতে সকল স্থানের লোকেরা মনোযোগ করাতে এবং অনেক২ স্থানের লোক আহ্লাদ্পূর্ব্বক গ্রাহ্য করাতে পাপা সুতরাং চিন্তিত হইয়া লূথরকে ঐ ৯৫ প্রমাণ অস্বীকার করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। তৎকালে লূথর যদ্যপি পাপার কর্ত্তৃত্বকে অতিশয় মান্য করিতেন, তথাচ তিনি তাহা অস্বীকার না করিয়া বলিলেন, "বিশ্বসনীয় বিধি বিষয়ে কেবল ঈশ্বরের বাক্যই প্রমাণ, অতএব এই বিষয়ে আমার যে ভুল আছে, প্রথমতঃ তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেও, তবে আমি অস্বীকার করিব"। পাপা ঐ গরিব অগস্তিন মঙ্কের কথা শুনিতে চাহিলেন না, এবং কোনরূপে লূথরকে লওয়াইতে না পারিয়া

Digitized by Google

১৫২০ শালে মণ্ডলী হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। লূথর ঐ তিন বৎসরের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে অধিক জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া শেষে এই নিশ্চয় বুঝিলেন, ঈশ্বরের যে কথা, তাহা মণ্ডলীর অটল ভূমি ও পাহাড় তুল্য, এবং সেই পাহাড়ের উপর পাপার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। অতএব তিনি নির্ভয়ে সম্পূর্ণ রূপে পাপার ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়া পাপা তাঁহাকে মণ্ডলীহইতে বহিষ্কৃত করিতে যে বুল্ অর্থাৎ ব্যবস্থা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এবং ঐ মণ্ডলীর ব্যবস্থা পুস্তক আনিয়া উইত্তেনবর্গ নগরের দ্বারে অনেক ছাত্র ও অন্য২ লোকের সাক্ষাতে ১৫২০ শালের ১০ ডিসেম্বরে দগ্ধ করিলেন।

এই কর্ম্ম করাতে লূথর আর পাছু হটিতে না পারিয়া পাপার মতের বিরুদ্ধে আরো উদ্যোগী হইলেন। ১৫২১ শালে তিনি ওয়ার্ম্মস নগরের ডায়েট অর্থাৎ জের্ম্মানীর রাজাদের মহাসভাতে রাজাধিরাজের সাক্ষাতে ঐ বিষয়ের বিচার করণার্থে আহূত হইলেন। হসের প্রতি যে রূপ ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে যদ্যপি তাহাতে সাহসহীন হইতে হয়, এবং যদ্যপিও অনেক২ লোক ঐ আহ্বানের বিরুদ্ধে তাঁহাকে চেতনা দিয়াছিল, তথাপি তিনি নির্ভয় হইয়া থাকিলেন। পরে লূথর অশ্বারোহণ করিয়া ঐ সভাতে যাইতে২ যখন এর্ফর্ত্ত নগরে পৌঁছিলেন, তখন তন্নগর নিবাসি লোকেরা তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্তে বাহির হইবাতে দর্শক লোকে তাবৎ পথ ও গবাক্ষ এবং ছাত পরিপূর্ণ হইল। পৌল যিরূশালম্ নগরে শেষ যাত্রাতে যেরূপ চেতনা পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ

Digitized by Google

তিনিও ঐ সভাতে গেলে অবশ্য বিপদ ঘটিবে, এইরূপ চেতনা ঐ নগরে পুনরায় পাইয়া বলিলেন, যদ্যপি তাহারা উইস্তেনবর্গ নগর অবধি ওয়ার্মস নগর পর্য্যন্ত আকাশ স্পর্শি অগ্নি প্রজ্বলিত করে, তথাচ আমি ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইব। পরে ওয়ার্মস নগরে প্রবেশ করণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেও তদ্রূপ চেতনা পাইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমি ওয়ার্মস নগরে আহূত হইয়াছি; আমাকে অবশ্য ঐ স্থানে যাইতে হইবেক; ঐ নগরীয় তাবৎ গৃহের উপর যত খাপরেল আছে, তত ভূত যদি ঐ নগরে থাকে, তথাপি আমি ঐ নগরে প্রবিষ্ট হইব।"

হে লূথর, তোমার স্বরচিত পুস্তক সকল অস্বীকার করিতে হইবেক এবং তাহা স্পষ্ট রূপেই করিতে হইবেক, এই কথা যখন মহাসভাতে কথিত হইল, তখন তিনি উচ্চ ও অকম্পিত স্বরে বলিলেন, "আমি তাহা করিতে পারি না, এবং ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা কিম্বা স্পষ্ট যুক্তিদ্বারা প্রমাণ না দিলে আমি অস্বীকার করিব না, কেননা জানিয়া শুনিয়া বিরুদ্ধ পথে চলিলে মঙ্গল হইতে পারে না, এবং মন্দ-হইতেও রক্ষা পাওয়া যায় না। এখানে আমি দাঁড়াইয়া আছি, আমি যাহা করিতেছি, তদ্‌ভিন্ন কিছুই করিতে পারি না, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন, আমেন।"

লূথরের এই সাহসিক কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধু সকল এবং ফ্রেদরিক নামক তাঁহার স্বদেশের রাজা যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু পঞ্চম শার্ল নামক রাজাধিরাজ তাঁহাকে বিধর্ম্মদোষে দোষী করিয়া ঐ রাজ্যের

Digitized by Google

মধ্যে কোন বিষয়ে কিছু মাত্র অধিকার পাইতে দিলেন না। ঐ রাজা পুর্ব্বে তাঁহাকে ছাড়চিঠী দিয়াছিলেন এই কারণ তাঁহাকে আপন ঘরে নির্ব্বিঘ্নে যাইতে দিলেন। কিন্তু ১৫২১ শালের মে মাসের চতুর্থ দিনে যখন লূথর মোরা নগরহইতে যাইতেছিলেন, তখন মুখসধারী কয়েক অশ্বারোহি লোক আসিয়া গাড়ীহইতে তাঁহাকে বাহির করিয়া এক অশ্বের উপর চড়াইয়া অতিবেগে লইয়া গেল। তাহারা বন ও উপবন দিয়া আড়ে২ দেশ পার হইয়া আইসনাক্ নগরের নিকট ওয়ার্ত্তবর্গ নামক গড়ে রাত্রি ১১ ঘণ্টার সময়ে পৌছিল। যে পর্য্যন্ত এই তাড়না নিবৃত্তি না হয় সেই পর্য্যন্ত ঐ ফ্রেদরিক রাজা লূথরকে নির্ভয় স্থানে রাখিতে মনস্থ করিয়া ঐ অশ্বারোহিগণকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ঐ গড়েতে মান্য যোদ্ধা ও বন্দি লোকের ন্যায় থাকিলেন। এবং ঐ লূথর যর্জসাহেব বলিয়া নাম প্রাপ্ত হইয়া তৎ কালের রীত্যনুসারে বিষয়ি লোকের ন্যায় দাড়ি রাখিলেন। এবং যোদ্ধা ও বিশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় খড়্গ ধারণ করিলেন।

লূথর অলসের মত নিরর্থক কালক্ষেপ করিতে পারিলেন না, তিনি যে পত্তিত মণ্ডলী পুনরায গাঁথিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা সাঙ্গ করিতে চাহিলেন। অতএব জের্ম্মানী ভাষাতে ধর্ম্মপুস্তকের উত্তম অথচ স্পষ্ট যথার্থ অনুবাদ করিতে মনস্থ করিলেন। কেননা তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন, প্রেরিতের সময়ে মণ্ডলীর যেরূপ সাত্ত্বিকতা ও পবিত্রতা ছিল, এক্ষণে রূমীয় মণ্ডলীতে সে রূপ পাওয়া যায় না; ইহা লোকদিগকে জানাইতে এবং ধর্ম্মজ্ঞান ও

Digitized by Google

ঈশ্বরের প্রতি ভয় জন্মাইতে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায়। তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক অনুবাদ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তৎকালে ঐ কর্ম্মকরা অতি দুষ্কর ছিল। বিশেষতঃ ঐ ওয়ার্ত্তবর্গ গড় যাহাকে তিনি আপন পত্‌ম নামে বিখ্যাত করিলেন, সেই স্থানে ধর্ম্মপুস্তক অনুবাদের সাহায্যকারী কোন গ্রন্থ ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে অত্যল্প দিনের মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থের অন্তভাগের যে উত্তম অনুবাদ সাঙ্গ করিলেন, তাহা অদ্য পর্য্যন্ত জের্ম্মানী দেশীয় মণ্ডলীর অমূল্য ধন বলিয়া বিখ্যাত আছে। তাহা ছাড়া মঙ্গল সমাচারের এবং প্রেরিত পত্রের যে ২ অংশের মন্দিরেতে পাঠের নিয়ম আছে সেই ২ অংশের টীকা পুস্তক রচনা করিলেন; এবং তাহা ঈশ্বরের অনুগ্রহে অদ্যপর্য্যন্ত অতিশয় উপকারক হইয়াছে। গণনা করা গিয়াছে লূথরের রচিত পুস্তকের প্রতিলিপি করিতে যদি এক ব্যক্তি প্রতি দিন দশ ঘণ্টা লেখে, তথাচ তাহা সাঙ্গ করিতে যত দিন লোকেরা সাধারণ রূপে বাঁচে ততদিন লাগিবেক। এবং ঐ গ্রন্থ রচনা ছাড়া লূথর অন্যান্য এত কর্ম্ম করিলেন, যে তন্মত করা অন্যের দুষ্কর। তিনি ঐ গড়ে দশ মাস থাকিয়া উইত্তেনবর্গ নগরস্থ স্বমতাবলম্বি লোকদের বিষয়ে বিবাদ বিসম্বাদ শুনিয়া ঐ নির্জন স্থানে আর থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু রাজার অনুমতি না লইয়া শীঘ্র উইত্তেনবর্গ নগরে গিয়া সকল বিষয় সুস্থির করিলেন। এবং কয়েক জ্ঞানি বন্ধুর সহায়তা দ্বারা এমনি অনবরত ধর্ম্মপুস্তকের প্রথম ভাগ অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন, যে ১৫৩৪ শালে জের্ম্মানী ভাষার তাবৎ ধর্ম্মপুস্তক

Digitized by Google

এক গ্রন্থের মধ্যেই মুদ্রাঙ্কিত হইল। ঐ কর্ম্মের সহকারিদের মধ্যে যিনি প্রধান এবং অন্য২ কর্ম্মেও তাঁহার সহকারী ছিলেন, সেই ফিলিপ্ মেলাঙ্কথন ব্রেটন নগরে জন্মিয়াছিলেন। সেই নগর এক্ষণে বাডন দেশের অন্তঃপাতী হইয়াছে। তিনি জ্ঞানেতে ও ধর্ম্মেতে অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। এবং লূথর যখন লোকদের সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ক বাদ বিতণ্ডা করিতেন, তখন তিনি নম্রতা ও মৃদুতা দ্বারা লূথরকে নিরস্ত করাতে তাঁহার বিস্তর উপকার হইল। তিনি যে যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া বলিতেন, তাহা লিখিয়া রাখা তাঁহার ছাত্রদের রীতি হওয়াতে তাহারা যাহা লিখিল, তাহা তিনি শুধিতেন। ইহাতেই জীবনকালের মধ্যে অন্যান্য কর্ম্ম করিয়াও যে এত গ্রন্থ রচনা করিলেন তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

লূথর নূতন অথচ শাস্ত্রানুযায়ি যে উপদেশ প্রকাশ করিলেন, তাহা তাঁহার স্বকৃত বহুসংখ্যক পুস্তক ও বিশেষত ছোট এবং বড় কাতেকিসম ও ধর্ম্মগীত দ্বারা এবং তাঁহার শিষ্য ও বন্ধুলোক দ্বারা শীঘ্রই চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল। দেখ, প্রায় তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার রচিত পুস্তকসকল স্পেনীয় ভাষাতে অনুবাদিত হইল। এবং চারি বৎসর বাদে এক ব্যক্তি যিরুশালম্ নগরে গিয়া তাঁহার রচিত কয়েক খান পুস্তক ক্রয় করিতে পাইল। সকল স্থানে লোকেরা বিচার করিয়া কতক পাপার পক্ষ, আর কতক বা লূথরের পক্ষ হইল। এবং অতি শীঘ্র অর্থাৎ ১৫১৯ শালে পাপার লিগেট্ অর্থাৎ প্রেরিত এক জন প্রতিনিধি জের্ম্মানী দেশ দিয়া গমনপূর্ব্বক বিবে-

Digitized by Google

চনা করিয়া বলিলেন, " যে২ স্থানে আমি গিয়াছিলাম, সেই সকল স্থানেই তিন ভাগ লোক লূথরের স্বপক্ষ ও একভাগ পাপার স্বপক্ষ। যিনি সাক্সনদেশের এক নগরে ঐ নূতন অর্থাৎ শাস্ত্রানুযায়ি শিক্ষা দিতেন, সেই লূথরের শিষ্য এইরূপ লিখেন, "ঈশ্বরের কথা গ্রাহ্য করিতে এক্ষণকার লোকদের যে রূপ ব্যগ্রতা ও মনোযোগ এবং অনায়াসে প্রবৃত্তি তাহা অনির্ব্বচনীয়। এবং আমি দুর্ব্বল ও নির্গুণ উপদেশক হইলেও লোকেরা যে আমার কথা অগ্রাহ্য না করিয়া আমাকে প্রিয় করিয়া মানে, ইহা চিন্তা করত আহ্লাদে পুনঃ২ আমার আনন্দাশ্রু নির্গত হয়"। যে কোন স্থানে পাপার মতাবলম্বি লোকেরা বিপক্ষ হইয়া লূথর মতাবলম্বি ধর্ম্মোপদেশককে থাকিতে না দিতেন, সেখানকার লোকেরা তন্মত ধর্ম্মোপদেশকের কথা শ্রবণার্থে কয়েক ক্রোশ দূর হইলেও নিকটস্থ নগরে যাইত। জিব্রায়েল দিদুম জ্বিক্কো নগরের ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন। এবং যদ্যপি তাঁহার স্বর ক্ষুদ্র ছিল, তথাচ প্রায় তাবদ্দিন তাঁহার কথা শুনিবার নিমিত্তে লোকেরা পুলপিতের চতুর্দ্দিগে ঘেরিয়া থাকিত। আন্নাবর্গ নগরে লাইদেন্মান ও মাইকোনিয়স্ বহুসংখ্যক লোকদিগকে শিক্ষা দিত। লূথর যখন লাইপ্সিক্ নগরে প্রথমতঃ প্রস্তাব করিলেন, তখন তাঁহার কথা লোকদের এমনি হৃদয়ঙ্গম হইল, যে লোকেরা তাহা শ্রবণে হাঁটু পাড়িয়া ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করিতে লাগিল। লূথরের অত্যন্ত বিপক্ষ কক্লিয়স নামক এক ব্যক্তিও ইহা লেখেন, " স্ত্রী-লোকেরা যখন চরখাতে সূতা কাটিত, তখন তাহারাও

Digitized by Google

ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ আপন২ সম্মুখে রাখিত। এবং যে মস্ক লোকেরা তাহাদের চতুর্দ্দিগে থাকিত তাহাদের কাছে সেই পুস্তকের এমন কথা পাঠ করিত, যে মস্ক লোকেরা বিষণ্ণ হইয়া তাহাদের ঘরে পুনরায় যাইতে সাবধান হইত।

সাক্সন দেশে যোহন রাজার সময়ে মণ্ডলীর শোধন উত্তম রূপে নিষ্পন্ন হইল। লূথর ঐ দেশের চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিয়া মন্দিরেতে লোকদিগকে সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদের বিশ্বাসের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন; এবং কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিলে যে মুক্তি হয়, ইহা আর শোধিত ধর্ম্মের যে সুশাসন, তাহাও লোকদিগকে শিক্ষা দিলেন। দেখ পূর্ব্বে যেমন যাকূবসিগেন নামক গ্রামে লোকদের পরীক্ষা কালে ঐ গ্রামের গোমাস্তা আপনার বিশ্বাসের বিষয়ে উত্তর দিতে পাপা মতাবলম্বি লোকদের ন্যায় ধন্য কুমারী বিষয়ক কথা কহিলে পর, গ্রামস্থ লোক সকলেই বলিয়াছিল, আমাদের গোমাস্তা যে রূপ বিশ্বাস করেন, আমরাও তদ্রূপ করি। লূথরও যে তন্মত কয়েক স্থান পাইয়াছিলেন, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়; কিন্তু ক্রমে২ লোকদের মধ্যে ধর্ম্মরূপ দীপ্তি বৃদ্ধি হইল। তাহাতে স্ত্রীলোকের মনাস্ত্রি শূন্য হইয়া একেবারে উঠিয়া গেল, এবং অনুচিত রীতির পরিবর্ত্ত হইল, আর উপযুক্ত ধর্ম্মোপদেশক সকল নিযুক্ত হইল। ১৫২৬ শালে হেস দেশের কর্ত্তা ফিলিপ মণ্ডলী শোধনের বিষয়ে আহ্লাদপূর্ব্বক অত্যন্ত উদ্যোগী হওয়াতে সেই দেশেও তন্মত হইল। এবং অল্প কালের মধ্যে জের্ম্মানী

Digitized by Google

দেশের প্রায় তাবৎ নগর ও প্রদেশ যথার্থ শিক্ষারূপ দীপ দ্বারা দেদীপ্যমান হইল। যে রাজারা মণ্ডলী শোধনের স্বপক্ষ ছিল, তাহারা আত্মরক্ষার্থে লূথর মতাবলম্বিদের বিপক্ষের বিরুদ্ধে তর্গ নগরে ঐ শালের মে মাসের চতুর্থ দিবসে এক সন্ধি ও নিয়ম পত্র পরস্পর লিখিয়া দিলেন। স্পেয়র নগরে মহাসভাস্থ লোকেরা কোন কথা না শুনিয়া লূথর মতাবলম্বি লোকদিগকে দোষী করিল। তাহাতে ঐ রাজারা এই অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে ১৫২৯ শালের ১৫ আপ্রেলে প্রতেস্ত নামক অসম্মতি পত্র প্রকাশ করিলেন। তাহাতেই পাপার অমতাবলম্বী লোকেরা প্রতেস্তান্ত নামে বিখ্যাত হইল।

প্রতেস্তান্ত রাজারা ও ভূম্যধিকারিরা অগস্বর্গ নগরে সভা করিয়া যে স্বীকারপত্র এক্ষণে অগস্বর্গ নামে বিখ্যাত, তাহা ১৫৩০ শালের ২৫ জুনে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনজন প্রধান রাজা, এবং ২০ ডিউক, ২৬ কৌন্ত, ৪ বারণ, এবং রাজাধিরাজের ৩৫ স্বাধীন নগরস্থ লোক কেহবা ঐ পত্র লিখিবার কালে কেহ বা কিঞ্চিৎ কাল বাদে ঐ স্বীকার পত্র গ্রাহ্য করিল। তাহাতে অবশেষে ১৫৩২ শালে লোকদিগকে নির্ভয়ে আপন ২ ইচ্ছানুসারে ধর্ম্ম বিষয়ে বিশ্বাস করিতে অনুমতি হইল।

যে সময়ে প্রতেস্তান্ত লোকদের ধর্ম্ম দৃঢ় রূপে স্থাপনার্থে যুদ্ধ করা আবশ্যক বোধ হইল, সেই সময়ে লূথর ছিলেন না। কারণ তিনি ১৫৪৬ শালের ১৮ ফিব্রুয়ারিতে আত্ম প্রকাশিত ধর্ম্মে স্থিরমনা হইয়া আইস্লেবন্ নামক জন্মনগরে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার

Digitized by Google

মৃত্যুকালের কথা এই, “হে পিতঃ, তোমার হস্তে আমি আপন আত্মাকে সমর্পণ করি; হে সত্য প্রভু পরমেশ্বর, তুমি আমাকে মুক্ত কর” তিনি অতিশয় অটল ও ধৈর্য্যাবলম্বী অথচ দয়ালু ছিলেন। রাজা ও বড় লোকের সাক্ষাতে পাহাড়ের ন্যায় অটল ছিলেন, এবং বালকদের মধ্যে সরলান্তঃকরণ বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। আপন দেশীয় ভাষাতে বিশেষতঃ সাধারণ লোকের চলিত ভাষাতে এমন নিপুণ ছিলেন, যে পুর্ব্বে তদ্রূপ কেহ ছিল না; এবং বোধ হয়, পরেও কেহ হইল না। তাঁহার বুদ্ধি অতি পরিপক্ক ও গম্ভীর। তাঁহার ধাতু যদ্যপি অতি গরম ছিল, তথাচ তিনি মৃদু ও দয়ালু ছিলেন; এবং কর্ম্মেতে তাঁহার শ্রমের সীমা নাই। যদ্যপি তিনি তাবৎ লোকের নিকটে এবং বিপদকালে ঈশ্বরের কথাতে বলবৎ ও স্থির-বিশ্বাস ছিলেন, তথাপি তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা ও ত্রাণকর্ত্তার সম্মুখে তিনি বালকের ন্যায় অকপট নম্রতা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার তাবৎ উপদেশের মধ্যে যে প্রধান উপদেশ সত্য প্রতেস্তান্ত মণ্ডলীতে অদ্য পর্য্যন্ত অমূল্যরূপে গণ্য আছে, সেই উপদেশদ্বারা পাপিলোকেরা মুক্তির কারণ বলিয়া যে স্বস্বকৃত পুণ্যের ভরসা রাখে, তাহা সমূলে নষ্ট করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা প্রকাশিত ঈশ্বরের অমূল্য অনুগ্রহ যে কেবল বিশ্বাসদ্বারা পাওয়া যায়, ইহা তিনি জানাইলেন। জের্ম্মানী দেশে যত দিন পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা কেবল ঈশ্বরের কথাতে বিশ্বাসি ব্যক্তির পথদর্শক বলিয়া মান্য করিবেক, তত দিন পর্য্যন্ত লূথরের নাম ও তাঁহার পুস্তক বিস্মৃত হইবে না।

Digitized by Google

লূথরের মৃত্যুর পর পঞ্চম শার্ল নামক রাজাধিরাজ প্রতেস্তান্ত ধর্ম্ম নষ্ট করিতে মনস্থ করাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। তাহাতে তিনি সাক্সন দেশের রাজা ও হেস্ দেশের রাজাকে ধরিয়া প্রথমতঃ কৃতকার্য্য হইলেন। পরে পাপার মত ও লূথরের মতের পরস্পর মিলনকারক ইন্তেরিম নামক এক ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া জের্ম্মানী প্রতেস্তান্ত লোকদিগকে দুঃখ দিলেন। কিন্তু সাক্সন দেশের রাজা মরীস্ তাঁহার বাসনা বৃথা করিলেন। এবং ১৫৫২ শালে পাস্সো নগরে যে সন্ধি পত্র লিখিত হইল, এবং ১৫৫৫ শালে অগস্বর্গ নগরে ধর্ম্মবিষয়ক বিবাদের যে মীমাংসা নির্ধারিত হইল, তাহাতে প্রতেস্তান্ত লোকেরা আপন ২ ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের সেবা করিতে পাইবেক, এমন অনুমতি ঐ রাজাধিরাজকে দিতে হইল।

প্রতেস্তান্ত লোকেরা তৎকালে কি পর্য্যন্ত ভাবিত ও তাড়িত হইল, তাহা জানাইবার জন্যে ওয়র্ত্তেমবর্গ দেশের মণ্ডলী শোধনকারী যোহন ব্রেন্তিয়সের বৃত্তান্ত লিখি। ১৫৪৭ শালে যখন রাজাধিরাজের সৈন্যেরা তাঁহার অধিকারস্থ স্বাবিয়া দেশের অন্তঃপাতি স্বাধীন হাল নামক নগরে প্রবিষ্ট হইল, তখন ঐ যোহন ব্রেন্তিয়স্ ঐ নগরের এক ধর্ম্মালয়ে উপদেশক ছিলেন। অন্যান্য ধর্ম্মোপদেশকদের ঘরে যেমত সৈন্যেরা থাকিতে প্রেরিত হয় না, তদ্রূপ তাঁহার ঘরেও যেন প্রেরিত না হয়, এই অভিপ্রায় তিনি সেনাপতির কাছে নিবেদন করিতে যাইবার কালে আপন ভৃত্যাদিগকে

Digitized by Google

কহিলেন, যে পর্য্যন্ত আমি ফিরিয়া না আসি, সে পর্য্যন্ত তোমরা সাবধান পূর্ব্বক আমার ঘর বন্ধ করিয়া রাখ। কিন্তু স্পেন দেশীয় সৈন্যেরা তাঁহার ঘর বেষ্টন করিয়া, আমাদিগকে ভিতরে যাইতে দেও বলিয়া, আপন ২ টাঙ্গী দ্বারা শত্রুরূপে দ্বারে আঘাত করিল। ব্রেন্তিয়স ফিরিয়া আইলে পর এক জন সৈন্য তাঁহার বক্ষঃস্থলের নিকট টাঙ্গী তুলিয়া বলিল, তুমি যদি শীঘ্র দ্বার খুলিতে না দেও, তবে আমি তোমাকে নষ্ট করিব। পরে ব্রেন্তিয়স্ দ্বার খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে খাদ্য দ্রব্য আনিয়া দিলেন। এবং আপনার কাগজ পত্র লুকাইয়া আপন পরিবার-গণকে স্থানান্তর করিয়া সেই ঘর ত্যাগ করিয়া গেলেন। তখন তাঁহার ঘরের তাবৎ বিষয় ঐ সৈন্যদের হস্তগত হইল। কিন্তু পরদিনে স্পেন দেশীয় এক প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ আসিয়া ঐ সৈন্যদিগকে দূর করিয়া আপনি সেই বাটীতে রহিলেন। এবং তাঁহার পুস্তকালয় অনুসন্ধান করত যাহা ব্রেন্তিয়স্ ছিড়িয়া ফেলিতে বিস্মৃত হইলেন, এমন ঐ যুদ্ধ বিষয়ক কয়েক খান পত্র প্রাপ্ত হইলেন। এবং ব্রেন্তিয়স্ যে আপন ধর্ম্মের কারণ ঐ নগরস্থ লোক-দিগকে সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে বার ২ প্রবৃত্তি দিয়া-ছিলেন, তাহা জ্ঞাত হওয়াতে তাঁহাকে ধরিতে আজ্ঞা দেওয়া গেল। তখন ব্রেন্তিয়স্ এক উচ্চ গড়ের উপরে আশ্রয় লইয়া সেখানে গুপ্তভাবে কয়েক দিবস থাকি-লেন। পরে অন্যবেশ ধারণ করিয়া নগরহইতে পলা-য়ন করিলেন। তিনি শীতকালের রাত্রিতে নিকটবর্ত্তি-বনে শীত নিবারণাক্ষম বস্ত্র পরিহিত হইয়া ভ্রমণ

Digitized by Google

করিলেন। এবং যে পর্য্যন্ত রাজাধিরাজের সৈন্যেরা ঐ নগর ত্যাগ না করিল, সেই পর্য্যন্ত তিনি আপনার ঐ শূন্য ঘরে আইলেন না।

অনন্তর তিনি আপন ঘরে আসিয়া দেখিলেন, তাবৎ দ্রব্যই নীত হইয়াছে। পরে গ্রান্‌বেল্‌ নামক রাজাধিরাজের এক মন্ত্রী ঐ ব্রেন্তিয়স্‌কে মৃত কি জীবন্ত আপনার নিকটে আনিবার নিমিত্তে এক ব্যক্তিকে হাল্‌ নগরে প্রেরণ করিলেন। ঐ ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হইয়া ব্রেন্তিয়সের দেখা পাইয়া তাঁহাকে আপন হস্তগত করিয়া গুপ্তরূপে লইবার নিমিত্তে বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করিলেন; কিন্তু সেই ব্যক্তি তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া অন্য এক উপায় স্থির করিল, অর্থাৎ ঐ নগরের সভাস্থ লোকদিগকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে এই দিব্য করাইলেন, "আমি রাজাধিরাজের যে আজ্ঞা তোমাদিগকে জানাই, তাহা তোমরা প্রকাশ করিতে পাইবে না"। তখন তিনি তাহাদিগকে রাজাধিরাজের আজ্ঞা জ্ঞাত করিয়া বলিলেন, ইহা সম্পন্ন করিতে তোমরা যদি সহায়তা না কর, তবে রাজাধিরাজ তোমাদের প্রতি বিরক্ত হইবেন। কিন্তু দেখ, ভাগ্যক্রমে দিব্য করণের পর বুশ্‌লা নামক এক ব্যক্তি ঐ সভাতে আসিয়া ঐ ব্যক্তির কথা শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ এক ক্ষুদ্র কাগজে "ব্রেন্তিয়স্‌ তুমি শীঘ্র পলায়ন কর", এই কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। ব্রেন্তিয়স্‌ ভোজনের সময়ে ঐ পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া নগর ত্যাগ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তি নিবিড় বনে দিবাভাগে থাকিয়া রাত্রিকালে যে নিকটস্থ গ্রামে তাঁহার পরিবার থাকিত,

Digitized by Google

সেখানে প্রত্যহ যাইতেন। এবং নিত্য ২ প্রত্যূষে উঠিয়া ঐ নিবিড় বনের মধ্যে আপন স্থানে যাইতেন।

ব্রেন্তিয়স যখন এই রূপ কয়েক সপ্তাহ কালক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন স্পেনদেশীয় সৈন্যেরা আসিয়া পুনরায় তাঁহার ঘর লুট করিল। পরে তিনি হাল্ নগর নবাসি লোকদিগকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, "তোমরা যদি আমাকে রক্ষা করিতে পার, তবে আমি তোমাদের নিকটে থাকিয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষের কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হই"। কিন্তু তাহারা প্রত্যুত্তর করিল, "আমরা তোমাকে রাজাধিরাজের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারি না, অতএব বরং অন্য স্থান চেষ্টা করা তোমার ভাল"। তখন ওয়র্ত্তেম্বর্গ দেশের ডিউক অর্থাৎ কর্ত্তা উলরিক ঐ মান্যবিদেশি ব্রেন্তিয়স্‌কে রক্ষা করিতে মনস্থ করিয়া এক নির্ভয় স্থানে পাঠাইতে আপন প্রধান মন্ত্রিকে আজ্ঞা দিয়া বলিলেন, "তুমি তাঁহাকে যে স্থানে রাখিবে, সে স্থান আমাকে জানাইও না, কেননা তাহাতে রাজাধিরাজ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারিব, ব্রেন্তিয়সের গুপ্ত স্থান আমি জানি না"। তদনুসারে ব্রেন্তিয়স্ পর্ব্বতময় দেশের এক নির্জন পাহাড় তলীতে প্রেরিত হইয়া উইৎলিঙ্গেন নামক গড়ে বাস করিলেন। এবং সেখানে দায়ূদ্ কৃত ত্রয়োবিংশতিতম গীতের টীকা রচনা করিলেন। তিনি যখন ঐ স্থানে গেলেন, তখন রাজাধিরাজের এক দূত আসিয়া ওয়র্ত্তেম্বর্গ দেশীয় গড়ে হঠাৎ প্রবিষ্ট হইয়া উঁহার অনুসন্ধান করিতে অনুমতি মাগিল। কারণ

Digitized by Google

নিকটবর্ত্তি ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা ঐ গড়ের ধার্ম্মিক কর্ত্তার সঙ্গে অনেক বার সাক্ষাৎ করিতে আসিত; তাহাতে সেই কর্ত্তার অনীর্ষাভাবে কোন কথা দ্বারা ব্রেন্তিয়স্ ঐ স্থানে লুক্কায়িত আছে, এই জনরব হইয়াছিল। পরে ব্রেন্তিয়স্ এখানে আছে কি না, ইহা উল্রিক আপন মন্ত্রিকে জিজ্ঞাসিলে, তিনি এখানে নাই, এই প্রত্যুত্তর পাইয়া আপন গড়ের দ্বার খুলিতে আজ্ঞা দিলেন। ঐ দূত সেই গড়ের সকল স্থানে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্ব করিল, কিন্তু তাঁহার কিছুমাত্র সন্ধান পাইল না।

অনন্তর ওয়র্ত্তেম্বর্গ দেশে নিরাপদে থাকিতে পারিব না, ইহা বুঝিয়া ব্রেন্তিয়স্ ঐ ডিউকের অনুমতিতে ব্রাস্বর্গ ও মম্পেল্গার্ড নগর দিয়া বাসিল্ নগরে পলায়ন করিলেন। সেখানে নির্ভয়ে কিছু দিন থাকিয়া আপন দুঃখ হইতে বিরত হইয়া যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থের টীকা রচনা করিলেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে তাঁহার এই নূতন বিপদ ঘটিল, যে স্তুতগার্দ নগরে আপন স্ত্রীকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, স্ত্রীর মরণে আপন বালকদের রক্ষণাবেক্ষণার্থে সেই নগরে যাইতে প্রবর্ত্ত হইলেন। পরে গ্রান্বেল নামক কার্ডিনেল আপন নিযুক্ত চর দ্বারা ইহা জ্ঞাত হওয়াতে, স্পেনীয় এক দল সৈন্য রাত্রিকালে মুনিক নগরে উপস্থিত হইল। তাহাদের সেনাপতি রাজার সঙ্গে শীঘ্র দেখা করিলে রাজা কর্ত্তৃক ভোজনে নিমন্ত্রিত হইলেন। ব্রেন্তিয়স্কে মৃত কি জীবন্ত তাহার হাতে সমর্পণ করিতে উল্রিকের প্রতি মহারাজার মুদ্রিত যে পত্র তিনি পাইয়াছিলেন, তাহা

Digitized by Google

সেখানে উপবিষ্ট লোকদের সাক্ষাতে প্রকাশ করিলেন। তখন ঐ স্থানস্থিত উল্রিকের পিসী লোকদের অগোচরে ঐ স্থানহইতে গিয়া যাহা২ ঘটিবেক, তাহা লিখিয়া তৎকালে স্তুতগার্দ নগরে স্থিত আপন ভ্রাতুষপুত্র উল্রিকের নিকট গুপ্ত দূত দ্বারা ঐ রাত্রিতেই পাঠাইয়া দিলেন। এবং ঐ দূত যেন সৈন্যদের সম্মুখে পড়িয়া ধৃত না হয়, এই আশয়ে যথা শক্তি শীঘ্র যাইতে এবং অন্য পথ দিয়া ফিরিয়া আসিতে তাহাকে আজ্ঞা দিলেন। উল্রিক ঐ পত্র পাইয়া ব্রেন্তিয়স্‌কে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে যে বিষয় জানাইব, তুমি তাহাতে কিছু মাত্র উত্তর করিও না। পরে মুনিক্‌হইতে যে পত্র আসিয়াছিল, তাহা পাঠ করিলেন, এবং তাঁহাকে পলায়ন করিতে ও আপনাকে সাধ্যানুসারে গুপ্ত রাখিতে আজ্ঞা দিয়া বলিলেন, "আমি ব্রেন্তিয়সের গুপ্ত স্থান জানি না, ইহা যেন দিব্য করিয়া বলিতে পারি, এই জন্যে এক্ষণে তোমার বিষয়ে আর কিছু জানিতে চাই না"। ইহা শুনিয়া ব্রেন্তিয়স্‌ আপন ঘরে গিয়া একখান বৃহৎ রুটী লইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া আপন ঘর ত্যাগ করিয়া নগরের উপর ভাগে গেলেন। তিনি প্রথমে যে ঘরের দ্বার খোলা পাইলেন, লোকের অগোচরে সিড়ি দিয়া ঐ ঘরের উপরিভাগে গিয়া ছাতের নীচে যে এক ক্ষুদ্র ঘর ছিল, তাহাতে হামাগুড়ি দিয়া প্রবেশ পুর্ব্বক তদগৃহস্থিত কাষ্ঠ রাশির পশ্চাদভাগে লুক্কায়িত থাকিলেন। পরদিন ঐ সেনাপতি সৈন্য দলের সহিত স্তুতগার্দ নগরে পৌছিয়া সেই নগরের দ্বারে ও গড়ে প্রহরী রাখিয়া সেই

Digitized by Google

চিঠী উলরিকের হস্তে দিলেন। ব্রেন্তিয়স্ কোথায় আছেন, তাহা আমি জানি না; ইহা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া মৃত কি জীবন্ত তাঁহাকে ধরিতে অনুমতি দিলেন। তখন ঐ সেনাপতি স্তুতগার্দ নগরের প্রত্যেক ঘর সন্ধান করিতে লাগিল। এবং তাবৎ শয্যা ও সিন্দুক এবং রাশীকৃত কাষ্ঠ ও তৃণ আর ঘাস রাখিবার স্থান ইত্যাদি তাবতের উপর খড়্গ ও বর্ষার আঘাত করিয়া স্পেনীয় সৈন্যেরা তাঁহার অনুসন্ধান করিল। ১৪ দিন পর্য্যন্ত ঐ রূপ অনুসন্ধান করিল। যে২ স্থানে তাহারা চেষ্টা করিত, তাহা পথিক লোকের প্রমুখাৎ শুনিতে পাইতেন। সৈন্যেরা ব্রেন্তিয়স্‌কে ধরিতে পারে নাই, অতএব পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করি, এই কথা যে প্রতি প্রাতঃকালে স্ত্রীলোকেরা পথিমধ্যে বলাবলি করিত, তাহা শুনিয়া তিনিও সরলান্তঃকরণ দিয়া তথাস্ত বলিতেন। অবশেষে সৈন্যেরা তিনি যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে চতুর্দ্দশ দিনে গেল। ব্রেন্তিয়স্ হাঁটু পাড়িয়া প্রার্থনা করণ সময়ে সৈন্যেরা এক ঘরহইতে অন্য ঘর, ও এক তালাহইতে অন্য তালায়, অবশেষে সর্ব্বোপরিস্থ ছাতের নীচে অনুসন্ধান করাতে তাহাদের খড়্গের শব্দ ও চীৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কিন্তু যে কাষ্ঠ রাশির পশ্চাৎ তিনি লুক্কায়িত ছিলেন, সেই রাশির মধ্যে বর্ষার আঘাতের শব্দ শুনাতে এবং এক আঘাতহইতে আপনাকে রক্ষাকরণার্থে গাত্র সংকোচ করাতে তাঁহার কি পর্য্যন্ত ভাবনা হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তাহারা যখন তাবৎ স্থান অনুসন্ধান করিয়াছিল, তখন তিনি এখানে নাই,

তোমরা চলিয়া যাও, এই আজ্ঞা শুনিতে পাইলেন। ব্রেন্তি-য়স্ এই নগরে নাই, ইহা বুঝিয়া তাহারা প্রস্থান করিল। কিন্তু এই ব্যাপারের মধ্যে যে আশ্চর্য্য ঘটনা দ্বারা ব্রেন্তিয়স্ চতুর্দ্দশ দিবস বাঁচিল, তাহা উক্ত হয় নাই। দেখ, যেমন পরমেশ্বর প্রেগ নগরের কারাগারে ডাঁড় কাক দ্বারা মস্তথিয় দোলান্সিয়স্কে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি এক সামান্য কুক্কুটী দ্বারা ব্রেন্তিয়স্কে রক্ষা করি-লেন। সেই কুক্কুটী প্রথম দিনে তাহার পায়ের নিকট আসিয়া এক ডিম্ব পাড়িল। কুক্কুটীরা ডিম্ব পাড়িবার কালে যে স্বাভাবিক শব্দ করিলে যে স্থানে ডিম্ব থাকে জানা যায়, এবং যে শব্দ করিলে ব্রেন্তিয়সের মৃত্যুর কারণ হইত, সেই শব্দ না করিয়া ঐ কুক্কুটী চলিয়া গেল। সেই অণ্ড ঈশ্বরকর্তৃক দত্ত ইহা বুঝিয়া ব্রেন্তিয়স্ কুটীর এক ভাগ দিয়া ঐ ডিম্ব খাইলেন। ঐ কুক্কুটী প্রতি দিন ঐ স্থানে আসিয়া ডিম্ব পাড়িত; তাহাতে ব্রেন্তিয়স্ প্রতি দিন খাইতে পাইল। কিন্তু স্পেনীয় সৈন্যেরা যে দিনে ঐ নগর ত্যাগ করিল, সে দিনে ঐ কুক্কুটী আইল না। সৈন্যেরা এই নগরহইতে চলিয়া গিয়াছে, ইহা ব্রেন্তিয়স্ পথিক লোকের মুখে শুনিতে পাইলেন; তাহাতে তিনি রাত্রিকালে একেবারে ডিউকের নিকটে গেলেন। ঐ ডিউক তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার মুখে ঐ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া যে চমৎকৃত হইলেন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। ধর্ম্মো-পদেশক রূপে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না, ইহা বলিয়া তিনি হর্নবের্গ নগরের প্রধান গোমাস্তার কর্ম্মে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন, তিনি সেই স্থানে হালদৃক

এনন্তর, এই নাম ধারণ করিয়া দুই বৎসর নির্ব্বিঘ্নে থাকিলেন। পরে পাসৌ নগরে সাধারণ সন্ধিপত্র লিখিত হওয়াতে তিনি মুক্ত হইলেন। তিনি ধর্ম্মাধ্যক্ষের কর্ম্ম পুনর্বার করিয়া কৃত কার্য্য হইলেন। এবং ওয়র্ত্তম্বের্গ দেশে মণ্ডলী শোধনকারিদের মধ্যে প্রধান রূপে গণ্য হইলেন।

সাধারণ রূপে কথিত আছে, বিপদের উপর বিপদ হয়। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে যে সম্পদের উপর সম্পদ হয়, ইহা বরং সত্য। দেখ, যে সময়ে পরমেশ্বর সাক্সন দেশে ধর্ম্ম বিষয়ক যুদ্ধে লূথরকে বলবান রূপে প্রসিদ্ধ করিলেন, সেই সময়ে স্বিৎসর্লান্দ দেশে মণ্ডলী শোধন করণার্থে ধর্ম্ম বিষয়ে আর এক উত্তম ব্যক্তিকে উৎপন্ন করিলেন। তাঁহার নাম উল্‌রিক জুইঙ্গল। তিনি পটু ও জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ও সাহসী উদ্যোগী এবং জুরিক নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি লূথরের ন্যায় ধর্ম্ম পুস্তক আলোচনা করাতে সত্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং লূথরের ন্যায় তিনিও ক্ষমা পত্র বিক্রয় করণ প্রযুক্ত মণ্ডলীর তাবৎ কুরীতির বিপক্ষ হইলেন। জুইঙ্গল প্রায় লূথরের মত ছিলেন। তবে কিনা মণ্ডলীহইতে পাপার তাবৎ ব্যবস্থা রহিত করণে তিনি লূথরাপেক্ষা অধিক উদ্যোগী ও ব্যগ্র ছিলেন। তাবৎ পুরাতন কুরীতি ও কুব্যবস্থা দূর করণে তিনি লূথরের সদৃশ ছিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বসনীয় বিষয়ের নীতি সকল স্থির করণে, প্রভুর ভোজন বিষয়ে তাঁহারা দুই জন এক প্রকার বুঝিলেন না। জুইঙ্গল প্রভুর ভোজনকে তাঁহার মৃত্যু স্মারক এক উৎসব মাত্র করিয়া মানিতেন, কিন্তু লূথর বুঝিতেন, প্রভুর

Digitized by Google

শরীর ও রক্ত ভোগ করণার্থেও এই নিয়ম স্থাপিত হইল। এই বিষয়ে তাঁহারা দুই জনে এক মত না হওয়াতেই তাঁহাদের মতাবলম্বিরা লূথরান ও শোধিত বলিয়া দুই দলে অদ্য পর্য্যন্ত বিভক্ত আছে। ঐ দুই জন খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর উপকারার্থে মনোনীত ও অন্য তাবৎ বিষয়ে উত্তম বোদ্ধা হইয়াও, যে এই বিষয়ে সম্মিলিত হইয়া আপন২ মহৎ কর্ম্ম করিতে পারিল নাইহা অতি দুঃখের বিষয়। যদি তাহারা দুই জনে এক মত হইতেন, তবে তৎকালে অজ্ঞাত যে২ দুঃখ পরে ঘটিল, তাহা হইত না।

১৫২০ শাল অবধি ১৫২৫ শালের মধ্যে জুরিক দেশে মণ্ডলী সংপূর্ণ রূপে পাপার কুরীতি হইতে শোধিত হইল। ১৫২৮। ও ১৫২৯ শালের মধ্যে বের্ন ও বাসিল ও শাফ্‌হৌসেন্‌ দেশস্থ লোকেরা জুরিক দেশীয় লোকের মত করিল। এবং কিঞ্চিৎ কালের মধ্যেই স্বীৎসর্লান্দ দেশীয় অধিকাংশ লোক তন্মত করিল। যদ্যপি গ্রন্থ বাহুল্য ভয় না থাকিত, তবে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে অনেক মনোরঞ্জন বিবরণ লিখিতাম, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা ঘটনার বিবরণ আমি লিখি। যখন রিফর্ম্মেশনের উপদেশ জুরিক দেশ হইতে স্বীতসর্লান্দ দেশের ক্ষুদ্র (মণ্ডলী শোধনের) প্রদেশে প্রবিষ্ট হইল, তখন ওয়েজর নামক ক্ষুদ্র নগর নিবাসি লোকেরা পাপার মিথ্যা মত ত্যাগ করিয়া এই নূতন শিক্ষা গ্রাহ্য করিতে প্রবর্ত্ত হইল। পরে সুইজ দেশের কর্ত্তারা রিফর্ম্মেশনের বিপক্ষ হইয়া আপনাদের অধীন যে ঐ ক্ষুদ্র নগর তত্রস্থ লোকদিগকে এই নূতন উপদেশ গ্রহণের নিষেধ করণার্থে এক দূতকে

Digitized by Google

পাঠাইলেন। তাহাতে তন্নগরীয় লোকেরা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল, অন্যান্য তাবদ্বিষয়ে আমরা তোমাদের অধীন হইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ধর্ম্মের বিষয়ে আমরা কেবল ঈশ্বরের অধীন হইতে পারি। তখন কয়েক জন বালক ঐ দূতের সাক্ষাতে মন্দিরহইতে মৃত ধার্ম্মিক লোকদের প্রতিমা বাহির করিয়া চতুষ্পথের মধ্যে দাঁড় করাইয়া তাহাদিগকে বলিল, সুইজ নগরে যাইবার পথ এই; গ্লারস নগরে যাইবার পথ এই; জুরিকে যাইবার পথ ঐ; এবং কূর নগর যাইবার পথ ঐ। যে পথে তোমাদের ইচ্ছা, সেই পথে ভাল বালকের ন্যায় চলিয়া যাও। কিন্তু তোমরা যদি ইহার মধ্যে কোন পথে যাইতে ইচ্ছা না কর, তবে আমরা তোমাদিগকে দগ্ধ করিব। ঐ প্রতিমা সকল কোন রাস্তা দিয়া আপনাদের পুরাতন বাসস্থান ত্যাগ করিবার উদ্যোগ না দেখাইবাতে, বালকেরা ঐ সকল প্রতিমাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিল।

১৫৩১ শালে স্বীত সর্লান্দ দেশে ধর্ম্ম বিষয়ক যুদ্ধে জুইঙ্গল সৈন্যদের সঙ্গে গিয়া রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন, কিন্তু পাপার প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা যেমন সেনাপতি হইয়া যুদ্ধে যাইত, তিনি তদ্মত না গিয়া সৈন্যদের ধর্ম্মোপদেশক হইয়া গিয়াছিলেন। এবং রিফর্ম্মেসনের বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাসী সহকারী স্বাবিয়া দেশের ওয়েব্‌স বর্গ নগরের যোহন ঐকোলাম্পাদিয়স্‌ নামক এক ব্যক্তি, যিনি বাসিল নগরের এক মন্দিরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, তিনিও ঐ বৎসরে মরিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বক্ষস্থলে হস্তার্পণ করিয়া

Digitized by Google

"আমার অন্তঃকরণে প্রচুর দীপ্তি আছে," এই কথা বলিলেন। পরে দায়ূদের ৪৫ গীত পাঠ করিয়াবলিলেন "হে যীশু খ্রীষ্ট আমার উপকার কর" এই কথা কহিতে২ মরিলেন।

জুইঙ্গলের মৃত্যুর পর জেনীবা নগর নিবাসী প্রসিদ্ধ যোহন কাল্‌বিন নামক বিজ্ঞতর ও অচঞ্চল এক ব্যক্তি, যিনি স্বীত সর্লান্দ ও ফ্রান্স ও নেথের্লাণ্ড দেশীয় শোধিত মণ্ডলী সকলকে অতিশয় বাধ্য করিয়াছিলেন, তিনি স্বিৎ-সর্লান্দদেশের মণ্ডলী আরও শোধিত করিলেন। তিনি বিশেষতঃ মণ্ডলীর নিমিত্তে সুশাসন ও সুরীতি স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। এবং ধর্ম্ম পুস্তকের টীকা রচনা করাতে মণ্ডলীর বিস্তর উপকার হইয়াছিল। তিনি জেনীবা নগরে যে ধর্ম্ম বিষয়ক শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক ধর্ম্মাধ্যক্ষ শিক্ষা পাইয়া তাঁহার উপদেশ অন্য২ দেশে প্রকাশ করিল। লূথরের সহকারী ফিলিপ মেলাঙ্কথন, যিনি জের্ম্মানীদেশের গুরু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি লূথরের মৃত্যুর পর নানা বিষয়ে দুঃখজনক বাদ বিতণ্ডা করিতে২ ক্লান্ত হইয়া ৬৪ বৎসর বয়সে ১৫৬২ শালের এপ্রিল মাসের ১৯ দিবসে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি মৃত্যুকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর যদি আমা-দের স্বপক্ষ হন, তবে আমাদের বিপক্ষ কে হইতে পারে?" পরে তুমি কি চাও,' এই কথা জিজ্ঞাসিলে, তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি কেবল স্বর্গে যাইতে চাই, ইহা কহিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

পাপার মতাবলম্বি অধ্যক্ষেরা তৎকালে রিফর্ম্মেশনের

Digitized by Google

বৃদ্ধি একেবারে নিবারণ করিতে না পারিয়া সত্যতার বিরুদ্ধে তাহাদের যে চিরস্থায়ি ঈর্ষা, তাহা কয়েক প্রতেস্তান্ত লোকের প্রতি প্রকাশ করিল। তাহাতে ঐ প্রতেস্তান্ত লোকেরা ধর্ম্মের নিমিত্তে প্রাণ সমর্পণ করাতে মঙ্গল সমাচার যে জগতের জয়কারী, তাহা ব্যক্ত হইল। লিন্দ-নগরজাত যোহন হেজলিন, যিনি কনস্তান্স নগরে দগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি আপন ঐ দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, " ঈশ্বর তোমাদিগকে ক্ষমা করুন; কারণ তোমরা কি করিতেছ, তাহা জান না।" বাবেরিয়া দেশের শের্দিঙ্গ নগরে লেয়োনার্দ কাইসর নামক এক যুবা ধর্ম্মাধ্যক্ষ দগ্ধ হওন সময়ে অতি সাহস পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। নেথের্লাণ্ড দেশীয় দুই জন স্ত্রীলোক সত্য ধর্ম্মে আসক্ত প্রযুক্ত জীবদ্দশাতেই মৃত্তিকাতে প্রোথিত হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক এই দুঃখ ভোগ করিলেন। হেনরি বন্ জাট্‌ফেন্ নামক ব্যক্তি ডিথ্‌মার্স নগরে নিষ্ঠুর যন্ত্রণাতে মৃত্যু সময়ে অসীম সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিলেন। যাহারা প্রথমতঃ লূথরের ধর্ম্ম গ্রাহ্য করাতে মরিলেন, সেই হেনরি বোয়েস এবং যোহন নিপি নামক অগস্তিন দুই জন যুবা মঙ্ক অনেক দিন পর্যন্ত কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া দগ্ধ হইবার সময়ে অতিশয় স্থিরতা প্রকাশ করিলেন। যখন তাঁহারা অগ্নি বেষ্টিত হইলেন, তখন তাঁহাদের এক জন এই কথা বলিলেন, "ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হওনের নিমিত্তে অনেক কালাবধি যে দিবসের আকাঙ্ক্ষায় ছিলাম, সে এই "। পরে তাঁহারা দুই জনে তেদেয়ম নামক এক গীত অগ্নি মধ্যে থাকিয়া গান করিলেন। এবং বার২ এই কথা

Digitized by Google

উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,“ হে প্রভু যীশু, আমাদের প্রতি কৃপা করুন। অনন্তর লূথর ঐ দুই ব্যক্তির মৃত্যু বিষয়ের এক উত্তম গীত রচনা করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ইংলাণ্ড ও স্কটলাণ্ড দেশীয় মণ্ডলী শোধনের বৃত্তান্ত।

ধর্ম্মের কারণ লোকদের মৃত্যু ভোগ করাতে মণ্ডলী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ইহা সত্য রূপে কথিত আছে। ইংলাণ্ড দেশীয় মণ্ডলী যে অতিশয় প্রফুল্ল হইয়াছে, ইহা আমরা তাহাতেও এক প্রকার বুঝিতে পারি। কেননা এতদ্দেশে মণ্ডলী শোধনের সময়ে অনেকই ধর্ম্মের নিমিত্তে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল। বোধ হয়, ইংলাণ্ড দেশে পাপার ভুল ভ্রান্তি শোধনের নিমিত্তে নিত্য২ যেরূপ বিবাদ বিসম্বাদ হইয়াছিল, অন্যান্য প্রভেস্তান্ত দেশে তদ্রূপ হইল না। দেখ, উইকলিফের সময়াবধি ক্রান্মর ও লাতিমর ও রিড্‌লে ও হূপর ও ব্রাড্‌ফর্ড এবং জুয়েলের সময় পর্য্যন্ত মণ্ডলীর মঙ্গল হওনের অনেক সুলক্ষণ হইয়াছিল। আমরা উইকলিফের বিষয় পূর্ব্বে কতক২ লিখিয়াছি। তিনি বর্ত্তমানে ধর্ম্মপুস্তকের অনুবাদ করাতে মণ্ডলীর বিস্তর উপকার হইল, কিন্তু ধনি লোক ছাড়া কেহ২ হস্ত লিখিত ধর্ম্ম পুস্তক কিনিতে না পারাতে, অনেক২ সাধারণ লোক সেই সময়ে ঘোরতর অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। প্রথমতঃ ইউরোপীয় সাধারণ লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার কারণ প্রায় ১৪২০ শাব্দে বিক-

Digitized by Google

নিয়া পপেরুম অর্থাৎ দরিদ্র লোকের ধর্ম্ম পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইল। সেই পুস্তকে ৪০ পত্র ছিল, ও সে পত্র সকল ছাঁচের দ্বারা মুদ্রিত হইল; কেননা তৎকালে অক্ষর দিয়া মুদ্রিত করণের বিদ্যা লোকদের অজ্ঞাত ছিল। সেই পত্র সকল প্রত্যেকে তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, এবং প্রত্যেক ভাগের ধর্ম্ম ইতিহাসের এক২ ছবি ছিল, কিন্তু সেই ছবি অবিকল ও সুদৃশ্য ছিল না; এবং ঐ ছবির ভাব বুঝিবার কারণ কয়েক কথা কিম্বা ধর্ম্মগ্রন্থের পদ তাহার নীচে লিখিত ছিল। তাহাতে যাহারা বড় পুস্তক কিনিতে পারিত না, তাহারা ধর্ম্মপুস্তকের কয়েক ঘটনার বিষয় জানিতে পারিত। সেই পুস্তকের কয়েক খান এক্ষণেও পাওয়া যায়। ঐ পুস্তক কি রূপ, ইহা পাঠকেরা যেন উত্তমরূপে বুঝিতে পারে, এই জন্যে ঐ পুস্তকের এক পত্রের বিবরণ লিখি। তিন ভাগের মধ্যভাগে ত্রাণকর্ত্তার প্রতি ভয় ও প্রেমকারী ব্যক্তি নিদানকালে তাঁহাহইতে মুকুট প্রাপ্ত হয়, এই রূপ ছবি লিখিত আছে। তাহার বাম ভাগে শলমনের পরমগীত পুস্তকের লিখিত মত সিয়োনের কন্যা আপন বিবাহসময়ে মুকুট প্রাপ্ত হয়। এবং তাহার দক্ষিণ ভাগে প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের লিখিত মত এক দূত সাধু যোহনের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছে। আর সেই পত্রের উপরিভাগে দায়ূদ্ ও যিশাইয়ের মস্তকাবধি কটীদেশ পর্য্যন্তের ছবি লিখিত আছে। এবং শলমনের পরমগীতের পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম পদ, আর প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের ২১ অধ্যায়ের নবম পদ লিখিত আছে। তাহার উপর

আরও কতকগুলি সংক্ষিপ্ত পদ মুদ্রিত আছে। এই পুস্তকের যে কয়েক খান পাওয়া যায়, তাহা অতি ব্যবহার্য্য হওয়াতে সকল পাওয়া যায় না। এই রূপ শিক্ষা দেওয়া যদ্যপি উত্তম না হউক, তথাচ তৎকালের লোকেরা যে তাহাতে অতি সন্তুষ্ট ছিল, ইহা অনেক প্রমাণদ্বারা জানা যায়। ইংলাণ্ডদেশে ধর্ম্মপুস্তকের কয়েক অংশ ইংরাজী ভাষাতে অনুবাদিত হওয়াতে তাহার অনেক২ প্রতিলিপি লোকদিগের মধ্যে গুপ্তরূপে বিতরণ করা গেল। ইংরাজী ভাষাতে ধর্ম্মপুস্তক অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত হওনের যে বিলম্ব হইয়াছিল, বোধ হয় তাহা এই কারণেই হইয়া থাকিবে। যদ্যপি ১৪৭১ শালে ইটালিয়া ভাষাতে, ও ১৪৭৫ শালে ফ্লেমিস ভাষাতে, এবং ১৪৭৮ শালে স্পেনীয় ভাষাতে, আর ১৪৮৮ শালে বহিমিয়া ভাষাতে ধর্ম্মপুস্তক অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছিল, তথাচ ইংরাজী ভাষার ধর্ম্মপুস্তক অনেক দিন পরে মুদ্রিত হইল। বস্তুতঃ হলাণ্ড দেশের আন্তঅর্প নগরে উইলিয়ম তিণ্ডল্ কর্তৃক অনুবাদিত ধর্ম্ম-পুস্তকের অন্তভাগ ১৫২৬ শালে প্রথমতঃ মুদ্রিত হইল। ঐ মুদ্রিত পুস্তক ইংলাণ্ডদেশে যেন প্রবিষ্ট না হয়, এই জন্যে কঠিন দণ্ডসূচক আজ্ঞা প্রদত্ত হইল। তাহাতে যে ব্যক্তি ঐ পুস্তক ইংলাণ্ডে আনিত কিম্বা বিক্রয় করিত, তাহাকে ঘোড়ার উপর লেজেরদিকে মুখ করিয়া বসা-ইয়া তাহার কটীতে সেই পুস্তক বদ্ধ করিয়া লণ্ডন নগরের রাস্তাতে ভ্রমণ করাইয়া সেই পুস্তককে দগ্ধ করিত। ঐ তিণ্ডল এক বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিদ্বারা ধৃত হইয়া কারা-

Digitized by Google

গারে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং ১৫৩৪ শালে তাঁহাকে গলা- টিপি দিয়া নষ্ট করিয়া ফ্লাণ্ডর্সদেশে দগ্ধ করিল। তিনি আপন মৃত্যুকালে দৃঢ়রূপে প্রার্থনা করিয়া অনেক বার এই কথা বলিলেন, "হে প্রভু২, ইংলাণ্ডদেশীয় রাজার চক্ষুঃ প্রসন্ন কর"। তাঁহার দুই জন সঙ্গির মধ্যে এক জন ইংলাণ্ড দেশে, আর অন্য জন পোর্ত্তুগাল দেশে দগ্ধ হইল।

কোন এক সময়ে এক জন রূমীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ তিণ্ডল্‌কে বলিলেন, "পাপার ব্যবস্থা ব্যতিরেকে কালক্ষেপ করণা- পেক্ষা ঈশ্বরের ব্যবস্থা বিনা কাল যাপন করা বরং ভাল"। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমি পাপাকে এবং তাঁহার ব্যবস্থা সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করি। যদ্যপি আমি বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাচ পরমেশ্বর যদি আমাকে বাঁচান, তবে আমি এক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান পাইয়াছি, কৃষকেরা যখন তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে, এমন সময়ও আমি দেখিতে পাইব"।

যোহন ব্রৌন নামক এক জন ধার্ম্মিক লোল্লার্ড গ্রেবস্‌- এন্দ নামক নগরহইতে থেম্‌স নদীতে নৌকাযোগে উজান বাহিয়া যাইতে২ নিকটবর্ত্তি রূমীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষের সহিত আলাপ করাতে, আমি ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ পাঠ করিয়া থাকি, ইহা স্বীকার করিয়া মাসের বিরুদ্ধেও কিছু বলি- লেন। তাহার কয়েক দিবস পরে যখন ব্রৌন্‌ আপন পরি- বার এবং কয়েক বন্ধুর সঙ্গে খানা খাইতেছিল, তখন প্রহ- রি লোকেরা আসিয়া তাহাকে কারাগারে ধরিয়া লইয়া

Digitized by Google

গেল; এবং ঐ ব্যক্তিকে লইয়া যে স্থানে রাখিল, তাহা তাহার বন্ধুগণকে জানাইল না। ওয়ার্হম ও ফিষর নামক দুই জন রূমীয় প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের আজ্ঞাতে সেই ব্যক্তির অনাবৃত দুই চরণ কারাগারে অগ্নির উপরে রাখা গেল; কারণ এই রূপ দুঃখ ভোগ করাতে সেই ব্যক্তি আপন ধর্ম্ম ত্যাগ করিবেক, তাহারা এমন ভরসা করিয়াছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুগ্রহে শক্তি পাইয়া সাহস ও সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক ঐ যন্ত্রণা ভোগ করিল। তাহার দুই মাস পরে তাহার দাসী তাহাকে চরণের অস্থি পর্য্যন্ত দগ্ধ অথচ হাইড়ে বদ্ধ আপন জন্মনগরে সন্ধ্যাকালে দেখিতে পাইল; এবং সে কল্য স্তম্ভেতে বদ্ধ হইয়া দগ্ধ হইবে, ইহাও শুনিতে পাইল। তাহার স্ত্রী তাহার নিকটে আসিয়া তাবৎ রাত্রি বসিয়া থাকিল। সেই ব্যক্তি আপনার তাবৎ দুঃখ জানাইয়া কাকূতি পূর্ব্বক আপন স্ত্রীকে বলিল, "তুমি পূর্ব্বের মত আমার বালক ও বালিকাগণকে ঈশ্বরের সেবাতে প্রবর্ত্ত করাও"। তিনি তাহার পরদিনে দগ্ধ হইলেন। তাহার শেষ কথা এই, "তোমার হাতে আমি আপন আত্মাকে সমর্পণ করি, কেননা ও হে সত্যময় প্রভু পরমেশ্বর, তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ"।

১৫১৯ শালে সাত জন লোক অর্থাৎ ৬ জন পুরুষ ও এক জন স্ত্রী কবেণ্ট্রি নগরে দগ্ধ হইল। তাহারা ইংরাজী ভাষাতে প্রভুর প্রার্থনা ও দশ আজ্ঞা আপন বালকদিগকে শিক্ষাইয়াছিল; এই দোষ প্রযুক্ত আশ্‌নামক বুধবারে অর্থাৎ উপবাসের প্রথম দিনে ধৃত হইয়া কবেণ্ট্রি নগর হইতে তিন ক্রোশ অন্তর

Digitized by Google

মাকৃস্তক্ নামক আস্রে অর্থাৎ ধর্ম্মালয়ে আনীত হইল। কিন্তু ঐ নগরের গ্রে ফ্রাইয়র্স নামক কনবেন্ত অর্থাৎ ধর্ম্মালয়ে তাহাদের সন্তানদিগকে রাখা গিয়াছিল। পিতা মাতাহইতে তোমরা কি ২ উপদেশ পাইয়াছ? ইহা ঐ কনবেন্তের কর্ত্তা ষ্টাফর্ড নামক ব্যক্তি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া চেতনা দিয়া বলিলেন, "যদি তোমরা উঁহাদের ন্যায় মৃত্যু ভোগ করিতে না চাও, তবে ইংরাজী ভাষাতে প্রভুর প্রার্থনা এবং বিশ্বসনীয় স্বীকার পত্র আর দশ আজ্ঞা পাঠ করিও না"। পালম নামক রবিবারে অর্থাৎ ৪০ দিন বাদে তাহাদের পিতামাতা কবেণ্ট্রি নগরে পুনরায় আনীত হইল। এবং ঐ নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ঐ ৬ জন পুরুষকে দগ্ধ করিতে আজ্ঞা দিয়া ঐ বিধবা স্ত্রীকে মুক্ত করিলেন। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইবাতে শিমোন মর্ত্তন নামক ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষের এক দূত ঐ বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বাটীতে যাইতে চাহিল। পরে ঐ দূত তাহার হস্ত ধরিয়া যাইতে২ তাহার আস্তিনের ভিতর কোন কাগজ আছে, ইহা টের পাইয়া, "হায়২, ইহাতে কি আছে?" ইহা বলিয়া সেই কাগজ বাহির করিয়া দেখিল, তাহাতে ইংরাজী ভাষার দশ আজ্ঞা ও বিশ্বসনীয় স্বীকার পত্র এবং প্রভুর প্রার্থনা লিখিত আছে। তখন সে বলিল, "হায় ২, এমন কাগজ তুমি রাখিয়াছ; তবে তুমি এক্ষণেই আমার সঙ্গে ফিরিয়া চল, কেননা অন্য দিনে তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়া আসিতে হইবেক"। ইহা বলিয়া সেই দূত ঐ স্ত্রীকে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকটে

Digitized by Google

আসিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ দণ্ড করিতে আজ্ঞা দিলেন। এপ্রেল মাসের চতুর্থ দিনে তাহারা সকলে একত্র এক বাগানে দগ্ধ হইল। তৎকালে রাবর্ট সেল্কের নামক তাহাদের এক জন বন্ধু পলায়ন করিল, কিন্তু সে দুই বৎসর পরে ধৃত হইয়া কবেণ্ট্রি নগরে আনীত হইল, এবং পরদিনে সেই স্থানে স্তম্ভে বদ্ধ হইয়া দগ্ধ হইল।

লণ্ডন নগরে যে খানে বার্ত্তলমু নামক মেলা হয়, সেই স্মিথফীল্ড নামক অতি প্রসিদ্ধ স্থান আছে। যাহাদের থাকিবার যোগ্য স্থান এই জগৎ নহে, এমন যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী অনেক লোক যে এই স্থানে পূর্ব্বে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহা ঐ মেলাতে উপস্থিত লোকেরা চিন্তা করে না। তাহাদের বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ লিখি। অষ্টম হেনরী রাজা যখন পাপার মত ত্যাগ করিয়া মনাস্ত্রি এবং নন্নরি অর্থাৎ স্ত্রীলোকের ধর্ম্মালয় লুপ্ত করিয়া আপনাকে ইংলাণ্ড দেশীয় মণ্ডলীর কর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত করিলেন, তখন পাপার মত লোকদের উপর আমার কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া যাহারা তাঁহার মত ধর্ম্ম বিষয়ক বিশ্বাস করিত না, তাহাদিগকে তাড়না করিলেন। লণ্ডন নগরীয় পাঠশালার অধ্যক্ষ যোহন লাম্বের্ট নামক এক ব্যক্তি পাপার ভুল ভ্রান্তির বিরুদ্ধে এক পুস্তক রচনা করাতে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট আনীত হইয়া রাজার নিকট বিচারিত হইতে প্রার্থনা করিল। বাদ বিতণ্ডার বিষয়ে আপনাকে পটু করিয়া মানিতেন যে হেনরি, তিনি তাঁহার সহিত প্রকাশ রূপে বিবাদ করিতে মনস্থ করিয়া

Digitized by Google

তাহার প্রধান লোকদিগকে সভাস্থ করিলেন। ঐ দরিদ্র লাম্বের্ট তাহাদের সাক্ষাতে দাঁড়াইল এবং সেই স্থানে তাঁহাকে যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মের রক্ষা করিতে হইল; কিন্তু লাম্বের্টের প্রতি অন্যায় বিচার কৃত হইল। প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা তাঁহার কথা ও প্রমাণের প্রত্যুত্তর না দিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় রাগ প্রকাশ করিলেন! তখন তুমি বাঁচিতে কিম্বা মরিতে চাও? ইহা রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং যে সত্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ও স্বীকার করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিতে অস্বীকার করাতে তাঁহাকে দগ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহার যন্ত্রণা অতি ভয়ঙ্কর ছিল; কেননা অগ্নি ক্রমে২ প্রজ্বলিত হওয়াতে তাঁহার হস্ত ও পদ মৃত্যুর পূর্ব্বেই দগ্ধ হইয়া গেল। তখন সৈন্যদের দুই জন আপন২ লাঠীদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলে, খ্রীষ্ট ছাড়া আর কেহ নাই, খ্রীষ্ট ছাড়া আর কেহ নাই, ইহা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল।

ষষ্ঠ এদুয়ার্ড রাজার কিঞ্চিৎ কালস্থায়ি কর্ত্তৃত্বের সময়ে ইংরাজী ভাষাতে ঈশ্বরের সেবা করা গেল, এবং লোকেরা নিজ২ ভাষাতে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে পাইল। ঐ যুবরাজ ধর্ম্মপুস্তক ভাল বাসিতেন। তাঁহার বিষয়ে ইহা কথিত আছে, তিনি কোন সময়ে কয়েক সঙ্গি বালকের সঙ্গে আপন বয়সের উপযুক্ত ক্রীড়া করিতে২ এক তক্তার উপরিস্থ কোন সামগ্রী আনিতে ইচ্ছুক হইলে ঐ তক্তার উচ্চতা প্রযুক্ত তাঁহার হাত বাড়াইল না। তখন তাঁহার সঙ্গী এক বালক একখান বড় ধর্ম্মপুস্তক তাঁহার পায়ের

নীচে রাখিতে উদ্যত হইলে তিনি ক্রোধ পূর্ব্বক ঐ উপায় অগ্রাহ্য করিয়া ঐ ব্যক্তিকে শক্তরূপে ধমকাইয়া বলিলেন,"যাহা মনে ও অন্তঃকরণে সাবধান পূর্ব্বক রাখিতে হয়, তাহা পাদদ্বারা দলান অনুচিত"। তিনি যখন রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন, তখন সকল বিষয়ে তাঁহার কর্তৃত্ব আছে, ইহা দৃষ্টান্তভাবে জানাইবার জন্যে তিন খান খড়্গ তাঁহার নিকটে আনীত হইলে ঐ ধার্ম্মিক রাজা বলিলেন,"আর এক খড়্গের আবশ্যক আছে"। তাহাতে নিকটস্থ প্রধান লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল, "কোন্ খড়্গ?" তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "ধর্ম্ম পুস্তক, কারণ সে ধর্ম্মাত্মার খড়্গ এবং অন্যান্য খড়্গাপেক্ষা বহুমূল্য"।

১৫৫৩ শালে এডুয়ার্দ রাজা মরিলে পর তাঁহার ভগিনী মেরি রাজ্যের কর্তৃত্বভার পাওয়াতে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণে সাধারণ লোকের যে ক্ষমতা ছিল, তাহা রহিত হইল; এবং পাপার মত পুনরায় স্থাপিত হওয়াতে ঈশ্বরের সেবা লাটিন ভাষাতে করিতে হইল, আর ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও মঙ্গল সমাচার প্রচার করণ একেবারে রহিত হইল। এবং ইংরাজী ভাষাতে অনুবাদিত তাবৎধর্ম্মপুস্তক কিম্বা ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ যে ব্যক্তির নিকট প্রাপ্ত হইল, সেই ব্যক্তি বৈধর্ম্ম দোষে দোষীকৃত হইয়া সাজা পাইল। এই রূপ হইলেও অনেকেই যথার্থ ও সত্যরূপে ঈশ্বরের সেবা করণার্থে সভা করিতে সুযোগ মতে একত্রিত হইল; কিন্তু অনেক বার ধরা পড়াতে তাহাদের মধ্যে অনেকেরি প্রাণ দণ্ড হইল। পরে তাহারা একত্রিত হইতে না পারাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

Digitized by Google

যাহারা স্থানে২ গুপ্তরূপে সভাস্থ হইত, তাহাদের সংখ্যা ৪০ অবধি দুই শত পর্য্যন্ত ছিল। ইহার অধিক প্রায় হইত না। তাহাদের ধর্ম্মাধ্যক্ষদের মধ্যে পাঁচ জন ধৃত হইল। তাহাদের মধ্যে রফ নামক ব্যক্তি স্মিথ্ফীল্ড নামক স্থানে দগ্ধ হইল। যিনি পরে লিচ্ফীল্ড ও কবেণ্ট্রি নগরের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, সেই বেন্থম নামক তাহাদের এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ অনেক বার ধরা পড়িতে২ রহিয়া গেল। ১২৫৭ শালের ১২ ডিসেম্বরে রবিবারে ঐ রফ ধৃত হইয়া কারাগারে বদ্ধ হইল। ঐ দিনে ইস্লিঙ্গটন্ নামক গ্রামে এক সাধারণ ভোজ হইতেছিল; সেই ভোজে তাবৎ লোকারণ্য গমন করাতে ধার্ম্মিক বিশ্বাসি লোকেরা সভাও প্রভুর ভোজনের এই সুযোগ পাইয়া একত্রিত হইল। কিন্তু রাণীর মহাবিচারকর্ত্তার প্রতিনিধি এক জন ইহা জ্ঞাত হইয়া ঐ সংগৃহীত লোকদিগকে ধরিতে আজ্ঞা দিলেন। রফ্ এবং সিম্পসন নামক এক ডিকন সেই সংগৃহীত লোকদের মধ্যে থাকাতে, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি লণ্ডন নগরে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের সাক্ষাতে আনীত হইলে প্রভুর ভোজনের রুটী ও দ্রাক্ষারস যীশুর শরীর ও রক্তে পরিবৃত্ত হয় না, ইহা তুমি বলিয়াছ, এই দোষ তাহাকে দেওয়া গেল। এবং তুমি মাস নামক সেবা ও লাটিন ভাষাতে ঈশ্বরের সেবার বিষয়ে দোষারোপ করিয়াছ, আর প্রভুর ভোজনে সাধারণ লোকদিগকে রুটী ও দ্রাক্ষারস দিয়াছ, আর পাপার ও তাঁহার কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে কথা কহিয়াছ, এবং ধর্ম্মের নিমিত্তে যাহারা

Digitized by Google

এই দেশ ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের নিকটে তুমি পত্র পাঠাইয়াছ, আর তাহাদের নিকট পুস্তক লইয়াছ, আর আমি রুম নগরে গিয়া অত্যল্প ভাল ও অনেক মন্দ কর্ম্ম দেখিয়াছি, ইহা তুমি কহিয়াছ; ইত্যাদি দোষও তাহাকে দেওয়া গেল।

এই সকল দোষে দোষীকৃত হওয়াতে তিনি এবং মার্গ্রেট মিরীঙ্গ নামক তাঁহার মণ্ডলীর এক স্ত্রী দশ দিন পরে অর্থাৎ ২২ ডিসেম্বরে স্মীথফীল্ড নামক স্থানে দগ্ধ হইল। ঐ প্রকার মণ্ডলীস্থ লোকদের নাম জানিবার নিমিত্তে সিম্পসন নামক তাঁহার মণ্ডলীর ডিকনকেও অত্যন্ত যন্ত্রণা দিল; কিন্তু তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে শক্তি প্রাপ্ত হইয়া সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক সেই সকল যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মার্চ্চ মাসের ২৮ দিনে ঐ স্থানে দগ্ধ হইলেন। ঐ সিম্পসন মণ্ডলীর ডিকন হইয়া আপন ক্ষুদ্র মণ্ডলীস্থ লোকদের নাম এবং ঐ মণ্ডলী সম্পর্কীয় অন্য২ বিষয় একখান কাগজে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ কাগজ প্রায় তাঁহার সঙ্গেই থাকিত, কিন্তু এই আশ্চর্য্য যে তাঁহার ধৃত হওনের পূর্ব্বদিনে অর্থাৎ শুক্রবারে রুফ ঐ কাগজ স্থানান্তরে রাখিতে তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিলেন, পরে তিনি ইহাতে অনিচ্ছুক হইয়াও তাহা স্বীকার পূর্ব্বক রুফের স্ত্রীর কাছে সেই কাগজ রাখিলেন। এই রূপ করাতে সেই কাগজ পাপা মতাবলম্বি লোকের হাতে পড়িল না।

ঐ গুপ্ত সভাস্থ ধার্ম্মিক খ্রীষ্টীয়ানদের পক্ষে পরমেশ্বরের যে মনোযোগ আছে, এই বিষয়ে তাহারা অনেক

Digitized by Google

বার প্রমাণ পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছিল। লণ্ডন নগরের নিকটবর্ত্তি এক ঘরের উপরিভাগে তাহারা সভা করিয়াছে, ইহা অনুসন্ধান পাওয়াতে তাহাদিগকে ধরিতে এক পদাতিক প্রেরিত হইল। কিন্তু তাহারা অগ্রে ঐ বিপদের সম্বাদ পাইয়া সেখানহইতে শীঘ্র চলিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে কয়েক জন সঙ্কীর্ণ গলি দিয়া যাইতে২ তাহাদের অত্যন্ত তাড়নাকারি যোহন আবেলস্কে তাহাদিগকে ধরিবার মানসে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিতে পাওয়াতে তাহার হাতহইতেও রক্ষা পাইল। তাহারা থেম্স নদীর মধ্যে কোন জাহাজের উপরে অনেক বার সভা করিত। এবং রাট্ক্লীফ ও রথর্হাইথ নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি এক জাহাজে তাহারা দুই তিন বার প্রার্থনা ও মঙ্গল সমাচার প্রচার ও প্রভুর নিয়মিত ভোজন করিলে পর বিশ্বাস ঘাতকতা দ্বারা তাহাদের অনুসন্ধান পাইলেও দৈবে রক্ষা পাইল। এক দিন যখন পুদিঙ্গ নামক গলিস্থিত এক বাটীতে তাহারা একত্রিত ছিল, তখন যোহন আবেলস্ ঐ বাটীর মধ্যে আসিয়া ঐ বাটীর কর্ত্তার নিকট তাহাদের অনুসন্ধান লইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাহা পাইল না। তাহারা যে ঐ ঘরে ছিল, ইহা না জানিয়া সে বাটী হইতে প্রস্থান করিল। আর এক সময়ে যখন তাহারা থেম্স নামক রাস্তার ধারে এক ঘরে একত্রিত ছিল, তখন তাহারা প্রায় ধরা পড়িয়াছিল। কারণ তাহাদের শত্রুরা ঐ বাটী ঘেরিয়া থাকাতে রক্ষা পাইবার কিছু সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক জন নাবিক ঐ বাটীর

Digitized by Google

পশ্চাদ্ভাগ দিয়া থেম্স নদীতে সন্তরণ পূর্ব্বক কিঞ্চিদ্দূর-বর্ত্তি নৌকাতে গিয়া আপন সঙ্গিদিগকে সঙ্কেতদ্বারা ডাকিল; এবং বিনা ডাঁড়ে জুতাদ্বারা নৌকা বাহিয়া অন্য পারস্থিত সৌথওয়ার্ক নামক স্থানে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিল। আরও অন্য সময়ে তাহারা দৈবে রক্ষা পাইয়াছিল। দেখ, তাহাদের নাম এবং তাহাদের কর্ম্ম জানিবার জন্যে এক ব্যক্তি তাহাদের মতাবলম্বী হইয়া ঐ দলভুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু সে যখন ঐ দলভুক্ত হইল, তখন মন পরিবর্ত্ত হইতে এবং ক্ষমা পাইবার নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল।

তাহাদের মধ্যে অস্তিন নামক এক ব্যক্তি আপন স্ত্রী ও অন্য দুই ব্যক্তির সহিত স্মীথ্ফীল্ড নামক স্থানে সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ দিবসে দগ্ধ হইল। তাহাদের ধর্ম্মাধ্যক্ষ রক তৎকালে ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঘরে ফিরিয়া যাইবার কালে তাঁহার পরিচিত ফারার নামক এক ব্যক্তি রকের সাক্ষাৎ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথাহইতে আসিতেছ?" তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "যাহা দেখিবার জন্যে আমি সংসার পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি, এমন ব্যাপার দেখিতে পাইলাম"। ফারার বলিলেন, "কোথায়?"। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "যেখানে স্বর্গে গমনের পথ জানা যায়, সেখানে ছিলাম"। তিনি আরও বলিলেন, "খুঁটীতে অস্তিনকে দগ্ধ হইতে দেখিলাম"। ধর্ম্মের নিমিত্তে আমারও এই রূপ গতি হইবে, এই যে ভাবনা তাঁহার মনে ছিল, সে অমূলক নয়, কেননা তিনি প্রায় তিন মাসের মধ্যে সেই স্থানে প্রাণত্যাগ

Digitized by Google

করিলেন। মেরির রাজত্ব সময়ে যে ব্যক্তি প্রথমতঃ ধর্ম্মের কারণ প্রাণত্যাগ করিল, তাহার নাম থোমা টমকিন্স। অতি ধার্ম্মিক সেই ব্যক্তি সর্দিত্চ নামক স্থানের তন্ত্রবায় ছিল; এবং স্ত্রীলোকেরা সূত্র লইয়া তাহার ঘরে যখন আসিত, তখন সে তৎকালের রীত্যনুসারে তাহাদের সঙ্গে প্রার্থনা করিত। কিন্তু সে তৎকালের রীতি মানিবার কারণ প্রার্থনা না করিয়া ভক্তিভাবে যে প্রার্থনা করিল, তাহা তাঁহার সদ্ব্যবহারদ্বারা জানা যায়। সে রুমীয় মণ্ডলীর শত্রু বলিয়া বন্নর নামক প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট আনীত হইয়া ছয় মাস কারাগারে বদ্ধ থাকিল। পরে বিচারিত হওনার্থে ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট পুনরায় আনীত হইল। ঐ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ অতিশয় রাগান্বিত হইয়া সেই ভাল মানুষের দাড়ি উপড়াইলেন। এবং ঐ ব্যক্তি আপন ধর্ম্মে স্থির আছে, ইহা যখন জানিতে পারিলেন, তখন ঐ ব্যক্তি কি রূপে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিবে, তাহা দেখা উপযুক্ত বুঝিলেন। তাঁহার চতুর্দিগে কয়েক জন আপন ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে থাকিতে দেখিয়া টমকিন্সকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। তৎকালে মেজের উপর প্রজ্বলিত এক বড় মোমবাতী ছিল। পরে ঐ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ দরিদ্র তন্ত্রবায়ের হাত ধরিয়া মেজের উপর প্রজ্বলিত মোমবাতীর শিখার উপরে কিছু কাল রাখিল। টম্‌কিন্স বন্নরের রাগ দেখিয়া আপন মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া আপনাকে ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া বলিল, "হে প্রভু, আমার আত্মা তোমাতে সমর্পণ করি"। পরে সে আপন বন্ধুকে বলিল, "যখন আমার হাত দগ্ধ

Digitized by Google

হইতেছিল, তখন হাতের শিরা সংকুচিত হইল বটে, কিন্তু যাহাতে আমি কিঞ্চিৎ দুঃখ না পাওয়াতে সংকুচিত না হইয়া এই যন্ত্রণা সহিতে পারি, এমন শক্তি পাইলাম"। সেই সময়ে তাহার হাতের রক্ত ফিঁক দিয়া এক ধর্ম্মাধ্যক্ষের মুখে পতিত হওয়াতে সেই ধর্ম্মাধ্যক্ষ বন্নরকে ক্ষান্ত হইতে প্রবৃত্তি দিলেন। ১৫৫৬ শালের মার্চ্চ মাসে প্রাতঃকালে আট ঘণ্টা সময়ে টমকিন্স অতুল্য সহিষ্ণুতা ও সাহস পূর্ব্বক স্মিথফীল্ডে দগ্ধ হইল।

হুপর নামক প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ গ্লাসেস্তর নগরে যে দিনে দগ্ধ হইলেন, তাহার পূর্ব্বদিনের সন্ধ্যাকালে থোমা দ্রৌরি নামক এক অন্ধ বালক তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি পাইয়া তাঁহার নিকট গেল। পরে ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষ বালকের সঙ্গে আলাপ করিয়া সে যে যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসে বদ্ধ মূল হইয়াছে, ইহা দেখিয়া বলিলেন, "হে দরিদ্র বালক, পরমেশ্বর কেন তোমাকে চর্ম্মচক্ষু দেন না, তাহা তিনি ভালরূপে জ্ঞাত আছেন; কিন্তু চর্ম্মচক্ষু অপেক্ষা ভাল যে জ্ঞান চক্ষু, তাহা তোমাকে দিয়াছেন। এই জ্ঞান চক্ষু যেন নষ্ট না হয়, এই জন্যে তুমি নিত্য ২ প্রার্থনা কর; এমন অনুগ্রহ ঈশ্বর তোমার প্রতি করুন। কেননা যদি তোমার এই চক্ষু লুপ্ত হয়, তবে তুমি কেবল চর্ম্মচক্ষুহীন না হইয়া জ্ঞানচক্ষুহীনও হইবা। তাহার এক বৎসর পরে ঐ হুপর ধর্ম্মাধ্যক্ষের ন্যায় মৃত্যু ভোগ করিতে থোমা দ্রৌরি আহূত হইল। ঐ দরিদ্র বালকের বিচারের শেষদিনে সেই স্থানে উপস্থিত ঐ হুপর ধর্ম্মাধ্যক্ষের প্রধান কর্ম্মকারক বলিল, "ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষের

Digitized by Google

অঞ্চলের ধর্ম্ম বিষয়ক বিচার কর্ত্তা ডাক্তর উইলিয়মস প্রভুর ভোজনে রুটী যীশুর শরীরে পরিবৃত্ত হয়, ইহা ঐ বালক যে অবিশ্বাস করিত, তাহা টের পাইয়া বলিলেন, তুমি বৈধার্ম্মিক প্রযুক্ত দগ্ধ হইবা। এই বৈধর্ম্ম তোমাকে কে শিখাইয়াছে? তাহা বল। বালক বলিল, "হে বিচারকর্ত্তা, তুমি আমাকে শিখাইয়াছ," ঐ বিচারকর্ত্তা ভীত হইয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে কোথায় শিখাইয়াছি?" ঐ বালক পুলপীত যে দিগে আছে, তাহা স্মরণ করিয়া সেই দিগে হাত বাড়াইয়া বলিল, " তুমি ঐ স্থানে আমাকে এই শিক্ষা দিয়াছ"। কোন্ সময়ে আমি তোমাকে শিখাই-য়াছি? তিনি ইহা বলিলে ঐ বালক প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল, "যখন তুমি এক বার প্রভুর ভোজনের বিষয়ে প্রস্তাব করিতেছিলা, তখন আমি এবং অন্য২ লোকেরা তাহা শুনিয়াছে: তুমি বলিলা, পাপামতাবলম্বী লোকেরা যে শারীরিক রূপে প্রভুর ভোজন গ্রাহ্য করে, সে রূপ না করিয়া আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিতে হয়"। (ফলতঃ এদুয়ার্দ রাজার কর্ত্তৃত্ব সময়ে ঐ উই-লিয়মস, এই রূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন।) ঐ নির্লজ্জ বৈধা-র্ম্মিক প্রত্যুত্তর করিলেন "ভাল, এক্ষণে আমার মত কর, তবে তুমি আপন প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে, এবং খুঁটীতে বদ্ধ হইয়া দগ্ধ হইবে না"। বালক প্রত্যুত্তর করিল, "তুমি যদি জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বর ও তাঁহার কথা অব-হেলা করিতে পার, তথাপি আমি তাহা করিতে পারি না"। তখন মহাবিচারকর্ত্তা বলিলেন, "ঈশ্বর তোমার আত্মাকে রক্ষা করুন, কেননা আমি তোমার প্রাণ দণ্ডের

Digitized by Google

আজ্ঞা দিব"। ঐ বালক বলিল, "ঈশ্বরের ইচ্ছা সিদ্ধ হউক"। প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের কর্ম্মকারক এই ব্যাপার দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া ঐ বিচারকর্ত্তাকে বলিলেন, "ছিছি, তুমি কখন আপনার বিরুদ্ধে আজ্ঞা দিতে পার না; যদি দিতে হয়, তবে তাহা অন্য ব্যক্তিকে করিতে দেও"। ঐ নিষ্ঠুর ব্যক্তি বলিলেন, "না, আমি দেশের ব্যবস্থা পালন করিতে চাই, এবং আমি আপন পদের কর্ম্মানুসারে দণ্ডাজ্ঞা দিব"। পরে ঐ বালক দোষীকৃত হওয়াতে খুঁটাতে বদ্ধ হইয়া দগ্ধ হইল।

যখন যোহন লরেন্স নামক ব্যক্তি কোল্‌চেষ্টর নগরে দগ্ধ হইবার কারণ আনীত হইতেছিল, তখন মন্দ ব্যবহার ও বহু দিন বদ্ধ হওন প্রযুক্ত তাঁহার পা এমন ঘায়েতে পরিপূর্ণ ও দুর্ব্বল ছিল, যে তাহাকে চৌকীতে বসাইয়া তাড়নাকারি লোকদিগকে মৃত্যুস্থানে আনিতে হইল। যখন চৌকীতে বসিতেছিল, তখন ক্ষুদ্র২ অনেক বালক কাষ্ঠের ঢিপির চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "হে প্রভু, আপনকার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুণ, এবং আপন সেবককে শক্তি প্রদান করুন"। এই রূপে ছোট বালকের মুখে ঈশ্বরের ধন্যবাদ প্রকাশিত হইল। ১৫৫৫ শালে লরেন্স সাণ্ডের্স খুঁটীর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহা চুম্বন করিয়া বলিলেন, "যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ও অনন্ত পরমায়ু যে সন্নিকট, ইহাতে আমি আহ্লাদিত আছি"।

মেরির রাজত্বের ৪ বৎসরের মধ্যে তিন শত লোক দগ্ধ হইল, কারণ তাহারা পাপার মতাবলম্বী হইতে চাহিল না, তাহাদের মধ্যে অনেক প্রধানধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং কয়েক বিশিষ্ট স্ত্রীলোক ছিল।

Digitized by Google

১৫৫৮ শালে এলিজাবেত রাজ্যের কর্ত্রী হইয়া অনেক দিনাবধি যীশু খ্রীষ্টের সত্য ধর্ম্ম প্রকাশ রূপে স্বীকার করিতে যে তাঁহার প্রজারা চাহিয়াছিল, তাহা তাহাদিগকে করিতে দিলেন। ইংরাজদের সাধারণ মণ্ডলীস্থ লোকেরা প্রধান২ ধর্ম্মাধ্যক্ষের অধীন হয়। ৩০ বৎসর বাদে পীউরিতন নামক যে মণ্ডলীস্থ লোকেরা ঐ মণ্ডলী হইতে পৃথক হইয়াছে, তাহারা শাসনের বিষয়ে শোধিত মণ্ডলীর ন্যায় ছিল।

যিনি জের্ম্মানী দেশে গিয়া লূথরের শিক্ষার বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন, সেই পাট্রিক হামিলটন্ স্কট্লাণ্ড দেশের মণ্ডলী শোধনের মূল কারণ ছিলেন। খুঁটীতে বদ্ধ হইয়া মরণকালে তাঁহার শেষ কথা এই,“ হে প্রভু যীশু, আমার আত্মাকে গ্রাহ্য করুন”। তাঁহার মৃত্যুর পর সাহসী যোহন নক্স যিনি জেনীবা নগরস্থ কাল্বিনের সঙ্গে নিত্য২ পত্র দ্বারা পরামর্শ স্থির করিতেন, তিনি স্কট্লাণ্ড দেশের মণ্ডলী শোধন করিলেন। রাজা ও তৎপরিবারেরা পাপার মত ত্যাগ না করিলেও তিনি অতি সাহস ও স্থিরতা প্রকাশ পূর্ব্বক লোকদের ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ সহ্য করাতে শোধিত মণ্ডলীর যেমত তাহা স্কট্লাণ্ড দেশীয় মত করিয়া স্থাপন করিলেন।

তৃতীয় খণ্ড।

ইটালিয়া ও স্পেন দেশে মণ্ডলী শোধনের চেষ্টা।

মনুষ্যেরা যখন বাবিলের ন্যায় অনুচিত কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে মনস্থ করে, তখন তাহাদের কর্ম্ম অসিদ্ধ করিতে যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে তাহাদের মধ্যে পরস্পর

Digitized by Google

গোলমাল জন্মাইয়া তাহা অনায়াসে করিতে পারেন। দেখ, বাবিল নগরের ন্যায় যে পাপার কর্ত্তৃত্ব, তাহা যেন বৃদ্ধি না পায়, এই কারণ পরমেশ্বর পাপার মণ্ডলীর মধ্যে গোলমাল জন্মাইলেন। রুমীয় মণ্ডলীর কুব্যবহার অন্য স্থানাপেক্ষা রুম নগরে অধিক ছিল, এই কারণ রুম নগরের নিকটস্থ অনেক লোকও মণ্ডলী শোধনকারিদের উপদেশ শুনিতে আকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল। এবং এক্ষণে মণ্ডলীর দশা যেরূপ আছে, সেই রূপ থাকা নিতান্ত অনুচিত, ইহা শিষ্ট ও পারমার্থিক লোকেরা বুঝিতে পারিল। এবং এই আশ্চর্য্য যে লূথর্ যখন জের্ম্মানী দেশে মণ্ডলী শোধনার্থে উৎপন্ন হইলেন, তখন কিঞ্চিৎ২ মণ্ডলী শোধন করা যে অতি আবশ্যক, এমন নিবেদন পত্র ৪ কার্ডিনেল ও ৪ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ পাপার হস্তে অর্পণ করিলেন। অনেক কুরীতি রহিত করা যে কর্ত্তব্য, ইহা তাহারা ঐ পত্র লিখিয়া অবশেষে এই কথা লিখিলেন " রুম নগর মণ্ডলীর মাতা, এবং তাবৎ অন্য মণ্ডলীর কর্ত্রী, অতএব সেই স্থানে অন্য স্থানাপেক্ষা ঈশ্বরের সেবা ও সুনীতির উত্তমতা চাই, কিন্তু হায়২, ধর্ম্ম পিতঃ,মাস পূজার সময়ে লোকদিগকে শিক্ষা দিতে যে অজ্ঞানী ও অমনোযোগী ধর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়, ইহা তাবৎ বিদেশি লোকেরা সাধু পিতর্ নামক মন্দিরে দেখিয়া বিরক্ত হয়। আরও দেখ, এই নগরে বেশ্যারা কুলস্ত্রীর ন্যায় সর্ব্বত্র যাতায়াত করিয়া কার্ডিনেল ও ধর্ম্মাধ্যক্ষের পরিবারের যুব পুরুষদের সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছে। এবং যীশুর নাম লোকদের ও ধর্ম্মাধ্যক্ষদের

Digitized by Google

মধ্যে যে লুপ্ত হইয়াছে,তাহার সম্ভ্রম পুনঃ স্থাপন করিতে যে তুমি ধর্ম্মপিতা মনোনীত হইয়াছ, এবং যীশু যে তোমার দ্বারা পুনরায় আমাদের মনে বাস করিবেন, এবং আমাদের ব্যবহারে প্রকাশিত হইবেন, ও আমাদিগকে সুস্থ করিবেন,এবং যীশু খ্রীষ্টের লোক এক দল হইবেক, আর ঈশ্বরের কোপ ও দণ্ড যাহার উপযুক্ত পাত্র আমরা হইয়াছি, তাহা ঊর্দ্ধে টাঙ্গান থাকাতে শীঘ্র আমাদের উপর যে চাপিয়া পড়িবে, তাহা তোমার দ্বারা দূরীকৃত হইবে, এমন ভরসা আমরা করি"। এই আশ্চর্য্য পত্র তৃতীয় পায়লের হস্তে সমর্পিত হইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না; এবং যাহারা ঐ পত্র লিখিলেন, তাহাদের মধ্যে কারাফ্ফা নামক কার্ডিনেল যদ্যপি এক জন ছিলেন, তথাচ তিনি যখন চতুর্থ পৌল নামক পাপা হইলেন,তখন ঐ যে পত্র পূর্ব্বপাপাকে দেওয়া গিয়াছিল, তাহা যে২ পুস্তক পড়িতে নিষেধ, তাহার ফর্দ্দের মধ্যে লিখিতে আজ্ঞা দিলেন।

অল্প কালের মধ্যে সুসমাচারের উপদেশ ইটালিয়া দেশে প্রবিষ্ট হইল। লূথরের রচিত পুস্তক বাহুল্যরূপে আনীত হইল; এবং ঐ পুস্তক পড়িতে লোকদের অধিক প্রবৃত্তি হওয়াতে পুস্তক বিক্রেতারা অত্যন্ত লাভ পাইল। মেলাঙ্কথন আনহাল্ট দেশের রাজাকে এই রূপ লিখিয়াছিলেন, "যদ্যপি পাপা আমাদের বিরুদ্ধে নূতন আজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, তথাচ পুস্তকের মেলাতে ইটালিয়া দেশে এত পুস্তক পাঠান গিয়াছে, যে তাহাতে পুস্তক বিক্রেতাদের দোকান পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু ঈশ্বরের কথা

রদ্ধ হইতে পারে না, এবং সত্যতা কোন রূপে নিবারিত হয় না"। ১৫৩০ শালে বুচিওলি নামক ব্যক্তি কর্তৃক ইটালিয়া ভাষাতে অনুবাদিত ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ মুদ্রিত হইল। ঐ পুস্তক অনেকেই লইতে বাঞ্ছা করিল। এবং মণ্ডলী শোধনকারিদের মতানুযায়ি অন্যান্য পুস্তকও চতুর্দিগে ব্যাপ্ত হইল। মণ্টাল্‌টীনো ধর্ম্মালয়ের মোল্লিও নামক যে মঙ্ক পরে রুম নগরে দগ্ধ হইলেন, তিনি জক্কিয়সকে বলিলেন "ভ্রান্তির বিষয়ে বুল্লিঙ্গের রচিত পুস্তক কিনিয়া লও। এবং তাহা কিনিতে যদি তোমার টাকা না থাকে, তবে তাহার মূল্যের কারণ আপন দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটন করিয়া বাম চক্ষুতে ঐ ক্রীত পুস্তক পাঠ কর"। অনেক নগরে এবং পাপার অধিকৃত যে ফায়েনজা নগর, তাহাতেও অনেক লোকের ঘরে পাপার নিতান্ত ভুল ভ্রান্তির বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া গেল। এবং যে লোকেরা সুসমাচারক নামে বিখ্যাত হইল, তাহাদের সংখ্যা প্রতি দিন বাড়িতে লাগিল। ফলতঃ ১৫৩০ শালের পুর্ব্বে প্রকাশরূপে মণ্ডলী শোধনকারিদের উপদেশ প্রচারিত হইল। সপ্তম ক্লেমেণ্ট নামক পাপা এই রূপ লিখেন, "সত্য প্রমাণ দ্বারা শুনিয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত আছি, যে ইটালিয়া দেশের কয়েক প্রদেশে অনেক ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা লূথরীয় বৈধর্ম্মে এমনি লিপ্ত হইয়াছে, যে তাহারা লোকদের মন বিগড়াইতেছে, এবং প্রকাশ রূপে ঐ বৈধর্ম্ম প্রচার করাতে তাহারা সত্য বিশ্বাসি খ্রীষ্টীয়ানদের দুঃখ জন্মাইতেছে"। তৎকালে পাপাণ মতাবলম্বি লোকেরা এই রূপ কহিত, যেমন ইটালিয়া

Digitized by Google

দেশে জের্ম্মানী দেশাপেক্ষা অধিক গ্রীষ্ম প্রযুক্ত মহামারী অধিক প্রবল হয়, তেমনি জের্ম্মানী লোকাপেক্ষা ইটালিয়া দেশীয় লোকদের ধাতু অধিক গরম ও বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ প্রযুক্ত লূথরীয় ধর্ম্মে অধিক আসক্ত হইল। এই কথা যে সত্য, তাহা ঐ লোকদের ব্যবহারে সপ্রমাণ হইল। এবং ঐ ধর্ম্ম দমন করিতে যদি অত্যন্ত শক্ত উপায় না করা যাইত, তবে বোধ হয় জের্ম্মানী দেশীয় লোকের মত ইটালিয়া দেশীয় লোকেরা পুরাতন যে পাপার ধর্ম্ম, তাহাহইতে মুক্ত হইতে পারিত। বাস্তবিক এই বিষয়ে অনেক আয়োজন করা গিয়াছিল; দেখ, বলন্যা নগরে অনেক২ প্রতেস্তান্ত লোক ছিল। তাহারা যে বুদ্ধিতে ও সংখ্যাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই বিষয়ে বিউসর নামক ব্যক্তি ১৫৪১ শালে আপন সন্তোষ সূচক পত্র তাহাদের কাছে পাঠাইয়াছিল। এবং ১৫৪৫ শালে আলফিয়েরি নামক এক ব্যক্তি জের্ম্মানী দেশীয় আপন বন্ধুকে পত্রদ্বারা এই লিখেন, "পাপার বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য বোধ হয়, তবে বলন্যা নগরের এক সম্ভ্রান্ত লোক ঐ খ্রীষ্টীয়ানদের নিমিত্তে ৬০০০ লোক গাত্রোত্থান করিতে প্রস্তুত আছে"।

রোমানিয়া প্রদেশে ইমোলা নগরে এক জন অবসর্বাণ্টাইন মঙ্ক প্রচার করিয়া বলিলেন, "উত্তম কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হয়"। তখন শ্রোতাদের মধ্যে এক যুবা মনুষ্য উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "এ পাষণ্ডতার কথা, কেননা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, যীশু খ্রীষ্ট আপন যন্ত্রণা ও মৃত্যুদ্বারা আমাদের জন্যে স্বর্গ ক্রয় করিয়া অনুগ্রহ

পূর্ব্বক তাহা বিনামূল্যে আমাদিগকে প্রদান করেন"। এই কথাতে ঐ মঙ্ক ও যুবালোকের পরস্পর বিবাদ জন্মিল। ঐ যুবালোকের প্রতিকূল বাক্যে এবং লোকেরা ঐ যুবকের অনুকূল হওয়াতে ঐ মঙ্ক ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ও মূঢ় যুবা, দূর হও; যে বিষয়ে অতি বিজ্ঞ ধর্ম্মপরায়ণ লোকেরা কিছু স্থির করিতে পারে না, সে বিষয়ে তুই মাতৃ ক্রোড় স্থিত বালকের ন্যায় হইয়া কি বলিতে সাহস করিস" ? ঐ যুবক প্রত্যুত্তর করিল, "তুমি দুগ্ধ পোষ্য শিশুদের মুখদ্বারা আপন স্তব প্রকাশ করিয়াছ, এ কথা কি তুমি পাঠ কর নাই ?" ঐ মঙ্ক বালকের বিরুদ্ধে কথা কহিয়া রাগ ও লজ্জাযুক্ত হইয়া পুলপিতহইতে হঠাৎ প্রস্থান করিলেন। এবং ঐ যুবক কিঞ্চিৎ কাল মধ্যেই ধৃত হইয়া কারাগারে বদ্ধ হইয়া বহুকাল সেখানে ছিল; কিন্তু অবশেষে তাহার কি দশা ঘটিল, তাহা বলিতে পারি না।

যে যুদ্ধদ্বারা ১৫২১ শাল অবধি ইটালিয়া দেশ উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, সেই যুদ্ধই ঐ দেশে মঙ্গল সমাচার ব্যাপ্ত হওনের প্রধান উপায়। পঞ্চম শার্ল নামক রাজাধিরাজ যে সৈন্যদিগকে জের্ম্মানী দেশ হইতে ঐ দেশে আনিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতেস্তান্ত লোক অনেক ছিল; এবং ফ্রান্স দেশের প্রথম ফ্রান্সীস্ নামক রাজার সহকারি সৈন্যদের মধ্যেও প্রতেস্তান্ত লোক অনেক ছিল। ঐ বিদেশি সৈন্যেরা অস্ত্রধারি ব্যক্তির ন্যায় সাহসিক হইয়া যে লোকদের ঘরে বাস করিত, তাহাদের সঙ্গে নির্ভয়ে ধর্ম্ম বিষয়ের আলাপ করিত। আর লোকেরা যে

Digitized by Google

স্বদেশে আপন২ ইচ্ছামতে ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে, এই বিষয়ে শ্লাঘা করিয়া রিফার্ম্মরের বিরুদ্ধে যে ভয়ঙ্কর বিবরণ লোকদের মধ্যে মন্দলোকেরা প্রকাশ করিয়াছিল, সে কথায় উপহাস করিয়া লূথরের এবং তাঁহার সহকারিদের প্রশংসা করিয়া বলিল, "তোমরা ইটালিয়া লোক অতিশয় জ্ঞানী হইয়াও যে কাপুরুষ ও অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় অলস ও দুষ্টাচারি ধর্ম্মাধ্যক্ষদের বশীভূত আছ, ইহাতে আমরা আশ্চর্য্য বোধ করি"। পাপা ও রাজাধিরাজ উভয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে রাগ পুর্ব্বক পত্র প্রকাশ করাতে ঐ সৈন্যদিগের কথায় লোকদের মনে যে চেতনা জন্মিয়াছিল, তাহা আরও বৃদ্ধি পাইল। অবশেষে রাজাধিরাজের সৈন্যেরা রুম নগর আক্রমণ করিয়া লুঠ করিল: এবং পাপাও ধৃত হইলেন। দেখ, পাপা যখন আন্‌গেলো নামক গড়ে সৈন্যবেষ্টিত ছিলেন, তখন কোন সময়ে জের্ম্মানী সৈন্যদের এক দল রুম নগরের রাস্তাতে একত্রিত হইল। এবং তাহাদের সেনাপতি গ্রুনওয়ালড্ নামক ব্যক্তি পাপার বেশ ও ত্রিমুকুট ধারণ কয়িয়া একটা উত্তম সুসজ্জীভূত গর্দ্দভের উপরে চড়িয়া নগর মধ্যে ভ্রমণ করিলেন। এবং তাঁহার সৈন্যেরা কার্ডিনেল লোকের বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে গেল। পরে তিনি যাইতে২ পরিহাসরূপে পাপার মত জাঁক যমক করিয়া লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ দিলেন। অনন্তর সেই লোকের ঘটা সাধু আন্‌গেলো গড়খানা পর্য্যন্ত এই রূপে গেল। তখন ঐ পাপাবেশধারির হাতে দ্রাক্ষা রস পূর্ণ এক বাটী দেওয়াতে, "সপ্তম ক্লেমেণ্ট নামক

পাপা সুস্থ হউক, এবং শক্তরূপে কারা রুদ্ধ থাকুক,” তিনি ইহা বলিয়া দ্রাক্ষারস পান করিলেন। এবং আপন সঙ্গিলোকের হাতে বাটি দেওয়াতে তাহারাও উন্মত্ত করিল। পরে তাহারা যেন ঈশ্বরের বিধ্যনুসারে শাসনকর্ত্তৃত্বের বশীভূত হয়, এবং রাজাধিরাজ তাহাদের যাথার্থিক কর্ত্তা হওন প্রযুক্ত তাহারা যেন কেবল তাঁহার অধীনে থাকে, এই জন্যে ঐ বেশধারি কার্ডিনেলদিগকে শপথ করাইলেন। অপর মণ্ডলী শোধনার্থে ঐ বেশধারী পাপা গম্ভীর রূপে দিব্য করিয়া মার্ত্তিন লূথরকে আপন কর্ত্তৃত্বের ও শক্তি প্রদান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “ যাহারা আমার মত বুঝে এবং তাহা দেখিতে চায়, তাহারা আপন২ হাত তুলুক”। তখন তাবৎ দলস্থ লোকেরা মাতার উপর হাত তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, “লূথর নামক পাপা অনেক কাল বাঁচুন”। এই সকল ব্যাপার সপ্তম ক্লেমেণ্ট নামক পাপার সাক্ষাতে করা গেল। পাপা যে লোকদের কাছে অতিশয় তুচ্ছীকৃত ছিলেন, ইহা তাহাতেই জানা যায়।

যাহাতে মণ্ডলী শোধিত হইতে না পারে, এমন কয়েক উপায় লিখিয়া কয়েক প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ১৫৫৩ শালের অক্টোবর মাসে তৃতীয় জুলিয়স্ নামক পাপার কাছে নিবেদন করিলেন। সেই নিবেদন পত্রের শেষ কথা এই, “হে ধর্ম্মপিতঃ, সকলাপেক্ষা উত্তম পরামর্শ এই, যে যাহাতে লোকেরা আপন২ ভাষাতে মঙ্গল সমাচার পাঠ করিতে না পারে, সাধ্য পর্য্যন্ত তাহার চেষ্টা করুন। মাস পূজাতে যে কিছু উপদেশ লোকেরা শুনে সেই যথেষ্ট।

Digitized by Google

ইহা ছাড়া লোকদিগকে আর কিছু পাঠ করিতে দেওয়া নয়। লোকেরা যখন তাহাতে সন্তুষ্ট ছিল, তখন তোমার ইচ্ছার মত সকলি চলিত। কিন্তু লোকেরা অধিক পড়িতে আকাঙ্খী হওয়াতে তাবৎ বিষয় লণ্ড ভণ্ড হইয়াছে। ফলতঃ সকল কারণাপেক্ষা গোলমালের প্রধান কারণ ধর্ম্মপুস্তকের অন্তভাগ; এবং সেই গোলমাল দ্বারা আমাদের মণ্ডলী প্রায় উৎপাটিত হইয়াছে। বাস্তবিক যদি কোন ব্যক্তি মনোযোগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপুস্তক আলোচনা করে, এবং আমাদের মন্দিরে কি করা যায়, তাহাও আলোচনা করে, তবে ধর্ম্মপুস্তকের বিধি এবং আমাদের মণ্ডলীর বিধি যে ভিন্ন, আর ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশ এবং আমাদের মণ্ডলীর উপদেশ যে নিতান্ত ভিন্ন ও অনেক বিষয়ে নিতান্ত উল্টা, তাহা জানিতে পারিবেক”। এই তুচ্ছ ব্যক্তিরা এই রূপে ব্যক্ত করিয়া কথা কহিতে সাহসী ছিল। এবং যদি হইতে পারিত, তবে পাপা যে ঠিক তাহাদের পরামর্শানুসারে কর্ম্ম করিতেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা করিতে তাঁহার শক্তি ছিল, তিনি তাহা করিলেন। দেখ, প্রতি দিন রূম নগরে অনেক লোক দগ্ধ হইল, আর কতক লোক ফাঁসীতে টাঙ্গান গেল, আর কতক লোকের মস্তক কাটা গেল। তাবৎ কারাগার লোকেতে পরিপূর্ণ হওয়াতে আরও কারাগার নির্ম্মাণ করিতে হইল। বন্দিলোকদের মধ্যে দুই জন প্রধান রূমীয় লোক ছিলেন। তাঁহারা অনেক দুঃখ ভোগ করিয়া মুক্তির আশাতে আপন২ ধর্ম্ম অস্বীকার করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন; কিন্তু তাহাতে কি হইল? দেখ,

Digitized by Google

এক ব্যক্তির মরণকাল পর্য্যন্ত কারাবন্ধন ও কমবেশ দুই লক্ষ টাকা দণ্ড, আর অন্য ব্যক্তির মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কারাবন্ধন ও দুই হাজার টাকা দণ্ড হইল। ১৬০০শালের মধ্যে ইটালিয়া দেশে ইন্‌কুইসিষনের কারাগারও বন্দি লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এবং কখন ২ লোকদের প্রাণ দণ্ডও হইল। যদ্যপি এই রূপ হইল, তথাচ ১৭০০ শাল অবধি যাহারা গুপ্ত রূপে শোধিত ধর্ম্মের স্বপক্ষ ছিল, এমন লোক ইটালিয়া দেশে প্রাপ্ত হইল। এবং যে কয়েক ইংরাজলোক পাপার ধর্ম্মের নিমিত্তে ইচ্ছা পূর্ব্বক আপন দেশ ত্যাগ করিয়া ঐ দেশে গিয়াছিল, তাহারা ঐ দেশে থাকিতে শোধিত মণ্ডলীর ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিল। ইটালিয়া দেশের কেবল কয়েক লোকের বিবরণ আমি লিখি।

সেলিও সেকন্দ কুরীয় নামক ব্যক্তি ১৫০৩ শালে তুরিন নগরে জন্মিয়াছিলেন। তিনি বিশিষ্ট বংশোদ্ভব ও ২৩ ভ্রাতার মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন। এবং নয় বৎসর বয়সে তিনি মাতৃপিতৃহীন হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যাবস্থাতে পিতার নিকট হইতে হস্ত লিখিত এক খান সুন্দর ধর্ম্ম-পুস্তক পাইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করণে অতি যত্নবান ছিলেন, এবং ক্রমে ২ মণ্ডলী শোধনকারিদের গ্রন্থ সকল জ্ঞাত হইলেন। তাহাতে তিনি জের্ম্মানীদেশে যাইতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু পথের মধ্যে রূমীয় প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ দ্বারা ধৃত হইয়া কারাগারে বদ্ধ হইলেন। পরে তিনি আপন কুটুম্বদের নিবেদনে মুক্তি পাইয়া এক কন-বেণ্টে প্রেরিত হইলেন। সেখানেমস্ক লোকদিগের শিক্ষা-দানে অতিশয়উদ্যোগী হইলেন। সেই কন্‌বেণ্টের মধ্যে যে

Digitized by Google

গৃহে ঈশ্বরের সেবা হইত,সেই গৃহের বেদির উপরে একটা সিন্দুক ছিল। এবং সেই সিন্দুকের মধ্যে স্থিত যে কয়েক খান অস্থি,তাহা কোন ধার্ম্মিক লোকের অস্থি বলিয়া লোকেরা অতিশয় মান্য করিত। কুরীয় এই অনুচিত ব্যবহারে দুঃখী হইয়া এক দিবস সেখানে গিয়া ঐ পুরাতন অস্থি সকল বাহির করিয়া তাহার বদলে একখান ধর্ম্মপুস্তক তাহার মধ্যে রাখিলেন। কিছু কালের পরে লোকেরা তাহা টের পাইয়া হঠাৎ কুরীয়ের উপর সন্দেহ করাতে তিনি সেখানহইতে পলায়ন করিয়া মিলান্ নগরে গেলেন। পরে যে পৈতৃক ধন তাঁহার ভগিনীপতির হস্তে ছিল, তাহা পাইবার নিমিত্তে তিনি পুনরায় আপন জন্ম নগরে গেলেন। কিন্তু তাহারা ঐ ধন না দিবার মানসে তাঁহার বিরুদ্ধে 'ইনি বৈধার্ম্মিক লোক' এমন সম্বাদ দেওয়াতে তাঁহাকে ইটালিয়া দেশ ত্যাগ করিতে হইল। পরে তিনি সাবয় দেশের এক ক্ষুদ্র নগরে কয়েক বালককে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এক দিন এক জন মঙ্ক পুলপিতে থাকিয়া জের্ম্মানী দেশীয় রিফার্ম্মরদের বিরুদ্ধে প্রসঙ্গ করিলেন। এবং আপনার কথা সপ্রমাণ করিবার কারণ গালাতীয় পত্রের লূথর রচিত টীকা অন্য প্রকার করিয়া যে পাঠ করিল, তাহা কুরীয় শুনিতে পাইলেন। তৎকালে ঐ কুরীয়ের নিকট লূথর্ রচিত ঐ টীকা থাকাতে তাঁহার প্রস্তাব সাঙ্গ হইবামাত্র যে২ পদ সে অন্য প্রকার করিয়া পড়িয়াছিল, সেই২ পদ লূথর্ যেমন লিখিয়াছেন, লোকদের সাক্ষাতে অবিকল সেই স্বরূপ পড়িলেন। তাহাতে শ্রোতারা প্রবঞ্চক মঙ্কের প্রতি

Digitized by Google

এমনি বিরক্ত হইল, যে তাহাকে সেই নগর ত্যাগ করিতে হইল। ইনকুইসিযন লোকেরা তাহা জ্ঞাত হইয়া কুরীয়কে ধরিয়া তুরিন নগরে পাঠাইয়া দিল। তিনি সেই স্থানে সাবধান পূর্ব্বক কারাগারে বদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহার দুই পায়ে হাইড় দেওয়া গেল। তাঁহার যেন দণ্ড হয়, এই নিমিত্তে রূম্ নগরে সমাচার দেওয়া গেল। কতক দিন বাদে তাঁহার দুই পা হাইড়েতে বদ্ধ প্রযুক্ত স্ফীত হইবাতে তিনি কিছু কালের জন্যে এক পদ খুলিয়া দিতে কারারক্ষককে প্রবর্ত্ত করিলেন। তখন লাঠীতে কাপড় জড়াইয়া এক কৃত্রিম পা করিয়া তাহার এক জুতা দিয়া আপনার দক্ষিণ হাঁটুতে লাগাইয়া দিলেন। পরে তিনি দক্ষিণ পদকে বদল রাখিয়া বাম পদ মুক্ত করিতে কারা রক্ষককে প্রবৃত্তি দিয়া হাইড়েতে বদ্ধ করিবার কারণ ঐ কৃত্রিম পা বাহির করিয়া দিলেন। ঐ কারাগার অন্ধকারময় প্রযুক্ত কারারক্ষক তাঁহার ঐ প্রবঞ্চনা টের পাইল না। এই রূপে দুই পদ মুক্ত হওয়াতে কুরীয় কিছু কালের মধ্যে কোন উপায় দ্বারা কারাগারের দ্বার খুলিয়া রাত্রিকালে পাবিয়া নগরে পলায়ন করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি আপন বিদ্যা প্রযুক্ত ঐ নগরের ইউনিবের্সিটি অর্থাৎ প্রধান বিদ্যালয়ে কর্ম্ম পাইলেন। ছাত্রেরা ও তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে ইনকুইসিযন লোক হইতে রক্ষা করাতে তিনি ঐ স্থানে তিন বৎসর থাকিলেন। কিন্তু ১৫৪৩ শালে তাঁহার বিষয়ে পাপা আপনি মনোযোগ করাতে স্বীৎসর্লান্দ দেশে তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইল। কিছু কাল বাদ তিনি আপন স্ত্রী পুত্রাদিকে ঐ

Digitized by Google

দেশে আনিবার কারণ পুনরায় ইটালিয়া দেশে আইলেন। ইনকুইসিষন লোকেরা তাহার জন্যে চৌকী দেওয়াতে যখন তিনি পরিবারের সহিত পাস্মা নগরে পৌঁছিয়াছিলেন, তখন তাহারা অনুসন্ধান পাইল। ভোজনে উপবিষ্ট হইবামাত্র রুমীয় এক সেনাপতি সেই স্থানে আসিয়া, 'ইনি পাপার বন্দিলোক,' ইহা বলিয়া তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত হইল। তখন কুরীয় পলায়ন করিবার উপায় না দেখিয়া তাহার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিতে আসন হইতে উঠিলেন। কিন্তু তৎকালে মাংস কাটিবার ছুরি যে তাঁহার হস্তে ছিল, তাহা হঠাৎ ঐ ঘটনা প্রযুক্ত মেজে রাখিতে বিস্মৃত হইয়া হস্তে করিয়া সেনাপতির কাছে যাইতেছিলেন। ঐ সেনাপতি ঐ বলবান্ দীর্ঘকায় মনুষ্যের হস্তে দীর্ঘছোরা দেখিয়া চেতনা রহিত প্রযুক্ত সেই গৃহের এক কোণে পেছিয়া গেল। তাহাতে পলায়নের এই সুযোগ, ইহা কুরীয় অতিশয় উপস্থিত বুদ্ধি প্রযুক্ত বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ বহির্দ্বারের দিগে গেলেন। এবং তত্রস্থ সৈন্যেরা তাহাকে ধরিতে সাহসী না হইবাতে তিনি তাহাদিগকে ঠেলা মারিয়া গিয়া ঘোটক শালাহইতে আপন ঘোটক লইয়া পলায়ন করিলেন। এবং সৈন্যদের ভয় ভাঙ্গিতে২ তিনি পশ্চাৎগামিদের চক্ষুর অগোচর হইলেন। তিনি পুনরায় স্বিৎসর্লান্দ দেশে গেলে প্রতেস্তান্ত লোকেরা অতি আহ্লাদ পুর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিল। বাসিল নগরের ইউনিবের্সিটিতে তিনি শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইয়া ২০ বৎসর পর্য্যন্ত সেই কর্ম্ম করিয়া ১৫৬৯ শালে সেই স্থানে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

Digitized by Google

যোহন্ ক্রেগ নামক ব্যক্তি ১৫১২ শালে স্কট্লাণ্ড দেশে জন্মিয়াছিলেন। তাহার কিছু কাল পরে তাঁহার পিতা ফ্লোডেনফীল্ড নামক রণভূমিতে হত হইল। এবং ১৫৩৭ শালে ঐ ক্রেগ আপন জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ফ্রান্স দেশে গেলেন, পরে সেখানহইতে ইটালিয়া দেশে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তিনি বলন্যা নগরে এক কন্বেণ্টে গিয়া সেখানে অতি খ্যাত্যাপন্ন হইলেন। ঐ কনবেণ্টের পুস্তকালয়ে কাল্বিন্ রচিত এক পুস্তক পাইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করাতে রূমীয় মণ্ডলীর মত যে সত্য নয়, তাহা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু ইটালিয়া দেশে সহজ রূপে এই বিষয়ের কথোপকথন করাতে যে বিপদ ঘটিবে, তাহা বিবেচনা না করিয়া আপন ভ্রাতৃমঙ্কলোকদিগকে সেই বিষয় জানাইলেন। এবং তাঁহার স্বদেশীয় ঐ কনবেণ্টের এক বৃদ্ধ মঙ্ক যদি তাঁহাকে ঐ স্থান হইতে পলায়নের সুযোগ না করিত, তবে তাঁহার অতি মন্দ হইত। পরে যিনি প্রতেস্তান্ত মতের স্বপক্ষ ছিলেন, এমন ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তি প্রধান ব্যক্তির ঘরে ঐ ক্রেগ শিক্ষকপদে নিযুক্ত হইলেন। অল্প দিন পরেই ঐ বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ক্রেগ বৈধর্ম্ম্য দোষে দোষীকৃত হওয়াতে ইন্কুইসিষন্ লোক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া রূম নগরে প্রেরিত হইলেন। সেখানে অন্ধকারময় ও দুর্গন্ধ যুক্ত এক কারাগারে ৯ মাস বদ্ধ থাকিলেন; এবং তদ্বিষয়ের বিচার কালে ঐ ক্রেগ আপন ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে অস্বীকার করাতে তাঁহাকে অন্য লোকের সহিত দগ্ধ করিতে আজ্ঞা দেওয়া গেল। ১৫৫৯ শালের আ-

Digitized by Google

গষ্ট মাসের ২০ দিন তাঁহার দগ্ধ হওনের সময় নিরূপিত হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরের ঘটনা কেমন আশ্চর্য্য! দেখ, তাঁহার দগ্ধ হওনের নিরূপিত দিনের পুর্ব্ব সায়ংকালে চতুর্থ পৌল নামক পাপা প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহাতে পুরাতন রীত্যনুসারে রূম্ নগরের তাবৎ কারাগারস্থ লোক মুক্ত হইল। যদ্যপি ঋণগ্রস্ত ও সাংসারিক বিষয়ে দোষগ্রস্ত লোকেরা যাইতে অনুমতি পাইল, তথাচ বৈধার্ম্মিক লোকেরা প্রাচীরের বাহিরে যাইবার অনুমতি পাইলে পর পুনরায় কারাগারে আনীত হইল। কিন্তু সেই রাত্রিতেই একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়াতে ক্রেগ এবং তাঁহার সঙ্গি বন্দিলোকেরা পলায়নের সুযোগ পাইয়া নগরের কিঞ্চিদ্দূরস্থিত এক ঘরেতে প্রবেশ করিল। কিছু কাল বাদে যে সৈন্যেরা উহাদিগকে ধরিতে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা উহাদের লাগাইল পাইল। তাহাদের সেনাপতি ঐ ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া চিন্তা পুর্ব্বক ক্রেগের মুখের পানে চাহিয়া তাঁহাকে এক ধারে লইয়া গিয়া এই কথা জিজ্ঞাসিলেন, "এক দিন বলন্যা নগরের নিকটে তুমি আঘাতী এক জন গরিব সৈন্যের যে উপকার করিয়াছিলা, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়"? ক্রেগ ব্যস্ততা প্রযুক্ত তাহা স্মরণ করিতে না পারাতে ঐ সেনাপতি বলিলেন, "তাহা আমার স্মরণ হয়, এবং তুমি যাহার উপকার করিয়াছিলা সে আমিই। দুর্ভাগ্য বিদেশি ব্যক্তির যে উপকার হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার প্রত্যুপকার করিতে পরমেশ্বর আমাকে ক্ষমতা দিয়াছেন; তুমি এখন মুক্তি পাইলা। তোমার সঙ্গিদিগকে মুক্ত

Digitized by Google

করিতে আমার সাহস নাই, কিন্তু আমি তোমার অনুরোধে উহাদের যথা শক্তি উপকারকরিব"। পরে ঐ সেনাপতি আপন তোড়াতে যত টাকা ছিল, তাহা তাঁহাকে দিলেন, এবং ঐ ক্রেগ যে রূপে নির্ভয়ে পলাইতে পারেন, এমন পরামর্শ দিলেন। ইটালিয়া দেশে যাইতে পাছে ধরা পড়েন, এই কারণ বড় রাস্তা দিয়া গেলেন না। আর তিনি ঐ কৃতজ্ঞ সেনাপতির নিকট যত টাকা পাইয়াছিলেন, তাহা সমস্তই ক্রমে২ ব্যয় হইয়া গেল। যখন তিনি বনের ধারে আরাম করিতে বসিয়া কি কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তা করিতেছিলেন, তখন তোড়া মুখে করিয়া একটা কুক্কুর তাঁহার নিকটে আইল। ঐ বনে লুক্কায়িত কোন ব্যক্তি মন্দ করণার্থে এই কুক্কুর পাঠাইয়াছে, ইহা বুঝিয়া ক্রেগ ঐ কুক্কুরকে তাড়াইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ তোড়া না লইলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ কুক্কুর প্রস্থান করিল না; তাহাতে তিনি পথ খরচের উপযুক্ত টাকা পাইয়া বিএন্ নগরে গেলেন। যিনি পরে দ্বিতীয় মাক্সিমিলিয়ান নামক রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন,সেই অষ্ট্রিয়া দেশের যে আর্চ্চডিউক অর্থাৎ কর্ত্তা, তাহার নিকটে সেই নগরে তাহাকে মঙ্গল সমাচার প্রচার করিতে হইল। ঐ রাজা তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে চাহিলেন; কিন্তু পাপা ঐ ক্রেগের বিরুদ্ধে তর্জন গর্জন করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানার্থে চর পাঠাইবাতে,ঐ রাজা ছাড়চিঠী দিয়া ঐ ক্রেগকে বিদায় করিলেন। পরে তিনি ১৫৬০ শালে স্কট্লাণ্ড দেশে পৌঁছিবামাত্র শোধিত মণ্ডলীর ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত

Digitized by Google

হইলেন। কিন্তু ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত বিদেশে থাকাতে স্বদেশীয় ভাষা প্রায় ভুলিয়াছিলেন; এই কারণ যাহারা লাটিন ভাষা বুঝিত, তাহাদের কাছে ঐ ভাষাতে প্রথমতঃ প্রসঙ্গ করিলেন। পরে তিনি প্রসিদ্ধ যোহন নক্সের সহকারী হইলেন এবং তাঁহার দ্বারা ঐ দেশে বিশেষরূপে মণ্ডলী শোধিত হইল।

পূর্ব্বে বিপদগ্রস্ত লোকদের উত্তম আশ্রয় যে হ্রদের কূলবর্ত্তি অট্টালিকা, তন্বাসী যে ইটালিয়া দেশীয় এক জন বৈদ্য তাহার স্ত্রী বার্ব্বারা ডিমোণ্টাল্‌ট নাম্নী ঐ ক্রেগের মত আশ্চর্য্য রূপে রক্ষা পাইয়াছিল। ঐ অট্টালিকার এমন এক গুপ্ত দ্বার ছিল, যে তাহা খুলিতে ছয় জন লোকের আবশ্যক হইত। সেই দ্বার ঠিক জলের ধারে ছিল, এবং অকস্মাৎ কোন বিপদ পড়িলে পরিবার লোককে স্থানান্তর করিবার কারণ ঐ স্থানে এক খান নৌকা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। এক দিবস রাত্রিকালে ঐ বৈদ্য কুস্বপ্ন দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঐ দ্বার খুলিতে আপন দাসদিগকে আজ্ঞা দিলে তাহারা দ্বার খুলিল। পরে প্রত্যূষে ইনকুইসিষন লোকেরা ঐ অট্টালিকাতে আসিয়া যে কুঠরীতে তাহার স্ত্রী কাপড় পরিতেছিল, সেই কুঠরীতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে ধরিবার আজ্ঞাপত্র দেখাইল। তখন সেই স্ত্রীলোক উপস্থিত বুদ্ধি বশতঃ পোশাকী কাপড় লইবার কারণ নিকটের কুঠরীতে যাইতে অনুমতি পাইয়া সিড়ি দিয়া নীচে গিয়া নৌকাতে লম্ফ দিয়া পড়িলে নৌকা বাহিবাতে ঐ শত্রুদের হস্তহইতে রক্ষা পাইলেন। ঐ স্ত্রী মাস পূজার বিরুদ্ধে কথা কহি-

Digitized by Google

য়াছে বলিয়া দোষীকৃত হইয়াছিল; এই কারণ বোধ হয় ধরা পড়িলেই দগ্ধ হইত।

ক্রমে ২ ৪০০০ চারি হাজার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত যে কালাব্রীয়া দেশীয় ওয়াল্‌দেন্সি লোক, তাহারা তন্মত রক্ষা পাইল না। দেখ,সান্তো রিস্থ ও লাগার্দ্দিয়া নামক যে নগরে তাহারা বাস করিত, তাহা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে তাহাদিগকে বনে ও অন্য গুপ্ত স্থানে বাস করিতে হইল। সেখানে অনেকই সৈন্যদের খড়্গে হত হইল, এবং অধিক লোক ক্ষুধা ও দুঃখ ক্লেশেতে মরিল। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা ধৃত হইয়া যে অপরাধ তাহারা কখন করে নাই, তাহা স্বীকার করণার্থে অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিল। স্তীফানো কার্লিনো নামক এক ব্যক্তির শরীর রাক নামক যন্ত্রদ্বারা এমনি টানা গেল, যে তাহাতেই বিদীর্ণ হইল। যন্ত্রণাদায়ক লোকেরা বের্মিনেল্লি নামক ব্যক্তির মুখহইতে যে দোষের কথা শুনিতে চাহিল, সে তাহা বলিতে স্বীকার না করাতে আট ঘণ্টা কাল নারকী নামক যন্ত্রে যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইল। মার্জন নামক আর এক ব্যক্তিকে উলঙ্গ করিয়া লৌহময় দণ্ডের আঘাত করত পথে ২ টানিয়া অবশেষে জ্বলন্ত মশাল দ্বারা নষ্ট করিল। বের্নার্ডিনো কন্তে নামক আর এক ব্যক্তির অঙ্গে ধূলা লেপন করিয়া লোকদের সাক্ষাতে দগ্ধ করিল। ষাইট জন বিবাহিত স্ত্রীলোক কারাগারে রাক যন্ত্রে যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইল। তাহাতেই তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক প্রাণ ত্যাগ করিল।

১৫৬০ শালে মোণ্টালট দেশে ওয়াল্‌দেন্সি লোক-

Digitized by Google

দের প্রতি যে২ নিষ্ঠুর ব্যবহার করা গিয়াছিল, সেই সকল ব্যাপার পাপামতাবলম্বী কোন এক ব্যক্তি স্বচক্ষুতে দেখিয়া এই রূপ বলিয়াছেন, “মেষপালকে যেমন নষ্ট করা যায়, তদ্রূপ জুন মাসের ১১ দিনে লুথরান লোকেরা অতি ভয়ঙ্কর রূপে নষ্ট হইল। তাহারা খোঁয়াড়ের মত এক কুঠরীতে ঠেসাঠেসি রূপে রুদ্ধ হইল। পরে দণ্ডকর্ত্তা এক জনকে বাহির করিয়া গলা কাটিয়া ফেলিল। তাহাদের সংখ্যা ৮৮ ছিল। যে ব্যক্তি তাহাদের এক জনের শাস্তি দেখিল, সে অন্য ব্যক্তির শাস্তি দেখিতে চাহিল না। এবং আমি এই বিষয় লিখিবার কালে প্রায় অশ্রুপাত থামাইতে পারি না। তাহারা যে ভাবনা রহিত হইয়া সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিল, তাহা অতি আশ্চর্য্য। হন্তব্য মেষের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করা যায়, সেই রূপ ব্যবহার তাহাদের প্রতিও করিতে আমি যে দেখিলাম, তাহা স্মরণ করিলে আমার হৃৎ কম্প হয়। তাহাদিগকে তুলিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্তে কর্ত্তার আজ্ঞাতে অনেক২ গাড়ি প্রস্তুত হইল। পরে তাহাদের শরীর চারি খণ্ড করিয়া কালাব্রিয়া দেশের রাস্তায় ২ টাঙ্গান গেল”। এই বিষয়ে কয়েক অবাচ্য বিবরণ লিখিলাম না। সাম্‌সন্ নামক এক যুবা মনুষ্য গড়ের উচ্চভাগ হইতে নিক্ষিপ্ত হইল। পর দিন রাজার প্রতিনিধি গড়ের নিকট দিয়া যাইতে২ হাতপা ভগ্ন হইলেও ঐ লাচার ব্যক্তি যে বাঁচিল, তাহা দেখিয়া পদতলের আঘাত দ্বারা মস্তক লাড়িয়া বলিলেন, “এই কুক্কুর

কি এখনও মরে নাই? উহাকে শূকর পালের মধ্যে ফেলিয়া দেও"। নেপেল্‌স দেশীয় তৎকালের এক জন গ্রন্থকর্ত্তা ঐ নিষ্ঠুর ব্যবহারের বিষয়ে এই রূপ বলেন; "কেহ২ ছুরীদ্বারা নষ্ট হইল, আর কোন২ লোকের শরীর করাতদ্বারা বিদীর্ণ করা গেল; এবং কেহ২ অতি উচ্চ পর্ব্বতহইতে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে প্রাণত্যাগ করিল। তাহারা সকলেই এই রূপ কিম্বা ঐ রূপ অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিল; কিন্তু তাহারা এই সকল সাজা পাইবার যোগ্য লোক। তাহাদের ঠেঁটামির বিষয়ে যাহা কথিত আছে, তাহা অতি আশ্চর্য্য। দেখ, যখন পিতারা আপন সন্তানদের ও সন্তানেরা আপনাদের পিতার প্রাণদণ্ড দেখিল, তখনও তাহারা উদ্বিগ্ন না হইয়া আহ্লাদপূর্ব্বক বলিলেন, "আমরা ঈশ্বরের দূতের ন্যায় হওনার্থে স্বর্গে যাইতেছি"। এই লোকেরা যে অগ্রে শয়তানের হাতে আপন২ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল, তাহারা এইরূপে শয়তান কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছিল"। কিন্তু ঐ খ্রীষ্টীয়ান লোকদের সাহস শয়তানহইতে হইল, যাহারা এই রূপ বলে, বরং তাহারাই প্রবঞ্চিত। যীশু খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য ক্রিয়া শয়তান দ্বারা হইল, এই কথা যে পূর্ব্বকালীন যীহূদীয় লোকেরা বলিত, ইহারাও তাহাদের ন্যায় কি ছিল না?

মনুষ্যেরা যাহার উপরে মুক্তির আশারূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে, তাহার প্রধান মূল কি? এই কথা ইটালিয়া দেশীয় পালেয়ারীয় নামক প্রতেস্তান্ত ব্যক্তিকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, খ্রীষ্ট। তাহার দ্বিতীয় মূল কি? ইহা জিজ্ঞাসিলে বলিলেন, খ্রীষ্ট।

Digitized by Google

এবং তৃতীয় মূল কি? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে পর তিনি পুনরায় বলিলেন, খ্রীষ্ট"। ঐ ব্যক্তি আপন বিচারকর্ত্তাদের নিকট যে নিবেদন পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে এই কথা লিখিত ছিল "আমার বোধে এই সময়ে আপন শয্যার উপরে প্রাণত্যাগ করাতে খ্রীষ্টীয়ানদের চিন্তা কর্ত্তব্য নহে। এবং দোষীকৃত হওয়া, কি কারাগারে বদ্ধ হওয়া, কিম্বা কোড়াদ্বারা প্রহারিত হওয়া কি টাঙ্গান যাওয়া, কিম্বা থল্যাতে বদ্ধ হইয়া হিংসুক পশুর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া প্রচুর নহে। যদি দগ্ধ হইলে সত্যতা অধিক প্রকাশিত হয়, তবে আমাকে দগ্ধ কর"। পরে তিনি দাহের কারণ আনীত হইয়া সেই দুঃখ সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক ভোগ করিলেন।

১৫৬৭ শালে বার্ত্তচীয় নামক এক ব্যক্তি জেনোয়া নগরে দগ্ধ হইলেন। তিনি অকম্পিত পদে ও অম্লান বদনে দাহের স্থানে গেলেন। এবং তিনি যখন অগ্নি বেষ্টিত হইলেন, জয় ২, এই উচ্চধ্বনি তাঁহার মুখহইতে শুনা গেল।

ছাপাযন্ত্র প্রকাশের বহুকাল পূর্ব্বে বিদ্যা বিষয়ক যে কোন পুস্তক স্পেন দেশীয় বিচারকর্ত্তাদের হস্তগত হইল, তাহা তাহারা দগ্ধ করিল। ১৪৩৪ শালে আরাগন দেশের কর্ত্তা হেনরির পুস্তকালয়ে কালোবিদ্যা অর্থাৎ ডাইনপনা বিদ্যা বিষয়ক পুস্তক আছে বলিয়া, তাবৎ পুস্তক অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইল। বহুমূল্য ইব্রী ও আরাবিক ভাষার পুস্তক এবং গ্রীক ও লাটিন ও স্পেনীয় ভাষার অনেক পুস্তক প্রজ্বলিত কাষ্ঠ রাশির উপরে নি-

Digitized by Google

ক্ষিপ্ত হইয়া দগ্ধ হইল। মূর্খ ধর্ম্মোপদেশকেরা যে অল্প জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা ছাড়া অন্য জ্ঞানের কথা শুনিতে পারিত না। এবং তাহারা বুঝিল, লোকদিগকে মূর্খতাতে যত রাখিতে পারিব, তত তাহাদিগকে বশে রাখা ও লাভ করা সুগম হইবে। এই রূপ হইলেও সত্য ধর্ম্ম জের্ম্মানীদেশহইতে পিরিনি পর্ব্বতের উচ্চশ্রেণী লঙ্ঘিয়া স্পেন দেশে আইল। ইনকুইসিযনের পঞ্চম প্রধান কর্ত্তার কর্তৃত্ব সময়ে রিফর্ম্মর লোকের মত ঐ দেশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ফ্রাঙ্কফর্ত্ত নগরের মেলাতে বাসিল নগরের এক জন পুস্তক বিক্রেতা লূথর্ এবং অন্যান্য রিফর্ম্মর রচিত পুস্তকের সহস্র২ নকল কিনিয়া পারিস্ নগরে পথ দিয়া স্পেন দেশে পাঠাইয়াছিল। হের্নাণ্ডেজ নিবাসী জুলিয়ন নামক এক ব্যক্তিও সেই দেশে রিফর্ম্মেরদের অনেক রচিত পুস্তক পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া যাইবার কালে ধৃত হইয়া যন্ত্রে অনেক বার যন্ত্রিত হইলেন। এবং তেতলা পিপার মধ্যের তলাতে ফ্রান্স দেশীয় অম্ল মদিরা ও দুধারের তলাতে পুস্তক রাখাতে, তিনি যে ঐ দেশে অনেক২ পুস্তক আনিয়াছিলেন, তাহা সপ্রমাণ হইল; পরে তিনি অকথনীয় যাতনা ভোগ পূর্ব্বক দগ্ধ হইলেন। এই রূপে রিফর্ম্মেরদের উপদেশ অল্প কালের মধ্যে তাবৎ স্পেন দেশ অর্থাৎ আট্লাণ্টিক সমুদ্র অবধি মেদিতেরেনিয়ান সমুদ্র পর্য্যন্ত, এবং পিরিনি পর্ব্বত অবধি পোর্ত্তুগাল দেশ পর্য্যন্ত ব্যাপিল। এবং ইন্কুইসিযন্ লোকেরা অগ্নি ও খড়্গ দ্বারা যদি তাহার দমন করিতে অতিশয় চেষ্টা না করিত,

Digitized by Google

তবে বোধ হয় অল্প দিনের মধ্যেই ঐ ধর্ম্ম স্পেন দেশে বদ্ধ হইত। ইনকুইসিষন লোকদের এক জন এই বিষয়ে ইহা বলেন,"যদ্যপি ঐ সময়ে তাহা না করিয়া দুই মাস বিলম্বে করিতে চেষ্টা করিত, তবে তাহা সিদ্ধ হইত না"। সকল স্থানে তাবৎ প্রকার স্ত্রী ও পুরুষ ঐ নূতন উপদেশ শিক্ষিবার কারণ অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল। ইনকুইসিষন লোকেরা যদি অত্যন্ত চেষ্টা না করিত, তবে সেই উপদেশ আরও ব্যাপ্ত হইত। মেরি গোমেস্ নাম্নী এক দুর্ভগা স্ত্রী ঐ তাড়নার প্রথম কারণ ছিল। ঐ স্ত্রীলোক সেবিল নগরের জফ্রা নামক এক ধর্ম্মাধ্যক্ষের প্রধান দাসী ছিল। ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষের বাটীতে প্রতেস্তান্ত লোকদের যে গুপ্ত সভা হইত, তাহাতে সেই স্ত্রীলোকও উপস্থিত থাকিত। সে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হওয়াতে কারাগারে বদ্ধ হইল; কিন্তু পলায়নের সুযোগ পাইয়া ইনকুইসিষন লোকদের কাছে গিয়া যে গুপ্ত সভাতে সে উপস্থিত থাকিত তাহার তাবৎ বৃত্তান্ত জানাইল। ঐ স্ত্রীলোক পুনরায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইল; এবং লূথরীয় ধর্ম্ম স্বীকার করাতে সে আপন ভগিনীর তিন কন্যার সহিত দগ্ধ হইল।

১৫৫৯ শালের মে মাসের ২১ দিনে বাল্লাদোলিদ্ নগরে প্রকাশ রূপে বৈধার্ম্মিক প্রতেস্তান্ত লোকদের দাহ প্রথমতঃ হইল। সেই দাহের নাম স্পেন দেশীয় ভাষাতে ওতোদাফে। এবং তৎকালাবধি যে২ প্রধান নগরে বৈধার্ম্মিক লোকের বিচার হইত, সেই২ স্থানে বৎসর২ অধিক না হউক, এক বার ওতোদাফে হইত। তাহাতে যিহুদীয় ও মহম্মদীয় ও পারদারিক ও ডাইন ও অন্য২

Digitized by Google

দোষি ব্যক্তির সহিত অধিক কিম্বা অল্প প্রতেস্তান্ত লোক সর্ব্বদা দগ্ধ হইত। কোন ব্যক্তি খুঁটীতে বদ্ধ হইয়া যদি আপন বৈধর্ম্ম অস্বীকার করিত, তবে অনুগ্রহ করিয়া দাহের পুর্ব্বে গলা টিপী দিয়া মারিয়া ফেলিত।

তাহাদের মধ্যে এক ভ্রাতা ও দুই ভগিনীকে দগ্ধ করিতে আজ্ঞা হইলে যে তিন খুঁটীতে তাহারা বদ্ধ হইল সেই তিন খুঁটী কাছাকাছি ছিল। পরে কাষ্ঠ-রাশিতে অগ্নি দিলে ঐ দুই ভগিনী আপন ধর্ম্মে যে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল, এমন কথা শ্রবণ গোচর হইল। গঞ্জালেস নামক তাহাদের ভ্রাতার মুখ যে ঐ সময় পর্য্যন্ত রুদ্ধ ছিল, তাহা খুলিয়া দিলে সে যত ক্ষণ অবকাশ পাইল, ততক্ষণ আপন ভগিনীদের সাহস বাড়াইতে কথা কহিল। সে তাহাদের সঙ্গে এক শত নবম গীত গান করিল; আর যে পর্য্যন্ত তাহাদের নিশ্বাস ধূম দ্বারা বদ্ধ না হইল, সেই পর্য্যন্ত তাহারা গান করিতে ক্ষান্ত হইল না।

নিত্য২ ঐ রূপ নিষ্ঠুর যন্ত্রণাতে কয়েক বৎসর মধ্যেই স্পেন দেশে প্রতেস্তান্ত লোকদের নামও রহিল না। এবং ইনকুইসিষনের অগ্নিদ্বারা তাহাদের শরীর যে ভস্মসাৎ হইল, সেই ভস্ম যখন লুপ্ত হইল, তখন তাহাদের এক চিহ্নও দেখা গেল না। কিন্তু ঐ বিশিষ্ট লোকেরা নিত্য২ অবশ্য স্মরণীয়, তাঁহাদের নাম স্বর্গেতে লিখিত আছে, এবং তাঁহাদের মুকুটও ঐ স্থানে আছে।

Digitized by Google

চতুর্থ খণ্ড।

ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে শোধিত মণ্ডলীর সংক্ষেপ বিবরণ।

নেথর্লান্দ দেশে এক দল হুগিনুতেন অর্থাৎ পবিত্রাত্মা প্রাপ্ত বলিয়া আপনাদিগকে খ্যাত করিয়াছিল। এবং ফ্রান্সদেশে শোধিত মণ্ডলীর স্বীকারপত্র যে অতি মান্য হইল, তাহা যে২ লোকেরা গ্রাহ্য করিল, তাহারা শত্রু কর্তৃক ঐ নামানুসারে হুগুনৎ নামে বিখ্যাত হইল। তাহারা অনেক বার যুদ্ধ ও তাড়নাতে বিস্তর দুঃখ পাইল, এবং ১৫৭২ শালে বার্ত্তলমু নামক দিনে ফ্রান্সদেশে রাজাজ্ঞাতে সহস্র২ লোক হত হইল। আর পাপা মতাবলম্বি লোকেরা স্বদেশীয় অসংখ্য প্রতেস্তান্ত লোক-দিগকে নষ্ট করিয়াছে, এই সম্বাদ যখন পাপা শুনিতে পাইল, তখন রুম নগরে সাধারণ রূপে ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করিতে লোকদিগকে আজ্ঞা দেওয়া গেল। অবশেষে ১৫৯৮ শালে তাহারা ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীন হইয়া আপ-নাদের মতানুসারে ঈশ্বরের সেবা করিতে পাইল।

তৎকালে স্পেন দেশীয় রাজার বশীভূত যে নেথর্লাণ্ড দেশ, তাহাতেইনকুইসিষন্ লোকেরা অতি ভয়ঙ্কর রূপে তর্জন গর্জন করিলেও সত্য ধর্ম্ম লুপ্ত করিতে পারিল না, এবং ঐ দেশভুক্ত যে সাৎ প্রদেশ, তাহাতে সেই ধর্ম্ম প্রবল হইল। পিস্তোরিয়স এবং অন্য২ রিফর্ম্মর লোক সেই স্থানে যে উত্তম বীজ বপন করিয়াছিল, তাহা ধর্ম্মের কারণ অনেক লোক প্রাণত্যাগ করাতে ফলবান হইল।

Digitized by Google

আর যে দেন্মার্ক ও নরোয়ে দেশে তোসান্ ও অন্য ২ প্রসিদ্ধ লোক সত্য ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই দুই দেশের রাজা প্রথম ফ্রেদরিক আপনাকে ঐ সত্য ধর্ম্মের স্বপক্ষ করিয়া জানাইলেন। এবং ১৫২৭ শালে প্রতেস্তান্ত লোকেরা পাপামতাবলম্বি লোকদের সহিত সমান রূপে গণ্য হইল।

গস্তাবস্ নামক রাজা ওলৌস পেত্রি ও অন্য মান্য ধর্ম্মাধ্যক্ষদের পরামর্শে সুইদেন দেশে মণ্ডলী শোধন করিলেন। এবং ঐ দেশের উত্তর অঞ্চলে যে লাপ্লাণ্ড লোকেরা তৎকালে দেবপূজক ছিল, তাহাদিগকে যীশুর ধর্ম্ম জানাইতে মনস্থ করিলেন।

পোলাণ্ড ও হঙ্গেরি ও ত্রাণসিল্বেনিয়া দেশে শোধিত মণ্ডলীর ধর্ম্ম গ্রাহ্য হইল, এবং লিবোনিয়া ও এস্তোনিয়া ও কুর্লাণ্ড দেশে অনেক লোক অবিলম্বে লূথরীয় ধর্ম্মের স্বপক্ষ হইল। দূরস্থ ও শীতময় যে আইশলান্দ দেশ অনেক দিনাবধি অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই দেশেও রিফর্ম্মের তেজোময় দীপ্তি প্রকাশিত হইল।

যে কর্ম্মকে প্রথমতঃ লঘু বোধ করা যাইত, সেই কর্ম্ম ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ক্রমে২ অতি বড় হইল। দেখ, ৫৫০ শালের মধ্যে দুই জন নেষ্টোরিয়ন মঙ্ক চীনদেশহইতে গুটী পোকা বাঁসের মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া আনিয়াছিল। এবং এক্ষণে ইউরোপের অনেক প্রদেশে কৃষক লোকদের স্ত্রীলোকের মধ্যেও পাটের কাপড় না পরে, এমন স্ত্রীলোক প্রায় পাওয়া যায় না। যে বস্তু বৃদ্ধিশালী হয়, সে ক্ষুদ্র হইলেও ক্ষতি নাই। দেখ, যেমন এক

Digitized by Google

অগ্নিকণা বৃহৎ বনকে দগ্ধ করিতে পারে, এবং একটী আতাবীজে ক্রমে ২ এক লক্ষ বাগান আতাগাছে পরিপূর্ণ হইতে পারে; তেমন লূথরের ৯৫ প্রমাণ সজীব বীজ অগ্নিকণাস্বরূপ; তাহা প্রজ্বলিত ও ফলশালী হইলে ঐ অগ্নি ব্যাপ্ত হইল, কেননা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা সেই আগুন জমকিয়া উঠিল। ঐ বীজ ফলবান হইল, কেননা ঈশ্বরের আত্মা তাহাকে ফলশালী করিলেন।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রতেস্তান্ত লোকদের সহিত পাপামতাবলম্বিদের বিপক্ষতার বিবরণ।

মণ্ডলী শোধিত হওয়াতে রুমীয় মণ্ডলীর অতিশয় ক্ষতি হইয়াছিল। পরে সেই মণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ক নূতন এক দল উৎপন্ন হইয়া অল্প দিনের মধ্যে পাপার কর্ত্তৃত্বের সহকারী হওয়াতে তাহারা অতি আহ্লাদিত হইল। সেই দল ইগ্‌নেসিয়স্ লয়োলা নামক স্পেন দেশীয় প্রধান ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া ১৫৪০ শালে পাপা দ্বারা স্থিরীকৃত হইল। তাহার নাম জেসুইত্। পূর্ব্বে বিশেষ বস্ত্র ও বিধি এবং ব্রত দ্বারা চিহ্নিত, এই রূপ অনেক দল স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ দলস্থ মঙ্ক লোকেরা আপনাদের স্থাপনকারির নামানুসারে বেনেদিক্‌তাইন ফ্রান্সীস্‌কান, দমিনিকান্, পৌলাইন, বের্নার্ডাইন, নামে বিখ্যাত হইল। আর ঐ দলস্থ কেহ ২ প্রথম বাসস্থানের নামানুযায়ি কার্ম্মেলাইট ও ত্রাপিষ্ট ও কার্তুসিয়ান নামে

বিখ্যাত হইল। আর অন্য২ দলস্থেরা অন্য কারণ প্রযুক্ত অগস্তিনিয়ান ও কাপুসিন্ ইত্যাদি নামে বিখ্যাত হইল। ঐ২ দলস্থদের মধ্যে দরিদ্রতা ও অব্যভিচার ও কর্ত্তার আজ্ঞাকারিত্ব, এই তিন নিয়ম যে চলিত ছিল, তাহা ছাড়া নিতান্ত পাপার আজ্ঞার অধীনে থাকা, এই এক নিয়ম লয়োলা আপন দলের মধ্যে স্থাপন করিল। লয়োলার মরণকালে তাহার দলস্থ লোকদের সংখ্যা ১০০০ ছিল। এবং বৎসর২ তাহাদের সংখ্যা আরও বাড়িল। ইউরোপে রুমীয় মণ্ডলীতে লোকের যে ন্যূনতা হইয়াছিল, তাহা সংপূর্ণ করণার্থে ঐ দলহইতে কয়েক যত্নবান লোক হিন্দুস্থান ও চীন ও জাফান ইত্যাদি দূরস্থ দেশে দেবপূজক লোকদিগকে আপন মতে আনিতে প্রেরিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ২ প্রকৃত ধার্ম্মিক ও অতি যত্নবান এবং সহিষ্ণু ছিল, ও তাহাদের শ্রম ও দুঃখের কথা শুনিলে মনস্তাপ জন্মে। কিন্তু অল্প কালের মধ্যে জানা গেল যে তাহারা কেবল বাহ্যরূপেই কৃতকার্য্য হইয়াছিল। এবং বাহ্যরূপে কৃতকার্য্য হওয়াও সংপূর্ণ রূপে যে সিদ্ধ হইল না, ইহাও জানা গেল। আর যাহাতে ইউরোপে কেবল অধর্ম্ম ও সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা হয়, এমন ব্যবহার ঐ দলস্থ লোকেরা করিল। ইউরোপের সাধারণ তাবৎ প্রধান কর্ম্ম তাহাদের গুপ্ত মন্ত্রণা ছাড়া হইত না। তাহারা নানা বিদ্যার প্রভাবে খ্যাত্যাপন্ন হইতে আকাঙ্খী ছিল, আর বিশেষতঃ বালকদের বিদ্যা শিক্ষক ও সাধারণ লোকদের বিশ্বাসপাত্র হইতে এবং রাজাদের গুপ্ত কথা আপন অধীনে রাখিতে চাহিত।

Digitized by Google

এবং তাহারা প্রকাশিত ও গুপ্ত যে সকল বিধি ও উপদেশ স্বীকার করিত,তাহার মধ্যে অনেক বিধি ও উপদেশ অতি ঘৃনার্হ। তাহাতে তাহারা তাবৎ কুকর্ম্মের বিষয় জ্ঞাত ছিল, এবং তাবৎ কুকর্ম্মে ও হস্তক্ষেপ করিত। তাহাদের বিধির মধ্যে এই ২ বিধি ছিল, "ঈশ্বরের সেবা করা, এবং পরকে ভাল বাসা,এই দুই ব্যবস্থা পরমেশ্বর রহিত করিতে পারেন, এবং মনুষ্যেরা ধর্ম্মের নিমিত্তে মিথ্যা কথা কহিতে পারে, আর মরণকালে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি করাতেই মুক্তি হয়"। তাহারা এই ২ বিধ্যনুসারে ব্যবহার করিত; অতএব তাহারা যে প্রতেস্তান্ত লোকদের নিতান্ত বিপক্ষ,এবং গুপ্ত ও প্রকাশরূপে শোধিত মণ্ডলীর সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা পাইত, তাহা সহজে বুঝা যায়।

১৬২২ শালে ঐ দলের সহকারী হওনার্থে প্রোপাগাণ্ডা অর্থাৎ ধর্ম্ম ব্যাপ্তকারি নামে আর এক দল স্থাপিত হইল। যে খ্রীষ্টীয়ানেরা পাপামতাবলম্বী ছিল না, তাহাদিগকে এবং যিহুদী ও মুসলমান ও দেবপূজক লোকদিগকে রমীয় ধর্ম্ম গ্রাহ্য করাণ ঐ দলের নিতান্ত অভিপ্রায় ছিল। সেই অভিপ্রায় পূর্ণ করণার্থে তাহারা সাধ্য পর্য্যন্ত চেষ্টা করিত। মিসনরি অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেশকদিগকে শিক্ষা দিবার কারণ অদ্য পর্য্যন্ত বর্ত্তমান যে এক বিদ্যালয়, তাহা রুম নগরে স্থাপিত হইয়াছিল; এবং আজি পর্য্যন্ত ঐ খানে অনেক যুবালোক এই কর্ম্মের নিমিত্তে বিদ্যাভ্যাস করিয়া দূরস্থ দেশের অনেক ২ ভাষা শিক্ষিতেছে। সেই ধর্ম্মোপদেশকেরা

Digitized by Google

আবিসিনীয়া ও জাফান ও চীন ও হিন্দুস্থান ও পারাগুয়ে ও কানাদা দেশে উপদেশ দিতেছেন, এবং অনেক স্থানে দেবপূজকদের বহুদল রূমীয় মণ্ডলী ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু বহুকাষ্ঠ ও খড় ও লাড়া দিয়া ঐ গুথকেরা যে মণ্ডলীরূপ গৃহ করিয়াছে, তাহার মধ্যে সোণা কিম্বা রূপা আছে কি না, অর্থাৎ তাহাদের মণ্ডলীস্থ নাম মাত্র খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান আছে কি না, তাহা কেবল যীশু খ্রীষ্টের বিচারদিনে জানা যাইবে।

রূমীয় মণ্ডলীর মস্তকাবধি চরণ পর্য্যন্ত তাবদঙ্গ শোধনার্থে যে সভা স্থাপন করিতে পাপারা অনেক দিনাবধি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রসিদ্ধ সভার বৈঠক ত্রেন্তু নগরে ১৫৪৫ শাল অবধি ১৫৬৩ শাল পর্য্যন্ত কখন২ হইত। কিন্তু তাহারা যে অভিপ্রায় জানাইল, তাহা সরল ভাবে নয়। ফলতঃ ত্রেন্তু নগরের মহাসভাস্থ লোকেরা কেবল রূমীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষদের গৌরব বাড়াইতে এবং ভাবি আক্রমণহইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল। অতএব প্রতেস্তান্ত লোকদের তাবদুপদেশ সাধ্য পর্য্যন্ত সমূলে নষ্ট করিতে প্রতিজ্ঞা করিলে পর ঐ সভা উঠিয়া গেল। ঐ পরামর্শ অন্য প্রকারে সিদ্ধ না হইলে সৈন্যদ্বারা করিত। এবং "আমি নেথর্লাণ্ড দেশেরসহস্র২ প্রতেস্তান্ত লোককে কাটিয়া ফেলিয়াছি" এই কথা আল্বা দেশের নিষ্ঠুর ডিউক শ্লাঘা করিয়া বলিত।

কিছু কাল পরে জের্ম্মানী দেশীয়দের দুঃখভোগের পালা উপস্থিত হইল। এবং ১৬১৮ শালে বহিমিয়া দেশে

Digitized by Google

এক যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া ১৬৪৮ শাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত ৩০ বৎসর ছিল। যদি অহঙ্কারি শত্রুদিগকে খাট করিতে, এবং সত্য ধর্ম্মের স্বাধীনতার কারণ আপন প্রাণ দিতে, জের্ম্মানী-দেশীয় প্রতেস্তান্ত লোকদের মুক্তিদাতা হইতে, ঈশ্বর যদি এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া না পাঠাইতেন, বোধ হয়, তবে তাহাদের স্বাধীনতা লুপ্ত হইত। সুইদেন দেশের রাজা গস্তাবস্ আডল্ফস্ নামক সেই ব্যক্তি ছিলেন। রূমীয় মণ্ডলীস্থ লোকেরা ঐ দেশে এমনি প্রবল হইয়াছিল, যে ৯৬২৯ শালে মণ্ডলীর তাবৎ সম্পত্তি তাহাদিগের কাছে ফিরিয়া দিতে প্রতেস্তান্ত লোকদিগের প্রতি মহারাজার আজ্ঞা হইল। তৎকালে সুইদেন দেশের ধার্ম্মিক রাজা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া ১৬৩০ শালের ৪ জুনে অল্প ও সাহসিক সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে সেই কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করি-য়াছিলেন, এই কারণ ঈশ্বর তাহার সঙ্গী ছিলেন। তিনি মঙ্গল সমাচারের প্রকৃত স্বপক্ষ হইয়া দিব্যেতে ও প্রতিজ্ঞাতে আপন২ সৈন্যদের উৎসাহ বৃদ্ধি না করিয়া গান ও প্রার্থনা দ্বারা তাহা করিলেন, এবং যেমন অতি নম্রতা, তদ্রূপ সাহস প্রকাশ করিলেন। ১৬৩১ শালে কেম্বর্গ নগরে প্রবিষ্ট হইলে পর এক যুবলোকারণ্য ঐ রাজার বাটীর সম্মুখে সংগৃহীত হইবাতে তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "ইহার ভাব কি"? সেই স্থানের ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলিলেন, "সুইদেন দেশের বড় রাজাকে তাহারা দেখিতে চাহে"। তখন ঐ রাজা হঠাৎ রাস্তাতে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "হে যুব বন্ধুরা, সুইদেন

Digitized by Google

দেশীয় একজন বড় পাপিকে এখানে দেখিতেছ; কেবল অজ্ঞানি লোক তাহাকে ঐ দেশের বড় রাজা করিয়া মানে”।

১৬৩১ শালের সেপ্টম্বর মাসের ১৭ দিনে ঐ রাজা লাইপ্সিক নগরের নিকটবর্ত্তি রণস্থলে তিল্লি নামক সেনাপতির অধীন শত্রু সৈন্যদিগকে সংপূর্ণ রূপে পরাস্ত করিয়া জয়ী হইয়া জের্ম্মানী দেশে যাত্রা করিলেন। সকল স্থানের প্রতেস্তান্ত লোকেরা তাঁহাকে মুক্তিদাতা বলিয়া প্রেম পুর্ব্বক গ্রাহ্য করিল। পরে মহারাজাধিরাজ তাঁহার বিরুদ্ধে ওয়াল্লেনস্তীন নামক এক জন প্রসিদ্ধ সেনাপতিকে পাঠাইলেন। কতক দিন বিলম্বে ১৬৩২ শালের নবেম্বর মাসের ১৬ দিনে লত্জেন নামক ক্ষেত্রে উভয় পক্ষীয় তাবৎ সৈন্যের যুদ্ধ হইল। সেই দিন প্রাতে অতিশয় কুজ্ঝটি হওয়াতে এক পক্ষীয় সৈন্য অন্য পক্ষীয় সৈন্যকে দেখিতে পাইল না। ঐ অবকাশ ক্রমে গস্তাবস্ আপন তাবৎ সৈন্যের সহিত রণস্থলে ঈশ্বরের সেবা করিল, এবং লূথরের এই গীত তাঁহার সৈন্যেরা গান করিল।

পাহাড় এবং গড় মোদের ঈশ্বর।
উত্তম আশ্রয় ও কবচ রক্ষাকর।

পরে এই গীতও গাইল।

ঈশ্বর মোদের প্রতি কৃপাবান হউন।
আর তিনি আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে দিউন।

আক্রমণ সময়ে পূর্ব্বে যে গীত তিনি রচনা করিয়া বলিলেন, সেই গীত তাঁহার ধর্ম্মাধ্যক্ষ লিখিলেন, তাহার প্রথম কথা এই।

Digitized by Google

যদি শত্রুগণ নষ্ট করিবারে চাহে।
তবু ক্ষুদ্র দল বন্ধু ভীত না হও তাহে॥

পরে সৈন্যদের সম্মুখে বাদ্যকরেরা এই গীতের রাগিণীর মত বাদ্য করিল। এবং রাজা এই রূপে আপন সৈন্যদের অন্তঃকরণকে ঈশ্বরে ভরসা করিতে লওয়াইয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এক্ষণে আক্রমণ কর, এবং অদ্য ঈশ্বর আপন নামের সম্ভ্রমার্থে যুদ্ধ করিতে আমাদের প্রতি আদেশ ও সহায়তা করুন"। প্রাতঃকালে নয় ঘণ্টার সময়ে ইহা বলিয়াছিলেন; তাহার দুই ঘণ্টা পরে তিনি গুলিদ্বারা সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া হঠাৎ পড়িলেন। কিন্তু সেই মৃত্যুতে তাঁহার সৈন্যেরা জয়ী হওনার্থে অতিশয় উৎসুক হওয়াতে শত্রুরা রণস্থলহইতে পলায়ন করিল।

গস্তাবস্ আদল্ফসের মৃত্যুর পর ও সুইদেন দেশীয় লোকেরা জের্ম্মানী প্রতেস্তান্ত লোকদের সাহায্য করিতে ক্ষান্ত হইল না। এবং ১৬৪৮ শালের অক্টোবরমাসের ২৪ দিনে ওয়েস্তফেলিয়া দেশের রাজধানী মন্স্তর নগরে এক সন্ধিপত্র লিখিত হইল। তাহাতে প্রতেস্তান্ত লোকেরা আপন২ ইচ্ছামতে ঈশ্বরের সেবা করিতে পাইল। কিন্তু ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ হওয়াতে জের্ম্মানী দেশ যে শূন্য হইয়াছিল, সে অতি খেদের বিষয়। সেই যুদ্ধে তিন ভাগের দুই ভাগ লোক নষ্ট হইয়াছিল, এবং অনেক প্রদেশে ইহাহইতে অধিকও নষ্ট হইয়াছিল। অনেক গ্রাম লুঠিত ও দগ্ধ হওয়াতে একেবারে শূন্য হইয়া গেল। অন্য২ স্থানে মন্দির ও বিদ্যালয়

Digitized by Google

উপদেশক রহিত হওয়াতে যে যুব ছাত্রেরা পাঠশালা ত্যাগ করিয়া ইউনিবের্সিটিতে কেবল এক বৎসর শিক্ষা পাইয়াছিল; তাহাদিগকেও মণ্ডলীস্থ লোকদের শিক্ষার্থে ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিতে হইল। অনেক২ নগরে অদ্য পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার লোকদের উন্নতি ও সংখ্যা পূর্ব্বের মত হয় নাই। পূর্ব্বে যে সকল ক্ষেত্র নিত্য২ ফলশালী ছিল, সে যেমন এক্ষণে জঙ্গলময় হইয়াছে, লোকদের দশাও তদ্রূপ হইয়াছে। এই যুদ্ধে কোটি২ টাকা ব্যয় হইয়াছিল; এবং অতিশয় আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত যে জের্ম্মানীদেশ, তাহাকে ঈশ্বর অসীম দুঃখ সাগরে ফেলিয়াছিলেন। যদ্যপি এই রূপ হইল, তথাপি এই দুঃখ দায়ক সময়ে সাধারণ রূপে ঐ দেশায় লোকের প্রতি ও বিশেষতঃ কয়েক লোকের প্রতি ঈশ্বরের মনোযোগ প্রকাশিত হইল।

ঐ সময়ে সন্ধি করা গেল; কিন্তু “এই জগতে তোমরা তাড়িত হইবা,” শিষ্যদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের যে এই কথা, তাহা ওয়েস্তফেলিয়া দেশের লিখিত সন্ধিপত্রাপেক্ষা অধিক পুরাতন ও স্থিরতর। অতএব তাঁহার কথানুসারে তাহারা তাড়না রহিত ছিল না। ১৬৪১ শালের মে মাসের ২৫ দিনে ৪০০০০ চল্লিশ হাজারের অধিক প্রতেস্তান্ত লোক আইর্লাণ্ড দেশে নিষ্ঠুর রূপে হত হইল। এবং অষ্টম উর্ব্বান নামক পাপা তাহাদের হত্যাকারিদের দোষ ক্ষমা করিলেন। ফ্রান্স দেশের লিখিত ব্যবস্থা দ্বারা প্রতেস্তান্ত লোকেরা আপন২ ইচ্ছামতে ঈশ্বরের সেবা করিতে যে অনুমতি পাইয়া-

Digitized by Google

ছিল, তাহা ১৬৮৫ শালে রহিত হইল। পরে রাজার দ্রাগুন নামক অশ্বারোহি সৈন্যেরা তাহাদের প্রতি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিল। এবং স্ত্রীপুরুষ সাধারণ লোক আঙ্গটাদ্বারা ধূম নির্গম স্থানে টাঙ্গান গেল। কোন ২ লোকের মস্তকের তাবৎ চুল উৎপাটিত হইল। আর অতি উত্তপ্ত চিম্‌টাদ্বারা নাসিকা টানিয়া কাহাকেও তপ্ত অঙ্গারের উপর অনাবৃত পদে গমন করাইল। এবং কাহাকেও হস্তপদ টানিয়া বিদীর্ণ করিল। ফলতঃ ওয়াল্‌দেন্সি লোকেরা যে রূপ তাড়না পাইয়াছিল, তাহারাও সেই রূপ। এবং লক্ষ ২ লোক ফ্রান্সদেশহইতে পলায়ন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিল। সেই লোকেরা ইংলাণ্ড ও হলাণ্ড ও প্রুষিয়া ও অন্যান্য দেশে গিয়া উত্তম রূপে আশ্রয় পাইল। পালাতীনেট নামক দেশে যে প্রতেস্তান্ত লোকেরা পাপামতাবলম্বি রাজাদের বশীভূত ছিল, তাহারা তৎকালেও অত্যন্ত তাড়িত হইল। যে হসারিত বংশীয় লোকেরা সাল্‌সবর্গ নগরে বাস করিয়া রিফর্ম্মের মত গ্রাহ্য করিয়াছিল, তাহারা ১৭৩২ শালে বিস্তর দুঃখ ভোগ করিল। সত্য কি মিথ্যা অতি ক্ষুদ্র অপরাধে তাহারা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইল। যখন শৃঙ্খলে বদ্ধ ঐ গরিব লোকেরা নগরের নিকটে উপস্থিত হইত, তখন এই দোষি লোকদের নূতন দল উপস্থিত হইয়াছে, ইহা ইতর লোককে জানাইতে ঘণ্টাধ্বনি করা যাইত। বধের কারণ আনীত লোকদিগের চক্ষু বন্দ করিয়া যেমন ক্লোক নামক বস্ত্র পরিধান করায়, তদ্রূপ পরিহিত হইয়া তাহারা অনাবৃত গাড়ী

Digitized by Google

দ্বারানগরে আনীত হইত। পরে তাহাদিগকে গড়ের মধ্যে ভূমির নীচস্থ কুঠরীতে গাদা গাদি করিয়া রাখা যাইত। তাহাতে সেই গড় ঐ লোকদ্বারা অতি সংপূর্ণ হইয়াছিল। এবং ঐ স্থানের কর্ত্তা সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ তাহাদিগকে হঠাৎ নষ্ট করিতে আজ্ঞা না দিলেও তাহাদের মধ্যে অনেকেই ক্ষুধাতে ও শীতেতে এবং হতাদর করাতে প্রাণ ত্যাগ করিল। আর যাহারা অন্যলোকাপেক্ষা সহজ শাস্তি ভোগ করিল, তাহারা প্রহারিত হইয়া দূরীকৃত হইল। অবশেষে ঐ রাজ্যের প্রতেস্তান্ত কর্ত্তাদের মিনতি দ্বারা নিবেদনে ৩০ হাজার লোক আপন২ তাবৎ ধন সম্পত্তি ও জন্মভূমি ত্যাগ পূর্ব্বক প্রুষিয়া কিম্বা উত্তরামেরিকা কিম্বা অন্যস্থানে আশ্রয় লইতে অনুমতি পাইল।

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রতেস্তান্ত মণ্ডলীর ধর্ম্মবিষয়ক দশার বিবরণ।

মনুষ্যদের প্রসিদ্ধ কুস্বভাব এই, যে তাহারা তাড়নার ন্যূনতা হইবামাত্র সুদশাতে অভিমানী হয়। এবং সেই অভিমান যেখানে প্রবল হইয়া উঠে, সেই স্থানে সহজে বিশ্বসনীয় বিষয়ে বিবাদ জন্মে। এবং যাহারা তাড়নার সময়ে মিলিত হইয়া এক পথে চলিত এক্ষণে তাহারা আপন২ বুদ্ধ্যনুসারে ভিন্ন২ পথে চলে। কিন্তু আমাদের মস্তক স্বরূপ যে যীশু খ্রীষ্ট, তাঁহার সঙ্গে যত আন্তরিক মেল থাকে, অন্য ভ্রাতাদের সহিতও তত প্রেম থাকে। এবং প্রেমভাবে পরস্পরের মেল যত কম হয়, অবশ্যই যীশুর প্রতিও তত কম হয়।

Digitized by Google

প্রভুর ভোজনের বিষয়ে ও যীশুর মহিমা প্রাপ্ত শরীরের সর্ব্বব্যাপিত্ব বিষয়ে যে বিবাদ লূথরান ও রিফর্ম্মর লোকদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অগ্রে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মেলাঙ্কথনের বর্ত্তমান সময়ে ও মনের স্বাধীনতার বিষয়ে এবং মূলীভূত পাপের বিষয়ে এবং সৎক্রিয়াদি বিষয়ে লূথরান ধর্ম্মাধ্যক্ষদের মধ্যে অনেক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। এবং তাঁহার মৃত্যুর পর এই সকল বিবাদ এমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যে ফর্ম্মূলা কঙ্কর্দিয়ে অর্থাৎ মিলনের আদর্শ করিতে হইল। তাহাতে লূথরান মণ্ডলীর মধ্যে যে ২ বিশ্বসনীয় বিষয়, তাহা আরও স্থিরীকৃত হইল। আর বিশ্বসনীয় বিষয়ে দৃষ্টান্ত পুস্তক নামে প্রসিদ্ধ যে পত্র আছে, সেই পুস্তকের মধ্যে ঐ আদর্শ আছে। এবং ঐ মণ্ডলীস্থ লোকেরা আজি পর্য্যন্ত ঐ পত্রের মধ্যে তাহার গণনা করে। কিন্তু এই রূপ করাতে সুতরাং এই সকল বিষয়ের বিবাদ মিটিল না। কেননা লোকেরা যেমন ঈশ্বরের নির্দোষ কথার অর্থ এক প্রকার বুঝে না, তেমনি সাবধানে লিখিত হইলেও মনুষ্যের দোষ যুক্ত কথার অর্থও এক প্রকার বুঝিবে না। যদি মণ্ডলীর তাবৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষ নিতান্ত ধার্ম্মিক হইত, তবে এই রূপ গোলমাল যে কখন উপস্থিত হইত না, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকেরা যত ক্ষণ পর্য্যন্ত আন্তরিক ধর্ম্মপ্রাপ্ত না হইয়া ধর্ম্মবিষয়ে কেবল প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কথাদ্বারা আপনাদের আন্তরিক ধর্ম্মের অভাব আচ্ছন্ন করিবে। তৎকালে বাস্তবিক এই রূপ ছিল। তাহাতে লোকেরা

Digitized by Google

পুনরায় এই জ্ঞান পায়,যে নূতন উপদেশ গ্রাহ্য করিলেও নূতন মন প্রাপ্ত হয় না। এবং যাহারা সত্য ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা তদনুসারে ব্যবহার করিল না; এই বিষয়ে রিফর্ম্মের লোকেরা অনেক বার খেদ করিল।

লূথর বলিয়াছিলেন,"সত্য খ্রীষ্টীয়ান দেখিতে পাওয়া দুর্লভ। এবং যেমন ব্যবহারের কারণ স্বাভাবিক জ্ঞান প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে অনেক দেবপূজকেরা সরল স্বভাব ও ভক্তিমান হয়, যদি আমাদের মধ্যে অনেকেই তদ্রূপ হইত, তবে ভাল হইত"। আমাদের বালকদের মধ্যে মন্দ শিক্ষা আছে, এই নিমিত্তে তিনি বলেন "জের্ম্মানী খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা অন্যস্থানাপেক্ষা অধিক অশিষ্ট ও অবাধ্য; এই কারণ ও আমাদের মধ্যে এত মন্দ ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রবল হইতেছে। আমরা যদি ধর্ম্মের উন্নতি করিতে চেষ্টা করি, তবে প্রথমতঃ বালকদিগের প্রতি মনোযোগ করা উচিত"। অন্য এক গ্রন্থকর্ত্তা ১৫০০ শালের পর অবধি ১৬০০ শালের বিবরণের শেষে এই বলিয়াছেন, যে "তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান দেশ অমেল ও অবিশ্বাসে পরিপূর্ণ আছে। পাপ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং খ্রীষ্টীয়ানদের যে পরস্পর প্রেম নাই, তাহাতে কোন খেদ কি বিলাপ শুনা যায় না।" ১৭০০ শালে লোকেরাও তদ্রূপ বিলাপ করিত। যোহন বালেণ্টাইন আন্দ্রিয়া এই কথা বলেন যে "দম্ভ ও ঈর্ষা ও আলস্য ও অপরিমিত ব্যয় ও লম্পটতা ও কৃপণতা ইত্যাদি প্রধান দোষের যে অভাব নাই, তাহা আমাদের মন্দিরে ও রাজধানীতে দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যায়"। তিনি পুনরায় আরও

Digitized by Google

বলেন, “তাবৎ প্রকার লোকহইতে কিঞ্চিৎ লইতে বাঞ্ছা করি, আর কিছু দিতেও চাহি। রাজাদিগের ধর্ম্মবৃদ্ধি ও তাহাদের অপরিমিত ব্যয়ের ন্যূনতা করিতে চাহি। রাজ্যের মন্ত্রিরা যেন অধিক স্বাধীন ও কম স্বার্থী হয়। ধর্ম্মসভাস্থ লোকেরা যেন মানুষের পরকালের জন্যে অধিক চিন্তা এবং সন্তোষের জন্যে অল্প চিন্তা করে। বিশিষ্ট লোকদের শিষ্টতার বৃদ্ধি ও অধর্ম্মের ন্যূনতা করিতে চাহি। ধর্ম্মাধ্যক্ষদের ব্যবহারের উত্তমতা ও নাম সম্ভ্রম পাইবার অল্পাকাঙ্ক্ষা করিতে চাহি। এবং মুক্তিয়ার লোকদের সরলতা বৃদ্ধি ও লোভের ন্যূনতা করিতে চাহি। চিকিৎসকদের পারগতার বৃদ্ধি ও পরস্পর ঈর্ষার ন্যূনতা করিতে চাহি। প্রধান বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের বিদ্যা বৃদ্ধি ও অভিমানের ন্যূনতা করিতে চাহি। পাঠশালার সরকারেরা যেন সত্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আপন পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করে। এবং মন্ত্রি লোকেরা যেন অধিক সরলতা এবং ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার না করে। ছাত্রগণ যেন পাঠে অধিক মনোযোগী ও অপব্যয়ে অল্প সাহসী হয়। সৈন্যেরা যেন ঈশ্বরের কথাতে অতি মনোযোগী হইয়া নরহত্যা করিতে ইচ্ছুক না হয়। ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা যেন আপনাদের এবং স্বীয় মণ্ডলীস্থ লোকদের ব্যবহার বিষয়ে মনোযোগী হইয়া আপন২ বেতনের বিষয়ে অল্প মনোযোগ করে”। স্কৃবর নামক এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইহাও বলেন। “কাঁটা ও শিয়াল কাঁটাতে পরিপূর্ণ যে ক্ষেত্রে সুগন্ধি ফুল ও শাকাদি পাওয়া ভার, সেই ক্ষেত্রের ন্যায় এ ক্ষণে তাবৎ মণ্ডলী হইয়াছে”।

Digitized by Google

এই সময়ে ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা ঈশ্বরের প্রতি লোকদের মন পরিবর্ত্ত করণাপেক্ষা বিশ্বসনীয় বিষয়ের যথার্থ নিরূপণ করিতে অধিক মনোযোগী হইয়া যখন নিরর্থক বাদ বিতণ্ডাতে কাল যাপন করিত, তখন মণ্ডলীর মঙ্গলার্থে ভাবিত হইয়া তাহার ব্যামোহ দূর করিতে অতি যত্নবান, এমন কয়েক ধার্ম্মিক ও গুণবান ব্যক্তিকে পরমেশ্বর উৎপন্ন করিলেন। তাহাদের মধ্যে যোহন আর্ণ্ড নামক ব্যক্তির বিবরণ আমি প্রথমতঃ লিখি। তিনি ১৫৫৫ শালে জন্মিয়া সেল নামক প্রদেশে লূথরান মণ্ডলীর তত্ত্বাবধারক হইয়া ১৬২১ শালে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি অতি ধার্ম্মিক ও গুণবান ছিলেন। ঈশ্বরের দয়া ও কথাদ্বারা যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহা সত্যখ্রীষ্ট ধর্ম্ম নামক তাহার গ্রন্থে জানা যায়। তাহাতে সহস্র ২ লোকের কাছে ধর্ম্মরূপ দীপ্তি প্রকাশিত হইল। তাঁহার রচিত সেই পুস্তক ইউরোপের প্রায় তাবৎ ভাষাতে এবং আসিয়ার কয়েক ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছে। এবং শোধিত ব্যবহার ও ভক্তি বৃদ্ধি বিষয়ে যে রচিত পুস্তক আছে, তাহাদের মধ্যে সেই পুস্তককে আজি পর্য্যন্ত জের্ম্মানী দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা প্রধান রূপে মান্য করে। কিন্তু তৎকালে বর্ত্তমান ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা তাঁহাকে মিথ্যাগুরু বলিয়া এবং বৈধর্ম্ম দোষে দোষী করিয়া তাঁহার প্রতি ঈর্ষাভাবে অনেক প্রতিকূলতাচরণ করিল। সেই সময়ে যে২ ব্যক্তি তাঁহার মতে ছিল, তাহাদের মধ্যে যোহন জেরার্দ এবং পূর্ব্বোক্ত যোহন আর্ণ্ডিয়া আর খ্রীষ্টীয়ান স্কৃবর, ইহারা অতি

Digitized by Google

খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারাও মণ্ডলীর বিস্তর উপকার হইল। অত্যন্ত জ্ঞান ও ধর্ম্মজনক যে স্তবর রচিত পুস্তক এক্ষণে অনেক লোক পড়িতে ইচ্ছা করে, সেই পুস্তকদ্বারা তৎকালের অনেক লোকের মন পরিবর্ত্ত হইল।

ফিলিপ যাকূব স্পিনর যিনি ১৬৩৫ শালে জন্মিয়া ১৭০৫ শালে মরিলেন, তিনি ঐ প্রসিদ্ধ লোকদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। তিনি অতি জ্ঞানী ও সচেতন এবং বহুদর্শী ও সরলভাবে নম্র ছিলেন। তিনি আল্সাস্ দেশে জন্মিয়া বাল্যকালাবধি ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি যখন ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন প্রতেস্তান্ত মণ্ডলী যে বিশ্বসনীয় ও ব্যবহার বিষয়ে যথার্থ ধর্ম্ম হইতে একেবারে বহির্ভূত হইয়াছে, ইহা টের পাইয়া সত্য ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপন করিতে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় প্রবৃত্তি জন্মিল। মৃত লোকের ন্যায় যে খ্রীষ্ট মণ্ডলী তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করণার্থে তিনি অনেক প্রকার চিন্তা ও অনুসন্ধান করিলেন। কেননা যাহারা মণ্ডলীর মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মাধ্যক্ষ রূপে মান্য ছিলেন, তাহাদের দ্বারা যে মণ্ডলী পুনর্জ্জীবিত হইবে, তাঁহার এমন ভরসা হইল না। এবং সত্য খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা মণ্ডলী ত্যাগ না করিয়া দলবদ্ধ হয় ও পরস্পর প্রেম ভাবে ধর্ম্মালাপ করাতে শক্তি পাইয়া ক্রমে২ মণ্ডলীতে, যে সত্য ধর্ম্ম পুনঃস্থাপন করিতে পারে এই উপায় তিনি সকলাপেক্ষা উত্তম বুঝিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি যখন মেন নদীর নিকটবর্ত্তি ফ্রাঙ্কফর্ত্ত নগরে ধর্ম্মাধ্যক্ষের কর্ম্ম করিতেন,

Digitized by Google

তখন প্রথমতঃ আপনার ঘরে এবং পরে মন্দিরে ধর্ম্ম বৃদ্ধির কারণ সকলের আগমন যোগ্য এক বিশেষ সভা স্থাপন করিলেন। এবং এই নূতন কলম লাগাইবাতে শুষ্ক বৃক্ষ স্বরূপ প্রতেস্তান্ত মণ্ডলী যে শক্তি পাইয়া পুনরায় ফলবান হইবে,এমন ভরসা তিনি করিলেন। তাঁহার সেই ভরসা নিতান্ত নিষ্ফল হইল না। তাঁহার কর্ম্ম দেখিয়া অনেকেই শীঘ্র তন্মত করিল। এবং তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে জের্ম্মানী দেশে ধর্ম্মবৃদ্ধি করণার্থে তন্মত অনেক সভা স্থাপিত হইল। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মোপদেশক কেবল সত্য শিক্ষা দিবেন, তাহা নয়, আপনিও পুনর্জীবিত হইবেন; এবং কথার বিষয়ে মিথ্যা বিবাদ করণাপেক্ষা ধর্ম্মপুস্তক এবং সদ্ব্যবহার অধিক মান্য করিতেন; এবং মণ্ডলী যে আরও সুদশা প্রাপ্ত হইবে, ইহা স্পষ্ট রূপেই বলিতেন; এবং তৎকালে যে ২ পাপ প্রবল ছিল, তাহা তিনি প্রকাশ করিতেন; এই সকল কারণে অন্যান্য ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা ঐ স্পিনরের প্রতি অতিশয় বিরুদ্ধাচরণ করিল। লাইপ্সিক্ এবং হাল নগরে তাঁহার শিষ্যেরা ইঙ্গিত ভাবে পায়েটীস্ত অর্থাৎ ধার্ম্মিক নামে বিখ্যাত হইল। এবং যাহারা আপনাদিগকে সত্যধর্ম্মাবলম্বী করিয়া বলিল, তাহারা ঐ পায়েটীস্ত লোকদের সহিত অনেক ২ বিষয়ে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বাদ বিতণ্ডা করিল। আর স্পিনরের মৃত্যুর পর পায়েটীস্তদের প্রধান ব্যক্তি অগস্তস্ হের্ম্মেন ফ্রাঙ্ক নামক একজন ঐ স্পিনরের মত ছিল এলিয়ের স্বর্গারোহণ কালে যে ইলীশার উপর এলিয়ের বস্ত্র পড়িয়াছিল, তিনি তাহার মত ছিলেন। ঐ বিশ্বাসি

Digitized by Google

ব্যক্তি কিরূপে অল্পেতেই এবং নিত্য ২ আবশ্যকমতে পরমেশ্বর লোকদিগকে চাঁদা দিতে প্রবর্ত্ত করাতে হাল নগরে যে অনাথ বালকদের কারণ বড় ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ও তাহাতে তাঁহার বর্ত্তমান কালেই যে সহস্র ২ বালক শিক্ষা পাইয়াছিল, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই যে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানে, একারণ লিখিলাম না। তিনি কেবল অনাথ বালকদের কারণ ভাবিত ছিলেন না, কিন্তু ফ্রাঙ্ক ও তাঁহার উপদেশ ও তন্মত বিশ্বাসি লোকদ্বারা তাবৎ অনাথ মণ্ডলী উত্তম ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও ধর্ম্মোপদেশক এবং পাঠশালার শিক্ষক প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং যীশুর মঙ্গল সমাচার যে আজি পর্য্যন্ত ঈশ্বরের শক্তি স্বরূপ হইয়া ত্রাণজনক হয়, ইহা সেই সকল লোকেরা আপনাদের কথা ও ব্যবহার দ্বারা সপ্রমাণ করিল। তাহাদের পরিশ্রমের ফল বৃক্ষস্বরূপ প্রত্যেস্তান্ত মণ্ডলীর উপর এক্ষণেও আছে। পরমেশ্বর যে ঐ সময়ে মণ্ডলীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সময়ে যে নূতন জীবন প্রদান করিলেন, এই প্রযুক্ত এইক্ষণে মণ্ডলীর অনেক শাখা মঞ্জরিত হইয়া শোভা পাইতেছে।

সপ্তম খণ্ড।

বহিমিয়া ভ্রাতৃগণ ও ইদানীন্তন সম্মিলিত ভ্রাতৃগণ নামক মণ্ডলী স্থাপনের বিবরণ।

দূরবর্ত্তি দ্বীপস্থ একাকী কোন মিসনরি লোক যে জাহাজে স্থিত তাহার সহকারি ব্যক্তির আগমনের

Digitized by Google

অপেক্ষাতে বহু দিনাবধি থাকে, যদি সেই জাহাজ আসিতে দেখে, তবে তাহার মন যেরূপ হয়, তাহা কে না বুঝিতে পারে? তিনি আহ্লাদ পূর্ব্বক অবশ্যই তাহাকে আলিঙ্গন করেন। বহিমিয়া ভ্রাতৃগণ লূথরের বিষয়ে এবং মণ্ডলী শোধনার্থে তাঁহার বলবৎ চেষ্টার সম্বাদ যখন প্রথমতঃ পাইল, তখন তাহারা ঐ মিসনরির মত ছিল। দেখ, ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা এই জগতে চেষ্টা করিয়া আপনাদের ন্যায় খ্রীষ্টীয়ান লোক পাইয়াছিল না। অতি শাঘ্র অর্থাৎ ১৫১৯ শালে কয়েক জন কালিক্স্তাইন ধর্ম্মাধ্যক্ষ লূথরকে স্থিরতর ও সহিষ্ণু থাকিতে প্রবৃত্তি দিয়া তাঁহার ধর্ম্মের সত্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট এক পত্র পাঠাইয়াছিল। তাহার প্রত্যুত্তরে লূথর্ যে সত্য ধর্ম্ম তাহারা জ্ঞাত হইয়াছে, তাহাতে স্থির থাকিতে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিলেন। এবং তাহারা সুস্থির থাকিবার মিথ্যা আশয়ে যদি রূমীয় মণ্ডলীতে পুনরায় প্রবিষ্ট হয়, তবে যোহন হস্ ও প্রেগ নগরীয় যিরোমের রক্তপাত জন্য দোষী হইবে, ইহাও চেতনা দিয়া বলিলেন। বহিমিয়া ভ্রাতৃগণ লূথরের সহিত মিলন করিতে ইচ্ছুক হইল বটে, কিন্তু তাহারা আপনাদের মণ্ডলীর শাসনের বিষয়ে কিছুমাত্র পরিবর্ত্ত করিতে চাহিল না; এবং লূথর্ জের্ম্মাণী প্রতেস্তান্ত লোকদের মধ্যে তাহাদের শাসনের রীতি স্থাপনের চেষ্টা করিতে চাহিল না; তাহাতে পরস্পরের মেল হইতে পারিল না। জের্ম্মানীয় তাবৎ প্রতেস্তান্ত মণ্ডলীর মধ্যে আপনাদের শাসনের রীতি স্থাপন হইতে পারে কি না, তাহা স্থির

Digitized by Google

জানিতে ভ্রাতৃগণ অবশেষে ১৫৪২ শালে লূথরের নিকট আর এক বার লোক পাঠাইল। যোহন অগস্তা ও জর্জ ইশ্রায়েল এবং অন্যান্য লোকেরা এই বিষয়ে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহারা প্রেমভাবে সংভাষিত হইয়া বলিল, যে "বহিমিয়া ও মোরেবিয়া দেশের হুসাইত লোকদের মধ্যে লূথরের তাবৎ বিধি অধিক চলিত হইতেছে"। তাহারা ইহাও বলিল, "মণ্ডলী শাসনের বিষয়ে কোন বিধি না পাওয়াতে আমাদের মণ্ডলীস্থ লোকেরা এই বিষয়ে মনোযোগ করে না, বাস্তবিক সেই উপযুক্ত শাসনের বশীভূত হইতে ইচ্ছুক না হওয়াতে অনেকেই পৃথক হইয়াছে"। অতএব তাহারা লূথরকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, "লোকেরা শাসনের বিষয়ে এই রূপ অবাধ্য হওয়াতে তোমার মনোযোগ করা কি উচিত নহে?" লূথর প্রত্যুত্তর করিলেন, "পাপার মতের মূল যে কল্পিত রীতি ও মনের পরাধীনতা, কেবল তাহা সংপূর্ণ রূপে উৎপাটিত হইলেই পাপার মত উৎপাটিত হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণকার লোকেরা বিপরীত বুঝে, অর্থাৎ মুক্তি অমনি হয় বলিয়া কিছুমাত্র মানে না, ইহা প্রকাশিত হওয়াতে মণ্ডলীর শাসন পুনঃস্থাপন করিয়া এই ভ্রান্তিরও যথা শক্তি দমন করা কর্ত্তব্য নিশ্চয় বুঝিয়া আমি ও আমার ভ্রাতৃগণ যত পারেন, তত শীঘ্র এই বিষয়ে মনোযোগ করিতে মনস্থ করিতেছে।" তখন লূথর বন্ধুতাভাবে তাহাদিগকে দক্ষিণ হাত দিয়া বিদায় করিয়া বলিলেন, "তোমরা বহিমিয়া দেশীয় লোকদের মধ্যে প্রেরিতের ন্যায় হও। আমি এবং

Digitized by Google

আমার সহকারি লোক আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে উন্নত হইতে চাহে। আপনার জন্মদেশের মধ্যে যেখানে তোমরা সুযোগ পাইবে, সেই খানে সাধ্য পর্য্যন্ত যীশু খ্রীষ্টের কর্ম্ম করিতে যত্নবান হও। এবং পরমেশ্বর আমাদিগকে যেরূপ শক্তি দেন, তদনুসারে আমরাও এখানে উন্নত করিব"।

জের্ম্মানী দেশের রাজাধিরাজ সাক্সন দেশীয় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণার্থে যে সৈন্যদল প্রস্তুত করিতেছিলেন, বহিমিয়া ভ্রাতৃগণেরা তাহার মধ্যে ভর্ত্তি হইতে অনিচ্ছুক হওয়াতে ১৫৪৭ শালে পুনরায় তাড়না উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে প্রধান২ লোক কারাবদ্ধ, আর কেহ২ প্রহারিত, ও কোন লোকের জরিবানা, এবং কেহ২ খড়্গেতে হত, আর কেহ২ বা দেশহইতে বহিষ্কৃত হইল, এবং মণ্ডলীভুক্ত লোক ও ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা শক্ত-রূপে তাড়িত হইল। ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে পর্ব্বতে ও গহ্বরে লুক্কায়িত থাকিতে হইল; এবং তাহাদের শত্রুরা উহাদিগকে ধরিতে যথা শক্তি চেষ্টা করিল। তাহাদের মধ্যে পৌল বোসাঙ্গ নামক এক ডিকন ধৃত হইয়া কারাবদ্ধ হইলেন। তিনি সেখানে মুক্তি পাইবার কারণ দৃঢ়রূপে প্রার্থনা করাতে সেই ঘরের দেওয়ালে বদ্ধ একটা শাবলের প্রতি মনোযোগ করাইতে এক পূজনীয় ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিলেন। স্বপ্নে যেখানে ঐ শাবল দেখিয়াছিলেন, জাগ্রত হইয়া সেই স্থানে তাহা পাইলেন, এবং তদ্দ্বারা গবাক্ষ এমনি বড় করিলেন, যে তাহাদিয়া পলায়ন করিতে পারিলেন। পরে তিনি ঐ কর্ম্মে শ্রান্ত

Digitized by Google

প্রযুক্ত নিদ্রিত হইলেন। "তাহাতে তুমি যদি নিকটস্থ তাড়না কারিদের হস্তহইতে রক্ষা পাইতে চাও, তবে এই সময় সত্বর হও," এই চেতনা দ্বিতীয় স্বপ্নে পাইয়া জাগ্রত হইয়া ঐ গবাক্ষ দিয়া গড়খানায় নামিলেন। এবং স্বপ্নে যে রূপ দেখিয়াছিলেন, সেই রূপ বাগান ও গড়ের বহির্দ্বার মুক্ত পাইয়া সেখানহইতে বাজারের একটা শূন্য দোকান ঘরে লুকাইয়া থাকিলেন। সেখানেও তিনি পুনর্ব্বার নিদ্রিত হইলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে পুনরায় তাহাকে জাগাইয়া বলিলেন, "তুমি কেন এখানে থাক? তুমি কি জান না, যাহারা কারাগারহইতে পলায়ন করে, তাহাদিগকে ধরিতে লোকেরা ধাবমান হয়?" ইহা তাঁহার বোধ হইল। তখন তিনি হঠাৎ সেই নগর ত্যাগ করিয়া রুষিয়া দেশে পলায়ন করিলেন, এবং সেই স্থানে ১৫৫১ শালে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। দেখ, পরমেশ্বর বিশেষ বিপদ সময়ে এই রূপ বিশেষ উপায় করেন। এবং "যখন যেমন দশা, তখন তেমন তোমার শক্তি হইবে," ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞাতে যাহারা বিশ্বাস করে, ঈশ্বর যখন উপযুক্ত বুঝেন, তখন অদ্ভুত উপায়দ্বারা ও তাহাদিগকে রক্ষা করেন।

পূর্ব্বোক্ত জর্জ ইশ্রায়েল নামক ধর্ম্মাধ্যক্ষও কারাবদ্ধ হওয়াতে তাঁহার মোচনার্থে প্রায় এক হাজার টাকা তাঁহাকে চাহিল; তাহাতে তাঁহার মণ্ডলীস্থ লোক এবং বন্ধুরা ঐ টাকা দিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া বলিলেন, "আমার মুক্তি যে সম্পূর্ণ রূপে একেবারে যীশুর রক্তেতে ক্রীত হইয়াছে; সেই প্রচুর।

রূপা কি সোণাদ্বারা মুক্তির কোন আবশ্যক নাই; তোমরা আপনাদের টাকা রাখ। তোমাদিগকে পলায়ন করিয়া যেখানে যাইতে হইবেক, সেখানে টাকার আবশ্যক হইবেক। ঐ সময়ে পরমেশ্বর দৈবযোগে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। দেখ, তিনি কাগজ এবং দুয়াত্ হাতে লইয়া কানে কলম গুঁজিয়া মুহরীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক দিনেতেই সৈন্যদের মধ্যদিয়া কারাগারহইতে পলায়ন করিয়া পোলাণ্ড দেশে গেলেন। যোহন অগস্তা নামক এক বৃদ্ধ ধর্ম্মোপদেশক তাঁহার সঙ্গে ধৃত হইয়া বদ্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহার উপর যে মিথ্যাদোষ দিল, তাহা স্বীকার করণার্থে তাড়নাকারিরা তাঁহাকে তিন বার রাক যন্ত্রে যন্ত্রিত করিল, এবং অনেক বার প্রহার করিল। আর তাঁহার দিনপাতের জন্যে কেবল অতি অল্প রুটী ও জল দিল। যদ্যপি তাহাতে তাহারা কৃতকার্য্য না হইল, তথাচ ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাকে কারাগারে রাখিল। কিন্তু তাঁহার এমন সদ্ব্যবহার ও দৃঢ় এবং সিদ্ধ প্রার্থনা ছিল, যে অবশেষে তাহাতে তাড়নাকারিদের মন পরিবর্ত্ত হইল।

সেই সময়ে পোসেন্ নগরে বহিমিয়া ভ্রাতৃগণের এক মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছিল, এবং ১৫৫১ শালে তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মোপদেশ দিবার কারণ জর্জ ইশ্রায়েল ঐ স্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ঐ লোকদের প্রতি শত্রুদের অতিশয় দ্বেষ থাকাতে তিনি ১৫৫৩ শালেও ঘোষণা করিতে সাহসী না হইয়া কেবল লোকদের ঘরে সভা করিয়া গুপ্তরূপে উপদেশ দিলেন। যাহাদের উপর

Digitized by Google

সন্দেহ জন্মে,তাহারা যেন ভিতরে না আইসে,এই আজ্ঞা দিয়া কয়েক জন বিশ্বাসি লোককে ঘরের দ্বারে রাখিল। এবং পাছে পথিক লোকেরা ধর্ম্মোপদেশকের কথা এবং সেই ক্ষুদ্র দলের গানের শব্দ শুনিতে পায়, এই জন্যে তাহারা সেই শব্দের বহির্গমন নিবারণার্থে শয্যা ও বালিশদ্বারা তাবৎ গবাক্ষ দ্বার রুদ্ধ করিল। কিন্তু পোসেন নগরে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ইস্‌বিন্‌স্কি ঐ গুপ্ত সভার অনুসন্ধান পাইয়া জর্জ ইশ্রায়েলকে ধরিয়া দিবার কারণ চল্লিশ জন লোককে বেতন দিতে স্বীকার করিল। ঐ জর্জ ইশ্রায়েল ঈশ্বরে ভরসা রাখিয়া নগরহইতে পলায়িত কি লুক্কায়িত না হইয়া আপন কর্ম্মার্থে পথ দিয়া যদ্যপি যাতায়াত করিতেন, তথাচ তিনি আত্মরক্ষার্থে বুদ্ধির কৌশলে নানা উপায় করিতেন। অর্থাৎ কখন অমাত্য, আর কখন গাড়োয়ান,ও কখন বা পাচক, আর কখন মিস্ত্রীলোক,এইরূপ অনেক বার বেশ ধারণ করিয়া যখন আপন বিশ্বাসি ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তখন পথের মধ্যে ঐ বেতনগ্রাহি দুষ্টদিগকে কখন ২ দেখিতে পাইতেন। কিন্তু তাঁহার শত্রুদের চক্ষু রুদ্ধ হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। পোসেন, নগরীয় ঐ ভ্রাতৃগণের মধ্যে যাহারা মরিল, লোকদের অত্যন্ত ঈর্ষা প্রযুক্ত তাহাদের কবর হইল না। এই জন্য তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে আপন শরীর পুষ্করিণীর গম্ভীর জলে ডুবাইয়া রাখিতে বলিলেন।

১৫৬৫ শালে বহিমিয়া দেশের মহা বিচারকর্ত্তা যোয়েকিম্‌ বন্‌ নিউহৌস্‌ নামক ব্যক্তি ঐ দেশীয় ভ্রাতৃ-

Digitized by Google

গণের নষ্ট করণার্থে লিখিত ব্যবস্থাতে মাক্‌সিমিলিয়ান মহারাজার স্বাক্ষর করাইতে আপন সঙ্গী ও সৈন্যদের সহিত বিএন নগরে যাইতেছিলেন। কিন্তু "তোমরা পরস্পর যে পরামর্শ কর, তাহা বৃথা হইবে; আর যে কথা কহ, তাহা স্থির হইবে না, কেননা পরমেশ্বর আমাদের সঙ্গী আছেন," এই কথা যে যিশয়িয়ের ৮ অধ্যায়ের ১০ পদে লিখিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ হইল। কেননা ঐ বিচারকর্ত্তা রাজার সহী পাইয়া বহিমিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবার কারণ যাত্রা করিলেন। বিএন নগরের নিকটবর্ত্তি দানুব নদীর উপরে যে কাষ্ঠময় শাকো ছিল, তাহার উপর দিয়া তিনি ও তাঁহার অশ্বারোহি লোকেরা যখন যাইতেছিল, তখন ঐ শাঁকোর প্রধান কড়িকাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া গেল। তাহাতে নদীর মধ্যে পতিত হইয়া প্রায় তাবতেই ঐ মহাবিচারকর্ত্তার সহিত ডুবিয়া মরিল। কিন্তু ছয় জন অশ্বারোহী এবং যুবা এক প্রধান লোক সাঁতার দিয়া রক্ষা পাইল। সেই প্রধান ব্যক্তি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ঐ দুর্ঘটনার বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছি, ইহা বুঝিয়া তিনি ঐ ঘটনার কিঞ্চিৎকাল পরে সেই ভ্রাতৃগণের মণ্ডলীতে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি যখন প্রাণ রক্ষার্থে সাঁতার দিতেছিলাম, তখন মহাবিচারকর্ত্তাকে নদীর উপর ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার গলাতে স্থিত সোণার গোটে ধরিয়া নৌকা আসা পর্য্যন্ত তাঁহাকে ছাড়িলাম না। কিন্তু যখন জলহইতে তোলা গেল, তখন সে মরিয়াছে।

Digitized by Google

এবং যে সিন্ধুকে সেই লিখিত কঠিন ব্যবস্থা ছিল, তাহা কোথায় গেল, খুজিয়া পাওয়া গেল না"।

তৎকালে ঐ বহিমিয়া ভ্রাতৃগণের মণ্ডলীর বিষয়ে যাহা ইতিহাসগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা অতিরমণীয়। ১৫৫৯ শালে একজন প্রতেস্তান্ত ধর্ম্মাধ্যক্ষ উহাদের বিষয়ে এইরূপ লিখেন। " ভ্রাতা ও পিকার্ড এবং ওয়ালদেন্সস নামে বিখ্যাত লোক বহিমিয়া দেশে আছে। তাহাদের মধ্যে ভারি ভোজ ও নাচ এবং তাসও পাশা খেলা করিতে বারণ আছে, এবং যাহারা দুই তিন বার চেতনা পাইয়া এই বিধি লঙ্ঘন করে, তাহারা মণ্ডলীতে অগ্রাহ্য হয়। আর তাহারা যে পর্য্যন্ত প্রকাশ রূপে এই বিষয়ে খেদ পূর্ব্বক দোষ স্বীকার না করে, সে পর্য্যন্ত মণ্ডলীতে গ্রাহ্য হয় না। কর্ম্ম করিবার দিনে তাহারা সকলেই অত্যন্ত শ্রম করে, কিন্তু রবিবারে ঈশ্বরের কথাতে ধর্ম্ম বৃদ্ধি করণার্থে সকলে একত্র হয়। আর আমাদের অনেক২ ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধর্ম্মশাস্ত্র যে রূপ জানে, তাহাদের মধ্যে অনেক সামান্য লোক তাহাহইতে অধিক জানে। পীড়িত লোকদিগকে শিক্ষা দান ও সান্ত্বনা ও সেবা করিতে তাহাদের মধ্যে কয়েক জন নিযুক্ত থাকে। আমাদের মধ্যে কি এমন রীতি আছে?" আর এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই রূপ লিখেন। "আমি ১৫৮১ শালে স্ত্রাসবর্গ নগরহইতে পোলাণ্ড দেশে আপন ঘরে ফিরিয়া যাইবার কালে বোলেস্‌ল ও প্রেগ নগরের ভ্রাতৃগণকে দেখিবার মানসে পথ ভাঙ্গিয়া বহিমিয়া দেশে গিয়াছিলাম। সেই সময়ে যে যোহন কালেফ্ নামক ব্যক্তি

Digitized by Google

তাহাদের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,তাঁহাকে এবং তাঁহার তাবৎ লোককে দেখিবামাত্র ধার্ম্মিক বোধ হইল। পরে আমি তাঁহাদের তাবদ্বিষয়ে মনোযোগ করিলাম। এবং তাঁহাদের দশা ও রীতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন আমি যে ইফিস কিম্বা খিষলনীকী মণ্ডলীতে আসিয়া প্রাথমিক খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে আছি, আমার এমন বোধ হইল। প্রেরিতদের পত্রে, এবং পিতা নামে প্রসিদ্ধ যে প্রাথমিক ধর্ম্মাধ্যক্ষ, তাহাদের গ্রন্থে আমরা যে রূপ পাঠ করিয়া থাকি, সেই রূপ আমি আপনার কাণে শুনিলাম ও আপন চক্ষুতে দেখিলাম''।

১৬১৯ শালে পালাতীনেট দেশের কর্ত্তা ফ্রেদরিককে বহিমিয়া দেশের রাজত্বে মনোনীত করা ৩০ বৎসর ব্যাপি যুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল। এবং ঐ রাজা দ্বিতীয় ফের্দিনাণ্ড নামক মহারাজার আক্রমণ নিবারণ করিতে না পারাতে বহিমিয়াদেশীয় যে প্রতেস্তান্ত লোকেরা মহারাজার বিরুদ্ধে ঐ ব্যক্তিকে রাজত্বপদে নিযুক্ত করিতে সম্মত হইয়াছিল,বিশেষতঃ তাহাদের প্রতি মহারাজার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। তাহাদের ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা প্রথমতঃ প্রেগ নগরহইতে এবং কিছু কাল মধ্যেই বহিমিয়া ও মোরেবিয়া দেশের তাবৎ স্থানহইতে দূরীকৃত হইল। ধর্ম্মজল প্রোক্ষণ দ্বারা তাহাদের মণ্ডলী শোধন করা গেল। তাহাদের পুলপীতকে এবং যে মেজের উপরে প্রভুর ভোজনীয় সামগ্রী রাখা যাইত, তাহাকে বেত্র প্রহার দ্বারা শাজা দিল, এবং প্রভুর ভোজনীয় পাত্র অগ্রাহ্য হইল। তাহাদের তাবৎ ধর্ম্মপুস্তক এবং গাড়িং

অন্যান্য তাবৎ গ্রন্থ ফাঁসি দিবার স্থানে দগ্ধ হইল। আর তাহাদের মৃত শরীর কবরহইতে তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। অনেকেই ধর্ম্মার্থে মৃত ধার্ম্মিকদের ন্যায় বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। আর কেহ ২ কারাগারে বদ্ধ কিম্বা প্রহারিত এবং লুটিত সম্পত্তি হওয়াতেও দুঃখ বোধ না করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অন্যান্য দেশে গেল। প্রায় তাবৎ বিশিষ্ট লোক বহিস্মিয়া দেশ ত্যাগ করিল। এবং সামান্য লোকের ৩০ হাজার পরিবার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া লুজেতিয়া ও সাক্সন এবং ব্রানদেনবর্গ ও প্রুষিয়া ও পোলাণ্ড ও হঙ্গেরি এবং ত্রান্সিল্বেনিয়া দেশে গেল। কিন্তু সেই ২ স্থানে অনেক দুঃখ ভোগ করাতে তাহাদের অধিকাংশ লোক মরিয়া গেল। আমোস কোমীনীয়স নামক তাহাদের এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ এই ঘটনার বিষয়ে এই রূপ লিখেন, "ঝড় এবং রাত্রিকালের বন্যাতে যেমন সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের ইচ্ছাতে প্রাচীন এবং রোপিত সুন্দর বাগান রূপ যে তাহাদের মণ্ডলী, সে সমূলে উৎপাটিত হইল। তাহার ইচ্ছাতে তাহাদের প্রধান লোক বদ্ধ হইল, এবং ধর্ম্মাধ্যক্ষের রক্ত জলের ন্যায় বহিয়া গেল। যে শত ২ মণ্ডলীদ্বারা তাহাদের অন্তঃকরণে আহ্লাদ জন্মিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটাও রহিল না। মেষপালকদের ন্যায় তাহাদের ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা আপনাদের স্থান হইতে দূরীকৃত হইল। এবং লোমচ্ছেদন প্রযুক্ত শীতার্ত্ত মেষের ন্যায় মণ্ডলীস্থ লোকেরা বেতনগ্রাহি ধর্ম্মাধ্যক্ষের হস্তে সমর্পিত হইল। যাহারা এই তাড়নাহইতে রক্ষা

Digitized by Google

পাইল, তাহারা আপন২ দেশহইতে বহিষ্কৃত হওয়াতে ছিন্ন ভিন্ন হইল। আমি এবং পোলাণ্ড দেশীয় আমার এক জন সঙ্গী আছে, এই দুই জন ছাড়া প্রায় মণ্ডলীর তাবৎ ধর্ম্মোপদেশক ও ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও তত্ত্বাবধারক ও সহকারি লোক লুপ্ত হইয়া গেল।

এই রূপ হওয়াতে বহিমিয়া দেশে ভ্রাতৃগণের মণ্ডলীর কেবল কয়েক জন গুপ্তভাবে থাকিল। তাহারা অতি আপদ বিপদের সম্ভাবনা প্রযুক্ত কেবল রাত্রিকালে ভূমি নীচস্থ গৃহে এবং গহ্বরে ঈশ্বরের সেবার্থে সভা করাতে ধর্ম্মের বিষয়ে তাহাদের পরস্পরের সাহস বৃদ্ধি হইল।

তাহাদের মধ্যে মোরেবিয়া দেশ জাত খ্রীষ্টীয়ান দায়ূদ নামক এক জন সূত্রধর লূজেতিয়া দেশে গিয়া জিন্‌জেনডর্ফ নামক এক কৌন্তের পরিচয় পাইল। ঐ কৌন্ত তাঁহাকে এবং তাঁহার কয়েক ভ্রাতাকে বের্থলড্‌সডর্ফ নামক আপন ভূমিতে বসতি করিতে অনুমতি দিল। তাহাতে ১৭২২ শালে তিনি ও তাঁহার কয়েক ভ্রাতা স্ত্রীপুত্রাদির সহিত আপন দেশ ত্যাগ করিয়া গুপ্ত পথ দিয়া ঐ কৌন্তের ভূমিতে পৌঁছিলে তাহার মধ্যে উহাদের জন্যে উচ্চ ভূমিস্থিত এক উপযুক্ত স্থান নিরূপণ করা গেল। সেই স্থানের নাম হূটবর্গ অর্থাৎ চৌকীর পর্ব্বত ছিল। সেই খ্রীষ্টীয়ান দায়ূদ সেই স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র কুড়ালি দ্বারা গাছে একটা চোট মারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "হে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর, তোমার বেদিতে চটক পক্ষী আশ্রয় ও খঞ্জন পক্ষী আপন ছা রাখিবার বাসা পাই-

Digitized by Google

য়াছে"; দায়ূদের ৮৪ গীত। এবং জুন মাসের ১৭ দিনে আপনাদের বাসের কারণ ঘর নির্ম্মাণ করিতে প্রথমতঃ গাছ কাটিল। সেই বসতির নাম হের্নহূট অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রহরা হইল। সেই স্থানে ঈশ্বর তাঁহাদের প্রতি মনোযোগ করিবেন এবং তাহারা ঈশ্বরের সেবাতে মনোযোগী হইবে, এই জন্যে ঐ রূপ নাম দেওয়া গেল। মোরেবিয়া দেশহইতে অন্য ভাই লোকেরা ঐ স্থানে উপস্থিত হওয়াতে হের্নহূট এমন বৃদ্ধি পাইল, যে ১৭২৪ শালের মে মাসের ১২ দিনে সভা ও কর্ম্ম করণার্থে তাহাদের গৃহের বুনিয়াদ স্থাপন করিতে হইল। তাহারা যে ঐ সময়াবধি অগস্বর্গ নামক পত্র স্বীকারক ভ্রাতাদের পুনর্ম্মিলিত সত্য বিশ্বাসি দল নামে বিখ্যাত হইল, তাহার আরম্ভ এই রূপে হইল। তাহারা স্বদেশের পুরাতন রীত্যনুসারে কর্ম্ম চালাইল। এবং ১৭২৭ শালের অগস্ত মাসের ১৩ দিনে প্রভুর স্মরণার্থক ভোজনের সময়ে সেই মণ্ডলীর উপরে ধর্ম্মাত্মা এমনি স্পষ্ট ও বাহুল্যরূপে নামিলেন, যে সেই সময়াবধি ঐ দিন তাহাদের স্মরণীয় তাবদ্দিনাপেক্ষা প্রধান বলিয়া প্রতি বৎসর মান্য হইল। ১৭৩২ শালে জিন্‌জের্ডফ্ নামক ঐ কৌন্ত হের্নহূট নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হওয়াতে বের্লিন নগরের জাব্‌লন্‌স্কি নামক প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ দ্বারা ঐ ভ্রাতৃগণের মণ্ডলীর প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন। এবং যে নূতন মণ্ডলী অল্প দিনের মধ্যে জের্ম্মাণী ও অন্যান্য দেশে ব্যাপ্ত হইল, সেই মণ্ডলীর সেবা করণার্থে তিনি তৎকালাবধি

Digitized by Google

মরণ কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৭৬০ বৎসর পর্য্যন্ত সংপূর্ণ রূপে আপনাকে সমর্পণ করিলেন। জের্ম্মাণী ও হলাণ্ডও ইংলাণ্ড ও দেন্মার্ক এবং রুষিয়া দেশে যাহারা হের্নহূট স্থানের ন্যায় বসতি করিল, তাহাদের বিধি ও শাসনের রীতি সমান থাকাতে এবং ঐ স্থানের মত ধর্ম্মাধ্যক্ষের বশীভূত থাকাতে তাহারা সকলেই আজি পর্য্যন্ত দৃঢ়-রূপে বদ্ধ ও সংযুক্ত আছে। এবং সহস্র২ খ্রীষ্টীয়ান লোক যদ্যপিও ঐ সকল বসতির দূরে থাকে, তথাচ তাহারা উহাদের ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ে বোধ পাইয়া প্রেম ভাবে মিলিত হয়। এই মণ্ডলীর বিষয়ে এবং সাংসা-রিক লোক কর্ত্তৃক তাড়িত ও তুচ্ছীকৃত ঐ মণ্ডলীস্থ লোকদের ব্যবহার ও ক্রিয়ার বিষয়ে চিন্তা করিলে আমরা সন্তুষ্ট হই বটে। কিন্তু তাবৎ প্রকার মণ্ডলীস্থ লোকদের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মাত্মা দ্বারা পুনর্জাত হইয়া যাথার্থ্য প্রাপ্তির কারণ অন্তঃকরণ দিয়া যীশুতে বিশ্বাস করে, লোকদের অগোচর হইলেও কেবল তাহারাই যে সত্য মণ্ডলী, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। কেননা যে সকল মণ্ডলী, বিশ্বসনীয় নীতি ও শাসন ও ব্যবহারের বিষয়ে অন্য মণ্ডলী অপেক্ষা সত্য মণ্ডলীর ন্যায় হইয়াছে, সেই সকল মণ্ডলীও এই২ বিষয়ে কলঙ্ক কি দোষ রহিত নহে, এবং সেই২ মণ্ডলীর মধ্যে অনেক নাম মাত্র খ্রীষ্টীয়ানও পাওয়া যায়।

Digitized by Google

অষ্টম খণ্ড।

১৫১৭ শাল অবধি ১৮৩৫ শাল পর্য্যন্ত দেশ দেশান্তরে সুসমাচার প্রচার করণের সংক্ষেপ বিবরণ।

কোন এক ব্যক্তি বহু বৎসরের পর আপনার প্রশস্ত বাগানে উপস্থিত হইয়া তাহা অমনি পতিত থাকাতে কাঁটা ও শিয়াল কাঁটাতে পরিপূর্ণ দেখিয়া, জঙ্গল কাটিয়া ঐ বাগান না বাড়াইয়া প্রথমতঃ পরিষ্কার পূর্ব্বক অবশ্য পুর্ব্বের মত শোভান্বিত করিতে চেষ্টা করে। তৎকালে মণ্ডলী শোধনকারিদের দশা সেই ব্যক্তির মত ছিল। ১০০০ শালাবধি মণ্ডলীতে যে২ মন্দ রীতি জন্মিয়াছিল, তাহার দূর করণে ব্যগ্রতা প্রযুক্ত অসংখ্য দেবপূজকদের মনঃপরিবর্ত্তনার্থে চিন্তা করিতেও মণ্ডলী শোধনকারিদের প্রায় অবকাশ ছিল না। "এই বিষয়ে আমি অতিশয় ভাবিত আছি," ইহা লূথর্ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তৎকালে তাহার সিদ্ধি করণার্থে কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সাক্সন্-গোথা দেশের ডিউক ধার্ম্মিক অর্নেস্ত নামে বিখ্যাত এক ব্যক্তি লূথরের মত অন্যান্য দেশে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি রুষিয়া দেশে লোকদের কারণ লূথরের মতানুসারে ঈশ্বরের সেবা করিতে অনুমতি পাইলেন। এবং আণ্টিয়োখ নগরে পেট্রিয়ার্ক অর্থাৎ সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের সহিত পত্র লেখা লেখি করিলেন। আর আবিসিনীয়া দেশে যাইবার কারণ এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষকে ১৬৬৩ শালে মিসর্ দেশে পাঠাইলেন; এবং আবিসিনীয়াদেশীয় মহারাজার সহিত সংপ্রীতি

Digitized by Google

রাখিবার মানসে কিছু দিন আপন রাজধানীতে আবা গ্রেগরিয় নামক ঐ দেশীয় এক ব্যক্তির আতিথ্য করিলেন। কিন্তু এই সকল কর্ম্ম করাতেও তিনি বড় কৃতকার্য্য হইলেন না। দেবপূজকদের দেশে মঙ্গল সমাচার প্রচার করণার্থে জের্ম্মানী দেশে জস্তিনিয়ন বন ওয়েল্জ নামক বারণ দ্বারা প্রথমতঃ এক সভা স্থাপিত হইল। তিনি ১৬৬৪ শালে রাটিস্‌বন নগরের সভাস্থ প্রতেস্তান্ত লোকদিগকে দেবপূজকদের মনঃপরিবর্ত্তন বিষয়ক কয়েক নিবেদন করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা বিফল হওয়াতে তিনি আপন বন্ধুলোকদের মধ্যে এক মিসনরি সোসাইটি স্থাপন করিয়া তাহার কারণ নিজেহইতে ২৮৮০০ টাকা দিলেন। এবং মিসনরিদের শিক্ষার কারণ বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। অবশেষে তিনি আপনি ধর্ম্মাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া কয়েক ধর্ম্মাধ্যক্ষের সঙ্গে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দেশে গিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দেবপূজকদের মধ্যে কালক্ষেপণ করিলেন। পূর্ব্বে ব্রাজিল দেশের লোকদের নিকটে মঙ্গল সমাচার প্রচার করণার্থে ফ্রান্স দেশে এই রূপ চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কিছু মাত্র ফল দর্শিল না।

বিদেশি লোকদিগের মধ্যে মঙ্গল সমাচার প্রচার করণের জন্যত এক সোসাইটি ১৬৯১ শালে ইংলাণ্ড দেশে স্থাপিত হইল। এবং ১৭০০ শালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বৃদ্ধ্যর্থে অন্য এক সোসাইটি স্থাপিত হইল। আর ১৮০০ শালের পূর্ব্বে দেনিস্‌ নামক এক মিসনরি সোসাইটি স্থাপিত হইল। সেই সোসাইটি আপন ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে ত্রাঙ্কুইবার

দেশে প্রেরণ করিলেন। মিসনরিদের ইতিহাস গ্রন্থে জিয়েগেনবাল্গ এবং সুয়ার্ৎস, এই দুই ব্যক্তির নাম অবশ্য সর্ব্বদা স্মরণীয়। ১৭২১ শালে হান্স এগিদি নামক এক জন দেনিস্ মিসনরি যীশুর প্রেমে আকর্ষিত হইয়া গ্রীনলাণ্ড নামক বরফময় দেশে গিয়া যীশুর যে মণ্ডলী ঐ স্থানে কয়েক শত বৎসরাবধি পতিত হইয়াছিল, তাহা পুনঃ স্থাপন করিলেন। যোহন এলিয়ট এবং দায়ূদ ব্রেনর্দ নামক দুই ব্যক্তি প্রেরিতের ন্যায় যত্নবান হইয়া উত্তর আমেরিকা দেশের জঙ্গলীয় লোকদিগকে শিক্ষা দিলেন।

হের্নহূট স্থিত ভ্রাতৃগণের নূতন মণ্ডলীর মধ্যে কিছু কাল বাদে বিদেশীয় লোকদিগকে মঙ্গল সমাচার জানাইতে বিশেষ উদ্যোগ হইয়াছিল। দেখ জিন্জেন্ডর্ফ নামক এক কৌন্ত সাধু থোমা নামক দ্বীপহইতে আগত এক জন ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া কাফিরি লোককে কোপেন্হেগেন নগরে দেখিতে পাইলেন। তাহাতে ঐ দ্বীপস্থিত তাহার ভগিনী যে মঙ্গল সমাচার শুনিয়া আহ্লাদিত হইত, ইহা ঐ ব্যক্তির মুখে শুনাতে ঐ কৌন্ত যখন হের্নহূত স্থানে পৌঁছিলেন, তখন দেবপূজক লোকদের দুর্দ্দশার বিষয়ে চিন্তা করিতে ভ্রাতৃলোকদিগকে প্রবৃত্তি দিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কতক ভ্রাতারা ধর্ম্মবিষয়ে অত্যন্ত উদ্যোগী হইয়া দেবপূজারূপ অন্ধকারহইতে অন্যান্য লোকদিগকে মুক্ত করণার্থে কোন উপায়দ্বারা আপনাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। এই কারণ এই সুযোগ ঐ সময়ে উপস্থিত হওয়াতে তাহারা

Digitized by Google

আহ্লাদিত হইল। অতএব ১৭৩২ শালে আগষ্ট মাসের ২১ দিনে তাহাদের মধ্যে লেয়োনার্দ দোবর এবং দায়ূদ নিচ্‌মন নামক মোরেবিয়া দেশীয় দুই ব্যক্তি সাধু থোমা নামক দ্বীপস্থ কাফিরি লোকদিগকে শিক্ষা দিতে প্রেরিত হইল। পরে ১৭৩৩ শালের জানোয়ারি মাসের ১৯ দিনে খ্রীষ্টীয়ান দায়ূদ এবং মাথিউ স্তাখ্ খ্রীষ্টীয়ান স্তাখের সঙ্গে গ্রীনলাণ্ড দেশে গেল। আর এক বৎসর পরে উত্তরামেরিকা দেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা দিতে কয়েক ধর্ম্মাধ্যক্ষ প্রেরিত হইল। ১৭৩৫ শালে দক্ষিণা-মেরিকার অন্তঃপাতি সুরিনাম এবং বের্বিস্ নামক দেশে এবং ১৭৩৬ শালে আফ্রিকার দক্ষিণ অঞ্চলস্থ হট্টেণ্টট্ লোকদের নিকটে কয়েক জন গেল। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বৃদ্ধি করণার্থে ঐ সাধারণ সরল ভ্রাতাদের কি পর্য্যন্ত উদ্যোগ ছিল, তাহা জানাইবার কারণ এই কথা লিখি-লাম। তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রেরিত হইল, তাহারা সামান্য শিল্পকর ও কৃষক ছিল; এই কারণ তাহাদের অনেক দ্রব্যের আবশ্যক ছিল না, এবং নানা প্রকার দুঃখ সহ্য করাও তাহাদের অভ্যাস ছিল। আর তা-হারা যে২ স্থানে প্রেরিত হইত, সেই সকল স্থান নিকট-বর্ত্তি কি দূরবর্ত্তি জলপথগম্য কি স্থলপথগম্য এবং অতি গ্রীষ্ম কি অতি শীত হউক, তদ্বিষয়ে ভাবিত হইত না। তাহারা বৃহৎ কল্পনা কি অধিক আশা করিত না; কেননা যীশুর প্রতি লোকদের মন লওয়ান তাহাদের অভিপ্রায় ছিল। এবং এক ব্যক্তির মনঃপরিবর্ত্ত করিতে তাহারা আপনাদের তাবদায়ুঃ ক্ষেপণ করিতে প্রস্তুত

Digitized by Google

ছিল। এই বিষয়ে তাহাদের যত্ন বরাবরি সমান ছিল। যদ্যপি পীড়াজনক ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দেশে অল্প দিনের মধ্যে বিশ জন প্রেরিত লোক মরিল, তথাচ হের্ন্‌হূট স্থিত মণ্ডলী তাহাদের স্থানে অন্য লোক নিযুক্ত করিতে ক্ষান্ত হইল না। যত লোকের আবশ্যক ছিল, পাঠাই-বার কারণ তত লোক পাওয়া গেল। এবং যদ্যপি ১৭৩২ অবধি ১৮৩২ শাল পর্য্যন্ত ১৯০ জন প্রেরিত লোক মরিয়াছে, তথাচ আজি পর্য্যন্ত ভ্রাতাদের মণ্ডলীর মধ্যে অনেক স্ত্রী ও পুরুষ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ার অন্তঃপাতি দেনিস্ দ্বীপের লোকদিগকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। ১৭৫২ শালে ঐ ভ্রাতারা জামেকা দ্বীপে, এবং ১৭৫৬ শালে আণ্টিগুয়া দ্বীপে মিসনরি লোককে প্রথমতঃ পাঠাইল। তাহারা ঐ দুই স্থানে অত্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছে। ১৭৭০ শালে তাহারা সমুদ্র কূলস্থ লাব্রাদর নামক অতিশীত দেশে গিয়া প্রথমতঃ বসতি করিল। এবং তৎকালে ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ার অন্তর্ব্বর্ত্তি ইংরাজেরদের কয়েক দ্বীপেও মিসনরি লোককে পাঠাইল।

ভ্রাতৃগণ যাহা২ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে তাহার একাংশ মাত্র। তাহারা পৃথিবীর চতু-র্দ্দিগে প্রেরিতদিগকে পাঠাইয়া যীশুর প্রেমরূপ অগ্নি সর্ব্বত্র প্রজ্বলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের চেষ্টা যদ্যপি অনেক স্থানে নিরর্থক হইল, তথাচ তাহারা ক্ষান্ত হইল না। তাহারা প্রথমেই সুইদেন দেশীয় লাপ্লাণ্ড লোক, এবং গিনে ও দক্ষিণ কারোলাইনা দেশস্থ কাফিরি লোক ও আল্‌জীর্স নগর নিবাসি খ্রীষ্টীয়ান বন্দি-

Digitized by Google

লোক, আর আমস্তর্দ্দাম নগরস্থ যিহূদীয় লোকদের নিকটে ধর্ম্মোপদেশকদিগকে পাঠাইয়াছিল। আর অন্যান্য প্রেরিতেরা লঙ্কা ও ত্রাঙ্কুইবার ও নিকোবার নামক বহুদ্বীপে এবং পার্শিয়া দেশস্থ গরাউ লোক, ও মিসর দেশস্থ কপ্‌টি লোকদের কাছে গেল; এবং তাহারা আবিসিনীয়া দেশেও যাইতে চেষ্টা করিল। এই সকল স্থানে এবং অন্যান্য কয়েক স্থানে ও কৃতকার্য্য হওনের আশা না থাকাতে তাহাদিগকে ঐ সকল স্থান ত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু তাহারা যে নিতান্ত কৃতকার্য্য হইল না, ইহা কে বলিতে পারে? ফলতঃ ঐ ভ্রাতারা ১৭৩২ শাল অবধি ১৮৩২ শাল পর্য্যন্ত দেবপূজক লোকদের মধ্যে ৭৪০ জন পুরুষ ও ৪৫৯ স্ত্রী লোককে পাঠাইল। এবং এখনে ৪২ স্থানে তাহাদের ২১৪ জন ধর্ম্মোপদেশক আছে। দেখ, ১০০ বৎসর পূর্ব্বে মোরেবিয়া দেশচ্যুত এক ক্ষুদ্র দল বিশ্বাস পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই কর্ম্ম ঈশ্বরের অনুগ্রহে এমনি সফল হইয়াছে, যে গ্রীন্‌লাণ্ড ও এস্কিমো এবং ইণ্ডিয়ান ও কাফিরি ও হটেণ্টট ও কাফর লোকদের মধ্যে ৪৫০০০ হাজার লোক এক্ষণে ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষদের নিকট শিক্ষা পাইতেছে।

মহাধর্ম্মাধ্যক্ষদের অধীন যে ইংরেজী মণ্ডলী, তাহা-হইতে পৃথকভূত মেথোদিস্ত নামক মণ্ডলীর লোকেরাও অনেক২ স্থানে ধর্ম্মোপদেশকদিগকে পাঠাইয়াছে। যা-হারা ঐ মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম যোহন ওয়েস্লি এবং জর্জ উইৎফীল্ড। ঈশ্বরের প্রতি

Digitized by Google

নিতান্ত রূপে মনঃপরিবর্ত্তনের আবশ্যক, এবং ঈশ্বরের প্রতি যে মন পরিবর্ত্ত হইয়াছে, তাহার প্রমাণার্থে সদাচার ও ব্যবহার করিতে হয়, এই কথা তাঁহারা লোকদিগকে দৃঢ় রূপে বলিতেন। পরে কয়েক বিশ্বসনীয় বিধির বিষয়ে তাহারা দুই জন এক প্রকার বুঝিতে না পারিয়া পৃথক দল করিলেন। যে ওয়েস্লি মতাবলম্বি লোকেরা নিয়মিত রূপে মিলিত হইয়া অল্প দিনের মধ্যে সহস্র ২ ও লক্ষ ২ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহারা বিশেষতঃ ইংলাণ্ডে ও উত্তরামেরিকা দেশে বাস করে। ঐ দলস্থেরা অন্যান্য দেশে অনেক ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে পাঠাইয়াছে। ১৭৯০ শালের পর ১৮০০ শালের মধ্যে বাপ্টিষ্ট মিসনরি সোসাইটী এবং লণ্ডন মিসনরি সোসাইটী স্থাপিত হইল। প্রথমে পূর্ব্বোক্ত সোসাটীর লোকেরা হিন্দুস্থানে, এবং শেষোক্ত সোসাইটীর লোকেরা ওতাহিত দ্বীপে মিসনরি লোকদিগকে পাঠাইল। এই দুই সংপ্রদায় অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং যে লণ্ডন মিসনরি সোসাইটী বিশেষতঃ স্বাধীন মণ্ডলীস্থ লোক দ্বারা প্রতিপালিত হয়, সেই সোসাইটীর মিসনরি লোক পৃথিবীর অনেক স্থানে, বিশেষতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া অর্থাৎ হিন্দুস্থানাদির নিকটবর্ত্তি দেশে ও দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যস্থ দেশে আছে। শেষোক্ত স্থানে ঈশ্বর তাহাদের কর্ম্ম অতি সফল করিয়াছেন। মহাধর্ম্মাধ্যক্ষের অধীন ইংরেজ মণ্ডলীর অনেক লোক তাহা দেখিয়া অল্প দিনের মধ্যে চর্চ্চ মিসনরি নামক সোসাইটী স্থাপন করিল। সেই সোসাইটীও পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে প্রেরিত লোকদিগকে পাঠাইল।

Digitized by Google

সাধারণ বাপ্টিষ্ট নামক মণ্ডলীস্থ লোকেরাও এক মিসনরি সোসাইটী স্থাপন করিয়াছে; সেই সোসাইটী উৎকল দেশে কৃতকার্য্য হইয়াছে। এই কর্ম্মের সাহায্যার্থে ইংলাণ্ডে ঐ সকল সোসাইটীর অনেক শাখা হইয়াছে; এবং ট্রাক্ট সোসাটীর সভাহইতে উৎপন্ন যে ব্রিটিস্ ও ফরেন্ বাইবেল সোসাইটী, সে ১৫০ অধিক ভাষাতে ধর্ম্মপুস্তক অনুবাদিত করিয়া কোটি২ নকল বিতরণ করে। এবং ঐ ট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা ৮০ অধিক ভাষাতে ধর্ম্মবিষয়ক ছোট এবং বড় অসংখ্য পুস্তক মুদ্রিত হইয়া বিতরণ হয়। এই দুই সোসাইটী দ্বারা তাবৎ মিসনরি সোসাইটীর অনেক উপকার হয়। অবশেষে জের্ম্মানী দেশীয় লোকেরা এই সকল উৎকৃষ্ট কর্ম্মের সহকারী হইতে প্রবৃত্ত হইয়া বাসিল ও বার্ম্মেন ও বের্লিন নগরে মিসনরি বিদ্যালয় ও মিসনরি সোসাইটী স্থাপন করিয়াছে। উত্তরামেরিকা দেশের অন্তঃপাতি ইউনাইটেড্ স্তেট্ নামক দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানেরাও ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয়ানদের মত এই বিষয়ে মনোযোগ করে। এবং ঈশ্বরের কথা শুনাতে তাবৎ মিসনরি সোসাইটীর যেমন উদ্যোগ আছে, তেমনি প্রায় সকল স্থানে ঈশ্বরের কথা শুনিতে দেবপূজকদের ইচ্ছা আছে। অপর যে চীন দেশে তিন শত ত্রিশ কোটি দেবপূজক লোক আছে, সেই দেশে এবং ব্রুহ্মদেশে অনেক দিনাবধি মঙ্গল সমাচার প্রবিষ্ট হওনের যে২ বাধা ছিল, তাহা এক্ষণে কিছু২ কমিতেছে। আফ্রীকা দেশীয় কয়েক দলস্থ লোকেরাও এক্ষণে ধর্ম্মপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এবং দিক্ষণ দিকস্থ মহাসমুদ্র ও ইণ্ডিয়ান সমুদ্র মধ্যবর্ত্তি দূরস্থ দ্বীপের লোকেরাও ঈশ্বরের কথা শুনিতেছে।

নবম খণ্ড।

বিশ্বাসি ও অবিশ্বাসি লোকের বিষয়।

মনুষ্যদের মনের স্বভাব এই, যে তাবৎ ব্যক্তিই অবশ্য কোন বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে, সে অবশ্যই শয়তানেতে কিম্বা আপনাতে কিম্বা আপনার মনের কল্পনাতে বিশ্বাস করে। কিন্তু সে সত্য ধর্ম্ম অগ্রাহ্য করিয়া যদি নির্ভয়ে আপনাকে অবিশ্বাসী করিয়া জানায়, তথাচ তাহার অনিচ্ছাতেও সে অনেক বার ধর্ম্মবিষয়ে মিথ্যা কারণে ভীত হয়। অবিশ্বাস ও মিথ্যাধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী হইলেও কখন নিতান্ত পৃথক থাকে না। যেমন দুই জন চাকর মনিবের অনুগ্রহ পাত্র হওনার্থে পরস্পর দ্বেষ করিয়া এক কালে প্রভুর সেবা করিতে না পারিলেও এক ঘরে থাকে, মিথ্যাধর্ম্ম ও অবিশ্বাসও তদ্রূপ। কিন্তু যদ্যপি তাহারা একত্র না থাকুক, তথাচ তাহার মধ্যে যে অপ্রধান হয়, সে প্রধানকে দূর করিতে নানা প্রকার প্রবঞ্চনা করে। এবং পূর্ব্বকালের সিদুকী লোকদের ন্যায় যাহারা আপনাকে নাস্তিক জানিয়া বলে, 'আমরা প্রায় কিছুতেই বিশ্বাস করি না, এবং ঈশ্বর আছেন, ইহাতেও বিশ্বাস করি না,' তাহারাও যে ভীরু ও অবোধ বালকের ন্যায় অনেক বার মিথ্যাভয়ে ভীত হয়, ইহা সকলেই জানে।

Digitized by Google

ফলতঃ ঈশ্বর আছেন, এই বিষয়ে যে ব্যক্তি বিশ্বাস না করে, সেই ব্যক্তি যে ভীত হয়, ইহা বড় আশ্চর্য্য নহে। "আমি সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বে যদি বিশ্বাস না করিতাম, তবে অন্যান্য বিষয়ে ভীত হইয়া শীঘ্রই মরিতাম", এই কথা এই গ্রন্থকর্ত্তা যেরূপ বলেন, বোধ হয়, এই রূপ অনেকেই বলেন। বাস্তবিক অবিশ্বাসি লোকেরা যে কখন২ মিথ্যাভয়ের বশীভূত হইয়া তাহা-হইতে কোন রূপে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে পারে না, তাহাতেই তাহারা শাস্তি পায়। পূর্ব্বে যখন প্রায় তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা সম্পূর্ণ রূপে পাপার বশীভূত ছিল, তখন মিথ্যাধর্ম্ম প্রবল ছিল বটে, কিন্তু তৎকালেও অবি-শ্বাস অর্থাৎ সত্য ধর্ম্মের অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল না; কেননা তৎকালে অনেক পাপা এবং তাহাদের অনেক মন্ত্রী যে অবিশ্বাসী ছিল, তাহা বিদিত আছে। কিন্তু যদ্যপি এই রূপ ছিল, তথাচ তাহা কেবল অপ্রকাশ রূপেই ছিল। সর্ব্বত্র মিথ্যা ধর্ম্ম প্রবল হওয়াতে অবিশ্বাসি লোকেরা আপনাদের অবিশ্বাস স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিতে পারিত না। কিন্তু মণ্ডলী শোধিত হইলে পর বিধিদ্বারা স্বেচ্ছামতে ঈশ্বরের সেবা করিতে অনু-মতি দেওয়াতে, এবং বৈধর্ম্মের বিরুদ্ধে পাপাকর্ত্তৃক যে কঠিন শাস্তি পূর্ব্বে নিয়মিত ছিল, তাহাও রহিত হও-য়াতে, অবিশ্বাসি লোকেরা আপনাদের মত নির্ভয়ে প্রকাশ করিতে সাহসী হইল। যে দেশহইতে সত্য ধর্ম্মের নীতি জের্ম্মানী দেশে প্রেরিত হইয়াছিল, অবিশ্বাসিমত্ স্বরূপ যে বিষবৃক্ষ যদ্যপি সর্ব্বত্র আপনাহইতে উৎপন্ন

Digitized by Google

হয়, তথাচ তাহাও সেই দেশ হইতে পরে প্রেরিত হইল। ইংরেজী অনাত্মবাদী অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্যতিরেকে সৃষ্টি হয়, এবং সজ্জাকারি ব্যতিরেকে সুসজ্জিত হয়, এই রূপ যাহারা বলে তাহারা, এবং ইংরেজী আস্তিক লোক অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বরের বিষয়ে যেরূপ লিখিত আছে, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা স্বেচ্ছামত কল্পনা করে, তাহারা, সমুদ্র পারস্থিত জের্ম্মানী দেশে আপনাদের রচিত পুস্তক পাঠাইল। ফ্রান্সিস্ পণ্ডিত লোক দ্বারাও অবিশ্বাসি মতের বৃদ্ধি হইল। অতএব ফ্রান্স ও জের্ম্মানী দেশেতে যীশুর ধর্ম্মের সত্য মূল উৎপাটন করণার্থে তাবৎ পাণ্ডিত্য ও তাবৎ বুদ্ধির কৌশল প্রকাশিত হইল। তাহাতে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র এই কথা,এবং কেবল যীশু খ্রীষ্টের মরণে পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয়, এই কথাও যে পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের মতের প্রধান মূল, তাহার সত্যতা খণ্ডন করিতে অবিশ্বাসী লোকেরা যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। ফলতঃ ১৮০০ শালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নষ্টকারি ঘুন পোকার ন্যায় যে নাস্তিকতা ও অবিশ্বাস, তদ্দারা সত্য ধর্ম্ম এমন বিগড়িয়া গিয়াছিল, যে জের্ম্মানী দেশের মধ্যে প্রায় সকলেই গুপ্তরূপে আমাদের প্রভু যীশুর ঈশ্বরত্বে অবিশ্বাস করিত। এবং তাহারা পুলপীতেও থাকিয়া অনেক বার এই কথা ঘোষণা করিয়া বলিত।

১৮০০ শালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ফ্রান্স দেশে নাস্তিকতা সাধারণ রূপে ব্যাপ্ত হওয়াতে রাজশাসনের পরিবর্ত্তন প্রযুক্ত যে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল,

Digitized by Google

তাহাতে নাস্তিকতাদ্বারা লোকেরা যে সহজে দুঃখ সাগরে মগ্ন হয়, তাহা প্রকাশিত আছে। সেই রাজশাসন পরিবর্ত্তনে লক্ষ২ লোক অকালে মরিল, এবং তদপেক্ষা অধিক লোক স্বদেশ ত্যাগ করিল; আর তাহাতে ফ্রান্স ও ইউরোপে যে রূপ ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই রূপ দুর্ঘটনা রাজশাসনের পরিবর্ত্তে জগতের প্রথমাবধি কখন হইল না। যে দুষ্ট লোকেরা তৎকালে শাসনকর্ত্তা ছিল, তাহারা রবিবার ও তাবৎ প্রকার পূজাকে অমান্য করিতে, এবং ঈশ্বর নাই এই কথা সাধারণ ব্যবস্থাদ্বারা প্রকাশ করিতে পরস্পর সাহসী হইয়াছিল। কিছু দিন পরে যাহাতে লোকেরা ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে, এমন নূতন ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইল। ঐ সময়ে নান্ত নগরে রাজদ্রোহক সভাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রসঙ্গে ঐ সভাধ্যক্ষ বলিয়াছিলেন, যে এই সভাস্থদের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে, তাহারা তাহা জানাইবার কারণ আপন২ হাত তুলুক। তাহাতে তাহাদের মধ্যে কেবল এক বৃদ্ধা স্ত্রী হাত উঠাইতে সাহসী হইয়াছিল। ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বরের বিষয় যে রূপ লিখিত আছে, তাহাতে যদ্যপি লোকেরা বিশ্বাস না করুক, তথাচ তাহারা পরে এমনি জ্ঞান প্রাপ্ত হইল, যে কোন এক প্রধান ব্যক্তি সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, ইহা মানিতে অস্বীকৃত হইল না। তখন সেই প্রধান সৃষ্টিকর্ত্তার সংভ্রমার্থে কোন একটা মহোৎসব করিবার অনেক প্রকার পরামর্শ করিল।

সেই সময়ে পারিস নগরে এক ক্ষুদ্র বালক চুরি করিলে

Digitized by Google

পরে "কি নিমিত্তে তুমি আপনাকে নিন্দাস্পদ করিলা?" এই রূপ তাহার মাতা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া স্পষ্ট রূপে বলিল, "ঈশ্বর আপন পদ পাওনের পূর্ব্বে চুরি করাতে যে সুখ, তাহা ভোগ করিতে বাঞ্ছা করিলাম, কেননা তাহা হইলে কেহ চুরি করিতে সাহসী হইবেক না"। কতক দস্যুরা ব্লাঙ্গট নামক স্থানে বলপূর্ব্বক এক ধনি ব্যক্তির গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহকর্ত্তার হস্তপদ বন্ধন পূর্ব্বক ভূমিতে ফেলিয়া তদুপরে থলিয়ার মোট্ চাপাইয়া রাখিল। তখন আমার নিশ্বাস বন্ধ হইবেক, ইহা ঐ দুর্ভাগা চীৎকার করিয়া বলিলে দস্যুদের এক ব্যক্তি তাহাকে নষ্ট করিতে পরামর্শ দিল। তাহাতে ঐ দুঃখী মনুষ্য বলিল, "ঈশ্বরের হস্তে আত্মা সমর্পণার্থে আমাকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দেও"। তখন তাহারা প্রত্যুত্তর করিল, "ঈশ্বরের বিষয়ে কথা কহিতে কি তুমি সাহসী আছ?" ঈশ্বর নাই, ইহা যে আমাদের দেশের ব্যবস্থাতে নিরূপিত আছে, তাহা কি তুমি জান না? তখন দস্যুরা ঐ ব্যক্তিকে আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী বলিয়া নিন্দাপূর্ব্বক লাঠিদ্বারা শক্তরূপে আঘাত করিল। তাহাতে সেই ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত হইয়া মূর্চ্ছা প্রায় পড়িয়া থাকিল।

অবিশ্বাসের কয়েক প্রতিফল দেখাইলাম, কিন্তু ইহাহইতে আরও অধিক আছে। এই অবিশ্বাসরূপ বিষহইতে জের্ম্মানী দেশকে কে সুস্থ করিয়াছে? যিনি আমাদের তাবৎ পীড়া সুস্থ করিতে, পারেন, অবশ্য কেবল তিনিই। কিন্তু তিনি কি রূপে তাহা সম্পন্ন করিলেন? এই বিষয়ে আমরা এই বলিতে পারি, "খাদক

Digitized by Google

হইতে খাদ্য, এবং বলবানহইতে মিষ্টতা নির্গত হইল"। ফ্রান্সিস লোকদের মহারাজা যে নাপোলিয়ন নামক অনুপম ব্যক্তি, তিনি খাদক ছিলেন। তাহার দ্বারা কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত অনেক দেশীয় লোক, বিশেষতঃ জের্ম্মানী দেশীয় লোক তাড়নাতে চিন্তা সাগরে মগ্ন হইল। এবং যখন পরমেশ্বর তাহাদিগকে আশ্চর্য্যরূপে তাহার হস্ত-হইতে মুক্ত করিলেন, তখন তিনি যে স্বর্গ ও পৃথিবীর কর্ত্তা আছেন, তাহা বুঝিতে ও তাঁহার প্রশংসা করিতে তাহারা পুনরায় প্রবর্ত্ত হইল। তৎকালাবধি তাবৎ প্রকার লোকদের মধ্যে অনেকেই যীশুর ধর্ম্মের স্বপক্ষ করিয়া আপনাদিগকে জানাইয়াছেন। ধর্ম্মপুস্তক ও সুস-মাচার প্রচার বিষয়ক সভাদ্বারা অনেক স্থানের লো-কেরা সত্য ধর্ম্মের প্রতি মনোযোগী হইতে পুনরায় প্রবর্ত্ত হইয়াছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিষয়ক উত্তম পুস্তক সকল চতু-র্দ্দিগে বিতরণ করা গিয়াছে। এবং স্থানে২ ধর্ম্মাত্মা-দ্বারা অনেকের মন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যদ্যপি এই রূপ হইতেছে, তথাচ এখনও এই জগৎ স্বর্গের মত নহে। আর যাহারা এই বর্ত্তমান কালের উৎকৃষ্টতা প্রকাশ করিতে বাঞ্ছা করে, তাহারা সুক্রিয়াদ্বারা তা-হার উন্নতি করুক। কেননা এখন দীপ্তি ও অন্ধকারে পরস্পর অতি বিবাদ হইতেছে; তাহাতে পরে কি হইবে, তাহা এখন বলা যায় না। কিন্তু এই নিশ্চয়, যে জয়ের পুর্ব্বে যদ্যপি আমাদিগকে শয়তানের সঙ্গে সকলাপেক্ষা ঘোর-তর যুদ্ধ করিতে হয়; তথাচ অবশেষে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এবং তাঁহার রাজ্যের জয় হইবেক। এখনে

Digitized by Google

সুসমাচাররূপ দীপ্তি ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির উপায় যে আমরা পাইতেছি, তাহার পরিবর্ত্তে পুনরায় তাবৎ ইউরোপদেশে ভয়রূপ অন্ধকার উপস্থিত হইতে পারে। অতএব আমরা যে পর্য্যন্ত সেই আশীর্ব্বাদে আশীঃপ্রাপ্ত হইতেছি, সেই পর্য্যন্ত তদনুসারে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

১০ দশম খণ্ড।

এখনকার খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীর এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য লোকদের দশার বিবরণ।

১৮০০ শালাবধি খ্রীষ্ট মণ্ডলী কিরূপে বিস্তারিত হইল, এবং সেই মণ্ডলীতে যাহা২ ঘটিল, তাহার ইতিহাস সংক্ষেপে কহিলাম। এক্ষণে সেই মণ্ডলীর এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য দেশীয় লোকদের দশা সংক্ষেপে লিখিয়া গ্রন্থ সমাপন করি।

সূর্য্য, এবং জগতীস্থ লোক, আর সুসমাচার, এই তিনের গতি প্রায় সর্ব্বদা এক দিক হইতেই হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বদিকহইতে পশ্চিমদিকে। যে আশিয়া দেশহইতে তেজোময় দীপ্তি অর্থাৎ সত্য ধর্ম্ম প্রথমতঃ উৎপন্ন হইল, সেই দেশের প্রায় তাবদংশ আজি পর্য্যন্তও দেবপূজকদের মিথ্যা ধর্ম্মরূপ অন্ধকারময় মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। যে সময়ে খ্রীষ্ট ধর্ম্মরূপ তেজস্কর সূর্য্য পশ্চিমদিকে প্রকাশিত হইয়াছে, তদবধি পালেস্তাইন ও সুরিয়া ও আশিয়া মাইনর এবং পার্শিয়া দেশে মহম্মদীয় মত প্রবল হইয়াছে। আর গ্রীক ও নেষ্টোরিয়ন ও যাকূবাইট্ ও আর্ম্মেনিয়ন এবং লিবাণোন পর্ব্বতীয়

মারোনাইট্ যে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা, ঐ সকল দেশে মুষলমানের অধীন হইয়া আছে। তাহাদের ধর্ম্ম এমনি দোষযুক্ত, যে প্রায় তাহারা খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে গণ্য নহে। আরবী এবং সিন্ধুনদী অবধি গঙ্গা পর্য্যন্ত অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে কেহ২ হিন্দু ধর্ম্ম আর কেহ২ বৌদ্ধ ধর্ম্ম মানে। চীনদেশে যে তিন শত ত্রিশ কোটি লোক বাস করে, তাহারা প্রায় সকলেই নানা প্রকার প্রতিমা পূজাতে আসক্ত হইয়া আছে। এবং অত্যুচ্চ হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরে থিব্বেত দেশীয় লোকেরা অদ্য পর্য্যন্ত ডালাই লামা নামক এক প্রকার ধর্ম্ম মানে। ঐ থিব্বেতের দক্ষিণ অঞ্চলস্থ লোকেরা পাপামতাবলম্বিদের ন্যায় ক্রমে২ যুক্তি বিরুদ্ধ পূজাতে আসক্ত হইয়াছে। তাহাতে পৃথিবীর আশিয়া ভাগে কয়েক মিথ্যা মণ্ডলী ছাড়া তাবৎ লোক দুঃখজনক দেবপূজাতে আসক্ত আছে। এবং ঐ অন্ধকারময় দেশের মধ্যে কেবল দক্ষিণ ধারে মিসনরি দ্বারা সুসমাচার রূপ দীপ্তি প্রজ্বলিত হইতেছে। এবং যে সুরিয়াদেশে ও ককাসস্ নামক পর্ব্বতে ও পার্শিয়া দেশে আর আরাল নামক ঝিলের ধারে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মরূপ দীপ্তি কিঞ্চিৎ প্রকাশিত আছে, আশিয়ার দক্ষিণাংশহইতে ঐ সকল দেশে যাইতে অতি প্রসস্ত অধর্ম্মরূপ জঙ্গল পার হইতে হয়।

যাহার কালবর্ণ পালকের ধারে২ কিঞ্চিৎ সাদা আছে, এমন যে পাল নামক কৃষ্ণবর্ণ বৃহত পতঙ্গ, তাহার ন্যায় আফ্রিকা দেশ। তাহার মধ্য ভাগে অসংখ্য ও অজ্ঞাত দেবপূজক কিম্বা মুসলমান লোক থাকে।

Digitized by Google

কিন্তু তাহার প্রান্তভাগে যে কয়েক দীপ্তিময় স্থান পাওয়া যায়, সেই সকল স্থানস্থ লোকেরা বহুশত বৎসরাবধি ঐ দেশের মধ্যভাগস্থ অন্ধকার দূর করিতে চেষ্টা করিতেছে। মিসর ও আবিসিনিয়া দেশে মুসলমানদের মধ্যে কপ্‌টিক নামক যে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা বাস করে, তাহাদের নিকট ইউরোপীয় মিসনরি লোকেরা গিয়া তাহাদের যে পুরাতন ধর্ম্ম প্রায় লুপ্ত হইয়াছে, তাহা পুনঃস্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। আফ্রিকা দেশের যে উত্তর অঞ্চলে পূর্ব্বে অনেক সুশোভিত মণ্ডলী ছিল, সেই স্থানে এক্ষণে পুনরায় ধর্ম্মরূপ দুই ক্ষুদ্র দীপ্তি প্রজ্বলিত হইয়াছে। তাহার পশ্চিম দিকে কয়েক স্থানে সুসমাচার রূপ তেজস্কর দীপ্তি প্রকাশিত আছে। এবং তাহার দক্ষিণ ভাগ হইতে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা সুসমাচার রূপ বাতি হস্তে করিয়া অনেক কালাবধি অন্ধকারেতে আবৃত ঐ দেশের মধ্যে ক্রমে ২ আরও ভিতরে যাইতেছে।

ইউরোপের অন্তঃপাতি জ্ঞানদায়ক এবং এক্ষণে সুন্দর যে গ্রীক্‌ দেশ পূর্ব্বে মুসলমানের অধীন থাকাতে জড়ীভূতের মত হইয়াছিল, সেই দেশ যে ঐ জড়ীভূততা-হইতে শীঘ্র মুক্ত হইবে, এমন ভরসা আমরা করিতেছি। কিন্তু এক্ষণে যে রূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তাহারা ভুল ভ্রান্তি প্রযুক্ত কি পর্যন্ত জড়ীভূতের ন্যায় হইয়াছিল, প্রায় কেবল তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। আজি পর্য্যন্ত রুষিয়া দেশের অমূলক ও যুক্তি বিরুদ্ধ অনেক রীতিতে আসক্ত আছে। হঙ্গেরি ও ত্রান্‌সিল্‌-বেনিয়া দেশের এক অংশ, এবং দাল্‌মেতিয়া ও ইল্লি-

Digitized by Google

রিয়া ও অস্ত্রিয়া, এবং ইটালিয়ার তাবদঞ্চল, আর স্বীতসর্লান্দ দেশের এক অংশ, ও জের্ম্মানী দেশের অধিকাংশ, এবং বহিমিয়া ও মোরেবিয়া ও পোলাণ্ড, ও ফ্রান্স ও স্পেন ও পোর্ত্তুগাল এবং আইর্লাণ্ড, এই সকল স্থানের প্রায় তাবৎ লোকেই আজি পর্য্যন্ত পাপার মতানুসারে চলিতেছে। কিন্তু জের্ম্মানীর উত্তরাঞ্চলের প্রধানাংশ ও দক্ষিণাঞ্চলের একাংশ, আর স্বীতসর্লান্দ ও ফ্রান্স দেশের একাংশ, এবং ইংলাণ্ড ও স্কটলাণ্ড ও সুইদেন এবং নরোয়ে ও দেন্মার্ক দেশের তাবদঞ্চল, এই সকল স্থানস্থ লোকেরা নানা প্রকার প্রতেস্তান্ত মণ্ডলী ভুক্ত হইয়াছে।

উত্তরামেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্ নামক দেশে পূর্ব্বকার লোকদের মধ্যে কয়েক দেবপূজক গোষ্ঠী এবং বর্দ্ধনশীল পাপার মতাবলম্বী কয়েক মণ্ডলী আছে; কিন্তু ঐ দেশের অধিকাংশ লোক প্রতেস্তান্ত মতাবলম্বী। এবং তদ্দেশীয় লোকেরা স্বেচ্ছামতে ঈশ্বরের সেবা করিতে অনুমতি পাওয়াতে প্রতেস্তান্ত মণ্ডলী নানা মতে ভিন্ন২ হইয়াছে। দক্ষিণামেরিকা দেশীয় লোকেরা জেসুইত নামক সম্প্রদায়দ্বারা যদ্যপি পাপার মতাবলম্বী হইয়াছে, তথাচ তদ্দেশের মধ্যস্থানে কয়েক দেবপূজক গোষ্ঠী পাওয়া যায়।

পাসিফিক নামক মহাসমুদ্রের মধ্যস্থ অনেক দ্বীপে প্রতেস্তান্ত মিসনরি লোকেরা ধর্ম্মোপদেশ দিতেছে। এবং সেই সকল স্থানে অনেকেই যীশুর রাজ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমরা আহ্লাদিত আছি।

Digitized by Google

অবশেষে বলি শুন, এই জগতের মধ্যে যে কমবেশ হাজার কোটি লোক আছে, তাহাদের মধ্যে ছয়শত কোটির কম নয় দেবপূজক লোক। আর যাহারা যীশুর ধর্ম্ম স্বীকার করে,তাহাদের সংখ্যা আড়াই শত কোটির অধিক নহে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে অনেক কি অল্প সত্য খ্রীষ্টীয়ান আছে, ইহা পরমেশ্বর যিনি তাবৎ লোকের অন্তঃকরণ জানেন,তাঁহা ব্যতিরেকে কেহই জানে না। কিন্তু এই নিশ্চয়,যে জগতের তাবৎ লোকের সহিত গণনা করিতে গেলে যদ্যপি তাহাদের সংখ্যা অল্প হউক,তথাচ তাহাদের দ্বারা শীঘ্র কি বিলম্বে তাবৎ মনুষ্যই ঐ মতাবলম্বী হইবেক। নিরূপিত সময়ে ঈশ্বরের কথা পূর্ণ হইবেক; এবং তাঁহার কথা যে নিতান্ত পূর্ণ হইয়াছে, তাহা অবশেষে জানা যাইবেক। দেখ,হবকুক ২ অধ্যায় ৩ পদে ইহা লিখিত আছে যথা, “যদ্যপিও বিলম্ব হয়, তবু অপেক্ষা কর; কেননা অবশ্যই পূর্ণ হইবে,অধিক বিলম্ব হইবেক না।”

সমাপ্তঃ

Digitized by Google

K. K. HOFBIBLIOTHEK * WIEN *

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Österreichische Nationalbibliothek
+Z158446104

Digitized by Google